শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব।

"আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা।
নশ্যন্ত্যেতে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ঃ ॥"
বৃহৎ-পরাশর।

যে সংসারে নারী-গণ রহে প্রীত-চিত্ত।
বৃদ্ধি পায় তাহে আয়ু, যশ, পুত্র, বিত্ত॥
তাদের অপ্রীতি-ভাব ঘটিলে নিশ্চয়।
অচির-কালের মধ্যে সব হয় ক্ষয়॥

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "বেঙ্গল
মেডিকেল লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

কলিকাতা,

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীপাঁচুগোপাল আস দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক প্রকাশ করিতে হইলে-ই, তাহার একটা বিজ্ঞাপন লিখিতে হয়, ইহা গ্রন্থ-প্রণয়নের চিরন্তন রীতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং, বাধ্য হইয়া, আমাকে-ও সেই প্রথার অনুসরণ করিতে হইতেছে।

বর্ত্তমান পুস্তক-প্রণয়ন-সম্বন্ধে, আমার বক্তব্যে দুই একটি কথা আছে। প্রথম কথা এই, কয়েক জন খ্যাত-নামা সু-লেখকদিগের সাহায্যে এই পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, সাহিত্য-কানন হইতে বহু-বিধ কুসুম-রাজি সংগ্রহ করিয়া, আমি "শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব"-রূপ মালা গাঁথিয়াছি। অতএব, ইহাতে যদি কোন-রূপ সৌন্দর্য্য বা সৌরভ বিদ্যমান থাকে, তবে যাঁহাদের উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া, মালা প্রস্তুত করিয়াছি, সেই সকল উদ্যান-স্বামীরা-ই

তজ্জন্য ধন্য-বাদ বা প্রশংসার পূর্ণ অধিকারী। সে-জন্য আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব বা বাহাদুরী নাই।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই পুস্তকের বিষয়-টি যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইলে, সমাজের উপযোগী হইত, আমা অপেক্ষা কোন দূরদর্শী সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ সুযোগ্য সু-লেখকের লেখনী হইতে প্রসূত হইলে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও আদরের সামগ্রী হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এক্ষণে এই পুস্তক দ্বারা সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার-সাধন হইলে, আমার সমুদয় শ্রম সার্থক বোধ করিব।

১৩১৫ সাল, ২২শে শ্রাবণ;
কলিকাতা। } শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

"শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব" সমাজে প্রকাশিত হইল। কিন্তু যে সকল সু-লেখক স্ব স্ব সমাজের বিবাহ-প্রথা, আদান-প্রদান-রীতি এবং পাল্টী-প্রকৃতি প্রভৃতি বিবিধ কুল-রহস্য-পূর্ণ-তত্ত্ব-সমূহে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমার সেই সকল শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু-স্থানীয় সু-লেখক মহোদয়-দিগকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার উপহার অগ্রে প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের নামের রত্ন-হার এই পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া, আমি আমাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলাম।

বিশপ্স্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ গাঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গবাসীর খ্যাত-নামা সু-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী। অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সু-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন ও শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মাশ্রমের দূরদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচরণ স্মৃতিভূষণ। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সু-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামশরণ জ্যোতির্ভূষণ। চিকিৎসা-শাস্ত্রে

অসাধারণ জ্ঞানী, স্ব-সমাজজ্ঞ, সু-পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন ও কবিরাজ ৺ মণিমোহন সেন। স্ব-নাম-প্রসিদ্ধ সু-লেখক সংসার-ত্যাগী মহাপুরুষ শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

এতদ্ভিন্ন, কতিপয় মহাত্মার নিকট মৌখিক বিস্তর উপদেশ লাভ করিয়াছি। বিশ্বকোষ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'-রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, স্ব-নাম-ধন্য স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "আচার-প্রবন্ধ" ও নীলকণ্ঠ মজুমদার-বিরচিত "বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম" নামক পুস্তক-সমূহ হইতে বিস্তর সাহায্য লাভ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাণ, আয়ু-র্ব্বেদ ও বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য কতিপয় বিজ্ঞান-বিদ্ বিচক্ষণ পণ্ডিত-গণের পুস্তক হইতে-ও প্রভূত প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি। ফলতঃ, যে সকল মহোদয়-গণের নিকট হইতে সামান্য-মাত্র সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারা সকলে-ই আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

চিরঋণী—

শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা।

সূচী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ঃ—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের কুল-ক্রিয়া ঃ—

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের কুল-কার্য্য।

পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ঃ—

পতিত-ব্রাহ্মণ ঃ—

বৈদ্য-জাতি ঃ—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কায়স্থ-জাতি ঃ—

বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ত্ব ঃ—

বিবাহ-সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি ঃ—

বিষয়।　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ঃ—

কন্যা-সম্প্রদান।

স্ত্রী-আচার ও বাসর ঃ—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

পাণি-গ্রহণ ও কুশণ্ডিকা :—

ফুল-শয্যা :—

পাক-স্পর্শ :—

বিষয়।

দ্বিতীয় বিবাহ ঃ—

গর্ভাধান ঃ—

পরিশিষ্ট ঃ—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ভূমিকা।

পতিত-পাবনী পুণ্য-তোয়া ভাগীরথীর বিমল সলিলে, অঙ্গ-স্পর্শ করিবা-মাত্র যেমন ভক্তাধিক ভক্ত-পুরুষের হৃদয়-মধ্যে, এক অপূর্ব্ব-আধ্যাত্মিক ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে, বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবটি বিরচন করিবার প্রারম্ভ-কালে, লেখনীতে অঙ্গুলি-স্পর্শ-মাত্রে, প্রিয়তম বন্ধু বিপ্রদাস বাবু-সম্বন্ধে, আমাদের মনোমধ্যে সেই-রূপ এক অনির্ব্বচনীয় সুখ-কর প্রেম-ভাবের উদয় হইল। গুণবান্ পুরুষকে প্রশংসা-বাদ প্রদান অথবা উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, মানবের পক্ষে, স্বাভাবিক ও পরম-ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু বিপ্রদাস বাবু, এবং-প্রকার প্রশংসা-বাদের প্রত্যাশী না হইলে-ও, তাঁহার অনিচ্ছা-সত্বে, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে, সংক্ষিপ্ত-ভাবে (দুই-এক-কথায়) মনোভাব

ব্যক্ত না করিয়া, তৃপ্তি-লাভ করিতে পারিলাম না। আমার আশা আছে, সহৃদয় পাঠক-গণ, আমার সহিত এক-মতাবলম্বী হইয়া, গুণবানের প্রশংসা-বাদে, পরিতোষ ভিন্ন, বিরক্তি লাভ করিবেন না।

আমাদের পরম মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বহু-দিন হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সু-পরিচিত, এবং বহু-বিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে কিশোরাবস্থা হইতে, নানা-বিষয়ক মনোহর ও জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ-সমূহ প্রকাশ করিয়া, তিনি বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ-রূপে উপকার-সাধন করিয়াছেন এবং এখন-ও তাঁহার সুধা-ময়ী লেখনী বিরাম লাভ করে নাই। তিনি এক্ষণে, বয়সে প্রবীণ, কিন্তু, ভাবে নবীন; তিনি এখন-ও যুবার ন্যায় উৎসাহী, কর্ম্ম-ক্ষম এবং পরিশ্রম-পরায়ণ। তিনি এক-দিকে যেমন বহু-দর্শনে জ্ঞান-সাগর, তেমনি অন্য-দিকে গভীর-চিন্তা-শীল ভাবুক। আমি বহু-বর্ষ হইতে, এই ঋষি-কল্প পুরুষের বিরচিত প্রবন্ধ-নিচয় মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি।

যখন-ই তাহা পাঠ করিয়াছি, তখন-ই কিছু না কিছু নূতনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। বিপ্র বাবু কেবল সু-দক্ষ লিপি-কর বা গ্রন্থ-কার নহেন, পরন্তু, কতক-গুলি সমাচার-পত্রের-ও তিনি সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া, যথেষ্ট যোগ্যতা-প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ-বিষয়ক পুস্তক-সমূহ, বালক-বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, যুবক, বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ, অন্তঃপুর-স্থিতা রমণী, কৃষি-ক্ষেত্রের কর্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের উপকারে আইসে। তৎ-প্রণীত পুস্তক-সমূহ যথা,—পাক-প্রণালী, রন্ধন-শিক্ষা, মিষ্টান্ন-পাক, সৌখিন-খাদ্য-পাক, যুবক-যুবতী, অপঘাত-মৃত্যু-নিবারণ, কলম-প্রণালী, সব্জী-শিক্ষা, আত্ম-হারা প্রেমিক, প্রাচীন-লণ্ডন-রহস্য, পারস্য-কুসুম, গৃহস্থালী, যুবতী-জীবন, জননী-জীবন, স্ত্রী-জীবনের আদর্শ, দেদার-মজা, বেদম-হাসি, খোকার-মার গান, মেয়েলী ব্রতের ছড়া, প্রবন্ধ-রত্ন, মনুষ্যত্ব, শিশু-সখা এবং বালিকা-হিত-পাঠ ইত্যাদি।

সম্প্রতি তিনি হিন্দু-সমাজান্তর্গত উচ্চ-জাতীয়

নর-নারীর পরিণয়-প্রথা-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমাদের হিন্দু-সমাজের একটি চিরন্তন অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এরূপ এক-খানি সামাজিক গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল। বিপ্র বাবু সেই মহৎ অভাব দূরীকরণ করিয়া, হিন্দু-সমাজের পরমোপকার সাধন করিলেন। হিন্দু-সমাজ অবশ্য তাঁহার নিকট, এই মহদুপকারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই। যে বিষয় লইয়া বিপ্র বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থের পক্ষে, নিত্য-পাঠ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয়। এই পুস্তক প্রচার করিয়া, বিপ্রদাস বাবুর "বিপ্রদাস" নাম সার্থক হইল।

চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রম-ই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, ইহা-ই পূজ্য-পাদ ঋষি-গণের অভিমত। দাম্পত্য-প্রেমের পরম পবিত্র বেদির উপর যে, এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলা বাহুল্য। সু-শিক্ষিতা, ধর্ম্ম-পরায়ণা সহ-ধর্ম্মিণীকে, ভগবান্ এই আশ্রমের মহা-

মহিমান্বিতা দেবী-রূপে সৃজন করিয়াছেন। দয়া-মায়া, আতিথেয়তা, সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি গুণ-সমূহ এই আশ্রমের অমৃত-ময় ফল। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন দ্বারা, গঙ্গা-যমুনা-সংযোগের ন্যায়, গৃহস্থাশ্রম পরম-পবিত্র তীর্থ-রূপে পরিণত হয়। ফলতঃ সমাজ-মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলে, সংসারাশ্রম পশু-সমাজে পরিণত হইত।

বিবাহ-প্রথা আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, বেদ-বিহিত ব্যবস্থা-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হিন্দু-সমাজ, স্ত্রীকে কেবল-মাত্র উপভোগের উপাদান বলিয়া অনুমোদন করেন না। ইহ ও পর জীবনের উন্নতি-সাধন, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুই পক্ষের উপর নির্ভর না করিলে, যেমন পক্ষী গগন-পথে উড়িতে পারে না, সেই-রূপ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সাহায্য, একতা ও ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি সংযুক্ত না হইলে, সমাজের কোন-প্রকার শ্রী-বৃদ্ধি সংসাধিত হয় না। জেরিমি টেলার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"উদ্বাহ, সংসারের প্রসূতি-স্বরূপ। কারণ,

বিবাহ দ্বারা দেশ জন-পূর্ণ হয়, রাজ্য সু-রক্ষিত হয়, দেবালয়ে উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এবং স্বর্গ-রাজ্যে ধার্ম্মিকের আধিক্য হইয়া থাকে।”

জনসনের অভিমত এই যে,—“মানবের পক্ষে বিবাহ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অবস্থা; যে মনুষ্য, যে পরিমাণে বিবাহের অনুপযুক্ত, সে সেই পরিমাণে দুরাত্মা।”

বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রী-পুং-সম্মিলন, নৈসর্গিক ব্যাপার। এ মিলন কেহ-ই রোধ করিতে পারে না। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী-জগৎ, সর্ব্বত্র-ই এই মিলনের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। এই মিলন যাহাতে বৈধ উপায়ে সম্পাদিত হয়, আর্য্য-শাস্ত্র তাহার-ই ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা যে, প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য।

বিবাহ-প্রথা অতি পুরাতন। য়িহুদীদের “প্রাচীন টেষ্ট্যামেণ্ট” নামক প্রায় সপ্তাধিক-সহস্র-বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে লিখিত আছে—“তদনন্তর ঈশ্বর কহিলেন,—হে আদি মানব! তুমি এক্ষণে পৃথি-

শীতে গিয়া, এই স্ত্রী-লোককে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়া, জন-সংখ্যা বৃদ্ধি কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুজ্ঞা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হউক।" *

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন-তম শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" অর্থাৎ (আমি) ঈশ্বর অজ হইলে-ও, বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব। শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য শ্রুতির টীকায় ইহার এই-রূপ অর্থ করিয়াছেন—"পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽহং কাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়।" অর্থাৎ সেই পরম-পুরুষ (পরমেশ্বর) নারায়ণ কামনা করিলেন যে, আমি প্রজা সৃজন করি। এই জন্য, তিনি কামকে সৃজন করিয়া, রমণী-মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন; ক্রমে ঐ কাম, পুরুষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। তদনন্তর, পুরুষ ও স্ত্রী, স্বামী ও সহধর্ম্মিণী হইয়া, বিবাহ দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করিতে লাগিল। "নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে"—সায়ণাচার্য্য-

---

* Old testament. Book of genesis.

কৃত শ্রুতির টীকা। শ্রীনারায়ণোপনিষদে-ও এই-রূপ উক্ত আছে। "মহোপনিষদে" পড়া যায়, "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ।" এই এক নারায়ণ হইতে জগতে প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা বা মহেশ্বর ছিলেন না। শ্রীমৎ-ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র-মধ্যে-ও ভগবান্ কহিয়াছেন—"আমি প্রজা-পতি-রূপে জগতে জন-সংখ্যার বর্দ্ধন করিয়াছি, এই-জন্য আমি লোক-সংখ্যার গুরু প্রজাপতি।" এই কারণে শুভ-বিবাহ উৎসবে, ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দু-জাতি, ভগবান্‌কে প্রজাপতি বলিয়া উল্লেখ করেন।

হিন্দুর বিবাহ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি-গণের অসাধারণ জ্ঞান, দূরদর্শিতা, মানব-প্রকৃতির গূঢ়-রহস্য-বোধ এবং সমাজ-তত্ত্বজ্ঞতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সমাজে, আট-প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল ; যথা :—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাশ্চমোঽধমঃ॥

মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। এই কয়েক-প্রকার বিবাহের মধ্যে, সকল-গুলি সংস্কার-মূলক নহে; তথাপি ঐ সকল উদ্বাহ-প্রথা, বিবাহ-তালিকা-ভুক্ত করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণানুসারে, মানব-প্রকৃতি, কখন এক-রূপ হইতে পারে না। এ-জন্য, বিভিন্ন প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া, মানুষ নানা-প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ-সংমিলন, জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং, মানুষ-ও এই ধর্ম্মের অধীন। অতএব, মানব-সন্তান যে, বিভিন্ন উপায়ে সম্মিলিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু, মানুষ যখন সমাজ-বদ্ধ হইয়া চলিতে আরম্ভ করে, তখন বিধি-সঙ্গত নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য হয়। নতুবা, সমাজে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। বিবাহ-বন্ধন যে, শান্তি-স্থাপনের একটি প্রধান উপকরণ, তাহা সকলকে-ই এক-বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্র-কার-গণ যখন দেখিলেন, মানুষ যত-প্রকারে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইতে পারে,

তৎ-সমুদয়-ই ঐ আট-প্রকার বিবাহ-প্রথার অধীন, তখন তাঁহারা, সমুদয়-গুলি সংস্কার-মূলক না হইলে-ও, ঐরূপ মিলনকে বিবাহ নামে অভিহিত করিলেন। কারণ, ঐরূপ মিলন, বিবাহ-মধ্যে পরিগণিত না হইলে, সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া উঠে। সন্তান-প্রতিপালন, বার্দ্ধক্যাবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে কাহার-ও দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে, পশু-সমাজ অপেক্ষা, মানব-সমাজের যার-পর-নাই শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত। এ-জন্য, ঐ আট-প্রকার সম্মিলনকে-ই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু, এক্ষণে উচ্চ-শ্রেণী হিন্দু-সমাজে এক-মাত্র "ব্রাহ্ম" বিবাহ-ই প্রচলিত।

কেহ কেহ আবার ইহা-ও বলিয়া থাকেন, সমাজ-বন্ধনের আদিম অবস্থায়, লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। তখন বৈধাবৈধ বিবেচনা না করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের সহ-মিলন হইয়া থাকে। কিন্তু, যত-ই লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যত-ই সমাজের অশান্তি, অভাব এবং

পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, তত-ই সমাজকে নানা-প্রকার কল্যাণ-কর নিয়মের অধীন হইতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং, তখন বিবাহ-বিষয়ে-ও যথেচ্ছা-চারিতা তিরোহিত হইয়া, সমাজকে এক অপূর্ব্ব শোভায় সু-শোভিত করিয়া তুলে।

সু-সভ্য ও সু-শিক্ষিত ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশ-সমূহে এবম্প্রকারের গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রচার-কালে, প্রস্তাবক মহাশয়েরা, তদ্দেশীয় সু-পরিচিত সুধী-ব্যক্তি-বর্গের নিকট হইতে এক-একটি বিষয়ের তত্ত্ব-সমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং কখন কখন, বিষয়-বিশেষ-সম্বন্ধে, প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য, বহু-দর্শী লেখক-গণকে অনুরোধ করেন। এবম্প্রকারে কতক-গুলি কৃতী লিপি-করের ভূয়ো-দর্শন, একাধারে সম্মিলিত হওয়ায়, গ্রন্থ-খানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এবংবিধ প্রথা অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই; বোধ করি, সেই কারণে অনেক গ্রন্থের অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিপ্রদাস বাবুর বর্ত্তমান গ্রন্থে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রথা কিয়ৎ-

পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

বিগত কয়েক বর্ষ কাল ব্যাপিয়া, আমি, বঙ্গ-দেশীয় ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত, যাবতীয় হিন্দু-জাতির প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক ইতিহাস বিরচন করিয়া "সিদ্ধান্ত-সমুদ্র" নামে যে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি, ইহা দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে; আপাততঃ, ষষ্ঠখণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পর-বর্ত্তী খণ্ডে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-জাতির সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় অনুরত আছি বলিয়া, বিপ্রদাস বাবু বোধ হয়, আমাকে, তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়-বিশেষ-সম্বন্ধে, কিছু তত্ত্ব-সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; বিপ্রদাস বাবুর পরামর্শ-মতে আমি কায়স্থ-জাতি-সম্পর্কে, যথা-কথঞ্চিৎ তত্ত্ব-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, সমুদয় গ্রন্থ, একমাত্র বিপ্রদাস বাবুর লেখনী-প্রসূত। তিনি-ই এই গ্রন্থের উদ্ভাবক, বিরচক ও সংগ্রাহক। ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী মৃত-মানবের কবর নির্ম্মাণ-কালে, অন্যান্য মুসলমানেরা যেমন

এক এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার কথঞ্চিৎ সহায়তা সম্পাদন করে, কায়স্থ-জাতি-সম্বন্ধে, বিপ্রদাস বাবুর সংগৃহীত তত্ত্ব-সংগ্রহে, আমি-ও কেবল তদ্রূপ মুষ্টি-মেয় ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, বন্ধুর অকাট্য অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি। উপসংহারে ইহা বিনীত-ভাবে বক্তব্য যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া, আমি বিপ্রদাস বাবুকে, বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষ হইতে প্রশংসা-বাদ প্রদান করিয়াছি। বাস্তবিক, আমরা তাঁহার নিকটে নানা-বিষয়ে ঋণী; তিনি বঙ্গ-ভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতৈষী। এ-দেশে কৃষি-তত্ত্ব বিষয়ের আলোচনায়, তিনি সর্ব্ব-প্রথম পথ-প্রদর্শক এবং পাক-প্রণালী বিষয়ে তিনি কেবল প্রথম লেখক নহেন, পরন্তু অদ্বিতীয় উদ্ভাবক। বিপ্রদাস বাবু, স্ব-মুখে কখন নিজগুণ বর্ণনা না করিলে-ও, আমি এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তাঁহার প্রশংসা-বাদ করিয়া, কিয়ৎ-পরিমাণে বঙ্গ-দেশকে কৃতজ্ঞতা-ঋণ হইতে বিমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

বিপ্রদাস বাবুর জন্ম-বর্ষ সন ১২৫৪ সাল। শকাব্দ ১৭৬৯। বর্ত্তমান ১৩১৫ সালে, বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শুভ-বিবাহ।

পূর্ব্বাভাস—বিবাহ-সংস্কার।

কন্যা বরয়তে রূপং,
মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি,
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

বরের থাকিলে রূপ কোনে খুসি তায়।
বাপ খোঁজে বিদ্যা তার, ধন খোঁজে মায়॥
কুলে দোষ না থাকিলে তুষ্ট জ্ঞাতিগণে।
লুচি মোণ্ডা খাব শুধু ভাবে অন্যজনে॥

সমাজ-মধ্যে আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম-ভাব ও নৈতিক-জ্ঞান, চিরকাল একরূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ঐ

সকলের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে যে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কে-না অবগত আছেন? বিবাহ-সম্বন্ধে-ও একটা নূতন ভাব জাগরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সাধারণে বিবাহ-সম্বন্ধে কিরূপ কামনা করিতেন, তাহার সজীব চিত্র শীর্ষোল্লিখিত কবিতাতে-ই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কন্যা অর্থাৎ পাত্রী, পাত্রের সৌন্দর্য্য কামনা করিতেন; তাঁহার মাতা মনে মনে অভিলাষ করিতেন, জামাতা ধনসম্পন্ন হইবেন; পিতা ইচ্ছা করিতেন, জামাতা শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন; বন্ধুগণ মনে করিতেন, উচ্চবংশে কন্যার বিবাহ হইবে; এবং জন-সাধারণে বাসনা করিতেন, যেখানে-ই ও যেরূপ পাত্রেই বিবাহ হউক না-কেন, তাঁহারা মিষ্টান্ন ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি বা সে মতি-গতি দেখা যায় না। আজ-কাল অর্থ ও অলঙ্কারের উপর বিবাহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে দেনা-পাওনার স্বচ্ছলতা, অল-ঙ্কারের চাকচিক্য, সেইখানে-ই বিবাহের কথা! পাত্র

বা পাত্রীর আত্মীয়-স্বজন বা অভিভাবকদিগের পরামর্শ কেহ গ্রাহ্য করে না, ভবিষ্যতের দিকে কেহ ফিরিয়া-ও চাহে না। পাত্রের মাতা-পিতার কেবল অর্থের দিকে-ই টান!

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে, বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার। বিবাহ, ইহ ও পর-জীবনের যাবতীয় সুখ-সাধনের প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ। এজন্য, হিন্দু অনেক দেখিয়া শুনিয়া, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই বন্ধনের প্রধান উপাদান ধর্ম্ম। হিন্দু, স্ত্রীকে "ধর্ম্ম-পত্নী" কহিয়া থাকেন। "পতিকে পত্নীর সহিত এবং পত্নীকে পতির সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলাইবার, দুইটিকে একটি করিয়া তুলিবার জন্য, আর্য্য-শাস্ত্র যেমন চেষ্টা পাইয়াছেন, এমন আর কোন দেশের কোন শাস্ত্র-ই করিতে পারেন নাই। "ততো বিরাড়্ অজায়ত" এই বেদোক্তির ব্যাখ্যা-পূর্ব্বক মনু বলিয়াছেন :—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ-মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

প্রভু (ব্রহ্মা) আপনার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, অর্দ্ধে পুরুষ এবং অর্দ্ধে স্ত্রী সৃষ্টি দ্বারা বিরাটের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব, বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বে বিভক্তী-কৃত দুইটির পুনর্ব্বার একীকরণ হয়। যজুর্ব্বেদীয় পাণিগ্রহণের একটি মন্ত্র এই,—আমি লক্ষ্মী-হীন, তুমি লক্ষ্মী, তুমি বিনা আমি শূন্য ;—তুমি আমার লক্ষ্মী। আমি সামবেদ, তুমি ঋগ্‌বেদ ;—আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী। আমরা দুইয়ে মিলিয়া-ই পূর্ণ।

এই গভীরতম ভাবের ছায়া য়িহুদিদিগের শাস্ত্রে-ও পড়িয়াছে, এবং সেই শাস্ত্র হইতে মুসলমান এবং খৃষ্টান-ও কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। উহারা সকলে-ই বলে যে, আদিম পুরুষের শরীর হইতে স্ত্রী-শরীরের উৎপত্তি। অতএব, বৈবাহিক সম্বন্ধ-বন্ধনে যে, স্ত্রী-পুরুষের পুনরেকীকরণ হয়, এই ভাবের আভাস উহাদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানে-ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহাদের একীকরণ-ব্যাপার পরস্পরের উচ্ছিষ্ট-ভোজন-রূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তি-মূলক স্বীকার-বাক্যে ; সুতরাং সংস্কার-মূলক নয় বলিলে-ই হয়। এই

জন্য উহা তেমন দৃঢ় এবং চিরস্থায়ী-ও হয় না। আমাদিগের বৈবাহিক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ। ইহার দ্বারা যে সংযোগ হয়, তাহা আর কখন-ই ছাড়াইবার নয়; ইহ-জন্মে-ও নয়, পর-জন্মে-ও নয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে বৈবাহিক-বন্ধন এমন দৃঢ় এবং পবিত্র-ও হয় না।"*

পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে আট-প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা :—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ; এই আট-প্রকার বিবাহ-প্রথার মধ্যে অষ্টমটি অতি নিন্দিত। এক্ষণে হিন্দু-সমাজে একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহ-ই প্রচলিত।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যে বিবাহে কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ও

* স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'আচার-প্রবন্ধ' দেখ।

অলঙ্কারাদি (সাধ্য-মত) দ্বারা পূজিত (ভূষিত) করিয়া, জ্ঞান-সম্পন্ন এবং চরিত্রবান্ পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান পূর্ব্বক, দান করা হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ কহে। শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ ও চরিত্রবান্ পাত্রকে-ই কন্যা-দান করিতে উপদেশ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে লোকে শাস্ত্রের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া, অর্থের সহিত কন্যার বিবাহ-বন্ধন করিয়া থাকেন। অর্থ-ই এখন সমাজ-মধ্যে একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। কখন কখন এরূপ-ও দেখা যায়, কন্যার পিতা ধন-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, ধনশালী বৃদ্ধের স্কন্ধে, সরলতাময়ী বালিকাকে সমর্পণ করিতে-ও কুণ্ঠিত হন না। ধন্য অর্থ-লালসা!

"দশপুত্র-সমা কন্যা সৎপাত্রে যদি দীয়তে।" বাস্তবিক, কন্যা সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলে, বিবাহের যথার্থ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। এ-স্থলে ইহা-ও জানা আবশ্যক যে, পাত্রের চরিত্র ও কুল-শীলের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ যে কন্যার

বিবাহ হইবে, তাহার স্বাস্থ্য ও কুল-শীলের প্রতি-ও তদ্রূপ বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাহার সহিত বিবাহ হইবে, তাহার মাতা-পিতার স্বাস্থ্য ও চরিত্র কিরূপ, তাহা-ও দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহ-সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে, মনুষ্য-জীবনের যে, কত-ই দুর্দ্দশা অন্তর্হিত হয়, তাহা বলা যায় না। স্বাস্থ্য-হীনা বালিকাকে বিবাহ করিলে, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানাদি প্রত্যেক-কের-ই তাহার ফল-ভোগ করিতে হয়। বিবাহ-কালে লোকে যদি অর্থবান্ লোকের কন্যাকে না দেখিয়া, স্বাস্থ্যবান্ পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের জীবন কত সুখে অতি-বাহিত হয়! এ-স্থলে কেহ যেন ইহা মনে না করেন, ধনবান্ হইলে-ই দোষ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ যদি ধনশালী পরিবার স্বাস্থ্যবান্ হন, তবে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু সচরাচর প্রায়-ই দেখা যায় যে, ধনী পরি-বারের স্ত্রীলোকেরা অধিক অসুস্থ। অতএব, যে

পরিবার কেবল ধনবান্ অথচ স্বাস্থ্যবান্ নহেন, তাহা অপেক্ষা ধন-হীন সুস্থ পরিবারে বিবাহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ, এ-সংসারে স্বাস্থ্য অপেক্ষা আদরের ধন আর কিছু-ই নাই। অতএব, যাঁহারা ধন-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় বংশের স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য ও মহাপাপী আর কে আছে? স্বাস্থ্যের নিকট তুচ্ছ অর্থ কোন্ ছার!

যখন সন্তান মাতা-পিতার অনুরূপ হইয়া থাকে, যখন মাতা-পিতা দুর্ব্বল হইলে সন্তান দুর্ব্বল হয়, যখন মাতা-পিতা পীড়িত হইলে সন্তানকে-ও তাহার ফল-ভোগ করিতে হয়, তখন যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত, ইহা কে-না বুঝিতে পারেন? নির্দ্দোষ নিরীহ সন্তানগণ যেন, মাতা-পিতার দোষে আজীবন কষ্ট-ভোগ না করে, এবং এক বংশ হইতে অপর বংশে যেন, রোগের বীজ প্রবর্ত্তিত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট-ই উপলব্ধি হয়, বিবাহ একটি দায়িত্ব-বিশিষ্ট কার্য্য। অতএব, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, সম্পত্তি বা বংশ-মর্য্যাদার প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ নির্ম্মল শোণিত এবং পবিত্র কুলশীল দেখিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত। কারণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষা, পার্থিব কোন সম্পত্তি-ই অধিকতর মূল্যবান্ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ-সংসারে অনেকে-ই প্রকৃত পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়া, নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা অর্থের কুহকে পড়িয়া, চির-জীবন কষ্ট-ভোগ করিয়া থাকেন।

মানব-জীবনের যাবতীয় সুখ-সাধনের মূল বিবাহ ; এই মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আর্য্য-ঋষিরা বিবাহসম্বন্ধে যে সকল অশেষ কল্যাণ-কর উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উদ্বাহ-কার্য্য সমাধান করা প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রাচার ও দেশাচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, হিন্দু-সমাজে পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা যায়, শাস্ত্রাচার অপেক্ষা দেশাচারের প্রভাব অধিক। আবার, কোন কোন স্থলে কুলাচারের-ও আধিপত্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

দেবীবর ঘটক যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেল-বন্ধন ও কৌলীন্য-প্রথার পুষ্টি-সাধন করেন, তাহার পর হইতে-ই কুলাচার্য্যদিগের দ্বারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-দিগের বিবাহের সম্বন্ধাদি হইয়া আসিতেছে। কুলাচার্য্য বা ঘটকগণের উপর বিবাহ কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকায়, তাঁহারা কুলীন, শ্রোত্রিয় এবং বংশজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক গৃহস্থের বংশাবলী, কুল-ক্রিয়া এবং পাল্টী-ঘর প্রভৃতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। সমাজ-মধ্যে কুলাচার্য্যগণের প্রভূত সম্মান ছিল; তাঁহারা সমাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। সুতরাং, জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য, তাঁহাদিগকে

অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইত না। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে দেশ-মধ্যে কুলাভিজ্ঞ কুলাচার্য্য প্রায় বিলোপ পাইয়া আসিয়াছেন। উপযুক্ত ঘটক না থাকাতে সমাজে যে, একটি বিশেষ অভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রে-ই অনুধাবন করিতেছেন। বিচক্ষণ কুলাচার্য্যের স্থান এখন ভ্রষ্ট-চরিত্রা ঘটকী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহারা না জানে কোন বংশ-তত্ত্ব, না জানে কৌলীন্য-সংবাদ, না জানে পাল্‌টী-ঘরের অনুসন্ধান। বিবাহ-কার্য্যের উপর বংশের যশ, কৌলীন্য-মর্য্যাদা এবং ভাবী বংশের শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। সেই গুরুতর এবং ইহ-পর-জীবনের সম্বন্ধ-বন্ধনের ভার, হিতাহিত-জ্ঞান-পরিবর্জ্জিতা কতক-গুলি স্ত্রী-ঘটকীর উপর নির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। ফল-কথা, ইহা অপেক্ষা সমাজের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

হিন্দু-সমাজে সম্প্রদায়-ভেদে সাম, ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদ-মতে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যদি-ও এই ত্রিবিধ মতের মধ্যে মন্ত্র, অনুষ্ঠান এবং উপকরণের সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু মূলে কোন-প্রকার পার্থক্য নাই বলিলে-ই হয়। বেদ-বিহিত অনুষ্ঠান ই হিন্দু-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য।

বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

কৃতোদ্বাহস্য শয়নাশ-স্নানাদি-কর্ম্মসু।
নিয়মাচ্চ শ্রমাচ্চৈব স্বাস্থ্যং সংজায়তে পরম্॥

বিবাহ হইলে পরে শয়ন ভোজন।
স্নান-আদি কার্য্যে হয় নিয়ম-বন্ধন॥
প্রয়োজন-মত শ্রম করিতে-ও হয়।
তাহাতে শরীর সুস্থ রহে সুনিশ্চয়॥

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতে-ই, প্রত্যেক দম্পতির স্ব স্ব স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগী হইতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ, স্বাস্থ্য-ই ইহ-জীবনের একমাত্র সার সম্পত্তি। কি উপায়ে উহা রক্ষা করিতে হয় এবং ভঙ্গ হইলে-ই বা কি উপায়ে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই দুইটি বিষয় এত গুরু-

তর যে, জীবনের অধিকাংশ সময় উহাতে ক্ষেপণ করা অতীব কর্ত্তব্য। কারণ, বিশেষরূপ মনো-নিবেশ-পূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ না করিলে, আমরা কোন-ক্রমে-ই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই না। ইহা কাহার-ও অবিদিত নাই যে, মানব-দেহ সতত-ই বিকল হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক, মানব-শরীরের ন্যায় পরম মনোরম ও জড়িত যন্ত্রে, সময় সময় যে বিরোধ উপস্থিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। বহুতন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্য-যন্ত্রে কি দীর্ঘকাল সুর-মিল থাকে?

বিবাহিতা পাঠিকাদিগকে যে বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা প্রত্যেক গৃহিণীর পক্ষে-ই যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়। রমণীগণ দেখুন, এই সংসারে কত শত যুবতী স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, দুর্ব্বল শরীরে, নিঃসন্তান অবস্থায়, নানা-প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন। ইহা চিন্তা করিতে-ও কাহার না কষ্ট হয় যে, আমাদের দেশে সুস্থ অপেক্ষা অসুস্থ স্ত্রীলোকের সংখ্যা-ই অধিক? অবশ্য-ই ইহার

মূলে অনেক-গুলি গূঢ় কারণ আছে। রমণী-কুসুম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; তবে কেন, সে কুসুমে শারীরিক পীড়াদি-রূপ কীট প্রবেশ করিয়া থাকে? সৃষ্টি-কর্ত্তা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করিয়া, সংসারে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে নিশ্চয় জানিতে হইবে, ইহার মূলে কোন-না-কোন-প্রকার দোষ ঘটিয়াছে। এই দোষ নিরাকরণ করিবার ব্যবস্থা না করাতে, অনেকে নিঃসন্তান অর্থাৎ বন্ধ্যা হইয়া থাকেন।

ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় কি আছে যে, পৃথিবীতে প্রায়, প্রতি দশ জন স্ত্রী-লোকের মধ্যে এক জন বন্ধ্যা, অর্থাৎ একশত জনের মধ্যে প্রায় দশজন নিঃসন্তান হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল গৃহিণীগণ যে নিয়মে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, যদি তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, তবে অনেকের ক্রোড় পুত্র-রত্নে সুশোভিত দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রী সবল ও সুস্থ থাকিলে কেবল যে, বন্ধ্যাত্ব দোষ নিরাকৃত হয়, এরূপ নহে; সেই প্রসূতির গর্ভ-জাত সন্তানগুলি-ও বলিষ্ঠ ও সুস্থ-কায় হইয়া থাকে। সন্তান-প্রজনন-সম্বন্ধে এই প্রলোভনটি সকল নর-নারীর পক্ষে-ই সমান প্রার্থনীয়। কারণ, দুর্ব্বল ও শীর্ণ-কায় সন্তানেরা কেবলমাত্র যে, তাহাদের মাতা-পিতাকে মনঃকষ্ট দেয়, এরূপ নহে; দেহ-ধারণ-তাহাদিগের পক্ষে গুরুতর ভার বোধ হয়; এবং অনেক সময় পরিবারস্থ অনেকের-ই কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, এই সকল সন্তানগণ ভবিষ্যতে নর-নারী হইয়া, জন্ম-ভূমির গৌরব ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবে। অতএব, সন্তান-প্রজনন-সম্বন্ধে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহ করা উচিত। মনে কর, স্ত্রী একটি বৃক্ষের ন্যায় এবং সন্তান তাহার ফল-স্বরূপ। ইহা কে না অবগত আছেন যে, যেমন নিস্তেজ ও কীট-দষ্ট বৃক্ষ হইতে উপাদেয় ফল-লাভ হয় না, সেইরূপ অসুস্থ, রমণী হইতে-ও সুস্থ সন্তান জন্মে না। নিস্তেজ বৃক্ষে ফল ধরে না; যদি-ও ধরে,

তবে সেই ফল ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ হয়, অপক্ক অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে এবং পাকিলে-ও, ব্যবহারোপযোগী হয় না। স্ত্রীর পক্ষে হয় আদৌ সন্তানাদি জন্মে না; যদি-ও জন্মে, তবে গর্ভ-চ্যুত হয়, নতুবা ক্ষুদ্র-কায় ও অসুস্থ হইয়া, হয় জীবনের প্রারম্ভে-ই কাল প্রাপ্ত হয়, অথবা কিছু দিন জীবন-ধারণ করিয়া, অতি-কষ্টে সংসার-লীলা সমাধা করিয়া থাকে। কণ্টক-ময় বন-বৃক্ষ হইতে, সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল অন্বেষণ করা, আর অসুস্থ মাতা-পিতা হইতে, সুস্থ-কায় দীর্ঘ-জীবী সন্তানের আশা করা, এক-ই কথা! ফলতঃ, অসুস্থ মাতা-পিতার সন্তান, প্রায়-ই ক্ষুদ্র ও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যেক নর-নারীর বিশেষ বিবেচনার সহিত বিবাহ করা উচিত। মাতা-পিতা যত দিন না রোগ-মুক্ত হন, তত-দিন কোন-ক্রমে-ই সন্তানোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। রাত্রি ও দিন পরস্পর অনুগমন করিয়া থাকে, এ-কথা যেরূপ সত্য, রুগ্ন মাতা-পিতা হইতে অসুস্থ সন্তান উৎপন্ন হয়, ইহা-ও সেইরূপ

সত্য। পৈতৃক উন্মাদ প্রভৃতি রোগ, সচরাচর পুত্রে বর্ত্তিতে দেখা গিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, কত-শত ব্যাধি মাতা-পিতা হইতে যে পুত্রে সঞ্চারিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ, নর-নারী যদি স্ব স্ব সন্তান-সন্ততিদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ, তাঁহারা রুগ্ন হইলে, বিবাহের ফল কখন-ই সুখ-দায়ক হইবে না। মাতা-পিতার দোষে যে, কত-শত নিরীহ সন্তান-সন্ততি, নানা-প্রকার দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকে, ইহা কে-না অবগত আছেন? যদি কোন দম্পতী স্বাস্থ্য-সুখ কামনা এবং সবল হইতে বাসনা করেন, তবে তাঁহাদিগের প্রথম হইতে-ই, তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিতে যত্ন করা উচিত। যেহেতু, স্বাস্থ্য-রূপ-শস্য লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বে তাহার বীজ বপন করিতে হয়। নতুবা, কেবলমাত্র ইচ্ছা করিলে-ই, স্বাস্থ্য-লাভ ঘটিয়া উঠে না। স্বাস্থ্য-লাভ করিতে হইলে, প্রথমে যে-সকল

উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তৎসমুদয় তত সুখ-কর বোধ হয় না; কিন্তু কিছু দিন অভ্যাস করিলে, তাহা পরমানন্দ-কর বোধ হইয়া থাকে। যাহারা শয্যা-প্রিয় এবং আলস্য-পরায়ণ, প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ তাহাদিগের পক্ষে বড়-ই কষ্ট-কর বোধ হয়। কিন্তু, স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং অভ্যাস হইলে, অত্যন্ত সুখ-কর বোধ হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অলস, তাহাদিগের পক্ষে অঙ্গ-চালনা অতীব ক্লেশ-কর, অথচ অঙ্গ-চালনা না করিলে, কেহ-ই প্রকৃত পক্ষে সবল হইতে সমর্থ হয় না। অভ্যাস করিলে, নিতান্ত জড়ের পক্ষে-ও, অঙ্গ-চালনা পরম সুখ-কর। শীত-কালে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিতে যাহারা অনভ্যস্ত, অর্থাৎ যাহাদের শীত-ভীতি অধিক, তাহাদের পক্ষে স্নান অত্যন্ত বিরক্তি-জনক; অথচ শরীরের সর্ব্ব-স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিলে, কখন স্বাস্থ্য-লাভ হয় না। যদি-ও এই সকল কার্য্যে কিছু কিছু কষ্ট আছে বটে, কিন্তু, বিনা-কষ্টে কি এ-সংসারে কোন কার্য্য হইয়া থাকে?

তা-ই বলি, অমূল্য স্বাস্থ্য-লাভের নিমিত্ত, সামান্য কষ্ট করিলে কি কিছু ক্ষতি আছে? স্বাস্থ্য-হীন জীবন বিড়ম্বনা-স্বরূপ; প্রত্যুত স্বাস্থ্য জীবনকে সুখ-কর এবং উপভোগ-ক্ষম করিয়া থাকে। অতএব, যুবতীগণ! উঠ, জাগরিত ও কার্য্য-তৎপর হও; জীবন বালকের ক্রীড়ার সামগ্রী নহে; জীবন বাস্তবিক অমূল্য সারবান্ সম্পত্তি। অতএব, ভীত হইও না, নিরাশ হইও না, সাহসের উপর নির্ভর কর। যদি স্বাস্থ্যাধিকারিণী হইতে চাও,—যদি গর্ভিণী হইতে চাও,—যদি সুস্থ ও সবল-কায় সন্তানের মাতা হইতে চাও,—তবে আর সময় নষ্ট করিও না। আমরা দেখিয়া থাকি, এরূপ অনেক স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা সময়ে নিদ্রিতা থাকেন; কিন্তু যখন রোগ-রূপ বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ভয়-চকিত শশকের ন্যায় যে, কোন্ দিকে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না। রোগ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই, পূর্ব্বে তাহা অনুধাবন

করেন না। কিন্তু যখন রোগ ধাতু গত হইয়া আইসে, শরীরকে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়িত করিয়া তুলে এবং যখন সমুদায় উপায় ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন তাহার নিরাকরণ-উপায় দেখেন! যত-ক্ষণ না অশ্ব অপহৃত হয়, তত-ক্ষণ অশ্ব-শালার দ্বার রুদ্ধ করেন না। যতক্ষণ উপায় থাকে, তত-ক্ষণ ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু যখন নিরুপায় হন, তখন-ই উপায় অন্বেষণ করেন

আলস্য-সমান শত্রু নাহি দেখি আর।
নানা রোগ আনি দেহ করে ছার-খার॥

আলস্য নানাবিধ রোগের আকর; অলসতা পীড়ার জন্ম দেয় ও লালন-পালন করে এবং উৎ-পাদন-শীলতার বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। আলস্য মানব-গণকে নানা-প্রকারে অসুখী করে। আমি একদা একটি যুবতীকে তাঁহার স্বীয় অদৃষ্টে দোষার্পণ করিতে শুনিয়াছি। ঐ রমণীর কোন বিষয়ের অভাব ছিল না এবং তাঁহাকে কোন কার্য্য-ও করিতে হইত না; তিনি সর্ব্বদা অলস-ভাবে বসিয়া থাকিতেন। ইহাতে এত-দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা-ই

প্রার্থনা করিতেন, জগদীশ্বর যদি তাঁহাকে দাসী করিতেন, তাহা হইলে জীবিকা-উপার্জ্জন জন্য, কার্য্য করিয়া মনের সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন। বাস্তবিক, সংসারে সুস্থ-দেহে আলস্য-ই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট-কর। অলসের কষ্টের সীমা নাই। এই জন্য-ই সচরাচর দেখা যায়, আলস্য-পরায়ণা বিলাসিনীগণ নানা-প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিয়া-ও, একমাত্র স্বাস্থ্যের অভাবে বহু-প্রকার কষ্ট-ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের জীবনে প্রায় নিত্য-ই অসুখ। ফলতঃ, এরূপ জীবন-ধারণ করা আর না করা, উভয়-ই তুল্য। লোকে বাঁচিয়া থাকার নিমিত্ত জীবন ধারণ করে না; সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা-ই, জীবন-ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা নানা-বিধ-বিলাস-সামগ্রী-পরিবেষ্টিত থাকিয়া-ও, ঐরূপ ক্লেশে জীবন বহন করেন, তাঁহা-দিগের কি দুর্ভাগ্য! চতুর্দ্দিকে সুখ-কর দ্রব্য-সমূহ সুশোভিত থাকিলে-ও, তাঁহারা আলস্য-বশতঃ স্বীয় জীবনকে ভার বোধ করেন এবং নিরন্তর নিরাশা-সাগরে ভাসিতে থাকেন। কিন্তু সুস্থ-দেহে থাকিলে,

জীবন-ধারণ সুখ ও আনন্দের বিষয় হয়। ফলতঃ, স্বাস্থ্য-সুখের ন্যায় নির্ম্মল সুখ, পৃথিবী আর কিছুতে-ই দিতে পারে না। অতএব, যুবতীগণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ উপদেশ প্রদান ও উপায় বিধান করা যে, কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্র-ই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যৌবন-কুসুম সম্পূর্ণ বিকসিত হইবার পূর্ব্বে, অতি সাবধানতার সহিত চলা আবশ্যক। কারণ, এই সময় যুবতীগণের বল ও শারীরিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয় এবং সন্তানাদি গর্ভে ধারণ করিবার উপযোগিতা জন্মে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ঐ সময় স্ত্রীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হয় যে, তদ্দ্বারা অনেকের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহার ফল-স্বরূপ বন্ধ্যাত্ব-দোষ ঘটে।

আজ-কাল আর একটি দোষ ধীরে ধীরে যুবতী-দিগকে আশ্রয় করিতেছে। যুবতীগণ নাটকাদি পাঠ ও অভিনয়াদি দর্শন করিতে এবং জড়বৎ বসিয়া থাকিতে ভালবাসেন। পুত্তলিকার ন্যায় ভবনের

শোভা বৃদ্ধি করিবেন, তথাপি গৃহ-কার্য্যে মনো-নিবেশ করিবেন না। তাঁহাদিগের নিকট গৃহ-কার্য্য আনন্দ-দায়ক বোধ হয় না। তাঁহারা সন্তানাদি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য মনে করেন না; কিন্তু বিলাসিতার অনুরোধে না করিতে পারেন, এমন কার্য্য-ই নাই! এমন কি, প্রাণাধিক শিশু-সন্তানের ভার অন্যের উপর অর্পণ করিয়া, স্বয়ং আমোদ-প্রমোদে উন্মত্তা থাকেন! ফলতঃ, এরূপ গর্ভ-ধারিণীরা যে, বন্য-পশু-পক্ষী অপেক্ষা-ও সহস্রগুণে নৃশংস, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বনের পশুরা আপন আপন শিশু-সন্তান-গুলিকে কত স্নেহ করিয়া থাকে, এক মুহূর্ত্ত-ও তাহাদিগকে দৃষ্টির বাহির হইতে দেয় না; এমন কি, আপনি না খাইয়া-ও, সন্তানদিগকে লালন-পালন করিয়া থাকে। কিন্তু, আমাদের সভ্য জগতের জ্ঞানাভিমানিনী যুবতীরা কি করিয়া থাকেন? তাঁহারা অন্যের উপর স্বীয় শিশু-সন্তানের ভারার্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়ান! আবার আজ-কাল বিলাতী

সভ্যতার কুহকে পড়িয়া, কেহ কেহ স্বীয় শিশুকে স্তন-পান করাইতে-ও নারাজ। ধন্য বিলাসিতা! তুই স্নেহময়ী মাতার কোমলান্তঃকরণকে-ও পাষাণ অপেক্ষা কঠিন করিতেছিস্! বিলাসিতা, পুত্রহীনতার অন্যতম কারণ-স্বরূপ। হায়! জগদীশ্বর এইরূপ বিলাস-প্রিয়-জননীর সন্তানের প্রতি কি কৃপা-দৃষ্টি করিবেন না!

সংসার-প্রান্তর-মাঝে গৃহস্থ-আশ্রম।
উদ্যান-সদৃশ শোভে অতি মনোরম॥
নর-নারী তরু-লতা তাহার ভিতরে।
বিরাজে বিশ্বের বহু উপকার তরে॥
পুত্র-কন্যা ফুল-ফল ধরে যদি তায়।
সে তরু সে লতা শোভা তবেই ত পায়॥
নতুবা বিফল জেনো তাদের জীবন।
ধনে ও ভবনে কিবা আছে প্রয়োজন॥

নিঃসন্তান হওয়া যে, কি মনঃকষ্টের কারণ, তাহা রমণীগণ উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন। কোন কবি বলিয়া গিয়াছেন—“সন্তান-হীন গৃহ, পুষ্প-শূন্য উদ্যানের ন্যায়, অথবা পক্ষি-শূন্য পিঞ্জরের ন্যায়

শোভা-হীন!” বাস্তবিক, নারী-জাতির অন্তঃকরণে যে সকল লালসা আছে, তন্মধ্যে সন্তান-লিপ্সা-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলা। সংসারে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা দ্বারা সন্তানের অভাব পূর্ণ হইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পুত্র-লাভার্থে সতত-ই অতিশয় ইচ্ছা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য, যেমন আহারীয় ও পানীয় এবং বায়ুর প্রয়োজন, সেইরূপ সন্তানের-ও প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট-ই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে কি দুঃখে অতিবাহিত করিবেন। নীরোগ ও দৃঢ়-কায় থাকিবেন কি না এবং সুন্দর ও সবল সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে পারিবেন কি না; অথবা রুগ্ন, ক্ষুদ্র-কায় সন্তান প্রসব করিয়া, চির-জীবন দুঃখে ও কষ্টে অতিবাহিত করিবেন কি না।

বন্ধ্যা রমণীগণ মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা, অর্দ্ধমাত্রায় উপভোগ করিয়া থাকেন এবং পুত্র-মুখ-দর্শন-জনিত সংসারের সর্ব্ব-প্রধান সুখ, আদৌ অনুভব করিতে

সমর্থ হন না। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া ও তাহার অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া, মাতার মনে যে সুখের উদ্গম হয়, তত্তুল্য সুখ ইহ-জগতে আর নাই। নিঃসন্তান হইয়া, যে রমণী সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিতা হন, তাঁহার মনুষ্য-জন্ম-গ্রহণের ফল কি? রমণীগণ যে, আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইহ-জগতে আসিয়াছেন, সেই বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের এরূপ নিয়মে চলা উচিত, যাহাতে নীরোগ ও সবল-কায় সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে এবং আপনার নিকট, স্বামীর নিকট, সমাজের নিকট যে দায়িত্ব আছে, তাহা রক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যের মূল্য স্থির করিতে সমর্থা হন। কোন কবি কহিয়াছেন * "স্বাস্থ্য-ই সকল ধনের সার।" অতএব, কেহ যেন বিস্মৃত না হন যে, সে-ই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে, অনেক-গুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

---

* ইমার্সন্।

ঘটিকা-যন্ত্রের মত এ-জীব-শরীর।
না চালায়ে যদি রাখ বহুকাল স্থির॥
মরিচা ধরিয়া শেষে হইবে অচল।
চালা'লে চলিবে, শীঘ্র হবে না বিকল॥

আমাদের দেশের প্রথা, বিবাহের পর কন্যা-গণ আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না। পিঞ্জরাবদ্ধা শারিকার ন্যায় তাঁহাদিগকে আজীবন অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাহিরের নির্ম্মল বায়ু-সেবন তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বিশেষতঃ, ধনি-কন্যাগণের পক্ষে বায়ু-সেবন করা দূরের কথা, তাঁহারা আদৌ কোন প্রকারে অঙ্গ-চালনা করেন না।

যাঁহারা আবার আজ-কাল লেখা-পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা নভেলাদি হস্তে লইয়া গৃহের শোভা-বর্দ্ধন করেন। আর মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের গৃহিণীগণ, যে পরিমাণে গৃহ-কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা প্রয়োজন-মত অঙ্গ-চালনা ঘটিয়া উঠে না। উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গ-চালনা না করিলে যে, শরীর সুস্থ থাকে না, ইহা

প্রত্যেক রমণীর মনে রাখা আবশ্যক। অতএব, প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব গৃহ-প্রাঙ্গণে এবং অট্টালিকা-বাসিনীরা ছাদে ভ্রমণ করিবেন। ভ্রমণ যেমন স্বাস্থ্যের উপযোগী, এরূপ আর কোন সহজ ব্যায়াম নাই। ভ্রমণে বক্ষস্থল বিস্তৃত, স্কন্ধদ্বয় উন্নত ও স্থূল, মাংসপেশী দৃঢ় হয় এবং অগ্নি-বৃদ্ধি-ও হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহাদিগের নিত্য-ভ্রমণ অভ্যাস আছে, তাঁহারা অতি দুষ্পাচ্য দ্রব্য-ও সহজে জীর্ণ করিতে পারেন; এবং তদ্দারা কোষ্ঠ-কাঠিন্য নিবারণ হয়। এতদ্ভিন্ন, ভ্রমণ দ্বারা গণ্ডস্থল রক্তিম, চক্ষু উজ্জ্বল, শরীরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি এবং অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা হয়।

বিলাস-পরায়ণা গৃহ-লক্ষ্মীগণ যদি গৃহ-কার্য্যে উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গ-চালনা করেন, যদি তাঁহারা চিত্রিত ছবির ন্যায় বসিয়া না থাকিয়া শয্যাদি প্রস্তুত, বস্ত্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি গৃহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তবে তদ্দারা আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-চালনা-ও হইয়া থাকে। এ-স্থলে ইহা

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে কোন-প্রকার কষ্ট-কর অঙ্গ-চালনা নিষিদ্ধ। কিন্তু তা-ই বলিয়া গর্ভাবস্থায় এককালে অঙ্গ-চালনা রহিত করা-ও কর্ত্তব্য নহে। গর্ভিণী রমণীদিগের বিশেষ সতর্কতার সহিত অঙ্গ-চালনা করা কর্ত্তব্য। নিয়মিত-রূপ পরিশ্রম করিলে, গর্ভ-জনিত মানসিক বিষাদ বিদূরিত হইয়া, অন্তঃকরণে প্রসন্নতা জন্মে। অতএব, রমণীগণ যেন জড়বৎ বসিয়া না থাকেন। যাহাতে শারীরিক অলসতা হ্রাস হয়, এরূপ কার্য্য করিবেন, এবং যাহাতে অঙ্গ-চালনা হয়, এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, পুরুষেরাই জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিবেন। কারণ, জীবন-যাত্রার ভার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে-ই ন্যস্ত। নারীগণ যখন জীবন লাভ করিয়াছেন, তখন জীবন-সংগ্রামে তাঁহাদিগকে-ও বিজয় লাভ করিতে হইবে। কেবল-মাত্র আহার-গ্রহণ ও ঔষধ-সেবনে শরীরকে নীরোগ করিতে পারে না; কার্য্যে নিযুক্তি-ই একমাত্র স্বাস্থ্য-লাভের উপকরণ। এ-কথা সত্য, যদি নারীগণ স্বীয় হস্তে

স্ব স্ব গৃহ-কার্য্য-সমূহ সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে-ই সুখ-স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিয়া, সুস্থ সন্তান গর্ভে ধারণ এবং আপনাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন।

যে সকল রমণী অঙ্গ-চালনা এক-কালে পরিত্যাগ করিয়া, সতত অলসভাবে অবস্থিতি করেন, তাঁহা-দিগের হৃদয় কলুষিত, মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ এবং স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা অলসভাবে না থাকিয়া, স্বহস্তে যথা-সাধ্য গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করেন, পরিশ্রমের পর যখন তাঁহারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া, বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হন, তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃত সুন্দরী বলিয়া কাহার না বোধ হয়? কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক বিলাস-প্রিয়া যুবতীরা গৃহ-কার্য্য ঘৃণার্হ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত দিন এরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করেন, বোধ হয়, যেন প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবিশেষ! এইরূপ নিশ্চলতা প্রযুক্ত-ই তাঁহারা চির-জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইয়া থাকেন। এই সকল বিলাস-প্রিয়া যুবতীদিগ-

কে-ই মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া) রোগ আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ, যত-দিন তাঁহারা এই আলস্য-প্রিয়তা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের ভাগ্যে সুখ-স্বচ্ছন্দ লাভ হইবে না এবং তত-দিন তাঁহারা স্বীয় ক্রোড় সুন্দর ও সুস্থ শিশু দ্বারা সুশোভিত দেখিয়া, সুখের পরা-কাষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।

প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করা উচিত। কিন্তু, সন্ধ্যাকালে অধিক-ক্ষণ ভ্রমণ না করা-ই ভাল। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক শ্রম করা আবশ্যক। আর শীতকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বে-ই গৃহে প্রবেশ করা উচিত। কারণ, সন্ধ্যাকালের শিশির স্বাস্থ্যের অত্যন্ত বিরোধী। তদ্দ্বারা সর্দ্দি, জ্বর প্রভৃতি নানা-প্রকার পীড়া হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। এমন কি, বর্ষার জল অপেক্ষা, শীতকালের হিম অত্যন্ত অপকারী। ফলতঃ, শীতকালের শিশির-পাত, সূর্য্য-বিরহে আকাশের অশ্রু-বর্ষণ ভিন্ন আর কিছু-ই নহে। সে যাহা হউক, নিয়মিত অঙ্গচালনা যে, প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে মঙ্গল-দায়ক, তাহাতে

আর কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, সমস্ত দ্রব্য-ই সর্ব্বদা চঞ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছে। নতুবা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমাদের, আবাস-ভূতা এই যে পৃথিবী, ইহা নিয়ত-ই বিঘূর্ণিত হইতেছে। অতএব, ইহার অধিবাসী জীব সকল নিদ্রার সময় ভিন্ন যদি কোন কার্য্যে লিপ্ত না থাকে, তবে নিশ্চয়-ই তাহাদিগের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও বল-হ্রাস হইবে। ফলতঃ, প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা অতীব দুঃসাধ্য। যে কেহ-ই তাহার অন্যথা করিবে, তাহাকে-ই তাহার ফল-ভোগ করিতে হইবে।

শ্রম-ই জীবন; যাহারা শ্রম-বিমুখ ও অলস, তাহারা কখন-ই জীবন-সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না; তাহারা বিষাদ ও নিরাশা-গ্রাসে কবলিত হইয়া থাকে।

বহু ধন-রত্নের অধিকারিণী হইয়া-ও, যদি রমণীগণকে নিরন্তর অলসভাবে থাকিতে হয়, তবে কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! সচরাচর দেখা যায়, ধনবান্‌দিগের অঙ্ক-শোভিনীরা প্রায়-ই নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন,

তজ্জন্য তাঁহাদিগের উৎপাদনশীলতা-ও অতি অল্প। কে-না দেখিয়াছেন, রাজ-বংশে সন্তানের বড়-ই অসদ্ভাব। কিন্তু দুঃখী পরিবারের মধ্যে, অর্থাৎ যাহারা স্ত্রী-পুরুষে পরিশ্রম করিয়া, অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদের ভাগ্যে প্রায় বহু সন্তান লাভ হয়। দুঃখী লোকে যদি-ও সাংসারিক ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত, কিন্তু সন্তান-রূপ সম্পত্তিতে প্রভূত অধিকারী। প্রকৃতি এক-চক্ষু-বিশিষ্টা নহেন; তিনি যেমন ধনীকে সাংসারিক সুখের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দিয়াছেন, সেইরূপ অন্য-দিকে সন্তান-লাভ হইতে একরূপ বঞ্চিত করিয়াছেন। আবার, দুঃখীদিগকে যেমন সাংসারিক সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদিগকে সন্তান-রূপ ধনে ধনী করিয়াছেন। হায়! ঈশ্বরের কি অনুপম দয়া; যাহার এক-দিকে ত্রুটি হইতেছে, অন্য দিকে পূরণ করিতেছেন। প্রকৃতির এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের-ই ভাগ্যে সমান খাটিতেছে। সর্ব্বত্র-ই দেখা যায় যে, ধন ও পুত্র-হীনতা, আলস্য ও রোগ, শ্রম ও স্বাস্থ্য, কষ্টার্জ্জিত

জীবিকা ও মানসিক সুখ, সুবর্ণ-খচিত ভবন ও মানসিক কষ্ট, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নর-নারীর ন্যায় পরস্পর-সম্বদ্ধ। যাঁহারা প্রভূত ধনের অধিকারিণী, তাঁহারা কদাচিৎ সুখ-স্বচ্ছন্দ-ভোগ ও পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। প্রায়-ই তাঁহাদিগকে পীড়িত, অসুখী ও সন্তান-হীন হইতে দেখা যায়। ধন ও আলস্য অভিন্ন-ভাবে সম্বদ্ধ; পীড়া ও মৃত্যু ইহাদের অনুগামী। এই জন্য কোন মহাজন প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে জগদীশ্বর! আমাকে ধনী-ও করিও না কিংবা নির্ধন-ও করিও না।" বস্তুতঃ এই মহাবাক্য প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়-ফলকে অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত রাখা উচিত।

কুপথ্য করিলে ঘটে নানা-বিধ রোগ।
করিতে না পারে সেই কোনো সুখ ভোগ॥
অকালে মরণ আসি করে আক্রমণ।
যদি-ও বাঁচিয়া থাকে, তাহা-ও মরণ॥

প্রায় সর্ব্বত্র-ই দেখা যায়, যাহারা সাধারণ আহার ও শারীরিক শ্রম করিয়া থাকে, তাহাদিগের

গৃহে সন্তানের সংখ্যা অধিক। এই জন্য শ্রম-শীল কৃষকদিগের ভগ্ন-কুটীর পুত্র-রত্নে সুশোভিত দেখা যায়। যাঁহারা বহু-মূল্য দুষ্পাচ্য উপাদেয় খাদ্য আহার ও দাস-দাসীর উপর সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, নিথর হইয়া বসিয়া থাকেন, এইরূপ প্রচুর-ধনশালী ব্যক্তিদিগের গৃহিণীরা সন্তানের মুখ-দর্শনে লালায়িত হইয়া-ও তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হন না। যে ধন-সম্পত্তিতে মনুষ্যকে সন্তান-রূপ-রত্ন লাভে প্রতারিত করিয়া থাকে, সে অকিঞ্চিৎ-কর অর্থে প্রয়োজন কি? যাহাতে সংসারের প্রধান সুখ, সন্তান-লাভে বিঘ্ন উৎপাদন করে, সে ছার ধনে ধিক্! ধন্য দরিদ্রের গৃহিণীদিগকে, যাঁহারা সুস্থ সবল-কায় সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া, আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন! ধিক্ ধনি-গৃহ-লক্ষ্মীদিগকে, যাঁহারা বিপুল ধন-রাশির অধিকারিণী হইয়া-ও পুত্রধনে বঞ্চিতা! হায়! কত শত ধনকুবেরের পত্নীগণ একটিমাত্র পুত্রের মুখাবলোকন করিবার জন্য, তাঁহাদিগের সমুদায় ধন-রত্ন বিতরণ করিতে-ও কুণ্ঠিতা নহেন! কত শত রমণী

ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন— "হে করুণাময় জগদীশ! আমাকে একটি সন্তান দাও; নতুবা, আমার জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।" ফলতঃ, সন্তান-লালসা ইহ-সংসারে স্ত্রীলোকের সকল লালসা অপেক্ষা প্রবলা।

যদি ধনি-পত্নী-গণ সন্তান-লাভের আশা করেন, তবে যাহাতে সুস্থ ও প্রফুল্ল মনে থাকিতে পারেন, সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী লোকের উপভোগ্য মূল্যবান্ গুরু-পাক খাদ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, দরিদ্রের গৃহিণীর ন্যায় সাধারণ অথচ লঘু-পাক সুখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এবং প্রতিদিন এক দ্রব্য আহার না করিয়া, মধ্যে মধ্যে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা উচিত। এইরূপ নিয়মে আহার করিলে, খাদ্যে সমান রুচি থাকিবে এবং পরিপাক-শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। এরূপ অনেক ধনবানের গৃহ-লক্ষ্মীদিগকে দেখা যায় যে, তাঁহারা সামান্য আহার করিয়া-ও, তাহা সহজে পরিপাক করিতে সমর্থা হন না। কোন-প্রকার কার্য্যাদিতে লিপ্ত হইয়া, অঙ্গ-চালনা না করিয়া,

জড়বৎ বসিয়া থাকা-ই যে, ঐরূপ পরিপাক-শক্তি-হীনতার কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নিষ্কর্ম্মা রমণীরা-ই চিরদিন ক্ষুধা-মান্দ্য-রূপ ক্লেশ-ভোগ করিয়া থাকেন।

কখন কখন গর্ভ-সঞ্চার হইলে, যদি-ও কিছু-দিন ক্ষুধা-মান্দ্য থাকে বটে, কিন্তু পরে উহা আবার সতেজ মূর্ত্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ফলতঃ, ক্ষুধানুসারে আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অল্প অল্প করিয়া অনেক-বার আহার করা ভাল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় পাকস্থলীর-ও, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। নতুবা অবিরত উহাতে খাদ্য নিক্ষিপ্ত হইলে, উহার বিশ্রাম কোথায়? পাকস্থলীর বিশ্রাম না হইলে, পরিপাক-কার্য্যের-ও ব্যাঘাত জন্মে।

অনেকে আবার অজ্ঞতা-বশতঃ রাত্রিকালে আহা-রের অব্যবহিত পরে-ই শয়ন করিয়া থাকেন। এ প্রথাটী অত্যন্ত অনিষ্ট-জনক। নিদ্রার পূর্ব্বে উদর পূর্ণ

থাকিলে, পরিপাকের হানি হয়। কারণ, মনুষ্যের নিদ্রাবস্থায় পাকস্থলীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই জন্য দেখা যায়, যাহারা গুরু-পাক খাদ্য আহার করিয়া-ই শয়ন করিয়া থাকে, রাত্রিতে তাহা-দের সুনিদ্রা হয় না এবং পরদিন প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গের পর, প্রায়-ই পরিপাকের ত্রুটি অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব, রাত্রিকালের আহার সাধারণতঃ লঘু ও নিদ্রা যাওয়ার সমধিক অগ্রে হওয়া উচিত।

কোন কোন রমণীর ক্ষুধা প্রবল থাকিলে-ও, তাঁহাকে শীর্ণ হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, তাঁহারা ক্ষুধার বেগে অধিক-পরিমাণ গুরু-পাক দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু, আহার করিলে কি হইবে? ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করিতে না পারিলে কোন ফল-ই নাই। অধিক পরিমাণে আহার করিলে দেহ পুষ্ট হয় না; ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করিয়া দেহের পুষ্টি-সাধন করা-ই আহারের মূল উদ্দেশ্য। অতএব, পরিমিত আহার-ই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ-স্থলে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক; অর্থাৎ

আহারের সময় বিশেষ-রূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত। যদি-ও এইরূপ নিয়মে আহারে, অধিক-পরিমাণ সময় লাগিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত সুন্দর-রূপ পরিপাক হওয়া কঠিন। আর আহারের সময় যেন মন অন্য দিকে বা বিষয়ে আকৃষ্ট না থাকে; কারণ, তদ্দারা সময় সময় ভোজনে ব্যাঘাত পড়িতে পারে এবং উদ্বেগের সহিত আহার করিলে, পরিপাকের ও বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আবার এরূপ-ও দেখা যায়, অনেকে সত্বর আহারের অনুরোধে অর্দ্ধ-চর্ব্বিত দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সামান্য সময় রক্ষা করিতে গিয়া যে, শরীরের বিশেষ ক্ষতি করেন, তাহা অনুধাবন করেন না। এইরূপ আহারে পরি-পাক-শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে এবং দন্ত-পংক্তি দৃঢ় থাকে না। পরিশেষে তাহার ফল-স্বরূপ উদর ও দন্ত-পীড়া প্রবল হইয়া উঠে।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
পা'য়া যায় শরীরের সাহায্যে কেবল॥
সে শরীরে যত্ন করা সবার উচিত।
না করিলে মহাপাপ জানিবে নিশ্চিত॥

স্নান-সম্বন্ধে বর্ত্তমান যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা তত মন্দ নহে। শীতল জলে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত ও পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। শীতল জলে সর্ব্ব-শরীর পরিষ্কার করিলে যে, কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয় এরূপ নহে, তদ্দ্বারা নীতি-জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলে, সাধু ও ধর্ম্ম-ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শরীরের বহির্ভাগ অপরিষ্কৃত থাকিলে, অভ্যন্তর কখন-ই বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। শীতল জলে স্নান করিলে শরীর যেরূপ স্নিগ্ধ হয়, সেই-রূপ সবল ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। শীতল জলে সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া, অবিলম্বে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পুঁছিয়া ফেলা আবশ্যক। কারণ, তদ্দ্বারা শরীরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।

স্নান-কালে মস্তকের কেশ-গুলি উত্তমরূপে পরি-ষ্কার করা উচিত। কারণ, অপরিষ্কার কেশ অপেক্ষা অধিকতর বিরক্তি-কর আর কিছু-ই নাই। আমাদের দেশের রমণীগণ যে, নারিকেল-তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে মস্তক ও কেশ পরিষ্কার থাকে এবং

চুল দৃঢ় হয়। অতএব, কেশের শোভা-বৰ্দ্ধন জন্য পমেটম্ প্রভৃতি বিজাতীয় গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, নারিকেল-তৈলের ন্যায় গুণ তাহাতে নাই; প্রত্যুত, তাহা ব্যবহারে কেশ-হীনতা হইতে দেখা যায়। মস্তকের কেশ উঠিতে আরম্ভ হইলে, চুলের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলে, তাহা নিবারণ হইয়া থাকে।

প্রভাতে রবির করে প্রকৃতি কি শোভা ধরে,
মুখে তাহা কহিবার নহে।
কনক-খচিত বাসে সাজি যেন মৃদু হাসে,
প্রশ্বাসে মৃদুল বায়ু বহে॥
চৌদিকে বিহগ-চয় গান করে মধুময়,
একে একে ফোটে ফুল-দল।
থাকিয়া নিদ্রার ঘোরে এ শোভা যে নাহি হেরে,
নর-জন্মে কিবা তার ফল॥

প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা অতীব কৰ্ত্তব্য। নিদ্রা-ভঙ্গ হইবামাত্র শয্যা হইতে উঠা উচিত। নতুবা, পুনৰ্ব্বার শয়ন করিয়া, অলসভাবে তন্দ্রাকে আহ্বান করিবে না। কারণ, তন্দ্রা শরীর দুৰ্ব্বল ও মন নিস্তেজ করিয়া থাকে। প্রত্যূষে

গাত্রোত্থান করিলে, উপযুক্ত সময়ে কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে। সময়ে কার্য্যারম্ভ হইলে যে, তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত। প্রাতঃকালের সমীরণ কেমন স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্য-প্রদ! প্রাতঃসমীর অন্তঃকরণকে যেরূপ প্রফুল্ল ও উত্তেজিত করিয়া থাকে, আর কিছুতে-ই সেরূপ করিতে পারে না। প্রাতরুত্থানে বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় করে, যুবাকে বালকের ন্যায় দেখায় এবং গণ্ডদেশে রক্তিম-চ্ছটা প্রকটিত করিয়া থাকে। অতএব, যুবতীগণ! যদি আরক্তিম-গণ্ড-বিশিষ্ট ও সুস্থ থাকিতে বাসনা কর, যদি দীর্ঘ-জীবনের আকাঙ্ক্ষা কর, তবে প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র শয্যা-ত্যাগ করিবে। এক দিন আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিতে না পারিলে, আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়। এমন কি, পরিশেষে নিস্তেজ ও শ্রী-হীন হইতে হয় এবং বয়স অপেক্ষা বৃদ্ধ দেখায়। অধিক বেলায় শয্যা-ত্যাগ করিলে, নিশ্চয়-ই স্বাস্থ্য বিনষ্ট ও মনের অপ্রফুল্লতা জন্মিবে।

প্রাতরুত্থানে কেবল যে, স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, এরূপ নহে; তদ্দ্বারা আর-ও বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। যে গৃহ-কর্ত্রী প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার দাস-দাসীগণ-ও অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে পারে না। দাস-দাসী প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলে, গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আর, যে গৃহিণী প্রাতে শয্যায় শায়িতা থাকেন, তাঁহার দাস-দাসীকে-ও প্রায় তাঁহার অনুকরণ করিতে দেখা যায়; সুতরাং, নিয়মিত সময়ে গৃহ-কার্য্য-সমূহ সম্পন্ন হয় না, সুতরাং সেই গৃহ অলসাগার-রূপে পরিণত হয়। কিন্তু এ-স্থলে কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, সম্পূর্ণ নিদ্রা না হইলে-ও প্রত্যূষে উঠিতে হইবে। কারণ, প্রত্যূষে উঠিলে-ই যে, স্বাস্থ্য-রক্ষা হইবে, তাহা নহে। যাঁহারা অধিক রাত্রে শয়ন করিয়া থাকেন, প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ তাঁহাদিগের পক্ষে, সুফল-প্রদ না হইয়া কুফল-দায়ক হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগের অনুরোধে কেহ যেন নিদ্রার নিয়মিত সময় হ্রাস না করেন।

প্রতিদিন রাত্রে অন্ততঃ সাত আট ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত। এইরূপ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিলে, স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় না। এ-জন্য রাত্রি-কালে সকালে সকালে নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অধিক রাত্রে শয়ন করিয়া থাকেন, প্রত্যুষে উঠিলে নিশ্চয়-ই তাঁহাদিগের অসুখ হইবে। অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে, চক্ষু জ্যোতিঃহীন ও কোটরে প্রবিষ্ট এবং মুখ-শ্রী বিবর্ণ হইয়া থাকে। জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল প্রাতঃ-সূর্য্যের শোভা-দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। প্রাতঃকালে যখন বাল-সূর্য্য, হেমাভ-বর্ণে পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়া গগনমার্গে উদিত হয়, তখন যে ব্যক্তি আকাশ ও বৃক্ষ-লতাদির শোভা নিরীক্ষণ না করে, তাহার নয়ন-দ্বয় জগতের একটি মহৎ সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত। সুতরাং, যাহারা অধিক রাত্রি জাগরণের পর শয়ন করিয়া থাকে, তাহারা কখন-ই প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে কিংবা স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয় না। দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে এক ঘণ্টা নিদ্রা, পরবর্ত্তী সময়ের তিন ঘণ্টা

নিদ্রার সমান। রাত্রির প্রথম ও শেষাবস্থার নিদ্রা, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; এই স্বাস্থ্য হইতে-ই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য। বাস্তবিক, স্বাস্থ্যের ন্যায় লাবণ্য-বর্দ্ধক আর কিছু-ই নাই।

প্রতি-রাত্রে যাহাতে সুনিদ্রা হয়, তদ্বিষয়ে সকলের-ই দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ, আহার অপেক্ষা নিদ্রা, মানব-জীবনের প্রধান উপকরণ। অতএব, যাহাতে নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা হয়, এরূপ কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা দিবাভাগে জড়বৎ বসিয়া থাকে ও কোন-রূপ পরিশ্রম দ্বারা আপনাকে ক্লান্ত না করে, তাহারা কখন-ই রাত্রি-কালে সুখ-স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে না।

বাস-গৃহ পরিষ্কৃত নহে যে জনার।
কৃমি-কীট-সনে আছে প্রভেদ কি তার॥

শয়ন-গৃহ স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে একটি প্রধান স্থান। নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার না থাকিলে, শয়ন-কক্ষ দূষিত বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। দূষিত বায়ু মনুষ্যের প্রশ্বাস হইতে বাহির হয়। এ বায়ু এত-দূর

দূষিত যে, একশত-ভাগ বিশুদ্ধ বায়ুতে যদি উহার দশ ভাগ মিশ্রিত হয় এবং সেই বাতাসে যদি নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তবে তদ্দ্বারা নিশ্চয়-ই স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। এমন কি, প্রাণ-নাশের-ও গুরুতর সম্ভাবনা। শয়ন-গৃহে এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যাহাতে বায়ু-রোধ হইতে না পারে। এ-জন্য দ্বার ও জান-লাগুলি এরূপ ভাবে খোলা রাখিবে, যেন তাহাতে স্বচ্ছন্দে বায়ুর চলাচল হইতে পারে। সুন্দররূপ বায়ু সঞ্চালিত না হইলে, কখন-ই সুনিদ্রা হইতে পারে না। যে নিদ্রা সুস্থাবস্থায় মনকে স্নিগ্ধ এবং অসুস্থাবস্থায় যন্ত্রণার লাঘব করে, যাহাতে সে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কবিগণ, নিদ্রাকে প্রকৃতির ধাত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে নিদ্রা দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের পর বিশ্রাম-স্বরূপ, যে নিদ্রা গুরুতর শ্রমের পর বিরাম দান করে, যে নিদ্রা স্ববেগে শোক তাপ দূরে রাখে এবং যে নিদ্রা মৃত্যুর অনুকৃতি-স্বরূপ, তাহা লাভ করিতে যিনি যত্নবান্ না হন, তিনি কিরূপে এ-সংসারে সুখ-

স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিবেন? বাস্তবিক, নিদ্রা-ই জগদীশ্বরের প্রধান দান এবং মানবের এক-মাত্র শান্তি। নিদ্রা-ই মনুষ্যের পরম বন্ধু। যিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা-সুখ অনুভব করেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আর, যে রমণী নানা বিধ বিলাস-বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, নানা-বিধ রসনা-তৃপ্তি-কর উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিয়া, নানা-বিধ সুরঞ্জিত নয়নোজ্জ্বল-কর বেশ-ভূষায় বিভূষিতা হইয়া, দাস-দাসী কর্ত্তৃক পরিসেবিতা ও দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শায়িতা হইয়া, সুনিদ্রার বিমলানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থা হন না, তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগ্যবতী কে আছে? তিনি যে, নিদ্রার নির্ম্মল সুখ-ভোগ করিতে পারেন না, তাহার এক-মাত্র কারণ, তাঁহাকে কোন-প্রকার কার্য্য করিতে হয় না। তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য-ভরে বিনত হইয়া পড়েন। এবং জগদীশ্বরের অপরি-মিত অনুগ্রহের ভারে পেষিত হইয়া যান। এই সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী গৃহ-লক্ষ্মীদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা নিত্য স্বহস্তে কিছু-কিছু গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন।

তাহা হইলে দিবসের কার্য্যে পরিশ্রান্তা হইয়া, রাত্রিকালে শিশুর ন্যায় নিদ্রা যাইতে পারিবেন। এমন কি, সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে, মৃত্তিকার উপরে শয়ন করিয়া-ও, নিদ্রা-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

আলোকে সকল লোক পুলকিত হয়।
অন্ধকারে জড়প্রায় কাটায় সময়।

বাস-ভবনে বায়ু সঞ্চারিত হওয়া যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ তাহাতে সহজে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার-ও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, আলোক-ই জীবন, আলোক-ই স্বাস্থ্য এবং আলোক-ই মনুষ্যের লাবণ্য-বর্দ্ধক। সূর্য্য সৃষ্টির জীবন-স্বরূপ এবং সূর্য্য-ই একমাত্র আলোক-দাতা। সূর্য্য না থাকিলে সৃষ্টি বিলোপ হইত। সূর্য্যালোক-ই আমাদের রক্ত পরিষ্কার, লাবণ্য বৃদ্ধি এবং অন্তঃকরণ হইতে বিষাদ বিদূরিত করতঃ প্রফুল্লতার বিকাশ করিয়া থাকে। যাহাদিগের বাস-ভবনে সূর্য্যালোক প্রবেশ-লাভ করিতে না পারে, তাহাদিগের মুখ-শ্রী

বিবর্ণ এবং স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। আলোকাভাবে দৃষ্টির প্রাখর্য্য বিনষ্ট হয়, মন বিমর্ষ-ভাব ধারণ করে এবং শারীরিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়। ইহার প্রমাণ দেখ, যাহারা পাথুরিয়া কয়লার আকরে কার্য্য করে, অর্থাৎ, যাহারা বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় পৃথিবী-গর্ভে অবস্থিতি করে, সূর্য্যালোক-দর্শন তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; ঐ সকল ব্যক্তিরা ক্রমশঃ-ই ক্ষুদ্র-কায় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের বর্ণের উজ্জ্বলতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহার আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই, যে সকল অপরাধী অধিক দিনের নিমিত্ত, অন্ধকূপ-স্বরূপ কারা-গৃহে আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে-ই দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন হইতে দেখা যায়। অন্ধকার-ময় গৃহে বাস করিলে, ক্রমশঃ-ই অন্তঃকরণ নিরানন্দ-ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

সূর্য্যালোকের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, গৃহের অভ্যন্তরস্থ দুর্গন্ধ বিনষ্ট করিয়া, নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, যাহাতে গৃহাভ্যন্তরে

সুন্দররূপে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই আলোকে গৃহিণী ও সন্তান-গণের শ্রীবৃদ্ধি সুসাধিত এবং ভবন-স্থিত দ্রব্যাদির মলিনত্ব ও পূতিগন্ধ বিনষ্ট করতঃ, উজ্জ্বলতার বিকাশ করিয়া থাকে।

আমোদ-প্রমোদে থাকা সংসারের সুখ।
আছে-ই ত এ-সংসারে নানাবিধ দুখ॥
সে সব উপেক্ষা করি থাক মন-সুখে।
গৃহ-কার্য্য কর সদা হাসি-ভরা মুখে॥
এ-সংসারে চিরস্থায়ী কিছু-ই ত নয়।
তাই বলি হেসে খেলে কাটাও সময়॥

রমণীগণের আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা-ই উল্লাসিতা থাকেন। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর পক্ষে, সেইরূপ আমোদ-আহ্লাদ প্রত্যেক নারীর পক্ষে উপকারী। হর্ষ কিয়দংশে স্বাস্থ্যের উপযোগী; ইহাতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল, সতেজ এবং স্বভাব উন্নত করিয়া থাকে। কিন্তু, আবার উহার পরিমাণ অধিক হইলে, তাহাতে কষ্ট দেয় ও

অন্তঃকরণের সৎ-প্রবৃত্তি-গুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলে। যে যুবতী সতত আমোদ-হিল্লোলে দুলিতে থাকেন, তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও স্বীয় দায়িত্ব-বোধ সংকীর্ণ হইয়া যায়। আমোদ-আহ্লাদের এরূপ মোহিনী আসক্তি যে, একবার উহাতে অনুরক্তা হইয়া পড়িলে, আবশ্যকীয় কার্য্য-সমূহে অবহেলা জন্মে। অতএব, এরূপ নিয়মে আমোদ করা উচিত, যেন স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া, উহাতে অনুরক্ত হইতে না হয়।

জগদীশ্বর রমণীগণের বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের জন্য, স্বভবনস্থ আত্মীয়বর্গ ও আনন্দ-পুত্তলি সন্তানাদি প্রদান করিয়াছেন। রমণী, তাঁহার আবাসের এক-মাত্র অধীশ্বরী; সাধের সংসার তাঁহার পবিত্র রাজ্য। নারী-গণ সন্তানাদি লইয়া, গৃহ-কার্য্য হইতে অবসর-কালে ক্রীড়া ও কৌতুকাদি করিবেন ও দাস-দাসী-বর্গকে উপদেশ দিবেন। এবং স্বামীর পরিচর্য্যা দ্বারা হর্ষে তাঁহার গৃহ আনন্দ-দায়ক করিবেন। হর্ষের একটি বিশেষ শক্তি এই, উহা অত্যন্ত সংক্রামক।

এক ব্যক্তিকে উল্লাসিত দেখিলে, তন্নিকটস্থ ব্যক্তিকে অবশ্য-ই হর্ষান্বিত হইতে হয়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য ও বাস-ভবন এবং তৎ-সন্নিবিষ্ট দ্রব্য-সমূহ লইয়া-ই সংসার। এই সংসারে যিনি কর্ত্রী, তিনি যদি স্বয়ং প্রফুল্লিত থাকিয়া, সকলের প্রতি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়-ই তাঁহার গৃহ আনন্দের আগার-স্বরূপ হইবে। তিনি সন্তানাদির স্নেহে সতত মুগ্ধ হইবেন। দাস-দাসীদের ইচ্ছা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিবে, এবং সন্তোষ তদীয় গৃহে রাজত্ব করিবে। সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাঁহার উপস্থিতি গৃহ আলোকিত করিবে। তিনি স্বয়ং সুখে থাকিবেন এবং পরিবার-বর্গকে-ও সুখী করিবেন।

সংসার-চিন্তায়, হ'য়ে ক্লান্ত-কায়,
গৃহে পতি এলে পরে।
যদি প্রাণপ্রিয়া স্বহস্তে রান্ধিয়া,
খেতে দেন সমাদরে॥
তাহে কত সুখ, হ'লে পঞ্চমুখ,
বলিবারে নাহি পারি।

অবহেলা তায় যে করে হেলায়,
অভাগিনী সেই নারী॥

সম্প্রতি একটি কুপ্রথা আমাদের দেশে প্রবেশ করিতেছে। অনেক রমণী লেখা-পড়া শিখিয়া, গৃহ-কার্য্যাদিতে অবহেলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা রন্ধন-কার্য্যে আদৌ মনোনিবেশ করেন না। তজ্জন্য প্রধান প্রধান নগরে প্রায় প্রতি গৃহে-ই পাচকাদি রাখিতে হয়। গৃহ-লক্ষ্মীরা পুস্তকাদি পাঠ ও বিশুদ্ধ আমোদাদি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা অবশ্য-ই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু তদনুরোধে গৃহ-কার্য্যে অবহেলা এবং রন্ধনে অযত্ন-প্রকাশ সম্পূর্ণ অন্যায়। এক-জন সামান্য অনাত্মীয় পাচকের উপর রন্ধন-কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, গৃহিণী যে পুস্তকাদি লইয়া, কলের পুতুলের ন্যায় বসিয়া থাকিবেন এবং স্বামী যে তাহাতে প্রীতি লাভ করিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যদি তাহার পরিবর্ত্তে আহারের সময় সম্মুখে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সুসজ্জিত দর্শন করেন, তবে রন্ধন-

কার্য্যে মনোযোগ-দর্শনে, স্বামী নিশ্চয়-ই পরিতোষ লাভ করিবেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে আহার করাইলে, যেরূপ তৃপ্তি ও আনন্দ জন্মে, পাচক কিংবা পাচিকা দ্বারা কখন-ই সেরূপ হইতে পারে না। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে স্বপাক ব্যবস্থা, তদভাবে মাতা ও স্ত্রী প্রভৃতির উপর রন্ধন-কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে।

"প্রাণিনাং পুনর্ম্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ"

আহারের উপর যখনজীবন ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তখন স্বহস্তে পাক করা-ই যুক্তি-সিদ্ধ। অতএব, যাঁহারা নিজের, স্বামীর এবং সন্তানের স্বাস্থ্য-সুখ কামনা করেন, তাঁহারা যেন স্বহস্তে রন্ধন করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা রন্ধন করিতে অপারক, তাঁহারা যেন স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে মনোযোগী হন। এখন পর্য্যন্ত-ও এ-দেশের কোন কোন ধনী পরিবারের গৃহিণীরা স্বয়ং রন্ধন করিয়া থাকেন। কিন্তু, যাঁহারা আজ-কাল ইংরাজ মহিলাদিগের দেখা-দেখি রন্ধন-কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণার্হ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখুন,

সে-ই ইংরাজ-জাতির একজন খ্যাতনামা লেখক এ সম্বন্ধে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার জন্‌সন্ বলিয়া গিয়াছেন, "স্ত্রী দুই এক পৃষ্ঠা পুস্তক পাঠ করিলে, স্বামী যে পরিমাণে সুখী হইয়া থাকেন; কিন্তু, রন্ধন-কার্য্যে যদি তিনি পারদর্শিনী হইয়া, উপাদেয় খাদ্যাদি স্বামীকে ভোজন করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর পরিতুষ্ট হইবেন।" অতএব, কি ধনবানের গৃহিণী, কি দরিদ্র-রমণী, কেহ-ই যেন স্বহস্তে রন্ধন করিতে অবহেলা না করেন। পাচক কিংবা পাচিকার হস্তে আহার করিলে, নানা-রূপ পীড়া হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। যে সকল গৃহে রন্ধন-কার্য্য ব্যবসায়ী পাচক-পাচিকার উপর নির্ভর, সেই সকল গৃহে-ই প্রায় উদরাময় রোগের সমধিক প্রাদুর্ভাব। রন্ধন-কার্য্যে অমনোযোগ যখন এতদূর অনিষ্টের মূল, তখন যাহাতে প্রত্যেক যুবতী ইহাতে মনোযোগ দেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

সুখের ভবন যদি করিবারে চাও।
সব দিকে দৃষ্টি রাখি সংসার চালাও॥

গৃহরূপ ক্ষুদ্র-রাজ্যে রাণী ত গৃহিণী।
সর্ব্ববিধ দায়িত্বের ভাগী হন তিনি॥
সুশৃঙ্খলে এ-রাজ্য যে চালাইতে পারে।
ধন্য ধন্য সে রমণী ধন্য এ-সংসারে॥

এক্ষণে দুই একটি কথা বলিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শেষ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে যে-সকল বিষয় উপদেশ দিয়াছি, এক্ষণে তাহার স্থূল স্থূল বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যুবতী-গণের কর্ত্তব্য, তাঁহারা যেন এই সকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন। প্রাতরুত্থান, সর্ব্বাঙ্গ শীতল জলে বিধৌত করা, সুপাচ্য পুষ্টি-কর খাদ্য ভক্ষণ, শীতল ও বায়ু-সঞ্চালন-বিশিষ্ট এবং আলোকিত বাস-ভবনে অবস্থিতি, শারীরিক শ্রম (গৃহ-কার্য্যাদি দ্বারা), আনন্দময়, সন্তোষ-পূর্ণ ও সুখী অন্তঃকরণ ধারণ, নিয়মিত সময়ে শয্যায় গমন ; এই সকল বিষয় প্রকৃতির বিধান। ইহাতে অব-হেলা করিলে যে অনিষ্ট হইবে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে এমন কোন ঔষধ নাই যে, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে। অতএব, এই সকল বিষয়ে মনযোগী হওয়া, প্রত্যেক পাঠিকার পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক, প্রকৃতির ন্যায় সুচিকিৎসক আর নাই। যিনি সুস্থ থাকিতে বাসনা করেন, তিনি ঐ সকল প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকের জীবন ও স্বাস্থ্য কেবলমাত্র তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে; উহাতে স্বামী ও অপরাপর পরিবার-বর্গের অংশ আছে; অতএব, শরীর-পালনে তাঁহার অবশ্য-ই যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। যদি বালিকাগণ বিবাহের পর হইতে সুনীতি ও সুরীতির বশবর্ত্তিনী হইয়া না চলেন, তবে জীবনের আর কোন সময়ে, উক্ত বিধির বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পারিবেন না। প্রথম জীবনে যদি কার্য্যকারিতা, স্বাস্থ্য, সরলতা, এবং সন্তোষের বীজ বপন করেন, তাহা হইলে চিরজীবন স্বামী, পুত্র, ও কন্যা প্রভৃতি পরিবার-বর্গের সুখ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দের বিষয় হইবেন। যখন এই জীবন-সংগ্রামে নর-নারী পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যখন একের উত্থানে অপরের অভ্যুত্থান, যখন একের অবনতিতে অপরের

অধঃপতন, তখন নারী-জাতি যদি অস্বাভাবিক কার্য্য-সম্পন্না, কুপ্রথার বশীভূতা, অসৎ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্টা এবং শোচনীয়া অবস্থা প্রাপ্তা হন, তাহা হইলে কি প্রকারে মনুষ্য-জীবনের উন্নতি সাধিত হইবে? "স্ত্রী" এই কথাটি কত সুখ-কর! স্বামী যখন সমস্ত দিন জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া ও অতীব ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন যদি সান্ত্বনাময়ী আনন্দ-প্রতিমা রমণী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন এবং উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাকে আহারাদি করান, তবে স্বামীর সকল ক্লেশের উপশম হয়। তিনি গৃহে না জানি, কত আনন্দে-ই অবস্থিতি করেন। তাঁহার নিকট সংসার যেরূপ সুখ-ধাম বলিয়া বোধ হয়, তাহা বর্ণনাতীত! স্ত্রী আনন্দ-রূপা ও জীবন-স্বরূপা এবং সকল সুখের সার। যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে সর্ব্বদা সুখী করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনি-ই স্ত্রী-নামের যোগ্যা। জগদীশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, সদিচ্ছা, সহিষ্ণুতা, ভবিষ্যদ্দর্শন ও নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের

আধার-স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে সন্নিহিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকিবেন, ক্লিষ্ট হইলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন এবং অবৈধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহা হইলে জীবন-মরণের বশীভূতা হইলে-ও, তিনি স্বীয় পতির নিকট স্বর্গীয়া দেবী-স্বরূপা, উজ্জ্বলতাময়ী প্রতিমারূপে পরিদৃষ্টা হইবেন।
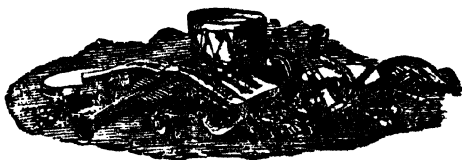
কন্যা-বিক্রয় ও ছিন্ন-বিবাহ।

তং দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী ॥

পদ্মপুরাণ।

পণ লয়ে যেই করে দুহিতা বিক্রয়।
সে দেশ পতিত হয়, যথা সে থাকয় ॥

শাস্ত্রের শাসন-বাক্য এই যে, যে দেশে কন্যা-বিক্রয় হয়, সেই দেশ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া থাকে। কন্যা-বিক্রয় মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত। বাস্তবিক, পশু-শিশুর ন্যায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা তনয়াকে বিক্রয় করার ন্যায় নিন্দিত, ঘৃণিত এবং পাপ-জনক

কাজ আর কি আছে? দাস বা দাসী-বিক্রয়-প্রথা মনুষ্য-সমাজে চির-কাল-ই, ঘৃণার বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্র-নিরত ব্যক্তি কখন-ও, কন্যা-বিক্রয়কারীর মুখ-দর্শন করিবেন না; অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যদি সেরূপ লোকের মুখ দেখা যায়, তবে সূর্য্য-দর্শন করিয়া, সে পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিবেন *। মূল্য দ্বারা যে স্ত্রী ক্রীতা, সে দাসী নামে অভিহিতা; অতএব, সে জায়ার গর্ভ-জাত পুত্র, দাসী-পুত্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে †। রাজ-তনয় হইলে-ও, সে পুত্র রাজ্যলাভের অধিকারী হয় না এবং তাহাতে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধাদির অধিকার থাকে না, অন্যান্য সন্তানদিগের মধ্যে সে অধম, অতএব, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ‡।

---

* কন্যাবিক্রয়িণঃ পুংসো মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ।
পশ্যেদজ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্ ভাস্করদর্শনং॥—পদ্মপুরাণ।

† ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্যাং যো জায়তে পুত্রো দাসীপুত্রস্তু স স্মৃতঃ॥

‡ ন রাজ্ঞাং রাজ্যভাক্ স স্যাৎ পিতৄণাং শ্রাদ্ধকৃন্ন চ।
সোঽধমঃ সর্ব্বপুত্রেভ্যস্তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥—পদ্মপুরাণ।

ধন-লোভে বশীভূত ব্যক্তি, যদি স্বীয় দুহিতাকে মূল্য লইয়া বিক্রয় করে, তবে সে ব্যক্তি আত্ম-বিক্রয়-রূপ মহাপাপ-গ্রস্ত হইয়া থাকে *।

কি শাস্ত্রাচার, কি দেশাচার, কোন-মতে-ই কন্যা-বিক্রয় প্রশস্ত নহে। ব্রাহ্মণ-কুল পতিত হইলে, নানা-প্রকার কুকার্য্য-পরায়ণ হইয়া থাকে। এজন্য দেখা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ সামান্য ধন-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, কন্যা-বিক্রয়-রূপ মহা-পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকে, সমাজ-মধ্যে সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা অতি সামান্য। সমাজে যাহাদিগের মর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা নাই, তাহারা যার-পর-নাই হেয়। এরূপ নীচ কুল বা বংশের সহিত আদান-প্রদান না করা-ই সুপরামর্শ। যে বংশের কন্যা গ্রহণ করিলে, উচ্চ সমাজে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়, সে কুল হইতে কন্যা গ্রহণ না করা-ই শ্রেয়ঃ। বংশ-গত-গৌরব বা মর্য্যাদা রক্ষা বা লাভ করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে গুরুতর

---

* শুল্কেন হি প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভ-মোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ ॥—কশ্যপ।

কর্ত্তব্য। যিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া থাকেন, তিনি পশুর অধম।

কেবলমাত্র পশু-বৃত্তি চরিতার্থ করা, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য নহে; ভাবী সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, বংশ-মর্য্যাদা এবং স্ব-সমাজে প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা বিবাহের প্রাণ-বায়ু। দূষিত বায়ু দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া সংসাধিত হইলে, যেমন দেহে নানা-বিধ রোগের সঞ্চার বা প্রজনন হইয়া থাকে, সেইরূপ হীন-কার্য্য-পরায়ণ কুলের কন্যাদি গ্রহণ করিলে, বংশ-মধ্যে কলহ, হিংসা প্রভৃতি বহু-প্রকার অশান্তি-কর ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়। বরং পুত্রের বিবাহ না দেওয়া ভাল, তথাপি কন্যা-বিক্রয়কারী নীচ কুলের কন্যা গ্রহণ করিয়া, স্বীয় কুল দূষিত করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মদ্যপায়ী কদা-চারী ব্যক্তি যেমন সদুপদেশ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে ক্রমে পান-দোষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, চরিত্র নির্ম্মল করিয়া থাকে, সেইরূপ যে সকল বংশ কন্যা-বিক্রয়-রূপ ব্যাধি-গ্রস্ত, তাহাদের-ও কর্ত্তব্য, যাহাতে স্ব স্ব বংশ

হইতে এই গুরুতর পাপ নিবারিত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা। যিনি স্বীয় বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তিনি-ই মনুষ্য নামের যোগ্য। প্রত্যেক মানুষের নিকট তাঁহার বংশ-গৌরব, একটি অমূল্য সম্পত্তি-স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। এই সম্পত্তি, যিনি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তিনি যে পশুর অধম, তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রেষ্ঠ বংশ বা কুলে বিবাহ করিলে, বংশ-গৌরব বৃদ্ধি হয়, ইহা সকলে-ই অবগত আছেন। নিকৃষ্ট ঘরে ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহাকে "ছিন্ন" বিবাহ কহিয়া থাকে। কুলাচার্য্য-গণ এই বিবাহ দূষণীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছিন্ন-বিবাহ-সম্বন্ধে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

বৈবাহিক সংস্কারে, পুত্রার্থে ভার্য্যা করে,
তারে বলি শুদ্ধ-সত্ত্ব বিয়া।
তার পর স্বীয় ঘরে, কুলার্থ বিবাহ করে,
তারে বলি কুল-কার্য্য বিয়া॥

তাহা ভিন্ন করে বিয়া, কড়ি-লোভে মরে গিয়া
অনির্দ্দিষ্ট অপকৃষ্ট ঘরে।
চক্রবর্ত্তি-অংশ কয়, ছিন্ন-বিয়া সুনিশ্চয়,
কুলীনের মজিবার তরে॥
পরদারী তারা, শব্দ এক ধারা,
দার-বৃত্তি বলি দারী।
সম্ভোগের তরে, অপকৃষ্ট ঘরে,
ভোগ হেতু বহু নারী॥
কুলে বৃত্তি যার, কুলে করে দার,
দোষ কি বল-না তাতে?
কুলের শাসন, পর্য্যাটী-গণন,
নিষ্ঠাবৃত্তি আছে যাতে॥
কুলে একাবৃত্তি, হইলে প্রবৃত্তি,
দানাদানে লেঠা ঘটে।
বিনা কুল-কাজ, সমাজেতে লাজ,
বটে কি বল-না বটে॥
দানাদান ঘরে, বহু-কন্যা-পরে,
কিরূপে মানেরে রাখি।

মাথা হেঁট করি, নাহি খায় বারি,
দেখ-না চাতক পাখী ॥— কুলচন্দ্রিকা।

সম্বন্ধ-নির্ণয়-পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়-গণ যে কুলীনকে কন্যা দেন, সেই কুলীন বিশেষ মান্য হয়েন। কষ্ট বা দুষ্ট কুলে বিবাহ করিলে, কুলীনের কুল ধ্বংস হয়। সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্র, কুলীন-দৌহিত্র অপেক্ষা মান্য। সেই জন্য-ই রাঘব-গাঙ্গুলির রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ এই চারি পুত্র বেগের গাঙ্গুলি বলিয়া, বিশেষ প্রশংসিত হইয়া আসিতেছেন।" সদ্বংশ-জাত কুলীন পাত্রকে-ই কন্যা সম্প্রদান করা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা; নতুবা পতিত, কন্যা-বিক্রয়কারী কিংবা কুকার্য্য-পরায়ণ দুঃশীল বংশের সহিত আদান-প্রদান করা কোন মতে-ই কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রী।

স্ত্রীষু প্রীতির্বিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
সুরূপা যৌবনস্থা যা লক্ষণৈর্যা বিভূষিতা।
যা বশ্যা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা॥

চরকসংহিতা।

স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ঘটে যে প্রকার।
তেমন কাহারো প্রতি নাহি হয় আর॥
পুত্র কন্যা ধর্ম্ম অর্থ লক্ষ্মী লোক যত।
স্ত্রীর-ই আয়ত্ত সব জেনো শাস্ত্র-মত॥
সুলক্ষণা অনুগতা সুরূপা যুবতী।
সে-ই স্ত্রী-ই হয় উপভোগে যোগ্যা অতি॥

বাস্তবিক, এ বিষাদ-পূর্ণ সংসার-কারাগারে, স্ত্রীর ন্যায় আনন্দ-দায়িনী আর কে আছে? "স্ত্রী"

এই শব্দটি যে, কত মধুর, কত বিশাল, কত প্রীতি-জনক এবং কত আশা-ভরসার উৎস-স্বরূপ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। "প্রীতি বা আনন্দ, সহধর্ম্মিণীতে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত ;—স্ত্রীতে-ই সন্তান নির্ভর করিয়া থাকে ;—ধর্ম্ম ও অর্থ স্ত্রীর আশ্রিত এবং লক্ষ্মী ও লোক-সমূহ স্ত্রীতে-ই প্রতিষ্ঠিত। এজন্য সুরূপা যৌবনস্থা, সুলক্ষণা, বশীভূতা এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রী-ই স্বামীর একমাত্র অবলম্বন।"

ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন,—"যিনি গৃহ-কর্ম্মে দক্ষা, তিনি-ই ভার্য্যা ; যিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তিনি-ই ভার্য্যা ; যিনি পতি-প্রাণা, তিনি-ই ভার্য্যা ; যিনি পতিব্রতা, তিনি-ই ভার্য্যা। মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যা-ই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা-ই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যা-ই, সন্তান-উৎপাদনের নিদান। যাহার ভার্য্যা আছে, তাহার-ই ক্রিয়া-কলাপ হইয়া থাকে ; যাহার ভার্য্যা আছে, সে-ই গৃহমেধী ; যাহার ভার্য্যা আছে, সে-ই আমোদ-প্রমোদে কাল হরণ করে ; যাহার ভার্য্যা

আছে, সে-ই শ্রীমান্। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে, সৎপরামর্শ-দায়ক সখা-স্বরূপ; ধর্ম্ম-কর্ম্মে হিতৈষী পিতার তুল্য; পীড়িতাবস্থায় স্নেহবতী মাতার সদৃশ; এবং দুর্গম পথে পথিক-স্বামীর বিশ্রাম-স্থল; অপিচ, যাহার ভার্য্যা থাকে, তাহার শ্রান্তি কদাচ হয় না। অতএব, মনুষ্যের ভার্য্যা-ই পরম গতি। কোন ব্যক্তি সংসার-লীলা সংবরণ করিয়া নিরয়গামী হইলে, তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত, কেবল পতি-প্রাণা ভার্য্যা-ই সহ-গামিনী হয়; পত্নী প্রথমে পরলোক গমন করিলে, পতির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং পতি অগ্রে দেহ-ত্যাগ করিলে, সাধ্বী ভার্য্যা পশ্চাৎ তাহার অনু-গামিনী হয়। ভর্ত্তা, ইহ-লোক ও পর-লোক উভয় লোকে-ই ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্ত পাণি-গ্রহণ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিত-গণ কহিয়া থাকেন যে, আপনা হইতে আপনি-ই পুত্র-রূপে জন্মে, অতএব, পুত্র-জননী ভার্য্যাকে স্বীয় মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে, যেমন আহ্লাদিত হন,আদর্শে দৃষ্ট-আননের ন্যায় ভার্য্যা-গর্ভ-জাত পুত্রকে

দেখিয়া, জনক সেইরূপ আনন্দিত হন; ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি শীতল সলিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, মানব-গণ মনো-দুঃখে দহ্যমান ও ব্যাধিতে আতুর হইলে-ও, ভার্য্যাতে তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; পতি সাতিশয় কোপা-বিষ্ট হইলে-ও, পত্নীর অপ্রিয় কর্ম্ম করা কদাচ বিহিত নহে; কারণ, রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সমুদায়-ই ভার্য্যার আয়ত্ত। রামা-গণ আত্মার সনাতন পবিত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্র*।"

---

* শ্রীবিহারিলাল সরকার সঙ্কলিত "শকুন্তলা-রহস্য" দেখ।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলঞ্চ সন্ততেঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্রাস্তস্তস্মাদ্ দারাঃ পরা গতিঃ॥
সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।

"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইহা-ও শাস্ত্রের আদেশ। ধর্ম্ম-সাধনের একমাত্র সহায় স্ত্রী, এজন্য স্ত্রীর অপর একটি নাম সহধর্ম্মিণী। কেবলমাত্র ভোগ-বিলাস-সাধনের অঙ্গীভূত না করিয়া, হিন্দু-শাস্ত্র স্ত্রীকে ধর্ম্ম-সাধনের সহায়ভূতা করিয়া, সমাজ-বন্ধন অতি দৃঢ়

ভার্য্যৈবাম্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা।
প্রথমং সংস্থিতা ভার্য্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষতে।
পূর্ব্বং মৃতঞ্চ ভর্ত্তারং পশ্চাৎ সাধ্ব্যনুগচ্ছতি।
এতস্মাৎ কারণাদ্ভূপ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ॥
আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্॥
ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ॥
দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষ্বিব॥
সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি॥
আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যা রামা সনাতনম্।
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

করিয়া গিয়াছেন। পতি-ভক্তি, সন্তান-স্নেহ, পরিবার-বর্গে প্রীতি, রোগে সেবা-শুশ্রূষা, অতিথি-সেবা এবং জীবে দয়া যেমন রমণীতে দেখা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি লক্ষ্য হয় না। কোমল-প্রকৃতি অবলা-গণ যেরূপ স্নেহ-সহকারে, অক্ষম ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারেন, পুরুষের দ্বারা কখন-ই সেরূপ হইতে পারে না। ফলতঃ, স্ত্রীর ন্যায় সেবা-ব্রত-সাধনে আর কে সমর্থ! স্ত্রী সাক্ষাৎ দয়ারূপিণী; অসহায় শিশুর সম্মুখে, রোগীর শয্যা-পার্শ্বে, দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে স্ত্রী সাক্ষাৎ দেবী!

পরিবারস্থ ব্যক্তি-গণের দুঃখ-দর্শনে, যে স্ত্রীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার না হয়, সে স্ত্রী পাষাণী! তাহার মুখ দর্শন করিলে-ও পাপ জন্মে। স্ত্রী, সংসারে শান্তিদায়িনী। স্ত্রীর স্নেহ, জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, স্ত্রীর স্নেহ, মিষ্ট বাক্য, সরলতা এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতি পবিত্র ভাব-সমূহ লইয়া-ই সমাজের জীবন। স্ত্রী! তোমার চক্ষে অভিমানের অশ্রু, ক্রোধের অশ্রু, হিংসার অশ্রু, স্বার্থনাশের অশ্রু

দর্শন করিলে, কাহার হৃদয় তোমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ধাবিত হইবে? কিন্তু, যদি তুমি অন্যের দুঃখ-সন্তাপে সন্তাপিত হইয়া, অশ্রু-ধারা প্রবাহিত করিতে পার, তবে-ই তোমার প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দু, সমাজে কোটি-কোটি মুক্তাপেক্ষা-ও, মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরিবারস্থ কেহ যদি পাপ-পঙ্কে অনুলিপ্ত হয়, তবে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া, তোমার পবিত্র অশ্রু দ্বারা তাহা ধৌত করিবে। পরিবার মধ্যে যদি কলহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ প্রেমাশ্রু দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিবে।

লজ্জা-ই স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। যে স্ত্রী, সংসারে যশ-উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, তাঁহার জন্ম-গ্রহণ বৃথা। স্ত্রীর সুখ্যাতির উপর পিতৃ-কুল ও শ্বশুর-কুলের মানাপমান নির্ভর করিয়া থাকে। যে সকল গুণ-গ্রাম সাধ্বী স্ত্রীর শিরোভূষণ, যে সকল গুণ দ্বারা তিনি দেবী-পদবী লাভ করিতে সমর্থ, সেই সকল গুণের অনুকরণ করা, স্ত্রী-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। ধর্ম্মভাব, লজ্জা,

আতিথেয়তা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, লোক-সেবা, স্বার্থ-ত্যাগ প্রভৃতি গুণ-সমূহ আশ্রয় করিয়া চলিলে, স্ত্রী পরিবার-মধ্যে স্বর্গ-সুখের অবতারণা করিতে পারেন; উক্তবিধ গুণে ভূষিতা সহধর্ম্মিণীর মুখে বিমল জ্যোতিঃ দর্শন করিলে, ঘোরতর পাপীর মনে-ও ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয়। এরূপ স্ত্রী, পারিবারিক ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন!—তাঁহার অন্তঃকরণ স্বর্গের নন্দন-কানন!—তাঁহার সংসার পুণ্যার্জ্জনের পবিত্র তীর্থ!

।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

হেমাদ্রি।
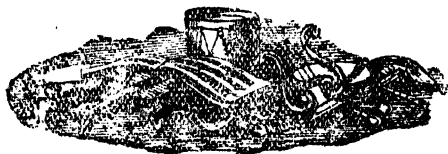
না জানিলে পতি-ভক্তি পতির সেবন।
কন্যার বিবাহ পিতা দিবে না কখন॥

কন্যাকে সম্প্রদান করিবার পূর্ব্বে, অতি পবিত্রতাময়ী কুমারী অবস্থায়, তাহাকে সুশিক্ষা দান দ্বারা বিবাহের উপযুক্ত করা, একটি গুরুতর কর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

অর্থাৎ কন্যাকে যেরূপ লালন-পালন করিতে হয়, সেইরূপ যত্ন-পূর্ব্বক, তাহাকে সুশিক্ষা দান করা বিধেয়। অনন্তর, সেই সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিদ্বান্ পাত্রে সম্প্রদান করিবে। পরস্পর সুশিক্ষা-প্রাপ্ত দুই হৃদয়ের একীকরণ যে, মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় অতি রমণীয় ভাব ধারণ করে, তাহা বলা বাহুল্য। পতি-পত্নী-ভাব ধর্ম্ম ও সদ্‌গুণ-সমূহ দ্বারা যেমন দৃঢ় হয়, এরূপ আর কিছুতে-ই হইতে পারে না। মহাকবি ভবভূতি তৎপ্রণীত "মালতীমাধব" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় অঙ্কে বলিয়াছেন ;—

> "ইতরেতরানুরাগো হি দারকর্ম্মণি পরার্দ্ধ্যং
> মঙ্গলং গীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা যস্যাং
> বাঙ্মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধস্তস্যাং সমৃদ্ধিরিতি।"

অর্থাৎ যে বালা বাক্য, মন ও নয়ন দ্বারা পতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। বাস্তবিক, অশিক্ষিত হৃদয়ের পরস্পর সংমিলনে মনুষ্য-জীবনের পূর্ণতা সংসাধিত হইতে পারে না। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান্।

প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী না হইলে, সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধি-পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায়ঃ—

"আহারনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই সকল ব্যবহার পশ্বাদির যেরূপ, মনুষ্যদিগের-ও প্রায় সেইরূপ; সুতরাং, একমাত্র জ্ঞান-প্রভাবে-ই মানুষ—মানুষ নামের যোগ্য।

নর-কুলের সম্যক্ উন্নতি-বিধান-পক্ষে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া, আর্য্য ঋষিগণ বিবাহ-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয় যার-পর-নাই কল্যাণ-কর। কুমারী-অবস্থায় কন্যাকে কিরূপ শিক্ষা দান এবং কিরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়;—

"আচার্য্যাচার্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্র মহা প্রামাণিক হেমাদ্রি বলিতেছেন, ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা সধবা বা বিধবা হইবার পূর্ব্বে-ই, কুমারী-অবস্থায় অন্ততঃ শিক্ষা লাভ করিবে।

কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীত্যৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদাঃ প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততো বরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মণীষিভিঃ।
এষ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

কুমারীকে শিক্ষাদান করা উচিত। কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন,—ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করা উচিত। স্ত্রী-ধর্ম্ম-জীবন সংগঠিত করিবার জন্য, কুমারী-দিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করিবে। কুরুচি-কর নাটক, নভেল-আদি না পড়াইয়া, সুনীতি-শিক্ষা প্রদান করিবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি পবিত্র-চরিত্রা আর্য্য-মহিলা দেবীদিগের দৃষ্টান্ত-সমূহ যে-সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও নীতি-শাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে, সেই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও নীতি-শাস্ত্র শিক্ষা-দান করিলে, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি স্ত্রীজাতির কিরূপ ব্যব-

হার করা উচিত, তাহা কুমারী-গণ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া, পিতৃ-কুল ও শ্বশুর-কুলের কল্যাণ এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে। "দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি।" যে কুমারী বিদ্যালাভ করে, সেই কুমারী-ই উভয়-কুলের কল্যাণ-দায়িনী হইতে পারে। ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলে, তাহাকে বিদ্বান্ বরের হস্তে সমর্পণ করিবে। ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষিতা কুমারীকে মূর্খ বরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। যে কুমারী পতি-মর্য্যাদা শিক্ষা-লাভ করে নাই, যে কুমারী পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা অবগত নহে, পতি-সেবা কিরূপে করিতে হয় তাহাতে শিক্ষা-লাভ করে নাই, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কিরূপ শাসন-বাক্য-সকল লিখিত আছে—যে কুমারী তাহা জানে না, যে কুমারী ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও নীতি-শাস্ত্রে অশিক্ষিতা, তাদৃশী কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কখন-ই উচিত কার্য্য নহে।"*

"পতিসেবাপরো ধর্ম্মো ন হি স্ত্রীণাং শ্রুতৌ শ্রুতঃ।"

---

* সাহিত্য-সংহিতা দেখ।

শাস্ত্রের এই সকল পরম মঙ্গল-কর তথ্য-সমূহ আলোচনা করিলে, সুস্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হয় যে, কুমারী-গণ ভবিষ্যৎ-জীবনে,যাহাতে সু-গৃহিণী, সু-চরিত্রা, এবং সু-মাতা হইয়া, সংসার-ক্ষেত্রে গৃহ-দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা-ই ঋষিদিগের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিলে, গৃহস্থাশ্রম যে, যার-পর-নাই সুখ-কর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

ফল-পুষ্পে যেরূপ বৃক্ষের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার দ্বারা চরিত্রের শোভা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ে ঔদ্ধত্য-ভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে শিক্ষা দ্বারা চরিত্রের নম্রতা সম্পাদন করে, তাহা-ই প্রকৃত শিক্ষা। যে কুমারী শিষ্টাচার দ্বারা ভাবী পরিবার-বর্গের প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার-ই গৌরব অধিক।

পূজ্য-পাদ পিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন-বর্গের প্রতি সমুচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা প্রদর্শন করা-ই শিষ্টাচার-সঙ্গত। কেবলমাত্র পিতৃ-

কুলস্থ গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে, স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় না; শ্বশুর, শ্বশ্রূ, এবং ভাসুর প্রভৃতি-ও, ঐরূপ ভক্তি ও সম্মানের পাত্র। ফলতঃ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্পর্ক-জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি-মাত্রের-ই, যথা-যোগ্য সম্মাননা করা উচিত। দেবর, কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি প্রভৃতি পরিবার-বর্গ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ-ভাজন। ফলতঃ, যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ব্যবহারের দোষ-গুণানুসারে পরিবার-মধ্যে প্রীতি বা অপ্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, প্রীতির পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না। অনেক সময় দেখা যায়, মহিলা-গণ রাগ-দ্বেষ এবং স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া, পারিবারিক শিষ্টাচার, বিনয়, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণ-সমূহ বিস্মৃত হইয়া থাকেন। তখন স্ব স্ব কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; সম্পর্কোচিত ব্যবহার তিরোহিত হয়। এরূপ হওয়া যার-পর-নাই দূষণীয়। যত-ই বিসদৃশ ঘটনা সংঘটিত হউক-না কেন, ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে এবং

স্নেহের পাত্রকে স্নেহ করিতে কদাচ বিমুখ হওয়া উচিত নহে।

সহিষ্ণুতা-গুণে, বঙ্গ-ললনা, পরিবার-মধ্যে গৃহ-দেবী-রূপে পূজনীয়া হইয়া থাকেন। এই সহিষ্ণুতা-গুণে, হিন্দু-জাতি দূর-সম্পর্কীয় জন-সাধারণের সহিত একান্ন-বর্ত্তী থাকিয়া, পরম সুখে পরিবার-প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এই জন্য-ই হিন্দু-মহিলা, মুখের গ্রাস অতি-থিকে প্রদান করিয়া, প্রফুল্ল-চিত্তে উপবাস করিতে সমর্থ! সংসারে রোগ, শোক, অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অধীরা হন না। এক-মাত্র ধৈর্য্য-গুণে-ই, তাঁহারা সমুদয় অশা-ন্তির ব্যাপার দূরে রাখিয়া থাকেন। শৈশব-কাল হইতে কুমারীদিগকে, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। কুমারীদিগের ভবি-ষ্যৎ-জীবন, যাহাতে সংসার-কার্য্যোপযোগী হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অভিভাবক-বর্গের একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে সংকীর্ণভাব-সমূহ, কুমারীগণের কোমল হৃদয়ে বদ্ধ-মূল না হয়, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া-ই, নারী-শিক্ষার মুখ্য

উদ্দেশ্য। পরিবার-মধ্যে এই সংকীর্ণভাব প্রকাশিত হইলে, নানা-প্রকার মনোমালিন্য-রূপ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; এবং তাহার ফল-স্বরূপ গৃহ-বিচ্ছেদ, আত্মীয়তার বিনাশ-সাধন প্রভৃতি অশান্তির ব্যাপার সর্ব্বদা ঘটিতে থাকে। অতএব, বালিকা-হৃদয় হইতে যাহাতে এই সকল অপ্রীতি-কর ভাব বিদূরিত হয়, সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহাতে যত্ন করা উচিত। স্ত্রীলোকেরা কেবল-মাত্র যে, পুত্র-কন্যাদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্য দায়ী, এমন নহে; পরিবারস্থ প্রত্যেক নর-নারী হইতে, জগতের যাবতীয় জীবের শুভ-সাধনে, তাঁহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাঁহাদের দয়ার ও ভলবাসার ক্ষেত্র সর্ব্বত্র-ই বিস্তৃত। প্রাণাধিক পুত্রের কল্যাণ-সাধনোদ্দেশে রমণীগণ যেমন, স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না, সেইরূপ পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল-সাধনোদ্দেশে নিজের সুখ ও বিলাস-বাসনা পরিহারার্থে যত্নবতী হন। নদী যেমন সংকীর্ণ-ভাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তনে দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ উদারতা নারী-হৃদয়ে

উৎপন্ন হইয়া, প্রথমে পরিবার-মণ্ডলে, পরিশেষে সমু-
দায় বিশ্বে সঞ্চারিত হইতে থাকে।

বিজ্ঞতা-বিহীনা, কলহ-প্রিয়া, মুখরা স্ত্রী, পরিবার-
মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকে ; এজন্য বাল্য-
কাল হইতে-ই শান্ত-স্বভাবা, পক্ষপাত-হীনা, এবং
আত্ম-সংযম-সক্ষমা হইতে যত্ন করিতে হয়। পরি-
বার-মধ্যে ত্যাগ-স্বীকার, পর-সেবা, শ্রম-সহিষ্ণুতা
এবং ক্ষমা যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার চেষ্টা
করা আবশ্যক। গৃহিণীদিগকে প্রত্যেক গৃহ-কার্য্যের
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের
নিকট, যাহাতে আপনার সম্ভ্রম থাকে, এরূপ গাম্ভীর্য্য-
সহকারে ব্যবহার করা বিধেয়। তাঁহাকে কোন
পুরুষের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে, এরূপ পবিত্র-
ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে, যেন তাঁহাকে দর্শন
করিলে, মনে সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়। তাঁহার প্রত্যেক
কার্য্য এবং ব্যবহার যেন ধর্ম্মানুমোদিত হয়।

পুরুষের দৃষ্টি-পথে কিংবা নয়ন-গোচর হইতে
পারে, এরূপ স্থানে, সম-বয়স্কাদিগের সহিত আমোদ-

প্রমোদ অথবা উচ্চ-হাস্য করা উচিত নহে। যে স্থলে পুরুষেরা আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকেন, তথায় নারী-গণের গমন করা অকর্ত্তব্য। যাহাতে লজ্জা-হীনতা প্রকাশ পায়, এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, পুরুষদিগের সম্মুখে গমন করা সম্পূর্ণ নীতি-বিরুদ্ধ।

কুমারী-গণ-ই ভবিষ্যতে, গৃহস্থাশ্রমের একমাত্র কর্ত্রী-রূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পোষ্য-বর্গ-প্রতিপালন, পরিবার-মণ্ডলীর প্রতি স্নেহ-ভাব-প্রদর্শন, শিশু-পালন, রোগীর পরিচর্য্যা, অতিথি-অভ্যাগত ব্যক্তির সেবা, কুটুম্ব-গণের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শন ও গৃহ-পালিত পশ্বাদির প্রতি সদয় ব্যবহার এবং গৃহস্থালীর কার্য্যাদির সুশৃঙ্খলা-স্থাপন, গৃহস্থা-শ্রমের প্রধান কার্য্য। নারী-জাতির প্রতি এই সকল গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত আছে। শিক্ষিতা কুমারী, গৃহিণী হইয়া, অতি-যত্ন-সহকারে এই সকল কর্ত্তব্য-পালন করিয়া থাকেন। সংসারা-শ্রমের কর্ত্তব্য-পালন, অবলা-জাতির পবিত্র-ব্রত। যে মহিলা এই ব্রত পালনে উদাসীন, তাঁহার

সংসার, দুঃখের আগার-রূপে পরিণত হইয়া থাকে; অশান্তির জ্বালাময়ী শিখা উত্থিত হইয়া, তাঁহার সমুদয় গার্হস্থ্য-সুখ দগ্ধ করিতে থাকে; এবং সুখের সংসার, ঘোরতর নরক-রূপে প্রতীয়মান হয়।
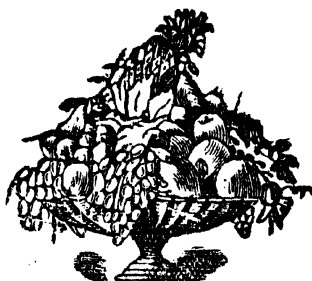
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কুল-পরিচয়।

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥
অঙ্গিরাঃ।

নানা রঙ্গে চিত্র যথা হয় সুশোভন।
সংস্কারে পবিত্র হয় সেরূপ ব্রাহ্মণ॥

বর্ত্তমান সময়ে, বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) রাঢ়ীয়, (২) বারেন্দ্র, (৩) বৈদিক, (৪) পাশ্চাত্য (পশ্চিমে)।

কথিত আছে, যখন বঙ্গদেশে শূর-বংশীয়-রাজ-গণ রাজত্ব করিতেন, তখন "আদিশূর" নামে*

* যেনানীতা দ্বিজাঃ পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্যকীর্ত্তিতঃ॥—কুলচন্দ্রিকা।
যে লক্ষ্মীনারায়ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে দ্বিজ-গণ আনীত হইয়াছিলেন, আদিশূর নামে কীর্ত্তিত সেই মহারাজ জয়যুক্ত হউন।

একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা, যথাবিধি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদন করিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু, এ-দেশে তৎকালে সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না; যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মে অনভ্যস্ত ও আচার-ভ্রষ্ট ছিলেন। এজন্য মহারাজ আদিশূর, কান্যকুব্জ-রাজের (কনোজের অধিপতির) নিকটে স্বকীয় কল্পিত যজ্ঞ-সম্পাদনে উপযুক্ত কতিপয় ব্রাহ্মণের জন্য দূত প্রেরণ করেন। কান্যকুব্জ-রাজ, বঙ্গ-রাজের বাসনা পূর্ণ করিতে প্রথমে অপারক হন; কারণ, তৎকালে একটা শাস্ত্রীয় বচন বলবৎ ছিল যে, যে সকল আর্য্য-সন্তান, তীর্থোপলক্ষ-ব্যতীত গঙ্গা-পার হইয়া বঙ্গদেশে আসিতেন, তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিলে, সমাজ-চ্যুত হইতেন; পরে প্রায়শ্চিত্ত-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, সমাজে স্থান-লাভ করিতেন। যাহা হউক, পরে কনোজ-রাজ, পাঁচ-গোত্রের পাঁচ-জন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। তাঁহারা-ই এ-দেশে আসিয়া, মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, দক্ষিণা-স্বরূপ পাঁচ-খানি গ্রাম লাভ করেন। সম্ভবতঃ, উক্ত ব্রাহ্মণ-গণ

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া-ও,পরে সপরিবারে এ-দেশে পুনরায় আগমন করিয়া, উক্ত পাঁচ গ্রামে স্থায়ী বাস-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে থাকেন। ইঁহাদের সন্তান-গণ-ই, বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

মহারাজ আদিশূরের পরে, যখন সেন-বংশীয় রাজ-গণ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, তখন মহারাজ বল্লাল সেন-নামক জনৈক বৈদ্য-বংশীয় রাজা, উক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের কর্ম্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগ ও পদ-মর্য্যাদা-প্রদান করেন। যাঁহারা নব-গুণ-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা কুলীন; যাঁহারা অষ্ট-গুণ-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। কুলীনের বংশধর-গণের মধ্যে, যাঁহারা স্বীয় স্বীয় বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা-ই উত্তর-কালে বংশজ নামে পরিচিত হইলেন।

মহারাজ আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ।

	নাম	গোত্র	দক্ষিণা-স্বরূপ যে গ্রাম প্রাপ্ত হন।
১।	ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটী।

	নাম	গোত্র	দক্ষিণা-স্বরূপ যে গ্রাম প্রাপ্ত হন।
২।	দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটী।
৩।	ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটী।
৪।	বেদগর্ভ	সাবর্ণ	কঙ্কগ্রাম।
৫।	শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	বটগ্রাম।

কাল-ক্রমে ইঁহাদের সন্তান-সংখ্যা ছাপ্পান্ন জন ছিলেন; মহারাজ আদিশূরের অধস্তন মহারাজ, প্রত্যেককে-ই যথাবিধি সম্মানে সম্মানিত করিয়া, প্রত্যেককে-ই এক-একখানি গ্রাম উপহার দেন। উত্তর-কালে উক্ত ব্রাহ্মণদিগের সন্তান-গণ-ও, স্বীয় স্বীয় গ্রামের নামানুসারে পরিচিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং, এই হইতে-ই "গাঁই" কথাটার সৃষ্টি হইল এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে-ই এই কবিতার-ও প্রচলন হয় যে,—

"পঞ্চ-গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই,
ইহা ছাড়া বামুন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর।
সাতশতী আর পরাশর॥"

(কারিকা)

মন্তব্য ;—কোন-ও কোন-ও মতে উল্লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান-সংখ্যা ঊনষাটি ছিল, সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের গাঁইএর সংখ্যা ঊনষাটি।

মহারাজ আদিশূরের সময়ে, বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সাতশত ছিল। এজন্য, তাঁহারা সাতশতী নামে পরিচিত। অপর, তৎকালে পরাশর-গোত্রের-ও অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা পরাশর নামে খ্যাত। উক্ত সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে-ও কেহ কেহ অর্থ-বলে, রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়-সমাজ-ভুক্ত ; কেহ কেহ বংশজ-শ্রেণী-ভুক্ত ; কেহ কেহ বা বর্ণ-ব্রাহ্মণ-রূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন।

কুলীনের নবগুণ।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

মিশ্রগ্রন্থ।

মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি (বেদাধ্যয়ন),

তপঃ ও দান, এই নয়টি গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণ-গণ-ই, "উপাধ্যায়" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যিনি যে গ্রামে বাস করিতেন, "উপাধ্যায়" এই উপাধির প্রথমে সে-ই গ্রামের নাম কথিত হয়। যথা ;—

প্রথম শ্রেণীর কুলীন।

নাম	গ্রাম	উপাধি	পূর্ণোপাধি।
১। বরাহ	বন্দ্যঘটী	উপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। সুলোচন	চট্টগ্রামী	ঐ	চট্টোপাধ্যায়।
৩। ধাতু	মুখুটী	ঐ	মুখোপাধ্যায়।
৪। শৌরী	গাঙ্গুলী	ঐ	গাঙ্গোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাধি-শূন্য কুলীন।

১।	শ্রীধর	কাঞ্জিলাল	(বাৎস্য-গোত্র)।
২।	সুরভি	ঘোষাল	ঐ
৩।	শঙ্কর	পুতিতুণ্ড	ঐ
৪।	রাজ্যধর	কুন্দগ্রামী	(সাবর্ণ-গোত্র)।

তৃতীয় শ্রেণীর উপাধি-শূন্য কুলীন।

(১) দীর্ঘাঙ্গী (দীঘাড়ী), (২) পারিহালি, (৩) কুলভী, (৪) পোড়ারী, (৫) রাই, (৬) কেশরী (কেশরকুনী) (৭) ঘণ্টেশ্বরা, (৮) ডিংসাই (ডিণ্ডি-সাই বা ডিণ্ডি), (৯) পীতমুণ্ডী, (১০) মহিন্তা, (১১) গুড়, (১২) পিপলাই (পিপ্পলী), (১৩) হড়, ও (১৪) গড়গড়ি। এই চৌদ্দ-প্রকার ব্রাহ্মণ-গণ কুলীন ছিলেন বটে ; কিন্তু শেষে আচার-ভ্রষ্ট হওয়ায়, ইঁহারা "কষ্ট-শ্রোত্রিয়" বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে ডিণ্ডি-(ডিংসাই)-গাঁই-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণ, উত্তর-কালে বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত হন। এই-ক্ষণ ইঁহারা সম্মানিত শ্রোত্রিয়ের মধ্যে গণ্য।

উল্লিখিত নয়টি গুণের মধ্যে, যাঁহাদের "আবৃত্তি (বেদাধ্যয়ন)" এই গুণ ছিল না, তাঁহারা-ই শ্রোত্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

১। পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলী, ভুরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল (বড়াল), কুশারী, শেয়ক,

কুসুম (কুসুমকুলী), ঘোষলী, মাশ্চটক, বসুয়ারী, করাল, অম্বলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূষলী, আকাশ, পলসায়ী, কোঁয়াড়ী, সাহির, সাটেশ্বরী, সিদ্ধল, নন্দী-গ্রামী, পারিহাল, সিয়ারী, নায়ী, দায়ী, পুংসিক, ভট্ট (ভট্টাচার্য্য), কাঞ্জুড়ী, সিমলাল ও বালী; এই চৌত্রিশ গাঁইএর ব্রাহ্মণ-গণ বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়। এতদ্ভিন্ন, আর-ও দুই গাঁইয়ের শ্রোত্রিয় এবং এক গাঁইএর গৌণ কুলীন আছেন।

এই শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে-ও, বর্ত্তমান সময়ে অনে-কের বংশাভাব বশতঃ, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত-ও অনেকে অবগত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে নিম্ন-লিখিত শ্রোত্রি-য়ের সংখ্যা-ই অধিক।

(১) পালধি, (২) পাকড়াশী, (৩) সিমলায়ী, (৪) ভূরিষ্ঠাল, (৫) বটব্যাল (বড়াল), (৬) কুশারী, (৭) কুসুম (কুসুমকুলী), (৮) মাশ্চটক, (৯) অম্বলী, (১০) তৈলবাটী, (১১) পলশায়ী, (১২) কোঁয়াড়ী, (১৩) সিদ্ধল, (১৪) নন্দীগ্রামী, (১৫) পারিহাল, (১৬) কাঞ্জুড়ী, (১৭) সিমলাল, ও (১৮) দিঘাল।

উল্লিখিত শ্রোত্রিয় ব্যতীত, আর-ও ছয়-প্রকার শ্রোত্রিয় আছেন। যথা ;—(১) উত্থাপিত, (২) নব-গ্রহ, (৩) আধুনিক, (৪) বংশজ, (৫) কুলজ, (৬) সাতশতী, ও (৭) বীরভদ্রী।

মন্তব্য ;—মতান্তরে দিঘাল ও পূর্ব্ব, এই দুই গাঁই শ্রোত্রিয়, এবং চৌৎখণ্ডী গাঁই তৃতীয় শ্রেণীর গৌণ কুলীন, অর্থাৎ বর্ত্তমান কষ্ট-শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত ; সুতরাং, এই তিন গাঁইএর যোগে, সমুদায়ে উনবাটি গাঁইএর ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করেন।

উত্থাপিত শ্রোত্রিয়।

১। যে সকল ব্রাহ্মণ উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-গণের বংশ নহেন, যাঁহাদের আদি-পুরুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যাঁহাদের আদি-পুরুষ বংশজ কি শ্রোত্রিয়, রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র, কি বৈদিক, কি সাতশতী, কি পরাশর, কি পশ্চিমে, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি লগ্নাচার্য্য, কেহ-ই মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা এ-দেশে এক সময়ে ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী

অথবা ধনবান্ ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে সম্মান-লাভের প্রত্যাশায়, কুলাচার্য্য (ঘটক) মহাশয়দিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, আপনাদিগকে উল্লিখিত কোন-ও, বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, কুলীনে কন্যা সম্প্রদান অথবা কুলীন ও ঘটকদিগকে বাস-স্থানাদি দ্বারা প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারা-ই উত্থাপিত শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত।

২। এই উত্থাপিত শ্রোত্রিয়ের পরে নয়-ঘর, অপরিচিত ব্রাহ্মণ-ও কন্যা দান করিয়া, নয়-জন কুলীনের কুল নষ্ট করিয়াছিলেন; কুলাচার্য্য মহাশয়েরা উক্ত নয়-জন কুলীনের কুল-রক্ষার জন্য, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের অন্তর্ভূক্ত করেন; ইঁহারা-ই নবগ্রহ শ্রোত্রিয়-নামে পরিচিত।

৩। যে সকল দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে অর্থাভাবে কখন-ও কুলীনে কন্যা-সম্প্রদান করিতে, অথবা ঘটকদিগের-ও সম্মান-রক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু অল্প দিন হইল, ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, ঘটক ও

কুলীন প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারা-ই আধুনিক শ্রোত্রিয়-নামে পরিচিত।

৪। যে সকল বংশজ ব্রাহ্মণ ধন-বলে ঘটক-দিগকে বশীভূত করিয়া শ্রোত্রিয় হইয়াছেন, তাঁহারা বংশজ-শ্রোত্রিয়।

৫। যে সকল নিম্ন-শ্রেণীর কুলীন, ঘটনা-বশতঃ আপনাদিগকে, শ্রোত্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কুলজ-শ্রোত্রিয়।

৬। চৈতন্য-দেবের পরিষদ নিত্যানন্দের বংশ-ধরেরা বীরভদ্রী-শ্রোত্রিয়।

৭। সাতশতী শ্রোত্রিয়।

বর্ত্তমান শ্রোত্রিয়-মাত্র-ই সদাচার-সম্পন্ন এবং কুলীন ও ঘটকদিগের প্রতিপালক ; সুতরাং যিনি যে শ্রোত্রিয়-ই কেন না হন, সর্ব্বথা মাননীয়।

সাধারণের সুবিধার জন্য, নিম্নে কতিপয় বিখ্যাত শ্রোত্রিয়ের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। ঢাকা-জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালের রাজো-

পাধি-ধারী জমীদার, রায়চৌধুরী; পুষিলাল গাঁই, উত্থাপিত।—

"যেমন তাঁতী ছিল কায়েত হ'ল ঢাকায় বাবু নন্দলাল।
তেম্নি ভাওয়ালেতে উদয় হ'ল বদরযুগ্নীর পুষিলাল।
—(কবি)।

২। ঢাকা-জেলার অন্তর্গত ধানকোড়ার জমীদার-বংশ, রায়চৌধুরী; সিমলায়ী গাঁই, আধুনিক।

৩। ঢাকা-জেলার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপের জমীদার-বংশ, রায়, পুষিলাল গাঁই, উত্থাপিত।

৪। পাবনা-জেলার অন্তর্গত স্থলের জমীদার-বংশ, পাকড়াসী গাঁই, উত্থাপিত, কেহ কেহ বলেন আধুনিক, কেহ কেহ বলেন প্রাচীন।

৫। ফরিদপুর-জেলার কালামৃধার চৌধুরী-বংশ, দিঘল গাঁই, প্রাচীন (৫৬ গাঁই বহির্ভূত)।

৬। ফরিদপুর-জেলার খালিয়ার চৌধুরী-বংশ, ডিংসাই, উত্থাপিত।

"নকড়ি ছকড়ি দুই ভাই,
ঘটকেরে পয়সা দিয়া হইল ডিংসাই।" (কারিকা)

৭। ফরিদপুর-জেলার আমগ্রাম ও বীরমোহন মাইজ পাড়ার রায়-বংশ, ডিংসাই, প্রাচীন।

৮। যশোহর-জেলার সারলের কাঞ্জুড়ি-বংশপ্রাচীন।

৯। খুলনা-জেলার সাতক্ষীরার জমীদার-বংশ, সাতশতী।

১০। নদীয়া-জেলার চুপীর দেওয়ান-উপাধি-ধারী জমীদার রায়-বংশ, প্রাচীন।

১১। মেদিনীপুর-জেলার জাড়ার জমীদার রায়-বংশ, প্রাচীন।

১২। হাবড়া-জেলার শিবপুরের চৌধুরী-বংশ, প্রাচীন।

১৩। হুগলি-জেলার শ্রীরামপুরের রায়-বংশ কাশ্যপকাঞ্জুড়ি, সাতশতী।

১৪। যশোহর-জেলার ধোপাদহের মজুমদার-বংশ, ঢাকা-জেলার পঞ্চসারের ভূরিষ্ঠাল-বংশ, ফরিদ-পুর-জেলার বাঘঝাপার মুন্সী-বংশ, হুগলী-জেলার বালী, চুঁচড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার চানকের ডিংসাই-বংশ ইত্যাদি নবগ্রহ।

১৫। ঢাকা-জেলার কোলার ডিংসাই-বংশ, বংশজ।

"এক বাপের দুই বেটা শুন পরিপাটি,
শ্রীরাম ডিংসাই, গোপাল মুখুটী॥"—(কারিকা)

১৬। ঢাকা-জেলার বজ্রযোগিনীর পুষিলাল-বংশ উত্থাপিত।

১৭। ঢাকা-জেলার কোলা ও কয়কীর্ত্তনের মাশ্চটক-বংশ, প্রাচীন।

১৮। ঢাকা-জেলার বেগের (বর্ত্তমান ইছাপুরার) বড়াল-বংশ, প্রাচীন।

১৯। ঢাকা-জেলার বটেশ্বরের (বর্ত্তমান ইছাপুরার) ডিংসাই-বংশ, প্রাচীন।

২০। খুলনা জিলার মাল-পাশার ঘোষাল বংশ, কুলজ (সর্ব্বানন্দী মেল)।

"রাজারাম আশী ঘর শ্যাম-করে বৃদ্ধি।
রাম-শরণে ল'য়ে কুল ঘোষাল হ'ল সিদ্ধি॥"
(কারিকা)

উল্লিখিত শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের মধ্যবর্ত্তী বটেশ্বরের ডিংসাই, কোলার মাশ্চটক, বেগের বড়াল ও ধানকার কুশারী, এই চারিবংশ অদ্যাবধি স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছেন, এজন্য ইঁহারা সমধিক সম্মানিত।

কুলীন-প্রকরণ।

বিশুদ্ধবংশসম্ভূতঃ শান্তো দান্তঃ ক্ষমান্বিতঃ।
সদাচাররতো বিদ্বান্ কুলীনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বংশগত কোন দোষ নাহি থাকে যার।
শিষ্ট-শান্ত জিতেন্দ্রিয় ক্ষমার আধার॥
সদা সদাচারে রত বিদ্বান্ যে জন।
তারেই কুলীন বলে—শাস্ত্রের লিখন॥

মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে উক্ত উনষাটি গাঁইএর মধ্যে, আট গাঁই এবং আট জন মুখ্য-কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন। তৎপরে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে, উক্ত আট জনের সন্তান-সকলের মধ্যে, প্রথমতঃ উনিশ জন তুল্য কুল-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন; অনন্তর মুখটী-বংশের চারি-জন অতিশয় চরিত্রবান্ ছিলেন বলিয়া, একুশ জন তুল্য কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, সুতরাং, এই একুশজনের বংশ-ধরেরা

সকলে-ই কুলীন; কিন্তু উত্তর-কালে দেবীবর ঘটক, যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের দোষ-গুণাদির বিচার করিয়া সমাজ-সংস্কার করেন, তখন উক্ত একুশ-জন কুলীনের বংশধর-গণের মধ্যে, কেহ কেহ কুলীন-ই থাকিলেন, কেহ বা শ্রোত্রিয়, কেহ বা বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং এই সময় হইতে-ই, গৌণ-কুলীনের ডিণ্ডি (ডিংসাই)-বংশ বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও অন্যান্য গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া কথিত হইতেছেন।

দেবীবর ঘটক তুল্য-দোষাপন্ন কুলীনদিগকে তুল্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। যাবতীয় কুলীনেরা ছত্রিশ দলে বিভক্ত হইলেন, এই দলগুলির এক একটিকে এক এক মেল বলে। মেল শব্দের অর্থ "দোষাণাং মেল ইতি মেলঃ" দোষের সমীকরণ। সুতরাং, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সকলে-ই আচার-ভ্রষ্ট ও সম্বন্ধ-ভ্রষ্ট ছিলেন।

দেবীবর ঘটক এই ছত্রিশ মেলের বন্ধন করিয়া-ও

তাঁহাদের কুলীনত্বের যে বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে-ই বুঝা যায় যে, কুলীন কেবল কথায় পরিণত হইয়াছে, প্রকৃত-পক্ষে নবগুণ-বিশিষ্ট কুলীন আর নাই। এখন আমরা যাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া মনে করি, তাঁহারা সকলে-ই কুলীনের বংশজ-মাত্র।

দেবীবরের কুলীনের সংজ্ঞা।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টি-গুণের মধ্যে, যাঁহারা কেবলমাত্র "আবৃত্তি" থাকিবে, তিনি-ই কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

আবৃত্তি শব্দের অর্থ।

আবৃত্তি শব্দের অর্থ বেদ-পাঠ, কিন্তু, দেবীবরের অভিধান-মতে আদান-প্রদান অর্থাৎ কুলীনে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, অথবা কুলীনের কন্যা কুলীনে বিবাহ করিবেন।

এই আবৃত্তি চারি-প্রকার। যথা ;—

(১)—তুল্য কুলীনের কন্যা গ্রহণ।

(২)—তুল্য কুলীনে কন্যা সম্প্রদান।

(৩)—যাঁহার কন্যা নাই, তাঁহার কুশময়ী কন্যা প্রস্তুত করিয়া, তাহা তুল্য ব্যক্তিকে সম্প্রদান করা।

(৪)—যাঁহারা এরূপ কার্য্যে-ও অপারগ হইবেন, তাঁহারা তুল্য ব্যক্তির সঙ্গে একত্র-মিলিত হইয়া, এক-জন ঘটকের সম্মুখে বলিবেন যে, আমাদের দুই জনের মানসী কন্যা পরস্পর মুখে মুখে আদান-প্রদান করিলাম, আপনি তাহার সাক্ষীভূত হইলেন।

"আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

এই সময় হইতে-ই কুলীনের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইল।

কুলীনের বহু-বিবাহ-প্রথার কারণ।

ছত্রিশটি মেলের সৃষ্টি হইল; তাহার এক মেলের কুলীন, অন্য মেলে কন্যা সম্প্রদান করিলে,

তিনি মেল-ভঙ্গ-দোষে দূষিত হইয়া, উভয় মেলের নিকটে-ই নিম্ন-পদস্থ হন। প্রত্যেক মেলের দল-পতিকে অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা মেল সংঘটিত হইল, তিনি প্রকৃতি এবং তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা আসিয়া প্রথমে দলপুষ্ট করিলেন, তাঁহারা পালটি নামে কথিত হইলেন। এই দলের কার্য্য শেষ হওয়ার পরে, প্রত্যেক দল-ই স্ব স্ব প্রধান থাকিলেন। এই-ক্ষণ যিনি এক দল ছাড়িয়া, অন্য দলে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্বীয় দলের নিকটে-ও যেমন অবজ্ঞাত, ভিন্ন দলে-ও সেইরূপ অশ্রদ্ধেয়; এজন্য তাঁহার দশা বাদুড়ের দশার ন্যায় হইয়া থাকে; অর্থাৎ বাদুড় যেমন পশু-ও নয়, পক্ষী-ও নয়, তিনি-ও সেইরূপ কিছু-ই নন। সুতরাং, এক দলের এক জনের চারিটি কন্যার তুল্য-বর না পাইলে, তাহাদের বিবাহ বন্ধ থাকিবে; একটি থাকিলে, সেই একটির নিকটে-ই কন্যা সম্প্রদান করিয়া, কন্যা-কর্ত্তা বৃষোৎসর্গ সম্পূর্ণ পূর্ব্বক, কুল-গুরু দেবীবরের কৌলীন্য রক্ষা করিবেন!

দেবীবরের পরবর্ত্তী উপধারা।

(ক) তুল্য বরের অভাব হইলে, কন্যা আজীবন কুমারী থাকিয়া মরিলে-ও, তাহার পিতার কুলে দোষ হইবে না ; অথবা কন্যা, শালগ্রাম শিলাকে মাল্য প্রদান করিয়া-ও, পিতার কুল বজায় রাখিতে পারিবে। তথাপি ভিন্ন দলে বিবাহিতা হইয়া, পৈতৃক কুলের সম্মান নষ্ট করিতে পারিবে না।

(খ) বহু-বিবাহকারী কুলীনের বহু-পত্নীর মধ্যে, কোন-ও পত্নীর চরিত্র দূষিত হইলে-ও, তাহার স্বামী অথবা পিতার কুল দূষিত হইবে না !

উল্লিখিত কারণ-বশতঃ, বহু-বিবাহের স্রোতঃ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে ; এতদ্ভিন্ন বহু-বিবাহের আর-ও বিশেষ কারণ দেখা যায় যে, এতদ্দেশীয় রাঢ়ীয় কুলীনমাত্র-ই দরিদ্র ছিলেন, কাহার-ও প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি ছিল না, পরন্তু অধিকাংশ কুলীন-ই, মাতামহালয়ে অথবা শ্বশুরালয়ে অথবা অন্য কোন-ও সম্পর্কিত ধনবানের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন। ইঁহারা স্বয়ং প্রতি-

পালিত হইতেন বটে, কিন্তু, স্বীয় ভগ্নী কিংবা কন্যা প্রভৃতির বিবাহের ব্যয়াদি নিজেদের-ই বহন করিতে হইত; সুতরাং অর্থাভাবে প্রত্যেক কন্যাকে এক একটি পাত্রে সম্প্রদান করিতে অক্ষম বিধায়, এক পাত্রকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া, কন্যা অথবা কন্যা সমূহের সম্প্রদান করিতেন। এতদ্ভিন্ন, কুলীনের মধ্যে ছোট বড় নাই; কারণ, প্রত্যেক মেল-ই স্ব স্ব প্রধান; এজন্য এক মেলের কন্যার অন্য মেলে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে-ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; অথচ মেলান্তর দোষ গ্রহণ; সুতরাং, ইহা-ও সুবিধা-জনক নহে; এই নিমিত্ত-ই কুলীনেরা স্ব-মেলে-ই বহু-বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন। পরন্তু, এক মেলের মধ্যে-ও আবার নানা দল আছে; ইহাকে-ই পাল্‌টি-প্রকৃতি বলে। ইহাদের মধ্যে-ও দোষাদির বিচার করিলে, সকলে-ই তুল্য কুলীন বটে, তথাপি যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ কুলাচার্য্য-গণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা-ই অজ্ঞের মুখে বড় কুলীন বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা-ও আপনাকে বড়

কুলীন বলিয়া মনে করেন; সুতরাং, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পাল্‌টি-প্রকৃতি ভিন্ন, অন্য কাহাকে-ও আদান-প্রদান করেন না, এজন্য-ও বহু-বিবাহের বীজ বদ্ধ-মূল হইয়া আছে। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসাদে, এ-সকল ভ্রম-সংস্কার ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতেছে; শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে পারিতেছেন যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কুল, বৈদ্য-কায়স্থ-প্রভৃতির কুলের ন্যায় নহে; বৈদ্য কায়স্থের কুলে দেখা যায় যে, কোন-ও ছোট বৈদ্য কিংবা কায়স্থ উচ্চ বংশে আদান-প্রদান করিলে, তাহাদের বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সেরূপ হয় না; ফুলিয়া মেলের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে, ঐ মেলের বিষ্ণু ঠাকুরের আদান-প্রদান হইলে, রামেশ্বরের গৌরব বাড়িবে না; তবে বিষ্ণুঠাকুর রামেশ্বরের তুল্য হইবেন। আবার খড়দহ মেলের রামভদ্র বন্দ্যোর সঙ্গে ঐ মেলের মধুসূদন মুখোর আদান-প্রদান হইলে-ও, রামভদ্রের সম্মান বাড়িবে না, কিন্তু, মধুসূদন রামভদ্রের তুল্য হইবেন; কিন্তু এই

রামেশ্বরের কিংবা রামভদ্রের নিকটে বিষ্ণু কিংবা মধুসূদন কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, আজ-কালের বাজারে সহস্র মুদ্রার ন্যূনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না ; সুতরাং, বিষ্ণু কিংবা মধুসূদন মনে করেন যে, নীচ ঘরে কন্যা-দান করিতে-ও যখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তখন আপন আপন ঘরে থাকা-ই ভাল ; কিন্তু, এই ঘটনাতে দৃষ্টান্ত-চ্ছলে একটি কথা বলিতে হয় যে, বিষ্ণু ও মধুসূদনের এরূপ ধারণাটা যেমন সতীনের বাটীতে অখাদ্য খাইয়া, সতীনের বাটী অপ-বিত্র করার ন্যায়। কুলীনের কুল কন্যা-গত বলিয়া-ই, এই অসার কৌলীন্য-প্রথা আজ-ও এ-দেশে বর্ত্তমান আছে, নচেৎ পুত্র-গত হইলে, এত-দিন ইহার চিহ্ন-ও থাকিত না। কন্যা আর গোধন, এই উভয়-ই তুল্য ; কাহার-ও কথা কহিবার ক্ষমতা নাই ; সুতরাং, ইহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া, কৌলিন্য-প্রথা বজায় রাখা অতি সহজ-সাধ্য। রাঢ়ীয় কুলীন-কন্যাদের প্রতি অত্যাচার-রূপ অপরাধে একমাত্র কুলীনেরা-ই অপরাধী নন ; এতদ্দেশীয় পদস্থ শ্রোত্রিয়,

বংশজ ও ঘটক, ইঁহারা-ও এই পাপের ভাগী। ঘটক মহাশয়-গণ অর্থ-লোভে যাঁহাদিগকে বড় কুলীন বলেন, কর্ণশ্রবা পদস্থ শ্রোত্রিয়-বংশজ-গণ-ও তাঁহাদিগকে বড় মনে করিয়া, তাঁহাদের নিকটে-ই কন্যা সম্প্রদান করেন। সেই কুলীন-গণ-ও আপনাদিগকে বড় মনে করিয়া, কৌলীন্যের মূল ভগ্নী অথবা কন্যাদিগের অধিকতর নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, দেবীবর ঘটকের মেল ও দোষাদির সম্বন্ধে নিম্নে যাহা প্রদর্শিত হইবে, বিজ্ঞ পাঠক-গণ তাহাতে-ই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত কুলীন নাই, নামে কুলীন আছেন; প্রকৃত-পক্ষে ব্রাহ্মণ মাত্র-ই সমান; মহারাজ আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণদিগের সন্তান-গণ সকলে-ই এই-ক্ষণে তুল্য-মর্য্যাদা-শালী। বরং আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে সম্মান ছিল, বিষ্ণু কিংবা কৃষ্ণ কোন-ও কালে সেরূপ সম্মান পাইয়াছেন কি না, সন্দেহ; সম্ভবতঃ, ইঁহাদের অনেকে সে-স্থলে বসিতে-ও আসন পান না। সুতরাং, স্বগৃহে বসিয়া আমি বড় কুলীন, এই

গৌরব করিয়া, ভগিনী ও কন্যাদিগের প্রতি অত্যাচার না করা-ই যুক্তি-সঙ্গত।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।

যাহা সত্য, তাহা চিরকাল-ই সত্য; যাহা মিথ্যা, তাহা ক্ষণ-স্থায়ী। পরন্তু,—

কত ক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।
কত ক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে॥
সত্য সত্য, মিথ্যা মিথ্যা সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়।
অকারণে কেন তুমি কর বাক্য-ব্যয়॥

কাশীরাম দাস।

এ-দেশে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা চির-কাল-ই থাকিবে, কিন্তু, এই অসার কৌলীন্য-প্রথা যে, ক্রমশঃ বিদূরিত হইবে, তাহা বিজ্ঞ-মাত্রে-ই উপলব্ধি করিতে পারেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর পঞ্চাশ বৎসর পরে, ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে কি-না সন্দেহ।

দেবীবরের দোষ-প্রকরণ।

(১) কন্যাভাব। (২) রণ্ডিকা-গমন, (৩)

পোষ্য-পুত্র বা দত্তক-পুত্র, (৪) অন্য-পূর্ব্বা, (৫) জীবদ্দশায় পিণ্ডদান, (৬) জন্মান্ধ, (৭) অগ্নি-দগ্ধা, (৮) স্বজনা, (৯) ব্রহ্মহত্যা, (১০) বয়ো-জ্যেষ্ঠা-বিবাহ, (১১) মাতৃ-নাম্নী-কন্যা-বিবাহ, (১২) স্ব-গোত্রে বিবাহ, (১৩) বলাৎকার-বিবাহ, (১৪) বিপর্য্যায়, (১৫) কুষ্ঠ-রোগ, (১৬) দুষ্ট, (১৭) খঞ্জ, (১৮) কুব্জ, (১৯) নীচবংশে বিবাহ, (২০) বাক্যে জড়তা অর্থাৎ মূক বা বোবা, (২১) অঙ্গ-হীনতা অথবা অঙ্গ-হীনা কন্যা-বিবাহ, (২২) পিতৃ-ত্যাজ্য ; (২৩) আক্ষিপ্ত অর্থাৎ উল্লিখিত দোষান্বিত লোকের সহিত আদান-প্রদান।

উল্লিখিত দোষ-গুলির মধ্যে, নিম্ন-লিখিত দোষ-গুলিতে কুলে দোষ হয় বটে, কিন্তু কুল একবারে নষ্ট হয় না। যথা ;—

১। কন্যাভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন-ও কুলীনের কন্যা না জন্মিলে। কিন্তু কাহার-ও কন্যাভাব ঘটিলে, যদি প্রদানাভাবে আদান-ও না থাকে, তাহাতে যে দোষ ঘটে, তাহাকে রণ্ড দোষ বলে।

এই রণ্ড দোষ ধারাবাহিক দুই তিন পুরুষ চলিলে, কুলীন বংশজত্ব প্রাপ্ত হয়।

২। জীবদ্দশায় পিণ্ড-দান অর্থাৎ কেহ শত্রুতা-পূর্ব্বক, বিদেশগামী কাহার-ও মৃত্যু জ্ঞাপন করিয়া, তাহার উত্তরাধিকারীর দ্বারা উক্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলে।

৩। অগ্নিদগ্ধা অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় যে কন্যার পিতা অথবা সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাই, তাহাকে বিবাহ করা।

৪। বিপর্য্যায়, অর্থাৎ আদিম ও সমীকৃত ব্যক্তি-গণ হইতে নিম্নবর্ত্তী যত পুরুষ হইবে, তাহার গণনা করিয়া, কন্যা-দাতা ও কন্যা-গ্রহীতার মধ্যে, পরস্পর এক অঙ্কন্যূনাধিক অথবা তুল্য বরে আদান-প্রদান করিতে হয়; ইহার অন্যথা ঘটিলে (বিস্তারিত বিবরণ কুলদীপিকা প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

৫। পিতৃত্যাজ্য অর্থাৎ পিতা ক্রোধ বশতঃ, কোন-ও পুত্রকে ত্যাগ করিলে। কারণ, কুল স্থাবরা-

স্থাবর সম্মত্তি নয় যে, কেহ দায়ভাগের মতে উত্তরাধিকারী হইবে; ইহা রক্তমাংসজ।

৬। পোষ্যপুত্র; অর্থাৎ পুত্রাভাবে তুল্য-পদস্থ সপিণ্ড জ্ঞাতির পুত্র গ্রহণ করা; কিন্তু, ভিন্ন গোত্রের পুত্র গ্রহণ করিলে, তাহার কুল থাকে না, সে তাহার জন্মদাতার মর্য্যাদা ভোগ করিবে; অর্থাৎ জন্মদাতা শ্রোত্রিয় হইলে সে শ্রোত্রিয়,বংশজ হইলে বংশজ হইবে। যেমন ফুলিয়া মেলের বন্দ্য রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রামনারায়ণের পুত্রাভাবে শ্যালক শ্রোত্রিয় কৃষ্ণদেবকে দত্তক গ্রহণ করেন, সুতরাং এই কৃষ্ণদেবের বংশীয়েরা নামে বন্দ্য হইলে-ও শ্রোত্রিয়,ইঁহাদের নিকটে কোন-ও কুলীনে কন্যা দান করিলে তাহার কুল নষ্ট হয়; তবে ইঁহাদের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র।

৭। আক্ষিপ্ত দোষ; অর্থাৎ অজ্ঞাত অবস্থায় অথবা স্ব-ঘরে পাত্রাভাব ঘটিলে কন্যা-ভগিনীর বিবাহ বন্ধ না করিয়া, যদি কোন-ও দোষান্বিত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করা হয়। ইহাতে সামান্য দোষ ঘটে বটে, কিন্তু কন্যা-ভগিনীর বিবাহ বন্ধ করায় যে পাতিত্য দোষ ঘটে, তাহা অপেক্ষা উক্ত দোষ অতি সামান্য।

এতদ্ভিন্ন অপর ষোলটি দোষ কুল-ঘাতক। যেহেতু, অন্যান্য দোষ-গুলি স্মৃতি ও দায়ভাগ-সম্মত। কিন্তু কুলাচার্য্য-গণ উত্তরকালে দয়াপরবশ হইয়া-ই হউক অথবা অর্থলোভে-ই হউক, এই ষোলটী দোষের-ও মার্জ্জনা করিয়া, কুলীনের কুল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পরন্তু তাঁহারা আর-ও একটি অতিরিক্ত বিধান করিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোন-ও কুলীনের কুল অর্থাৎ আদান-প্রদান একবার সম্পন্ন হয়, পরে যদি তাহার পিতার কোন-ও দোষ অথবা কুলহীনতা ঘটে, তবে তাহার পুত্র দোষী অথবা কুল-হীন হইবে না।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, মেল শব্দের অর্থ দোষের একীকরণ; কিন্তু, উত্তরকালে যখন কুলীনেরা নানা দোষে বিজড়িত হইয়া, বংশজ হইতে-ও অধঃপতিত হইলেন, তখন কুলের বিচার লোপ হইল। এই সময়ে কুলাচার্য্য-গণ স্বীয় স্বীয় স্বার্থ-সাধন-মানসে কোন-ও একজনকে বড়, কাহাকে-ও ছোট কুলীন বলিতে লাগিলেন। কর্ণশ্রবা শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি কুলীন-

প্রিয় ব্রাহ্মণেরা ও অপরাপর অজ্ঞ লোকেরা-ও কুলাচার্য্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। পরন্তু, এই সময় হইতে-ই বড় কুলীনের দলে অধিকাংশ লোক-ই বিদ্যা-বুদ্ধিতে নীলকমল সাজিলেন! কিন্তু, ইহাতে এক-পক্ষে যেমন এক শ্রেণীর পদ-গৌরব বাড়িতে লাগিল, অপর পক্ষে কুলাচার্য্যগণের বিলক্ষণ ক্ষতি ও হীন-মর্য্যাদা ঘটিতে লাগিল। কারণ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী কুলাচার্য্যগণ একমাত্র কুলীনের দানেই প্রতিপালিত হইতেন; কিন্তু, গুরু-পুরোহিতে পক্ষপাতিত্ব থাকিলে, যজমানের ভক্তি দূরীভূত হয়। আজ কাল অতি অল্প লোকে-ই কুলাচার্য্যের সম্মান করিয়া থাকেন। ইহা কেবল অদূরদর্শী কুলাচার্য্যগণের স্বকৃত কর্ম্মফল। নচেৎ যে সমাজে কুলাচার্য্যগণ সমাজের নেতা ছিলেন, যাঁহারা এক সময়ে ইউরোপের রোমের পোপের স্বর্গের চাবি হাতে রাখার ন্যায়, কুলীনের কুলের চাবি হাতে রাখিতেন, তাঁহারা আজ সেই সমাজে সাধারণ বিবাহের ঘটকের ন্যায় অবজ্ঞাত; দুঃখের বিষয় বটে!

এখন যেমন এ-দেশের সকল কুল-সন্তান-গণ-ই স্বীয় স্বীয় নামের উপাধিতে গাঁইয়ের পরে "উপাধ্যায়" এই শব্দ বসাইয়া আপনাদিগকে মুখোপাধ্যায়, গাঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন ও বলেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা "উপাধ্যায়" এই উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা-ই স্বীয় নামের পরে মুখোপাধ্যায় কিংবা গাঙ্গোপাধ্যায় লিখিতেন কিংবা বলিতেন। নচেৎ তদ্‌বংশীয়েরা কেবল স্বীয় স্বীয় পৈতৃক গ্রামে-ই পরিচিত হইতেন, পরন্তু, তাঁহাদের কার্য্যানুসারে তাঁহারা অন্যান্য উপাধিতে-ও পরিচিত হইতেন। প্রকৃত পক্ষে উপাধ্যায়ের বংশ-সম্ভূত বিদ্যা-শূন্য ব্যক্তি উপাধ্যায় অথবা কুলীন বলিয়া পরিচিত হওয়া উপাধি-দাতা সেন-রাজগণের-ও বাসনা ছিল না। নিম্নে নাম ও উপাধি দেখিলে-ই পাঠকগণ ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ দুইটি মেলের সৃষ্টি হয়। যথা ;—ফুলিয়া ও খড়দহ। এই দুই দল আবার বহু দোষে বহু দলে বিভক্ত হয়। এজন্য মেলের সংখ্যা ছত্রিশ। এই

মেল-সম্বন্ধীয় সকল কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, পুস্তকান্তরে মতান্তর-ও দৃষ্ট হয়।

১। ফুলিয়া।

প্রথমতঃ ধান্ধা দোষ। বর্ত্তমান ধন চাটাতির পূর্ব্ব-পুরুষ শ্রীনাথ চাটাতির দুই কন্যা গঙ্গাতীরে ধান্ধা নামক স্থানে হাসাই-নামক থানাদার দ্বারা বলাৎকৃতা হয়। পরে সেই দুই কন্যার একটি, কাংশারি পুতিতুণ্ডের পুত্র পরমানন্দ ও অপরটি ভগীরথ বন্দ্যের পিতা গঙ্গাধর বন্দ্য বিবাহ করেন। তৎপর বর্ত্তমান বেগের গাঙ্গুলীদের পূর্ব্ব-পুরুষ নীলকণ্ঠ গাঙ্গ ও বিষ্ণু ঠাকুর প্রভৃতির পূর্ব্ব-পুরুষ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের সহিত উঁহাদের আদন-প্রদানে কুল হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীনাথের উক্ত কন্যা-দ্বয়ের একটী পরমানন্দ পুতিতুণ্ড, অপরটি পরমানন্দের খুল্লতাতের পুত্র চতুর্ভুজ পুতিতুণ্ড বিবাহ করেন। অপর কেহ কেহ বলেন, অপরটি বর্ত্তমান বাঙ্গালপাশনামক মেলের বন্দ্যবংশীয়দিগের পূর্ব্ব-পুরুষ বন্দ্য গঙ্গাধরের সহোদর-ভ্রাতা শ্রীনাথের

পুত্র গোপীনাথ বন্দ্য বিবাহ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, অপরটি নীলকণ্ঠ গাঙ্গ বিবাহ করেন।

এ-স্থলে বক্তব্য এই যে, সাগরদিয়ার বন্দ্য গঙ্গাধর, চং শ্রীনাথের যবনভ্রাতা কন্যা গ্রহণ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বে-ই সাগরদিয়ার বন্দ্যগণ যবনদোষে দুষ্ট ছিলেন। সুতরাং, এরূপ বিবাহে তাঁহাদের আপত্তি হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ নাধা দোষ। নাধা গ্রামের বন্দ্য-গণ বংশজ ছিলেন। মুং গঙ্গানন্দের ভ্রাতা দুর্গাবর পণ্ডিত, উক্ত নাধার বন্দ্য-কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। মুং দুর্গাবরের সহিত চং ধনর বংশে চং বিজয়ের কুল হয়। পরে মুং গঙ্গানন্দের ভ্রাতা মুং বল্লভ উক্ত চং বিজয়ের কন্যা বিবাহ করেন।

তৃতীয়তঃ বারুইহাটী দোষ। বারুইহাটী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা পতিত ছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের ঘরে কাচনার মুং অর্জ্জুন মিশ্র বিবাহ করেন। পরে আদান-প্রদানের সম্পর্কে এই দোষ মুং গঙ্গানন্দে প্রবেশ করে।

চতুর্থতঃ মুলুকজুরি দোষ। মুং গঙ্গানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র মুং শিবাচার্য্য মুলুকজুরি সপ্তশতী ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করেন। পরে ইঁহার সহিত চং শ্রীনাথের পুত্র, চং গঙ্গাদাস ও বং শ্রীপতির আদান-প্রদান হয়।

"নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই থান্‌দারে।
সেই কন্যা বিয়ে করে বন্দ্য গঙ্গাধরে॥" (কারিকা)

সুতরাং, নিম্ন-লিখিত ব্যক্তি-গণের এক যোগে আদান-প্রদান বশতঃ এক দল গঠিত হয়,এই দলের নাম ফুলিয়া। দলপতি মুখটী গঙ্গানন্দের বাড়ী গঙ্গাতীরস্থ ফুলিয়া গ্রামে ছিল বলিয়া এই সমাজের নাম ফুলিয়া সমাজ হইল।

১। মুখটী—মনোহরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য।

২। চট্ট ধনর বংশে চট্ট শ্রীনাথ।

৩। চট্ট চৈতলীর বংশে চট্ট উদয়ন।

৪। বন্দ্য সাগরদিয়ার হরির বংশে বন্দ্য গঙ্গাধর।

৫। গাঙ্গ নীলকণ্ঠ।

৬। পুতিতুণ্ড পরমানন্দ।

(ক) এই সমাজ হইতে চট্ট শ্রীনাথের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চট্ট গঙ্গাদাস খড়দহে ও কনিষ্ঠ চট্ট গোবিন্দ বল্লভী সমাজ-ভুক্ত হন।

(খ) চট্ট চৈতলীর বংশে চট্ট উদয়নের সন্তান-গণের মধ্যে সকলে-ই খড়দহ সমাজ-ভুক্ত হন। তন্মধ্যে চট্ট মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের বংশ-ই বিখ্যাত। পরন্তু, চট্ট চন্দ্রশেখরের বংশ-ধরেরা কাশ্যপ-কাঞ্জিড়ি দল পুষ্ট করিয়া, বর্ত্তমান খড়দহ দলের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকতম গৌরবান্বিত।

(গ) বন্দ্য গঙ্গাধরের তিন পুত্রের মধ্যে বন্দ্য ভগীরথ প্রধান। ইঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় জিতামিত্র ও চতুর্থ শ্রীমন্ত খড়দহে প্রবেশ করেন। প্রথম মনোহর ও তৃতীয় দেবানন্দ ও পঞ্চম শ্রীপতি স্বদলে-ই থাকেন। ইঁহাদের 'মধ্যে বন্দ্য শ্রীপতি-ই অধিকতম সম্মানিত।

(ঘ) গাঙ্গ নীলকণ্ঠের চারি পুত্র-ই খড়দহে প্রবেশ করেন। তন্মধ্যে শ্রীপতি সর্ব্ব-প্রধান। ইঁহার বংশধর-গণ-ই বেগের গাঙ্গুলি নামে পরিচিত (পরে দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) বাৎস্ত গোত্রের পুতিতুণ্ড বংশের পরিচিত কুলীন, এখন আর দেখা যায় না, তবে কাঞ্জিলাল ও ঘোষাল বংশের কুলীন-গণ এখন-ও বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু কোন মেলে-ই ইঁহাদের প্রাধান্য নাই।

ফুলিয়া ও খড়দহ, এই দুই মেল যদি-ও এক সময়ে গঠিত ও সমকক্ষ হইয়াছিল বটে, তথাপি ফুলিয়া দল হইতে গাঙ্গ, চট্ট প্রভৃতি বংশ, শেষে খড়দহ দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, খড়দহ দলটি মোটের উপর ফুলিয়া সমাজের দোষে-ও দূষিত হইয়াছিল। এজন্য খড়দহ মেল ফুলিয়া ভাবাপন্ন; সুতরাং উহা ফুলিয়া হইতে সম্মানে কিঞ্চিৎ ন্যূন হওয়া-ই সঙ্গত; কিন্তু খড়দহের দলপতি মুখটী যোগেশ্বর, কুলাচার্য্য-গণের অনুগ্রহে অধিকতর দোষান্বিত ব্যক্তিগণের আশ্রয়-স্বরূপ বলিয়া সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত-বিষপায়ী দেবাদি-দেব মহাদেবের ন্যায় কুলীন-কুলাগ্রগণ্য ও সম্মানে অধিকতর সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই জন্য-ই খড়দহ মেল, ফুলিয়া মেল অপেক্ষা উচ্চ ও গৌরবান্বিত। পরন্তু ফুলিয়া মেলে লোক-সংখ্যার অল্পতা-হেতু-ও ইঁহাদের

গৌরবের অল্পতা ঘটিল। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্রোত্রিয় বংশজ-গণ খড়দহ ও ফুলিয়া, এই উভয় দলে-ই কন্যা সম্প্রদান করিয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সুতরাং খড়দহে যেমন লোক-সংখ্যার আধিক্য বশতঃ পাত্র-সংখ্যা অধিক হইল, ফুলিয়াতে লোক-সংখ্যার অল্পতা-হেতু পাত্র-সংখ্যার-ও অল্পতা ঘটিল। অল্প মূল্যের জিনিষের আবশ্যকতা ঘটিলে, লোকে যেমন বহুমূল্যে তাহার ক্রয় করে, শ্রোত্রিয় বংশজগণ-ও সেইরূপ ফুলিয়ার গৌরব বাড়াইয়া তুলিলেন। সুতরাং, খড়দহ ও ফুলিয়া, এই উভয় দল-ই ক্রমে তুল্যপ্রতিযোগী হইয়া উঠিল।

ফুলিয়ার পরবর্ত্তী দোষ।

১। নারায়ণ দাসী ;—মুখটী মনোহরের দ্বিতীয় পুত্র সুষেণের তিন পুত্র। যথা ;—শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই ছোট ঠাকুর। এই শিবাচার্য্যের তিন পুত্র। যথা ;—রত্নেশ্বর, গোপেশ্বর ও রমেশ্বর। এই রত্নেশ্বর নদীয়া জেলার গোটপাড়া-নিবাসী বংশজ নারায়ণ দাসের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। পরে

ঘটক-গণ ইঁহার কুল-রক্ষার জন্য উক্ত নারায়ণ দাসকে বড়াল শ্রোত্রিয় করেন। আদান-প্রদান হেতু সমস্ত ফুলিয়া দলে-ই এই দোষ ঘটিয়া পড়ে।

২। মাধব রায়ী;—মুখটী মনোহরের তৃতীয় পুত্র জগদানন্দ। এই জগদানন্দের তিন পুত্র। যথা;—অনন্ত, জ্ঞান ও রামভদ্র। এই জ্ঞানের পুত্র চন্দ্রশেখর-বংশজ চট্ট মাধব রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। পরে ঘটক-গণ ইঁহার কুল-রক্ষার জন্য মাধব রায়কে শ্রোত্রিয় করেন। আদান-প্রদান হেতু সমস্ত ফুলিয়া দলে-ই এই দোষ ঘটিয়া পড়ে।

ফুলিয়া মেলের চারিটি দল।

১। মুং রতি ঠাকুরের দল;—ইনি মনোহরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, গঙ্গানন্দের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, নীলকণ্ঠের পঞ্চম পুত্র।

২। মুং বিষ্ণু ঠাকুরের দল;—ইনি নীলকণ্ঠের চতুর্থ পুত্র।

৩। মুং মধুসূদন তর্কালঙ্কারের দল;—ইনি

গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম[illegible]ার্য্যেয় তৃতীয় পুত্র কাশী ঠাকুরের পৌত্র, রমানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৪। মুং বলরাম ঠাকুরের দল;—ইনি গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র বিশ্বেশ্বরের পৌত্র।

ফুলিয়া মেলের আধুনিক দোষ (ক্রমশঃ)।

১। মুং রতিঠাকুরের দল।

(ক) মুং রতি ঠাকুরের সন্দিগ্ধ কেশরকুনী শ্রোত্রিয় রূপ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ। (খ) মুং বিষ্ণু ঠাকুরের যোগে বং জয়রামের পুত্র রুদ্ররামের সহিত কুল; সুতরাং বিপর্য্যায়। মুং রামরামের পিলাই বিবাহ।

(গ) রজনীকরি সম্পর্ক।

(ঘ) গুড়িপঞ্চানন সম্পর্ক।

২। মুং বিষ্ণুঠাকুরের দল।

(ক) পোড়ারি; (খ) বিপর্য্যায়; (গ) অন্ত পুত্র মুং রামদেবের সপ্তশতী বিবাহ; (ঘ) পরে গুড়িপাড়া গ্রামে কেশরকুনী রূপ চক্রবর্ত্তীর কন্যা

বিবাহ; (ঙ) মুং রামকিশোরের কেশরকুনী চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ। (চ) মুং রামকিশোরের পুনঃ মহেশপুর গ্রামে হাজরা বিবাহ; (ছ) মুং কালীশঙ্করের কাঞ্জিড়ি বিবাহ; মুং উমাশঙ্করের বরাকুনী বিবাহ; মুং শিবপ্রসাদের থানাকুল গ্রামে আধুনিক বড়াল শ্রোত্রিয় রামজয়ের কন্যা-বিবাহ; মুং সীতারামের ভুরসিট্ট পরগণায় দেবীপুর গ্রামে সাঙ্গাই সাতশতী রামদেব ভট্টাচার্য্যের কন্যা-বিবাহ; অত্র পঞ্চগোপালীর কন্যা-বিবাহ; রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র সংযোগ; মুং কৃষ্ণচন্দ্র বাগঝাপা গ্রামে নবগ্রহ শ্রোত্রিয় রামশরণ মুন্সীর কন্যা-বিবাহ; মুং জগমোহনের তারপাশা গ্রামে ভুলাইয়া ব্রাহ্মণের কন্যা-বিবাহ; মুং সদাশিবের নলডাঙ্গা গ্রামে রায়দের বাটীতে রামসন্তোষের কন্যা-বিবাহ; মুং কৃষ্ণজীবনের তৈলবাটী গ্রামে পরশুরাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা-বিবাহ, পরে চাঁদপুর গ্রামে কালীচরণ রায়ের কন্যা-বিবাহ; মুং মধুসূদনের কলিকাতায় তৈলবাটীর কন্যাবিবাহ; পরে পোষ্যপুত্র রামগোপাল রায়ের কন্যা-বিবাহ; মুং কালীপ্রসাদের বাঘমারা

গ্রামে বিবাহ ; মুং বাসুদেবের কলিকাতায় হড় শ্রোত্রিয় গোপাল হালদারের কন্যাবিবাহ ; মুং হরিহরের চাঁদপ্রতাপ গ্রামে অন্যপূর্ব্বা কন্যা-বিবাহ, পরে বয়োজ্যেষ্ঠা মনোহর বাচস্পতির কন্যা-বিবাহ ; মুং রঘুনাথের কলিকাতাস্থ তিলকরাম পাকড়াশির কন্যা-বিবাহ ; মুং পঞ্চাননের সানগরে অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণের কন্যা-বিবাহ, পরে যৌগ্রামে সুড়াই সপ্তশতী রামদেব চক্রবর্ত্তীর অন্যপূর্ব্বা কন্যা-বিবাহ, পরে অন্যপূর্ব্বা কন্যা বং নন্দকিশোরে প্রদান ; মুং মহাদেবের সিদ্ধলগ্রামী দুর্গারাম ব্রহ্মচারীর কন্যা-বিবাহ ; মুং নারায়ণ ঠাকুরের সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় মহাদেব চক্রবর্ত্তীর কন্যা-বিবাহ, রাজীবলোচন সম্পর্ক ; মুং রামসুন্দরের তারপাশা গ্রামে ভুলাইয়া ব্রাহ্মণের কন্যা-বিবাহ ; মুং বৃন্দাবনের আধুনিক শ্রোত্রিয় সম্পর্ক ; মুং শিবপ্রসাদের সদানন্দ রায়ের কন্যা-বিবাহ ; মুং রামকানাইএর বরাকুনি সম্পর্ক ; মুং পদ্মলোচনের কন্যাভাব ; মুং তারিণীপ্রসাদের নবগ্রামবাসী যবগ্রামী হরিপ্রসাদ গোস্বামীর কন্যা-বিবাহ ; মুং কৃষ্ণরামের কন্যা-বিক্রয় ; মুং মুলুকচাঁদের বুড়ান্যা

পিতাড়ি বিবাহ, পরে শঙ্কর অম্বলির কন্যা-বিবাহ; মুং অন্নদাপ্রসাদের কেশরকুনী রাজা শিবচন্দ্রের ন্যকা-বিবাহ মুং মাণিকের যবগ্রামী বিবাহ; কাঁকুরকাটী গ্রামে সোদারকুল রামকান্ত চৌধুরীর কন্যা-বিবাহ, রণ্ড কন্যাভাব; মুং নিমাইএর দীঘাড়ী (দীর্ঘাঙ্গী) গঙ্গা-ধর সিদ্ধান্তের কন্যা-বিবাহ; মুং রামনাথের খানা-কুল বিবাহ; মুং চন্দ্রকান্তের কেশরকুনী রাজা ঈশ্বর-চন্দ্রের কন্যা-বিবাহ; মুং রাধানাথের পোষ্য-দোষ ইত্যাদি। বং রঘুরামের ও বং রামকেশবের বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুং গঙ্গাধরের পোড়ারি সম্পর্ক; অন্য পুত্র মুং রূপনারায়ণ ও মুং রামজীবনের কেশরকুনী বিবাহ; মুং রামদেবের সোঁদারকুল বিবাহ, পরে রজনীকরী সম্পর্ক;—

কাঁটাদিয়ার বন্দ্যঘটী রামজীবন রায়।
ধনলোভে রামদেব মজিল তথায়॥ (কারিকা)

অবসতি মধু-চট্ট ও চৈতলি-চট্টের সহিত ইঁহা-দের কুল; অপকৃষ্ট বিবাহ, রাইগাঁই, কেশরকুনী,

দীঘাড়ী, রাঢ়ী বারেন্দ্র সংযোগ, আস্তাড়ি ইত্যাদি দোষ। মুং রামভদ্রের পোড়ারি, ব্রহ্মহত্যা, হারুড়ি সম্পর্ক ইত্যাদি। মুং গোপীরমণের বিপর্য্যায়, পোড়ারি, রজনিকরী ইত্যাদি। বং রুদ্ররামের বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র মুং রঘুনাথের কাশ্যপ কাঞ্জিড়ি বিবাহ, পিণ্ড সম্পর্ক ইত্যাদি। বং রঘুরাম ও বং রুদ্ররামের বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের ৭ম পুত্র মুং রামেশ্বরের বিপর্য্যায়, রজনীকরি, বলাৎকার ইত্যাদি। বং রুদ্ররামের বংশ ও চং গঙ্গানন্দের বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুং যাদবেন্দ্র সর্ব্বদ্বারী।

মুং মুরহর চাঁদবল্লভি-মেলগত; গাং রামকৃষ্ণের বংশ, গয়ঘর ও সাগরদিয়ার বন্দ্য-বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের খুল্লতাত মুং কাশীর দিণ্ডি সম্পর্ক; মুং মধুস্থদনের বিপর্য্যায়, পোড়ারি সম্পর্ক; মুং

জয়রামের পিণ্ড সম্পর্ক, বীরভদ্রি ইত্যাদি। চং চৈতলি; বং গয়ঘর ও বং সাগরদিয়ার বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের খুল্লতাত মুং বিশ্বেশ্বরের পুত্র মুং গোবিন্দের পিণ্ড সম্পর্ক; মুং রুদ্রের কেশরকুনী বিবাহ, বিপর্য্যায়; মুং বলরামের পিণ্ড সম্পর্ক; মুং রঘুনন্দনের কাশ্যপ-কাঞ্জিড়ি, গুড় সম্পর্ক ইত্যাদি। ফুলিয়ার বন্দ্যবংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

"শ্রীরামে রঘুতে দেখা।
পিণ্ড হ'ল গুড়ে মাথা॥" (কারিকা)

মুং নীলকণ্ঠের খুল্লতাত মুং গোপীনাথের চর সম্পর্ক অর্থাৎ বালিমেল প্রাপ্ত। মুং কৃষ্ণ ঠাকুরের পোড়ারি ও রণ্ড সম্পর্ক, কেশরকুনী, মাতৃনাম্নী কন্যা বিবাহ ইত্যাদি। অবসতি চট্ট গঙ্গানন্দের বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং নীলকণ্ঠের খুল্লতাত মুং পার্ব্বতীদাসের গোস্বামী বীরভদ্রের কন্যা বিবাহ। ফুলিয়ার চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতির সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং মনোহরের দ্বিতীয় পুত্র মুং সুষেণের মুলুকজুড়ী বিবাহ; অস্য পুত্র মুং শিবাচার্য্য; অস্য পুত্র মুং রত্নেশ্বরের রজনীকরি মেল প্রাপ্তি; অবসতি চং গঙ্গানন্দ ও কাঁটাদিয়ার বন্দ্যবংশের সহিত ইঁহাদের কুল। মুং গোপেশ্বরের অপকৃষ্ট বিবাহ; মুং রমেশ্বরের রাইগাঁই; অস্য পুত্র মুং হরিবংশ; অস্য পুত্র মুং রমণের দীর্ঘাঙ্গী ও রাজগাঁই সম্পর্ক ইত্যাদি। ফুলিয়ায় সর্ব্বদ্বারী কুল।

মন্তব্য;—এতদ্-গ্রন্থের প্রণেতা এই বংশে-ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মুং রমেশ্বরের পুত্র মুং যজ্ঞেশ্বরের কাশ্যপ কাঞ্জিড়ি বিবাহ, দীর্ঘাঙ্গী বিবাহ, বিপর্য্যায় রাইগাঁই; পরে চং চৈতলির যোগে খড়দহ মেলগত। ইহাতে-ই খড়দহ মেলের সকলের যজ্ঞেশ্বরী দোষ ঘটে। এজন্য ইহাকে যজ্ঞেশ্বরী ভাগ বলে। চং চৈতলি ও গাং রঘুনাথের বংশের সহিত ইঁহাদের এখন কুল হয়।

মুং রমেশ্বরের পুত্র রামদেবের কাশ্যপকাঞ্জিড়ি

বিবাহ ; মুং রামলোচনের কেশরকুনী। গাং শ্রীকৃষ্ণের বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মুং ভবানীদাস বা গোবিন্দরামের বৈদ্যনাথী। কাঁটাদিয়ার বন্দ্য ও অবসতি চট্টবংশের সহিত ইঁহাদের কুল। এই সংস্রবে খড়দহমেলে বৈদ্যনাথী দোষ ঘটিয়াছিল।

মুং কানাই ছোট ঠাকুরের রজনীকরি-মেল প্রাপ্তি। ফুলিয়া মেলের সর্ব্বদ্বারী।

মুং লক্ষ্মীধরের তৃতীয় পুত্র ও মুং মনোহরের ভ্রাতা মুং দুর্গাবরের নাধাগ্রামে বিবাহ; বল্লভীমেল-গত। চং ধনর বংশে বিজয় ও অবসতি চট্টবংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

স্বল্প ফুলিয়া মেল।

মুং রামের বংশে রণ্ড, পিণ্ড প্রভৃতি। অবসতি

চট্ট, চৈতলি-চট্ট ও গয়ঘরের বন্দ্য বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

মন্তব্য ;—বর্ত্তমান সময়ে ফুলিয়া মেলের মুখটী স্বভাব কুলীনের মধ্যে তাপস, সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, গবর্ণমেণ্টের অধীন পদস্থ কর্ম্মচারী ; জমীদার প্রভৃতি সম্মানিত লোক প্রায়-ই দেখা যায় না।

ফুলিয়া মেলের বন্দ্যবংশ।

বং ভগীরথের পঞ্চম পুত্র বং শ্রীপতির পুত্র বং দুর্গাদাসের চারি পুত্র। যথা ;—রাঘব, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর ও রমাকান্ত। ইঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী।

১। বং রাঘবের পুত্র বং জয়রামের কেশরকুনী ও বিপর্য্যায় ; ইঁহার তিন পুত্র। যথা ;—রুদ্ররাম, রঘুরাম ও রামকেশব।

(ক) বং রুদ্ররামেব পোড়ারি বিবাহ, বহ্মহত্যা ইত্যাদি।

(খ) বং রঘুরামের পুত্র কালাচাঁদের দোহার বিবাহ, সন্দিগ্ধ চট্ট শঙ্কর অম্বলির কন্যা-বিবাহ, পরে

সন্দিগ্ধ মুখটী শিবরাম ডিংসাইএর কন্যা-বিবাহ, পিতাড়ি বং রামপ্রসাদের স্বজনা; বং যোগীরামের হড় বিবাহ, সিদ্ধান্তি মেলগত।

(গ) বং রামকেশবের সাঁগাই, পঞ্চ-গোপাল-সম্পর্ক।

২। বং রামকৃষ্ণের সন্দিগ্ধ ডিংসাই বিবাহ, বিপর্য্যায়।

৩। বং রামেশ্বরের পিণ্ড।

৪। বং রমাকান্তের কেশরকুনী।

মন্তব্য;--বর্ত্তমান সময়ে ফুলিয়া মেলের বন্দ্য বংশের স্বভাব কুলীনের মধ্যে তাপস, সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, গবর্ণমেণ্টের অধীন পদস্থ কর্ম্মচারী কিংবা জমীদার প্রায়-ই দেখা যায় না।

এই ফুলিয়া দল হইতে বাহির হইয়া, যাঁহারা খড়দহ দলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকে আবার শেষে ফুলিয়া দলে প্রবেশ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ফুলিয়া দলের আদিম কুলীনদিগের তুল্য পদলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা

ফুলিয়া দল ভুক্ত হইলে-ও সম্মানে হীন। যথা ;—
গাং শ্রীকৃষ্ণের বংশ, ধন চং রামগোপালের বংশ,
চৈতলি-চং মহেশ, মাধব প্রভৃতির বংশের কোন-ও
কোন-ও ব্যক্তি ইত্যাদি।

খড়দহ মেল।

১। মুখটী হরি ওঝার গড়গড়ি বিবাহ। অস্য
তিন পুত্র। যথা ;—দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব।

২। মুখটী যোগেশ্বরের প্রথম পিপলাই বিবাহ ;
পরে দীর্ঘাঙ্গী (দীঘাড়ী) বিবাহ।

৩। অবসতি চট্ট মধুর দিণ্ডী (ডিংসাই) বিবাহ ;
কোন-ও কোন-ও মতে রাইগাঁই বিবাহ।

৪। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় ও বন্দ্য পৃথ্বীধরের পঞ্চম
পুত্র বং দামোদরের দুই পুত্র, ইঁহাদের পরস্পর
আদান-প্রদান হেতু এক দল গঠিত হয়। এই দলের
দলপতি মুং যোগেশ্বরের বাড়ী গঙ্গাতীরস্থ খড়দহ গ্রামে
ছিল ; এজন্য এই মেলের নাম খড়দহ মেল। উক্ত
বং পৃথ্বীধরের চতুর্থ পুত্রের নাম বং গঙ্গাধর (ফুলিয়া

মেলে দ্রষ্টব্য)। এই দলের অপর দোষ বিপর্য্যার, রগু, ও সুখনালী (শ্রোত্রিয় দোষ)।

"কামদেবসুতাঃ সর্ব্বে দামোদরসুতাবুভৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুচট্টেন ঘূর্ণিতাঃ॥"

এই খড়দহ মেলের পরে ফুলিয়া দলস্থ গাঙ্গবংশ, চট্টবংশ প্রভৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে স্বীয় স্বীয় দল ত্যাগ করিয়া, এই দল-ভুক্ত হওয়ায়, মোটের উপরে এই দলটী ফুলিয়া মেলের সমস্ত দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

পরবর্ত্তী দোষ।

(ক) যজ্ঞেশ্বরী;—ফুলিয়ার মুখটী যজ্ঞেশ্বরের যবন দোষ, সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় চট্ট বংশে বিবাহ দোষ, ও অমেলী দোষ।

(খ) পঞ্চানর্থী;—পাঁচ গ্রামের দূষিত ব্রাহ্মণের কন্যা-গ্রহণ।

(গ) বৈদ্যনাথী;—রগু-দোষ ও পিণ্ড-দোষ।

(ঘ) হরসিদ্ধান্তী;—বংশজ-দোষ, বিপর্য্যায়, বলাৎকার ও হড়-দোষ।

(ঙ) হরিমিশ্রী ;—ছোট ফুলিয়া, রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যায় ও অমেলী।

আদান-প্রদান হেতু খড়দহ মেলের সকলের-ই, এই সকল দোষ ঘটিয়াছিল।

খড়দহের প্রথমতঃ দল।

১। চাঁদবল্লভী।—কৃষ্ণদাসী ও হরিবল্লভী।

দোষ ;—শ্রীমন্তখানি, রণ্ড, ব্রহ্মহত্যা, বলাৎকার ও বিপর্য্যায়।

চৈতলি চং মহেশ, সাগরদিয়ার বন্দ্য রঘুনাথ, গাং মহেশ ও মুং ভুবনের বংশের সহিত পরস্পর আদান-প্রদানে ইঁহাদের কুল হয়।

২। ত্রিদোষিয়া।

দোষ ;—গুড় ও গুণানন্দখানী।

মুং জানকীনাথ, বং বাণী সীকদার (বং জিতা-মিত্রজ) ও চৈতলি চট্ট-বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

৩। রজনীকরী।

দোষ ;—যবন দোষ।

মুং বাণীনাথ ও ধনজ-চট্ট ও চৈতলি-চট্ট বংশের সহিত ইঁহাদের কুল।

৪। শৃগাল সনাতনী।

দোষ ;—বংশজ-কন্যা-গ্রহণ ও পিণ্ড।

মুং শ্রীধরবংশীয়দিগের সর্ব্বদ্বারী কুল।

৫। কাশ্যপ কাঞ্জিড়ী।

মুং যোগেশ্বরের সাত পুত্রের মধ্যে, জ্যেষ্ঠ শঙ্কর খড়দহ মেলের প্রধান ও কনিষ্ঠ জানকীনাথ সর্ব্বানন্দী মেলের প্রধান। অন্যান্য পুত্রের এখন আর কুল দেখা যায় না, প্রায় সকলে-ই বংশজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত মুং শঙ্করের পুত্র মুং নয়ন; অস্য দ্বিতীয় পুত্র মুং রামভদ্রের পুত্র মুং কৃষ্ণবল্লভ। অস্য পাঁচ পুত্রের মধ্যে মুং মধুসূদন, মুং রামনারায়ণ ও মুং রঘুনন্দন প্রধান ; অন্যান্যের কুল নাই। উক্ত মুং রামনারায়ণ কোতল-কোশা গ্রামে সাতশতী কাশ্যপকাঞ্জিড়ি রাধাবল্লভ রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহাতে ইঁহার কুল নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অস্য ভ্রাতৃদ্বয় মধুসূদন ও রঘুনন্দন, অন্যান্য কুলীন ও কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে

তাঁহার কুল রক্ষা করেন। এজন্য এই দলকে কাশ্যপ কাঞ্জিড়ী দল বলে। বর্ত্তমান সময়ে খড়দহ মেলের মধ্যে এই দলস্থ ব্যক্তিগণ-ই প্রধান।

"যোগেশ্বরের সুত সাত।
শঙ্কর জানকীনাথ॥" (কারিকা)

নিম্ন-লিখিত অষ্টাদশ জনে পরস্পর একযোগে আদান-প্রদান হয়।

"এতৎ গাঙ্গচতুষ্টয়ং ধনযুগং ধন্যঞ্চ বন্দ্যদ্বয়ম্।
খ্যাতং চৈতলিসপ্তমং মুখবিশো বংশে ত্রয়ং রাজতে॥"

অথবা

"সপ্তচৈতলীনাং ধনযুগং ধন্যঞ্চ বন্দ্যদ্বয়ম্।
এতৎ গাঙ্গচতুষ্টয়ং বিশোত্রয়ং জাতা ইমে খড়দহে॥"

১। চট্ট চৈতলির বংশে চং চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র চং রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের পাঁচ পুত্র। যথা;—রামভদ্র, নারায়ণ, রমাপতি, মধুসূদন ও গোবিন্দ।

২। চট্ট চৈতলির বংশে চং চন্দ্রশেখর তর্কালঙ্কা-

রের কনিষ্ঠ পুত্র চং রামনাথ ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র। যথা ;—যাদবেন্দ্র ও রঘুরাম।

৩। চট্ট ধনর বংশে চং রামচন্দ্রের দুই পুত্র। যথা ;—কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন।

৪। বন্দ্য রাঘবের দুই পুত্র। যথা ;—কৃষ্ণচরণ ও রামদেব।

৫। গাঙ্গ রাঘবের চারি পুত্র। যথা ;—রাম-চন্দ্র, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রঘুনাথ।

৬। মুখটী বিশোর বংশে মুং কৃষ্ণবল্লভের তিন পুত্র। যথা ;—মধুসূদন, রামনারায়ণ ও রঘুনন্দন।

এই দলের পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে যে যে দোষ ছিল, নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল।

১। চট্টচৈতলির বংশ।

চং চন্দ্রশেখরের দিগ্ডি বিবাহ, রবিকরী দোষ, বিপর্য্যায়।

২। চট্টধনর বংশ।

চং ভুবনের দিগ্ডি বিবাহ, স্বজনা, বাণী সিকদারী।

৩। বন্দ্য শ্রীমন্তের বংশ।

বং শ্রীমন্তের দিগুি সম্পর্ক; বং রাঘবের বিপর্য্যায়।

৪। গাঙ্গ রাঘবের বংশ।

গাং শ্রীপতির দিগুি সম্পর্ক; গাং রামনাথের কন্যাভাব।

৫। মুখটী বিশোর বংশ।

মুং কৃষ্ণবল্লভের পণগ্রহণে কেশরকুনী বিবাহ।

কাশ্যপকাঞ্জিড়ী দলে পরস্পর কুল করা হেতু সকলের-ই "বিপর্য্যায়" দোষ ঘটে।

উত্তর-কালে এই দলটি আবার চারি ভাগে বিভক্ত হয়। যথা;—(১)রঘুনন্দনী (২) নবগ্রহ, (৩) সন্দিগ্ধ সর্ব্বানন্দী, (৪) কানু ঘোষালী।

(১) রঘুনন্দনী দল।

কাশ্যপ-কাঞ্জিড়ী দলের আঠার জন কুলীনের বংশ-ধর-গণ ক্রমে ক্রমে নানা-বিধ দোষে বিজড়িত

হইলে, মুং রঘুনন্দন দূষিত ব্যক্তি-গণকে সমাজ-চ্যুত করিয়া, নির্দ্দোষ ব্যক্তি-গণকে লইয়া, একদল গঠিত করেন, কিন্তু, তৎকালে দূষিত দলের অনুরোধে-ই হউক অথবা উৎকোচের বলে-ই হউক, বরিশাল জিলার ঘটক-চতুরানন নামে একজন ঘটক-দলের নায়ক ইহাতে প্রতিবাদী হন ; এজন্য মুং রঘুনন্দনের সহিত উক্ত ঘটক-চতুরাননের বিলক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ হয় ; পরে মুং রঘুনন্দন ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া, উক্ত ঘটক মহাশয়কে পাদুকা-প্রহার করেন। ঘটক মহাশয় সভায় অবমানিত হইয়া, মুং রঘুনন্দনের কুলে দোষ-সংঘটনের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি মুং রঘুনন্দনের মৃত্যুর পরে তাঁহার এক অবিবাহিতা কন্যা বং রামনাথ বরে অর্পণ করাইয়া, "বিপর্য্যায়" দোষ ঘটাইয়া, এই দলকে কলঙ্কিত করেন ; কিন্তু ঘটনাটি সত্য বলিয়া-ও প্রতীতি হয় না ; কারণ, তৎকালে ঘটকদিগের মধ্যে সমষ্টিগত একতা ছিল না, এক ঘটক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, একটী কুকার্য্য করিলে-ও, নিরপেক্ষ ঘটকেরা অমনি তাহার একটি

কারিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কারিকা পাঠ করিলে-ই, তাহার সত্যতা কিংবা অলীকতা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। নিম্নবর্ত্তী কারিকা পাঠ করিলে-ই, মুং রঘুনন্দনের মৃত্যুর পরে যে, তাঁহার অদত্তা কন্যা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

"রঘুনন্দনস্যাদত্তা কন্যা রামনাথেন বিবাহিতা।"

(ঘটক চতুরানন)

"ঘটকচতুরাননেন কৃতা কন্যা রামনাথেন বিবাহিতা।"

(অন্যান্য ঘটক)

"যাহা হউক, এই দলের দোষ "সন্দিগ্ধ বিপর্য্যায়।" নিম্নবর্ত্তী কুলীন-গণ এই দল-ভুক্ত।

১। মুং রঘুনন্দনের বংশ।

২। চৈতলি-চট্ট পূর্ব্বোক্ত সাতজনের বংশ।

৩। গাং রামচন্দ্রের পুত্র, গাং হরিরামের চতুর্থ পুত্র গাং রঘুনন্দনের বংশ।

৪। গাং রঘুনাথের বংশ।

৫। গাং রামকৃষ্ণের বংশ।

৬। গাং শ্রীকৃষ্ণের বংশ

৭। চং কৃষ্ণজীবনের পুত্র চং রামকৃষ্ণের বংশ।

৮। বং কৃষ্ণচরণের চতুর্থ পুত্র বং রামনাথের বংশ।

৯। বং কৃষ্ণচরণের দ্বিতীয় পুত্র বং রামভদ্রের বংশ।

এই দল হইতে পরে অনেক ব্যক্তি, স্বীয় স্বীয় দোষে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। যথা;—

১। রামকৃষ্ণের পুত্রাদির যবগ্রামী, কেশরকুনী, জগন্নাথী, বিপর্য্যায়, পোড়ারী, হড়, ব্রহ্মবধ ও সোন্দারকুল।

২। গাং শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্বার ফুলিয়া মেল-প্রাপ্তি।

৩। গাং রঘুনাথের ফুলিয়া সম্পর্ক।

৪। চৈতলি-চট্ট-বংশের অনেকের ফুলিয়া সম্পর্ক।

সুতরাং অবশেষে এই দলে মাত্র এখন পাঁচজন বর্ত্তমান। যথা ;—

১। মুং রঘুনন্দনের বংশ।

২। বং রামনাথের বংশ।

৩। চং রামকৃষ্ণের বংশ।

৪। গাং রঘুনন্দনের বংশ।

৫। চং চৈতলির কোনও কোনও ব্যক্তি।

বর্ত্তমান সময়ে এই দলের মধ্যে, স্বভাব-কুলীনের সংখ্যা অতি অল্প। বংশাভাব ও কুল-ভঙ্গ-ই ইহার কারণ। সম্ভবতঃ ইঁহাদের অপবিবাহের (Inter-marriage এর) অভাবে পরস্পর অল্পসংখ্যক স্বঘরে আদান-প্রদান হেতু-ই বংশাভাব ঘটিয়াছে। এইক্ষণ এই দলে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা স্ব-ঘরে পাত্রাভাব বশতঃ, স্বীয় স্বীয় পদ-গৌরব ত্যাগ করিয়া নবগ্রহ প্রভৃতি দূষিত দলে-ই কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। সুতরাং, বর্ত্তমান সময়ে দূষিত দলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা এই দূষিত দলই খড়দহ মেলের মধ্যে প্রধান। পরন্তু এই দূষিত দলকে বড় করিবার অভিপ্রায়ে-ই ঘটক মহাশয়-গণ এই কারিকা বাঁধিয়াছিলেন।

ডাঁক-পাক খাতাবন্দী।
এই তিন কুলের ফন্দী॥

অর্থাৎ যে দলের মধ্যে লোক-সংখ্যা অধিক এবং যাঁহারা ঘটকদিগকে অর্থ দান করিয়া, তাঁহাদের করণাদি ঘটকের পুঁথিতে লিখাইয়া থাকেন, তাঁহারা-ই বড় কুলীন। বাস্তবিক পক্ষে-ও তাহা-ই দেখা যায়। ফুলিয়া মেলের সকলের-ই কেশরকুনী প্রভৃতি দোষ আছে বটে, তথাপি উক্ত দলের মুং নীলকণ্ঠের চতুর্থ পুত্র মুং বিষ্ণুর বংশের যেরূপ গৌরব দেখা যায়, অন্যান্য পুত্রাদির বংশের তত গৌরব নাই। সম্ভবতঃ নিম্নবর্ত্তী কারণে-ও ফুলিয়া মেলের বিষ্ণুঠাকুর প্রভৃতির ও খড়দহ মেলের নবগ্রহ দল প্রভৃতির সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে-ই উক্ত হইয়াছে যে, ঘটক-গণ কুলাচার্য্য; ইঁহাদের অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহে-ই কুলীনের কুল থাকে অথবা যায়। কালক্রমে পক্ষপাতিত্ব দোষে ঘটক-রূপ দোকানদারের কৌলীন্য-দোকানে এখন আর অধিক-সংখ্যক কুলীনরূপ পণ্য-দ্রব্য নাই। ফুলিয়া মেলের মুং বিষ্ণুর দল ও খড়দহ মেলের নবগ্রহ ও সন্দিগ্ধ সর্ব্বানন্দী দল-ই প্রধান পণ্য। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ ধনবান্ শ্রোত্রিয়

ও বংশজ রূপ খরিদদার-গণ ঘটক-গণের নিকটে ভাল কুল চাহিলে-ই, তাঁহারা এই দুই তিন রকম কুল-ই নিখুঁত দেখাইয়া স্বার্থ সাধন করেন। যদি বলেন যে, ইহাতে ঘটকের স্বার্থ কি? উত্তর—সম্ভবতঃ স্বার্দ্ধং মদর্দ্ধং অর্থাৎ শ্রোত্রিয়-বংশজে কন্যা-দান-কালে কুলীনকে যে পণ দিয়া থাকেন, ঘটককে উল্লিখিত পণের প্রায় অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ দিতে, উক্ত দল-দ্বয় ব্যতীত, আর কোন কুলীন-ই স্বীকৃত হয় না। সুতরাং ঘটকের মুখে তাঁহাদের নাম-ও পাওয়া যায় না। অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা ঘটকের পাঁজি পুঁথি বাজারে বাহির হওয়ায়, সভ্য-সমাজে এই কুলীনের ছোট বড় শব্দটী একবারে উঠিয়া গিয়াছে। তবে অসভ্য সমাজে এই সংস্কারটী আজ-ও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

(২) সন্দিগ্ধ সর্ব্বানন্দী দল।

১। মুং মধুসূদনের বিপর্য্যায়। অস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র মুং গঙ্গাধরের পুত্র মুং রূপনারায়ণের দিঘাড়ী-

বিবাহ, পরে খাসবাড়ী গ্রামে ঘোষালের কন্যা বিবাহ-হেতু সর্ব্বানন্দী মেল-গত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ঘোষলী শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রহণ, সুতরাং সন্দিগ্ধ সর্ব্বানন্দী। অন্য পুত্র মুং রামশরণ মালপাশা গ্রামে সতু ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়া-ও সর্ব্বানন্দী মেল প্রাপ্ত হন; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ঘোষলী শ্রোত্রিয়। এ স্থলে নিম্নবর্ত্তী কারিকাতে-ই সমস্ত অবগত হওয়া যায়। মুং রামসুন্দরের বিপর্য্যায়, অন্যপূর্ব্বা; মুং বিহারীর সাতশতী বুড়ন্যা বিবাহ ইত্যাদি। সাং খাসবাড়ী, চুঁচুড়া, চুপী প্রভৃতি।

"দিঘাড়ি গাঙ্গনি আর বংশজের বৃদ্ধি।
আশাশনি আশীঘর কুল হ'ল সিদ্ধি॥
রামজয় গাঙ্গবরে অন্যপূর্ব্বা ঘোষে।
শ্যাম রাজারাম ম'ল তিন পুরুষের দোষে॥
রাজারাম আশীঘর শ্যাম করে বৃদ্ধি।
রামশরণে ল'য়ে কুল ঘোষাল হ'ল সিদ্ধি॥"

এই দলের পালটী; গাং রামচন্দ্রের আদৌ বিক্রমপুর কোলা মুখটী গোপালের কন্যা-বিবাহ;

পরে উক্ত মুখটী ডিংসাই শ্রোত্রিয় বলিয়া মার্জ্জিত; পরে কাশ্যপকাঞ্জিড়ি প্রাপ্তি।

এক বাপের দুই বেটা শুন পরিপাটী।
গোপাল ডিংসাই, শ্রীরাম মুখটী॥"

(কারিকা)

গাং রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাং রামনারায়ণের নবগ্রহ বিবাহ; সাং বালি ইত্যাদি। কনিষ্ঠ গাং হরিরামের ছয় পুত্র। যথা;—আত্মারাম, রত্নেশ্বর, রমাকান্ত, রঘুনন্দন, রামজীবন, ও সন্তোষ।

"আত্মারামো বয়োজ্যেষ্ঠো রত্নেশ্বরো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো রমাকান্তশ্চ তুর্য্যঃ শ্রীরঘুনন্দনঃ॥
পঞ্চমো রামজীবনঃ কনিষ্ঠো রামসন্তোষঃ।
এতে ষট্ হরিরামস্য তনয়া লোকপূজিতাঃ॥"

(কালামৃধার পুঁথি)

১। গাং আত্মারামের স্বজনা, মাতৃনাম্নী কন্যা বিবাহ; গাং শ্যামের বংশজ আক্ষেপ আশীঘর সম্পর্ক, ত্যাজ্যপুত্র সম্পর্ক; গাং রামজয়ের অন্যপূর্ব্বা, বিপর্য্যায়। গাং নিত্যানন্দের ভুলাইয়া বিবাহ; গাং

মহিমের স্বগোত্র-বিবাহ ইত্যাদি; সাং বিক্রমপুর ইত্যাদি।

২। গাং রত্নেশ্বরের স্বজনা প্রভৃতি গাং আত্মা-রামের যাবতীয় দোষ এবং তদ্ব্যতীত রগু সম্পর্ক, সাতশতী প্রভৃতি। সাং বিক্রমপুর ইত্যাদি।

৩। ধন চং কৃষ্ণজীবনের তৃতীয় পুত্র চং রামনাথ ত্যাজ্য পুত্র, কেশরকুনী, মাতৃনাম্নী কন্যা-বিবাহ-সম্পর্ক ইত্যাদি; সাং খালিয়া (ফরিদপুর) ইত্যাদি।

বাপের ত্যাজ্য পুত্র চট্ট রামনাথ।
পুত্রবরে রামচন্দ্র দীঘাড়ীর সাঁথ ॥
হড়ের আশ দীঘাড়ীতে রামচন্দ্র ঠেকে।
কেশরকুনীর আশ পান রামগোবিন্দের পাকে ॥”
(কারিকা)

৪। চং কৃষ্ণজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চং রামবল্লভের সাহসখানি; অন্য পুত্র চং রামানন্দের সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় বিবাহ, হাজারি বিবাহ ইত্যাদি; সাং লক্ষ্মীপাশা (যশোহর) ইত্যাদি।

৫। বং কৃষ্ণচরণের তৃতীয় পুত্র বং রামগোপা-

মের হড় দোষ; অস্ত পুত্র বং অভিরামের দিণ্ডি বিবাহ; অস্ত পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের রণ্ড, কেহ কেহ বলেন দাস্যাকুল অর্থাৎ কন্যাভাবে দাসীর কন্যা দ্বারা কুল ইত্যাদি। সাং বিক্রমপুর ইত্যাদি।

নবগ্রহ দল।

কুশারি চাঁচকুণ্ডা বিয়া গাং রমাকান্ত গাঙ্গ।
মাইজপাড়া শিমলায়ী হয় তার সাঙ্গ॥
গাং রামজীবন বাঙ্গপুর কোয়ারী সঙ্গতি।
পঞ্চসার ভূরিষ্ঠাল গাং সন্তোষের গতি॥
বন্দ্যবংশে হরিরাম বালিণ্ডায় বিয়া।
তাহার স্নুত রাজারাম শুন মন দিয়া॥
চাণকেতে দিণ্ডী কন্যা করেন পরিণয়।
রামনারায়ণ বন্দ্য হরির তনয়॥
চুঁচড়াতে দিণ্ডী কন্যা করিলেন গ্রহণ।
মুখ-প্রসাদ বাগঝাঁপা পাকড়াশী-মিলন॥
রামকান্ত মুখবর নন্দরাম-স্নুত।
পালনগর বটব্যাল হইল সংযুত।”
(কারিকা

১। গাং রমাকান্ত, গাং রামজীবন ও গাং সন্তোষের অপকৃষ্ট বিবাহে কুল নষ্ট হয়। সাং বিক্রমপুর ইত্যাদি।

২। বং রামগোপালের তৃতীয় পুত্র হরিরাম ও অন্য পুত্র বং রামনারায়ণ ও বং রাজারামের অপকৃষ্ট বিবাহে কুল নষ্ট হয়। সাং বালি, চুঁচড়া (হুগলী) ইত্যাদি।

৩। মুং মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র মুং রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মুং নন্দরামের ধোপাদহ মজুমদারের কন্যা-বিবাহ এবং দ্বিতীয় পুত্র মুং রামপ্রসাদ ও পৌত্র মুং রামকান্তের অপকৃষ্ট বিবাহে কুল নষ্ট হয়। সাং জয়পুর (যশোহর), বিক্রমপুর, কলিকাতা প্রভৃতি।

উল্লিখিত নয় ঘর অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ অথবা সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় ছিলেন ; উল্লিখিত কুলীন-গণের কুল-রক্ষার জন্য-ই ঘটক-গণ ইঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট শ্রোত্রিয় স্বীকার করিয়া, উল্লিখিত কুলীন-গণের কুল রক্ষা করেন ; কিন্তু উক্ত শ্রোত্রিয়-গণ সমাজে নবগ্রহ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইলেন।

৪। ৮ং কৃষ্ণজীবনের চতুর্থ পুত্র রামগোবিন্দের কেশরকুনী, ফুলিয়া সম্পর্ক ইত্যাদি।

কুলীন-গণের দোষাদির বিস্তারিত বিবরণ প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সময়ে এই খড়দহ মেলের স্বভাব-কুলীন-গণের মধ্যে তাপস, সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের অধীন পদস্থ কর্ম্মচারী কিংবা জমীদারের অভাব।

১। গাঙ্গবংশে গাং হরিরাম ও অস্য চতুর্থ পুত্র গাং রঘুনন্দন তাপস ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী গাং হরিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাং আত্মারামের বংশে গাং নিত্যানন্দ মুন্সেফ্ ছিলেন। এই বংশে অধুনা গাং হরিমোহন সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত (সাং ইছাপুরা, বিক্রমপুর)। গাং রঘুনন্দনের বংশে গাং কৃষ্ণকুমার বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, শুনা যায়, ইনি প্রত্যহ প্রায় লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন ও আজীবন হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া-ই তনু-ত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাং রাধাগোবিন্দ, সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের একজন গ্রন্থকার (সাং

কলিকাতা, হরিতকীবাগান); গাং রঘুনন্দনের বংশে গাং কেশব নৈয়ায়িক পণ্ডিত (সাং ইলুহার, বরিশাল); গাং রমাকান্তের বংশে গাং তমোনাশ ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও গ্রন্থকার (সাং বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর); গাং সন্তোষের বংশে গাং কৈলাস তাপস ও জমীদার; অন্য পুত্রগণের মধ্যে গাং প্রিয়নাথ রায় বাহাদুর, কেহ বা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি সম্মানিত পদস্থ (সাং খালিয়া, ফরিদপুর)। গাং রামকৃষ্ণের বংশে গাং কিশোরীমোহন হাইকোর্টের উকীল, গবর্ণমেণ্টের সুপরিচিত ও বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সম্প্রতি ইঁহার কাল হইয়াছে; অন্য পুত্র গাং হরিচরণ জজ্-উকীল (সাং জনাই, হুগলী) ইত্যাদি।

২। মুখটী বংশে উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তির অভাব।

৩। চৈতলী-চট্টবংশে উল্লেখ-যোগ্য লোকের অভাব।

৪। ধন-চট্টবংশে চং অমল জমীদার ও বি, এ (সাং খালিয়া, ফরিদপুর); চং রজনীনাথ ডিপুটী

মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন ; অন্য পুত্রগণ-ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ (সাং বীরমোহন, মাইজপাড়া, ফরিদপুর) ; অন্য ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র-গণ-ও কৃতবিদ্য ও গবর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্ম্মচারী (সাং খালিয়া, ফরিদপুর ও কলিকাতা, বল্‌দিপাড়া) ইত্যাদি।

৫। বন্দ্যবংশে বং হরিরামের বংশে বং রঘুনাথ জজ কোর্টের উকীল (সাং চুঁচড়া, হুগলী) ; বং বংশীবদন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ (সাং বালি, হুগলী) ; বং রামনাথের বংশে বং গিরিশ জজকোর্টের উকীল ছিলেন ; অন্য পুত্র বং শ্রীশ অনররি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ও ভূম্যধিকারী (সাং কুকুটিয়া, বিক্রমপুর) ; বং রামভদ্রের বংশে বং ত্রিপুরাচরণ স্কুল-ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও কৃতবিদ্য ; অন্য ভ্রাতা বং শ্যামাচরণ মুন্সেফ (সাং কলিকাতা, দর্জ্জিপাড়া) ইত্যাদি।

কানু ঘোষালী।

সর্ব্বানন্দী মেলের জগন্নাথ ঘোষালের সঙ্গে খড়দহের মুং যোগেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র মুং জানকীনাথের

বংশে মুং মুরহরের আদান-প্রদানে কুল হয়। এই দলের অধিপতি ছিলেন ঘোং জগন্নাথের পুত্র ঘোং রামকানাই, এজন্য এই দলকে কানু-ঘোষালী বলে। প্রকৃত পক্ষে এই দলটী সর্ব্বানন্দী-মেলের পরিপোষক। তবে এই সঙ্গে খড়দহের মুং জানকীনাথের সম্পর্ক থাকায়, দুই একজন খড়দহ মেলের কুলীনের-ও এই দোষ ঘটিয়াছিল।

৩। সর্ব্বানন্দী।

দোষ;—মহিন্তা, রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায় ও শুকনালী (শ্রোত্রিয় দোষ) ও বলাৎকার।

এই দলের লোক;—বন্দ্য সর্ব্বানন্দ, গাং রাঘব, চট্ট রবিকর, মুং পৃথ্বীধর, কাংশারি পুতিতুণ্ডের বংশ ও ঘোষাল বংশ; খড়দহের মুং জানকীনাথের বংশ-ও পশ্চাৎ এই দল-ভুক্ত হন।

৪। সুরাই।

এই মেলটী সর্ব্বানন্দী মেলের একটী শাখামাত্র। দোষ;—হস্ত, গুড়, অন্যপূর্ব্বা ইত্যাদি। এই দলের লোক;—সুরাই পুতিতুণ্ড, ও চট্ট সদাশিব।

৫। বল্লভী।

দোষ;—রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায়, খাড়ীমুখ, পোড়ারি ইত্যাদি। এই দলের লোক;—মুং দুর্গাবর, বন্দ্য বল্লভাচার্য্য; ইহার পরে ফুলিয়া ও খড়দহের চট্ট-বংশ ও বন্দ্য-বংশ-ও এই দলের পুষ্টি করেন।

৬। আচার্য্যশেখরী।

দোষ;—অকৃতি, গুড়, রায় ও যবন।

এই দলের লোক;—বন্দ্য ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর ও চট্ট কমলেশ্বর।

৭। পণ্ডিতরত্নী।

দোষ;—জাতি-গত, আনন্দঘোষালী, যবন, গোলোক ইত্যাদি।

এই দলের লোক ;—মুং দৈবকীনন্দন পণ্ডিত-রত্ন ও চট্ট কমলেশ্বর।

৮। বাঙ্গালপাশ।

দোষ ;—মদ্য-পান, হেড়া, খোপা-বাদ, পরিবেত্তা ও রণ্ড। এই দলের লোক ;—চট্ট শ্রীধরের পুত্র চং মুকুন্দ ও বং নারায়ণের পুত্র বং হিরণ্য।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মেলের বিশেষ বিবরণের আবশ্য-কতা নাই, কারণ বর্ত্তমান সময়ে তত্তৎ মেলের স্বভাব-কুলীন দুষ্প্রাপ্য। যদি-ও দুই একটি আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদান-প্রদানের ঘর বাঁধা নাই ; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদ্বারী হইয়াছেন। নিম্নে মেল-গুলির উল্লেখ করা গেল। যথা ;—

(৯) গোপাল ঘটকী ; (১০) চট্টরাঘবী (১১) বিজয় পণ্ডিতী ; (১২) ছায়ানরেন্দ্রী ; (১৩) মাধাই ; (১৪) বিদ্যাধরী ; (১৫) পারিহাল ; (১৬) শ্রীরঙ্গভট্টী ; (১৭) প্রমোদিনী ; (১৮) বালী ; (১৯) চন্দ্রাপতী চন্দ্রশেখরী ; (২০) শতানন্দখানী ;

(২১) ভৈরবঘটকী ; (২২) কাকুৎস্থী ; (২৩) আচম্বিতা ; (২৪) দেহাটা ; (২৫) ধরাধরী ; (২৬) দশরথঘটকী ; (২৭) মালাধরখানী ; (২৮) নড়িয়া ; (২৯) শ্রীবর্দ্ধনী ; (৩০) পরমানন্দ মিশ্রী ; (৩১) রাঘব ঘোষলী ; (৩২) শুভরাজখানী ; (৩৩) শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী ; (৩৪) হরিমজুমদারী ; (৩৫) ছয়ী ; (৩৬) চাঁদাই ; (৩৭) রায়।

এই সকল মেলের দোষ ;—রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যায়, যবন, ধোপাবাদ, কলুবাদ ইত্যাদি।

উল্লিখিত মেল ব্যতীত, তিন মেলের তিন জন কুলীনে, এক মেলের গঠন করেন, ইহাকে "নন্দনী ত্রিকুল মেল বা থাক" বলে। এই থাকের ব্যক্তিগণ যথা ;—(১) বন্দ্য চতুর্ভুজের বংশে বং নন্দন, (২) চৈতলি-চট্টবংশে চং মথুরানাথ ও কমলাকান্ত, (৩) মুখটী কামদেবের বংশে মুং নন্দন।

উল্লিখিত চৌত্রিশ মেলের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী ও পদস্থ লোকের সংখ্যা ফুলিয়া ও খড়দহ মেলাপেক্ষা অনেক অধিক। তন্মধ্যে সুরাই সর্ব্বানন্দী মেলের

মধ্যে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার সুবি-খ্যাত জমীদার মুখটী বংশ শ্রেষ্ঠ; তদ্ভিন্ন, সহর কলিকাতায় বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলের পদস্থ ও অবস্থাপন্ন কুলীন-ও অনেক আছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা উল্লিখিত কুলীন-সমূহের যে যে দোষের উল্লেখ করিলাম, নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিতে গেলে, এখন আর পৃথক্ পৃথক্ ছত্রিশটী মেল না বলিয়া, সকলকে এক-মেল-ভুক্ত বলিলে-ও অসঙ্গত হয় না; কারণ, সকলে-ই ধারাবাহিক দোষে তুল্যতা লাভ করিয়াছেন; পরন্তু, যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে-ও অন্যের নিকটে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদের গুপ্ত দোষ-গুলির উদ্ঘাটন করিলে অর্থাৎ রজস্বলা-কন্যা-বিবাহ, কুমারীর অবস্থায় ভ্রূণ-হত্যা, বহির্গতা কন্যার পুনঃ গ্রহণ, লোক-সমাজে নিন্দার ভয়ে বিষ-প্রয়োগে অবিবাহিতা কন্যা কিংবা ভগিনীর জীবন-বিনাশ প্রভৃতি পাশবিক দোষের আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগকে কুলীন-সমাজে স্থান দেওয়া দূরের কথা, ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে

বিদূরিত করিয়া দেওয়া-ই সঙ্গত। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু রাজা থাকিলে, সম্ভবতঃ, কন্যা ও ভগিনীর উৎপীড়ক কুলীনদিগের রাজশাসনে নির্ব্বাসিত দণ্ড অথবা ইঁহাদের মস্তক-মুণ্ডন, গল-দেশে ছিন্ন পাদুকার মাল্য-ধারণ ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বিপরীত ভাবে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতেন। বাস্তবিক পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে শ্রোত্রিয় বংশজ-গণের মধ্যে যেরূপ সদাচার-সম্পন্ন বিদ্বান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখা যায়, হিন্দু রাজা ও দেবীবরের ন্যায় ঘটক থাকিলে, ইঁহারা-ই এখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন এবং বর্ত্তমান সময়ের নাম-জাদা কুলীন-গণ ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়া, পতিত ব্রাহ্মণের দল-পুষ্টি করিতেন। দেবীবরের মেল-বন্ধনের সময়ে-ও ঠিক তাহা-ই ঘটিয়াছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ-গণ স্বীয় স্বীয় গুণানুসারে-ই উচ্চ বংশ হইতে নীচ বংশে, আবার নীচ বংশ হইতে উচ্চ বংশে পরিণত হইয়াছিলেন। অস্পৃশ্য দ্রব্যের পৃষ্ঠান্তরের ন্যায় এরূপ কৌলীন্যাভিমানী দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা আপনাকে

প্রধানতম কুলীনম্মন্য বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল। কোন-ও জমীদারের দুই জন কর্ম্মচারী ছিল; তাহাদের একজন জাতিতে নাপিত, অপরটি তিলী। একদা জমীদার মহাশয় কোন-ও কার্য্যোপলক্ষে কোথায়-ও গমন করিবেন বলিয়া, যাত্রার শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিলেন। তিনি যথাসময়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, তিলী কর্ম্মচারী নাপিত কর্ম্মচারীকে বলিল, ভাই, কর্ত্তা এখন যাত্রা করিবেন, সুতরাং তুমি এখন স্থানান্তর গমন কর; তিলী কর্ম্মচারীর মুখে নাপিত কর্ম্মচারী এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই, তবে আমি এখন সরি. বটে, কিন্তু তুমি-ও বিলম্ব করি-ও না, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর।

"আগে ধোপা পাছে নাই।
সে পথে না যে'ও ভাই॥
ও-কথাটী পায় ঠেলি।
যদি না পড়ে সম্মুখে তিলী॥"

(খোনার বচন)

সুতরাং, এক মেলের ব্যক্তি-অন্য মেলের ব্যক্তিকে অথবা এক দলের লোকে অন্য দলের লোককে নিন্দা করা অথবা আপনাকে কুলীনতম মনে করা যে, উপহাস-জনক, তাহাতে কোন-ও সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে স্বার্থপর-কুলাচার্য্য-গণের উল্লিখিত কুলীনোপাধিধারী বৃষলী ব্রাহ্মণ-গণের সমাজে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে সম্মানিত হইতে দেখিয়া-ই বোধ হয়, এতদ্দেশীয় নিরপেক্ষ কুলাচার্য্য-গণ নিম্ন-লিখিত কারিকাটী বাঁধিয়াছিলেন। যথা :—

"মুখটী কুটিল বড় বন্দঘটী সাদা।
তার মাঝে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা॥
ঘোষাল খোষাল ব'লে পেয়ে চিঁড়ে দই।
লাফালাফি করে যেন উজানের ক'ই॥
উজানের ক'ই যেমন কানি বেয়ে যায়।
পশ্চাৎ গাঙ্গুলী ভায়া পাত চেটে খায়॥"

(কারিকা)

বংশজ-প্রকরণ।

কথিত আছে, মহারাজ বল্লাল সেন একটী স্বর্ণ-

ধেনু দান করেন; যাঁহারা সেই স্বর্ণ-দান গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে হীন হইলেন; অপর যে সকল স্বর্ণবণিক্ মহারাজের স্বর্ণ-ধেনু খণ্ড খণ্ড করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা-ও হিন্দু-সমাজে অনাচরণীয় হইলেন।

যে সকল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, অর্থাদির লোভে সেই পতিত ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা-ই বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন, দেবীবর ঘটকের কুল-বিধির অনুসারে-ও অনেকে বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা;—

"অনবরতপরিবর্ত্তবিহীনত্বং বংশজত্বম্।"

যে সকল কুলীনের ক্রমাগত তিন চারি পুরুষ আদান-প্রদান বিবাহ নাই, তাঁহারা বংশজ হন। অপর;—

"শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বাং কুলীনো বংশজো ভবেৎ।"

যে সকল কুলীন শ্রোত্রিয়ের নিকটে কন্যা-দান করেন, তাঁহারা বংশজ হন। সুতরাং বংশজ তিন প্রকার। যথা;—(১) আদি-বংশজ; (২) কুল-

ভঙ্গ প্রাচীন বংশজ, ও (৩) কুল-ভঙ্গ আধুনিক বংশজ। বর্ত্তমান সময়ে আদি-বংশজের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রের আখণ্ডলের বংশ-ই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। নিম্নে কতিপয় বংশজের উল্লেখ করা গেল।

শাণ্ডিল্যগোত্রের আখণ্ডলের বংশ।

১। জিলা যশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজ-বংশ।

২। জিলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুকয়ার ভট্টাচার্য্য বংশ; ইঁহারা অনেক ব্রাহ্মণ ও কুলীনের গুরু-বংশ।

৩। জিলা ঢাকার অন্তর্গত তরারাথুড়ার জমীদার মজুমদার বংশ; এই বংশের অনেকে-ই কৃত-বিদ্য। আনন্দনাথ অবসর-প্রাপ্ত সব্‌জজ; হৃদয়নাথ ঢাকা জজকোর্টের উকীল; ত্রৈলোক্যনাথ ইঞ্জিনিয়ার, মাধব যশোহরের জজকোর্টের উকীল ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে-ও এই বংশীয় অনেক

আছেন; তাঁহারা অনেকে-ই শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও সম্মানিত।

সাবর্ণ-গোত্র।

১। চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী, বরিষা বেহালার জমীদার সাবর্ণ চৌধুরীর বংশ।

বাৎস্য-গোত্র।

১। জিলা খুলনার পুতিতুণ্ড চক্রবর্ত্তী বংশ; এই বংশের প্রায় অনেকে-ই কৃতবিদ্য ও পদস্থ রাখাল চক্রবর্ত্তী স্কুল বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর; ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী কলিকাতা হাইকোর্টের সুবখ্যিাত উকীল ইত্যাদি।

(২) কুলভঙ্গ প্রাচীন বংশজ।

১। জিলা বরিশালের অন্তর্গত কলসকাটীর জমীদার শাণ্ডিল্য গোত্রের রায় চৌধুরী বংশ।

২। ঐ জিলার অন্তর্গত রহমতপুরের জমীদার বংশ।

৩। জিলা ঢাকার অন্তর্গত মুরাপাড়ার জমীদার বন্দ্যঘটী বংশ।

৪। ঐ জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ মাইজ-পাড়ার জমীদার রায় বংশ।

৫। জিলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত আমবাড়িয়ার জমীদার রায় চৌধুরী বংশ।

(৩) কুলভঙ্গ আধুনিক সমাজ।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-ই ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান; কেহ বা স্বকৃত-ভঙ্গের অধস্তন দুই পুরুষ, কেহ বা তিন, কেহ বা চারি পুরুষ। সম্ভবতঃ, কাহার-ও সাত-পুরুষ অতীত হয় নাই। যাঁহাদের সাত-পুরুষের অধিক হইয়াছে, তাঁহারা-ই প্রাচীন কুল-ভঙ্গ বংশজের মধ্যে পরিগণিত। এই আধুনিক কুলভঙ্গ বংশজের মধ্যে, যাঁহারা আদান-প্রদানে সাবধান, তাঁহারা স্বভাব-কুলীনের ন্যায়-ই মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। নচেৎ যাঁহারা

আদান-প্রদানে অসাবধান; তাঁহারা সমাজে অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয়।

এই বংশজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে এই বংশজের থাকটী যাওয়া-ই সঙ্গত ও ন্যায্য। কারণ, স্বভাব-কুলীনের কুল-কাহিনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, কেহ-ই স্বভাব নাই, সকলে-ই ভঙ্গের বংশ; তবে কুলাচার্য্যগণের অনুরোধে-ই, তাঁহারা এ-বাবৎ স্বভাব-কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন। বিচারতঃ, এইক্ষণ দুই শ্রেণীর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-ই এ দেশে বাস করিতেছেন। যথা;—(১) বংশজ, (২) শ্রোত্রিয়। এই বংশজের মধ্যে যাঁহারা আদান প্রদানে সাবধান, তাঁহারা-ই কুলীন অথবা সদ্বংশজ ও যাঁহারা আদান-প্রদানে অসাবধান, তাঁহারা-ই কুলজ-বংশজ।

কুলজ-বংশজ ও প্রাচীন বংশজের সম্মানের তারতম্য না থাকা-ই সঙ্গত। কারণ, কুলীনের কুল-ভঙ্গ হইলে, উহা জল-স্রোতের ন্যায় নিম্ন-গামী-ই হইয়া থাকে। কুলজ বংশজ আদান-প্রদানে সাবধান হইলে-ও, তিনি

অথবা তদ্বংশীয়েরা কখন-ই স্বভাব হইতে পারেন না; এরূপ স্থলে ভঙ্গ-কুলীনে যে, স্বীয় ফাঁকা কৌলীন্যের দোহাই দিয়া বহু বিবাহ, কন্যা-ভগিনীদিগের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি পাশবাচার করেন, সেটী অতীব ঘৃণনীয় এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে এই সকল কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন, তাঁহাদের ন্যায় অপদার্থ আর কোন-ও কুকাজে হইতে পারা যায় কি না, তাহা-ও সন্দেহ-জনক। সম্ভবতঃ, স্বভাব-কুলীনদিগের কদাচরণের মূল যেমন দারিদ্র্য, ভঙ্গ-কুলীনের কদাচরণ-ও সেইরূপ অর্থের অস্বচ্ছলতা। তথাপি ভঙ্গ-কুলীনের, স্বভাব-কুলীনের অনুকরণ করাটা যেন, ব্যাঙের, হস্তীর অনুকরণের ন্যায় হাস্যাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়।

গৌণ কুলীন বা কষ্ট শ্রোত্রিয়।

পূর্ব্বে-ই কথিত হইয়াছে যে, হড়, গুড়, কেশর-কুনী প্রভৃতি আট ঘর গৌণ কুলীন বা কষ্ট শ্রোত্রিয়। ইঁহাদের ঘরে যে সকল কুলীনে বিবাহ করেন,

তাঁহাদের কুল দূষিত হয় এবং তাঁহারা তত্তৎ সমাজ-ভুক্ত হন; কিন্তু উত্তর-কালে এ দেশে ঐ সকল কষ্ট শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাংশে সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় হওয়ায়, ধন ও সম্মানের প্রত্যাশায় সমস্ত কুলীন-সন্তান-ই, তত্তৎ ঘরে বিবাহ করিয়া, স্বীয় স্বীয় কুল দূষিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে কুলাচার্য্য-গণ যখন দেখিলেন, বিশুদ্ধ কুলীনের অভাব হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা অর্থলোভে উল্লিখিত দোষ-গুলির মার্জ্জনা করিয়া, অনেক কুলীনকে উচ্চাসনে স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে-ই পক্ষপাতিত্ব দোষে, ঘটক-গণের ও অধঃপতনের আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান সময়ে ঘটক-গণের প্রাধান্য নাই বলিয়া-ই, এখন যদি সেই পূর্ব্ব-মার্জ্জিত-দোষ কুলীন-বংশের কেহ আবার ঐ সকল দূষিত ঘরে বিবাহ করেন, তাঁহার সেই দোষ আর মার্জ্জিত হয় না; সুতরাং, তিনি এখন তত্তৎ সমাজ-ভুক্ত-ই থাকেন। এই ঘটনাটী-ও একরূপ হাস্যোদ্দীপক বটে। যাহা হউক, নিম্নে কতিপয় প্রধান কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা গেল।

১। নবদ্বীপের রাজবংশ। (কেশরকুনী)।

২। চব্বিশ পরগণা জিলার ইছাপুরের জমীদার বংশ (হড়)।

৩। সহর কলিকাতায় বহুবাজারের মতিলাল বংশ (মহিন্তা) ইত্যাদি।

বীরভদ্রী।

চৈতন্য দেবের পারিষদ নিত্যানন্দের পুত্রের নাম বীরভদ্র। এই বীরভদ্রের বংশকে-ই বীরভদ্রী বলে। বীরভদ্র সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত। কেহ বলেন, নিত্যানন্দ কোন্ গোত্রের ব্রাহ্মণ, তাহার ঠিক ছিল না। কেহ বলেন, নিত্যানন্দের বংশ নাই, শিষ্য-পুত্রেরা-ই তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচিত। কেহ বলেন, নিত্যানন্দ প্রথমে শাক্ত ছিলেন, বীরাচার মতে এক কলুনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন; সেই বংশ-ই নিত্যানন্দের বংশ বলিয়া কথিত হয়; কেহ বলেন, নিত্যানন্দ জাহ্নবীকে বিবাহ করেন; তাঁহার গর্ভে

গঙ্গা-নাম্নী এক কন্যা জন্মে; পুত্র জন্মে না; জাহ্নবীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বসুধার বীরভদ্র নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার বংশ-ধরেরা-ই বীরভদ্রী। যাহা হউক, এ সমস্ত কোন কথার উপরে-ই আমাদের আস্থা নাই; তবে এই বংশে যিনি বিবাহ করেন, তিনি কুল-চ্যুত হইয়া এই দল-ভুক্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ খড়দহের গোস্বামি-গণ বীরভদ্রী শ্রোত্রিয়। ইঁহারা সকলে-ই সদাচার-সম্পন্ন ও ঘটক-কুলীন-পূজক। অন্যান্য শ্রোত্রিয়ের মধ্যে যেমন কন্যা, অপাত্রে অর্পণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বংশে এ-যাবৎ সেরূপ শ্রুতিগোচর-ও হয় নাই। খড়দহ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের তীর্থ-স্থান। এই স্থানে নিত্যানন্দের স্থাপিত আরাধ্যা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও শ্যামসুন্দর বিষ্ণু-বিগ্রহ আছেন।

বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ।

রাঢ়ীয়-বরেন্দ্র বিভাগ।

স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজা যে সমেতাঃ
কৃতা তেন রাঢ়ীয়সংজ্ঞা হি তেষাং।
যথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাং
কৃতা তেন বারেন্দ্রসংজ্ঞা প্রসিদ্ধা॥

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

এক বংশে জনম লভিয়া দ্বিজ-গণ,
দেশ-ভেদে শ্রেণী-ভেদ করেন গ্রহণ।
রাঢ়ী সংজ্ঞা পাইলেন রাঢ়ে করি বাস,
বারেন্দ্র হ'লেন গৌড়ে করিয়া নিবাস॥

গৌড়েশ্বর আদিশূর, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ-গোত্রের যে পাঁচ-জন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশ-ধর-গণ কেহ রাঢ় দেশে এবং

কেহ বা বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়াছিলেন। যাঁহারা রাঢ়-দেশে বসতি করেন, তাঁহারা 'রাঢ়ীয়' এবং যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে বাস করেন, তাঁহারা 'বরেন্দ্র' নামে অভিহিত হন। এমন কি, প্রথমে রাঢ়ীয়-বরেন্দ্র-বিভাগ-কালে, পিতার এক পুত্র 'রাঢ়ীয়' এবং অন্য পুত্র বরেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জাগত শাণ্ডিল্য- গোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ ও দামোদর; তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ রাঢ়ীয় এবং দামোদর বরেন্দ্র। এইরূপ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় তিথিমেধার এক পুত্র 'শ্রীহর্ষ' রাঢ়ীয়, অন্য পুত্র 'গৌতম' বরেন্দ্র; কাশ্যপ-গোত্রীয় বীতরাগের পুত্র 'দক্ষ' রাঢ়ীয়, 'সুষেণ' ও 'কৃপানিধি' বরেন্দ্র; সাবর্ণ-গোত্রীয় সৌভরির পুত্র 'বেদগর্ভ' রাঢ়ীয়, পরাশর বরেন্দ্র। কেবল তাহাই নহে; ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ প্রথমে যখন বরেন্দ্রভূমে বসবাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বরেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিলেন; তৎপরে তাঁহারা যখন রাঢ়-দেশে গিয়া বসতি করেন, তখন রাঢ়ীয় মধ্যে পরিগণিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক পরিচয় আর কি

দিব? বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিবার সময়, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির যে সন্তান-সন্ততি জন্মে, তাঁহারা বরেন্দ্র বলিয়া পরিচিত; এবং ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র উভয় সম্প্রদায়ের-ই আদি-পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই-মাত্র উল্লেখ করিলে-ই যথেষ্ট হইবে যে, ভট্টনারায়ণ রাঢ়-দেশে গিয়া বসতি করিবার পূর্ব্বে, “আদি-গাঞি” নামে তাঁহার যে পুত্র-সন্তান জন্ম-গ্রহণ করেন, তিনি-ই প্রধানতঃ, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের আদি-স্থানীয় এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ় দেশে গিয়া বসতি করার পর, তাঁহার যে সন্তান-সন্ততি হয়, তাঁহারা সকলে-ই রাঢ়ীর সমাজ-ভুক্ত। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু-গণ অনুমান করেন, ৯৫৪ শকে (৪৩৯ সালে) আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-গণ এদেশে সমাহূত ও প্রতিষ্ঠিত হন; এবং পরবর্ত্তি-কালে ক্রমশঃ বংশ-বৃদ্ধির সহিত, তাঁহাদের মধ্যে নানা-প্রকার শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। অনেকের অনুমান, আদিশূরের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে, বল্লালসেন বঙ্গ-সিংহাসনে সমা-

রূঢ় হন ; এবং সেই সময় হইতে-ই, রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রের পার্থক্য বিশেষরূপে বিহিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে-ও, বরেন্দ্রভূমি হইতে গিয়া, কেহ রাঢ়-দেশে বাস করিলে, রাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হইতেন ; কিন্তু বল্লালসেনের সময় হইতে-ই সে প্রথা রহিত হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, ভট্টনারায়ণাত্মজ 'আদি-গাঞির' বংশ-সম্ভূত অধস্তন একাদশ পুরুষ, বিন্দুসাগরের দুই পুত্রের এক পুত্র 'জয়সাগর' বরেন্দ্র-ভূমে বাস-হেতু বরেন্দ্র এবং অন্য সুত 'মণিসাগর' রাঢ়-দেশে গিয়া বসবাস-হেতু রাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হন। যাহা হউক, এতৎ-পরবর্ত্তি-কালে এরূপ ঘটনা আর ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, বল্লালসেন, রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র, উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পাকাপাকি একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেন ; তাহাতে ৭৫০ শত ঘর ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় এবং ১০০ শত ঘর ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত হন। তদবধি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায়।

কৌলিন্য-স্থাপন।

—:*:—

রাঢ়ীয়-বরেন্দ্র শ্রেণী-বিভাগের দৃঢ়তা সম্পাদনের পর, বল্লালসেন ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে, কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ 'আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি (আবৃত্তি), তপ ও দান'—এই নব-গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাঁহারা-ই 'কুলীন' আখ্যা লাভ করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গণ 'শ্রোত্রিয়' বলিয়া পরিগণিত হন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নয়টী গুণের কোন-ও একটী গুণের অভাব হইলে-ই 'শ্রোত্রিয়' এবং নয়টী গুণের সকল-গুলির অধিকারী হইলে-ই 'কুলীন' আখ্যা প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে বরেন্দ্র-কুলে, মোট ১০০ ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে, ৮ ঘর ব্রাহ্মণ কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—(১) শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ;—(২) কাশ্যপ-গোত্রীয় ক্রতু ও মৈত্রেয়;—(৩) বাৎস্য-গোত্রীয় লক্ষ্মীধর ও জয়মামি;—(৪)

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সায়ণাচার্য্য। শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে-ও আবার ক্রিয়া-কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ৮ ঘর 'সিদ্ধ' শ্রোত্রিয় এবং ৮৪ ঘর 'কষ্ট' শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইলেন।

গাঞি বা উপাধি।

পূর্ব্বোক্ত ১০০ শত ঘর বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্য, বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন তাঁহাদিগকে একশত-খানি গ্রাম প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, সেই গ্রাম-সমূহের ৮ খানি গ্রামে আট ঘর কুলীনের, ৮ খানি গ্রামে আট ঘর 'সিদ্ধ' শ্রোত্রিয়ের এবং ৮৪ খানি গ্রামে ৮৪ ঘর 'কষ্ট' শ্রোত্রিয়ের বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার মধ্যে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণ ১৪ খানি গ্রামে, কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণ ১৮ খানি গ্রামে, বাৎস্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণ ২৬ খানি গ্রামে, এবং সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণ ২০ খানি গ্রামে বসতি করিতেন। তখন প্রধানতঃ গ্রামের নামানুসারে তাৎকালিক ব্রাহ্মণ-গণের 'উপাধি' নির্দ্দিষ্ট হইত। অর্থাৎ, 'লাহিড়ী'

গ্রামে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা 'লাহিড়ী'; 'মৈত্র' গ্রামে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা 'মৈত্র'; 'সান্যাল' (সঙ্গামিন) গ্রামে যাঁহরা বাস করিতেন, তাঁহারা 'সান্যাল'; 'ভাদুড়ী' গ্রামে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা ভাদুড়ী; ইত্যাদি। কেবল বরেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-গণ-ই যে, এইরূপে গ্রাম-প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ গাঞি বা উপাধি-যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণ-ও ঐরূপ গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াগাঞি বা উপাধি-যুক্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে-ও 'বন্দ্য'-গ্রামীণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুখটী'-গ্রামীণ মুখোপাধ্যায়, 'চট্ট'-গ্রামীণ চট্টোপাধ্যায়; 'গড়গড়ি'-গ্রামীণ গড়গড়ি, 'হড়'-গ্রামীণ হড় প্রভৃতি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, কি বরেন্দ্র-কুলে,কি রাঢ়ীয়-কুলে,কোন-ও কুলে-ই এখন সকল-গ্রামীণ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কালানুগত নূতন নূতন উপাধি-সূত্রে এবং বংশাধিক্য-হেতু স্থান পরিবর্ত্তন বিধায়, অনেকের-ই পূর্ব্বতন গ্রামিক পরিচয় বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

অধুনা রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র উভয়-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-

গণের মধ্যে-ই, নানা নূতন নূতন উপাধি দৃষ্ট হয়; এবং সে সকল উপাধি দেখিয়া, তাঁহারা কোন্ গ্রামীণ, কোন্ শ্রেণীর বা কোন্ গোত্রের ব্রাহ্মণ, কিছু-ই নির্ণয় করা যায় না। মনে করুন, চক্রচর্ত্তী, চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, রায়, সরকার, খাঁ প্রভৃতি যে সকল উপাধি অধুনা রাঢ়ীয়-বরেন্দ্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে-ই প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শুনিলে কি বোঝা যায়? বিশেষতঃ, সে-কালের ন্যায় আজিকালি পিতা-মাতার নিকট কেহ-ই আপন পূর্ব্ব-পরিচয় প্রাপ্ত হয় না; পূর্ব্বে যেরূপ কোন্ শ্রেণী, কোন্ গাঁই প্রভৃতি বিবিধ কৌলিক-তত্ত্ব বালকদিগকে শিখান হইত, সে প্রথা এখন উঠিয়া-ই গিয়াছে। সুতরাং, অনেকে-ই পূর্ব্ব-পরিচয় বিস্মৃত; এবং সেই হেতু অনেকের-ই আদি-বাস-গ্রামের নাম যে পরিবর্ত্তিত ও বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, বরেন্দ্র-কুলের একশত গ্রামীণ ব্রাহ্মণের মধ্যে এক্ষণে মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গ্রামীণ ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়; যথা,—শাণ্ডিল্য-গোত্রে লাহিড়ী, রুদ্র বাগছি, সাধু বাগছি, চম্পটি, সিহরী

প্রভৃতি; কাশ্যপ-গোত্রে ভাদুড়ী, করঞ্জ, মধুগ্রামী প্রভৃতি; বাৎস্য-গোত্রে সান্যাল, ভীম-কালিয়াই, ভট্ট-শালী, জামরুলি, কালীগ্রামী, কামদেব-কালী প্রভৃতি; ভরদ্বাজ গোত্রে ভাদড়, গোস্বালম্বী, লাড়ুলি, খোর্জ্জার, গোগ্রামী, উচ্ছরখি, সরিয়াল বা সরল, রত্নাবলী, আতুর্থী, রাই, কামাল প্রভৃতি; সাবর্ণ-গোত্রে সিংদিয়াড়, পাকড়ী প্রভৃতি। এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গ্রামীণ ব্রাহ্মণের মধ্যে আট গ্রামীণ ব্রাহ্মণের সমাজ-স্থান আজি-ও নির্ণয় করিতে পারা যায়। প্রতিপন্ন হয়—মৈত্র-গ্রামী ও লাহিড়ী-গ্রামী ব্রাহ্মণ-গণের সমাজ নাটোরের সন্নিহিত স্থানে; রুদ্রবাগছির সন্তান-গণের সমাজ পাবনা জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে; ভীম কালিয়াই-গ্রামী ব্রাহ্মণ-গণের সমাজ পাবনা জেলার মথুরা প্রভৃতি স্থানে, সান্যাল-গণের সমাজ রাজসাহী জেলার বলিহার অঞ্চলে; এবং সাধু বাগছির সন্তান-গণের সমাজ ঢাকা-জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ছিল।

বিবাহ-ব্যবস্থা।

কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপনের পর, বহু-দিন পর্য্যন্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সমভাবে কন্যা আদান-প্রদান চলিয়া আসিয়াছিল। তখন কুলীনের কন্যা কুলীনে বা শ্রোত্রিয়ে সমর্পণ করা যাইত, এবং শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীন বা শ্রোত্রিয় বিবাহ করিতে পারিতেন। তবে বলা বাহুল্য, কুলীনের ঔরস-জাত পুত্র কুলীন, এবং শ্রোত্রিয়ের ঔরস-জাত পুত্র শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেন। অনুমান খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে এই প্রথা রহিত হয়। কান্যকুব্জাগত কাশ্যপ-গোত্রীয় সুষেণ হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী জন্ম-গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত বিবাহ-প্রথা রহিত করিয়া, বরেন্দ্র-কুলে বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তনের তিনি-ই মূলী-ভূত। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ হইতে, অধস্তন উন-বিংশ পুরুষে, বল্লভাচার্য্য লাহিড়ী আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তনায়, তিনি-ই উদয়নাচার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন। ইহাঁদের দুই

জনের চেষ্টায় স্থিরীকৃত হয়,—কুলীনের কন্যা এক-মাত্র কুলীনকে-ই সম্প্রদান করিতে হইবে; শ্রোত্রিয়ে কন্যা-দান করিলে কুলীনের কুল-নাশ ঘটিবে; কিন্তু কুলীন-গণ অবাধে কুলীন ও শ্রোত্রিয় উভয়ের কন্যা-ই বিবাহ করিতে পারিবেন। এই উপলক্ষে বল্লভাচার্য্য, উদয়না-চার্য্যের লীলাবতী নাম্নী কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। এই সময়ে বরেন্দ্রদিগের মধ্যে "করণ" এবং "পরিবর্ত্ত" প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। 'করণ' অর্থ প্রধানতঃ আদান-প্রদান-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা। 'পরিবর্ত্ত'-প্রথায় কুলীনের কন্যা প্রধানতঃ কুলীনে-ই অর্পিত হইবে—ইহা-ই ধার্য্য হয়।

বরেন্দ্র-কুলে 'কাপ' উৎপত্তি।

বল্লালসেনের পরবর্ত্তী কালে অনেক দিন পর্য্যন্ত, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণ কুলীন ও শ্রোত্রিয়, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। উদয়নাচার্য্য এবং বল্লভা-চার্য্যের মধ্যে শ্বশুর-জামাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর,—অর্থাৎ কুলীন-কন্যা একমাত্র কুলীনে-ই সমর্পিত

হইবে—এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ও তদনুসারে প্রথম কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর,—বরেন্দ্র-কুলে 'কাপ' নামক অপর এক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির সূত্র-পাত হয়। উদয়নাচার্য্য আপন প্রথমা পত্নীর গর্ভ-জাত ছয়টি পুত্রকে, সম্ভবতঃ নব-গুণের কোন-ও গুণের অভাব প্রযুক্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা হইতে অপসারিত করেন। কিন্তু উদয়না-চার্য্যের সেই ছয়টি পুত্র এবং মধু মৈত্রের ত্যক্ত পুত্র-গণ একত্র হইয়া, পরস্পর করণাদি দ্বারা কুলীন বলিয়া পরিচিত হইতে যত্নবান্ হন। যাবনিক সংশ্রব-দোষ-যুক্ত কয়েক জন পতিত কুলীন-ও তাঁহা-দের সহিত যোগ-দান করেন। ইঁহাদের সকলের-ই চেষ্টা হয় যে, ত্রুটি সত্ত্বে-ও ইঁহারা কুলীন বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ফলে, কুলী-নের মধ্যে বহু-দোষাশ্রিত ব্যক্তি এই সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ায়, ইহাঁরা 'কাপ' বা 'কপট' নামে অভিহিত হন। প্রথমতঃ, কাপ-গণ সমাজে বড়-ই ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। কিন্তু পরিশেষে রাজসাহী—তাহেরপুরের রাজা কংশ-

নারায়ণের চেষ্টায়, তাঁহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্য-বর্ত্তী আসন-প্রাপ্ত হন এবং তখন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের দল-ভুক্ত হন। অনেকে অনুমান করেন, উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে (অনু-মান ১৩০০ শকে) বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণ 'কুলীন', 'কাপ', 'শ্রোত্রিয়' এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। অধুনা বরেন্দ্র-গণ প্রধানতঃ উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ে-ই বিভক্ত আছেন।

—

কুলীনদিগের শাখা-প্রশাখা।

কাল-ক্রমে কুলীন-গণ-ও আবার নানা শাখা-প্রশা-খায় বিভক্ত হন। পরবর্ত্তি-কালে প্রধানতঃ তাঁহা-দের মধ্যে আটটি শাখা বা 'পটী' হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'পটী' বা শাখা-সমূহে 'থাক,' 'মত' প্রভৃতি বহু উপ-শাখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে সেই আটটী 'পটী' বা শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, তৎপরে ক্রমশঃ তদন্তর্গত 'থাক' বা 'মত' প্রভৃতির আলোচনা করা যাইবে। আটটী পটীর নাম ; —(১) জোনালী

পটী, (২) নিরাবিল পটী, (৩) রোহিলা পটী, (৪) ভূষণা পটী, (৫) কুতবখানী পটী, (৬) আলিয়াখানী পটী, (৭) ভবানীপুরী পটী, (৮) বেণী পটী। কেহ কেহ বলেন, উদয়নাচার্য্যের সময়ে কুলীন-গণ গুণানুসারে এইরূপ 'পটী' বা শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। তাঁহার অধস্তন নবম বা দশম পুরুষের সম-সময়ে এইরূপ 'পটী'-বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই 'পটী' বা শাখা-বিভাগের মূল কারণ,—কুলীনদিগের ক্রটি-বিচ্যুতি এবং দলাদলি। কোথা-ও বা কোন-ও কুলীনের সামান্য একটু দোষ পাইয়া, তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত করিবার চেষ্টায়, কেহ একটা দল বা পটী গঠন করিয়াছেন। কোথা-ও বা হিংসা-দ্বেষ-বশে কাহাকে-ও 'নীচু' করিবার চেষ্টায়, পরস্পরের মধ্যে-ও একটা পার্থক্যের বা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ, প্রথমে এক এক সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিতে গিয়া, এক একটী 'পটী' বা শাখার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে কুলীন-গণের মধ্যে কেহ-ই কোন-না-কোন পটী বা শাখার বহির্ভূত থাকিতে

পারেন নাই। এখন তাই 'পটী'ভুক্ত ভিন্ন কুলীন-ই নাই,—অধিক আর কি বলিব? অধুনা ঐ সকল 'পটী' বা শাখার মধ্যে-ও আবার 'মত' 'থাক' প্রভৃতি নানা প্রশাখা বা উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল শাখা ও উপশাখা প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ সময়-নির্দ্দেশ বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। তবে অনুমান হয়, উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম পুরুষের পর হইতে নাটোরের রাজা রামজীবনের সম-সময়ে (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে) 'পটী'-বন্ধ-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। পটীর মধ্যে 'থাক' বা 'মত' প্রভৃতি প্রশাখা সৃষ্টি সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। যাহা-ই হউক, 'পটী', 'থাক' 'মত' প্রভৃতি যত-ই শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হউক, তৎ-সমুদায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে-ই যে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা স্বতঃ-ই মনে হয়। বঙ্গদেশ পরা-ধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে-ও, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-রাজাদিগের প্রভাব ও ধর্ম্মানুরাগ অক্ষুন্ন ছিল, সেই সময়ের মধ্যে-ই, এই সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম হওয়ার সম্ভাবনা। ফলতঃ, ইংরেজের প্রভাবে পাশ্চাত্য-ভাবে

বিভোর হইবার পূর্ব্বে-ই, বরেন্দ্র-সমাজে যে সমাজ-বন্ধন-ব্যাপার সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

আট পটীর বিবরণ।

(১) "জোনালী পটী।"

প্রথম—"জোনালী পটী"। এই পটীর মধ্যে চারিটী 'থাক' আছে; (১) জোনালী, (২) চাঁড়ালী, (৩) দর্পনারায়ণী, (৪) অদৃষ্ট-কন্যা। এই পটী সৃষ্টির ইতিহাস এই:—বর্ণিনামা-গ্রামের ব্রাহ্মণ-গণ তত্রত্য এক মৃত ব্রাহ্মণের শব দাহ না করিয়া, জোনালী গ্রামে রাখিয়া যায়। জোনালী গ্রামের পুরন্দর মৈত্র-প্রমুখ ব্রাহ্মণ-গণ সেই শব দাহ করেন। কুলজ্ঞ-গণ পূর্ব্ব হইতে-ই পুরন্দরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই শব-দাহ-সূত্রে তাঁহারা পুরন্দর ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণকে 'জোনালী' নামে পরিচিত করেন; এবং তদবধি 'জোনালী' একটী 'পটী' বলিয়া

অভিহিত হয়। এই 'পটীর' মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুরন্দর প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-গণ 'জোনালী' শাখার অন্তর্গত। এই পটীর দ্বিতীয় শাখার নাম 'চাঁড়ালী'। বিষ্ণু ভাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি চণ্ডালিনী-গমন-অপবাদ-গ্রস্ত হন; তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণে রামচন্দ্র লাহিড়ীর 'চাঁড়ালী' দোষ ঘটিয়াছিল। তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তি-গণ 'চাঁড়ালী' শাখার অন্তর্ভুক্ত। জোনালী পটীর তৃতীয় শাখা—'দর্পনারায়ণী'। তাহিরপুরের রাজা দর্পনারায়ণের বাস্তভিটায় ব্রহ্ম-হত্যা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী সেই ভিটায় ভোজন করায় 'দর্পনারায়ণী' দোষে দুষ্ট হন। তদবধি তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তি-গণ 'দর্প-নারায়ণী' নামে অভিহিত। জোনালী পটীর চতুর্থ শাখা—'অদৃষ্ট-কন্যা'। শ্রোত্রিয় পাত্রে বাগ্দত্তা কুলীন-কন্যা 'অদৃষ্টা-কন্যা' বলিয়া পরিচিত। শ্রীনারায়ণ মৈত্র সেইরূপ এক কন্যাকে বিবাহ করায় 'অদৃষ্ট-কন্যা' দোষে দুষ্ট হন। তৎসংসৃষ্ট সম্প্রদায় 'অদৃষ্ট কন্যা' শাখার অন্তর্গত। জোনালী পটী সৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে বুঝা যায়, উদয়নাচার্য্যের অধস্তন

নবম পুরুষের সময় এই পটীর সৃষ্টি হয়। তাহের-পুরের দর্পনারায়ণ ঠাকুর, পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের অধস্তন নবম-পুরুষ; পুরুষোত্তম, উদয়নাচার্য্যের সম-সাময়িক কুল্লূক ভট্টের ভ্রাতা। বিশেষতঃ, উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী-ই প্রথম দর্পনারায়ণী দোষে দুষ্ট হইয়াছিলেন।

(২) নিরাবিল পটী।

দ্বিতীয়—"নিরাবিল পটী।" যে সময়ে জোনালী পটীর মধ্যে দর্পনারায়ণী ও চাঁড়ালী শাখার সৃষ্টি হয়, সেই সময় আট জন নির্দ্দোষ কুলীনকে লইয়া এই 'নিরাবিল পটী'র সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইহা পটী নামে অভিহিত হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে 'দর্পনারায়ণী' প্রভৃতি দোষ-যুক্ত, পূর্ব্বোক্ত কুলীন-গণ 'নিরাবিলের' অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, ইহা-ও 'পটী' বলিয়া গণ্য হয়। এই পটীর মধ্যে দুইটী থাক আছে; (১) দত্তকের থাক, (২) বাহির ভাব থাক। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, দত্তক-পুত্রে কৌলীন্য থাকিত না। কিন্তু নিরাবিল পটীর কুলীন-গণ বংশ-রক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ আরম্ভ

করেন, এবং তাঁহাদের দত্তক-পুত্র-গণ কুলীন বলিয়া পরিচিত হন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের শাসন-সময়ে, দত্তক-পুত্র কুলীন বলিয়া প্রথম গণ্য হইয়াছিলেন। সেই হইতে-ই নিরাবিল পটীতে 'দত্তকের থাক' শাখার উৎপত্তি। 'বাহির ভাব' থাক সৃষ্টির স্থূল কারণ,—পাঁচুড়িয়া দোষ-গ্রস্ত কতক-গুলি লোক, এই পটীতে মিশিয়া গিয়াছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীতে 'পিরালি' দোষ যেরূপ, বরেন্দ্র শ্রেণীতে 'পাঁচুড়িয়া' দোষ-ও তদ্রূপ। দোষ-গ্রস্ত ঐ শ্রেণীর কুলীন-গণকে তাহেরপুরের তাৎকালিক রাজা, কুলীন-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কিন্তু ঐ সকল কুলীন-গণ এক্ষণে 'বাহির ভাব' থাক নামে পরিচিত। নাটোর এবং তাহেরপুর, নিরাবিল পটীর কুলীন-গণের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন।

(৩) রোহিলা পটী।

এই পটী সৃষ্টির ইতিহাস এই :—দিল্লীর বাদ-সাহের অধীনে প্রচণ্ড খাঁ ভাতুড়ী সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ম্ম-সূত্রে কিয়দ্দিন তাঁহাকে

রোহিলখণ্ড দেশে অবস্থিতি করিতে হয়। সেই সময় তাঁহার পরিবার-বর্গ-ও তাঁহার সঙ্গে ছিল। বাদসাহের নিকট সম্মান-জনক খাঁ উপাধি এবং বহু ধন-সম্পদ লাভ করিয়া, তিনি যখন দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, সেই সময়ে কতক-গুলি ঈর্ষা-পরায়ণ লোক প্রচার করে যে, প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী রোহিলা-জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছেন; এবং সেই সূত্রে তাহারা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে। যাহা হউক, পরে অনুসন্ধানে সে অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়; এবং প্রচণ্ড খাঁ নিষ্কলঙ্ক-চন্দ্র-রূপে কুলীন-সমাজে বিরাজমান রহেন। যাহা হউক, এই হইতে-ই কুলীন-গণের মধ্যে 'রোহিলা পটীর' সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। এই পটীর মধ্যে তিনটী থাক, এবং বহু মত দৃষ্ট হয়। থাক তিনটী এই;—(১) মেঘনা, (২) মমিনপুরী, (৩) রূপাই বা রূপসী। কি কি কারণে এই থাক তিনটীর সৃষ্টি হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। তবে অনুমান হয়, বহু শ্রেষ্ঠ কুলীন এই পটীর অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায়, প্রথমতঃ গ্রাম বা সমাজ অনুসারে

'থাক' সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থাৎ, এই পটীর যে সকল কুলীন 'মেঘনা'-অঞ্চলে বসবাস করিতেন, তাঁহারা 'মেঘনা'-থাক নামে পরিচিত হন, ইত্যাদি। 'থাকের' মধ্যে আবার 'মত' বিভাগ,—শাখার অঙ্গে প্রশাখা উপশাখার ন্যায় বিরাজমান। যেমন,—'মেঘনা' থাকের মধ্যে চামু বাগছীর মত, বিনোদ বাগছীর মত, যদু লাহিড়ীর মত, শঙ্কর মৈত্রের মত, হরেকৃষ্ণ বাগছীর মত, তিনকড়ি সান্ন্যালের মত ইত্যাদি। এই সকল মত বা উপশাখা-সমূহ সৃষ্টির কারণ—বড়-ই রহস্য-মূলক। চামু বাগছী ও বিনোদ বাগছী দুই ভাই ছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। সেই জন্য দুই ভাই দুইটা দল করিয়া বসেন। তাহাতে, যে সকল কুলীন চামু বাগছীর দল-ভুক্ত হন, তাঁহারা 'চামু বাগছীর মতের কুলীন,' এবং যাঁহারা বিনোদ বাগছীর দল-ভুক্ত হন, তাঁহারা 'বিনোদ বাগছীর-মতের কুলীন' আখ্যা লাভ করেন। অন্যান্য মত-ও এইরূপ আড়া-আড়ি-তে-ই সৃষ্টি হইয়াছিল। মেঘনা-থাকের ন্যায়, মদিন-

পুরী-থাকে-ও—(১) ছয় ঘরিয়ার মত, (২) রামনাথ লাহিড়ীর মত, (৩) কৃষ্ণরাম সান্যালের মত দৃষ্ট হয়। ছয় ঘরিয়ার 'মত' সৃষ্টির ইতিহাস এই যে, উদয়নাচার্য্যের পরিত্যক্ত পুত্র চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর 'করণ' সময়ে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'ছয় ঘরিয়া' আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেই সংস্রব-যুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি-ই 'কাপ' হইয়াছিলেন ; কিন্তু দুই-চারিজন কুলীন দূর-সংস্রব-হেতু অব্যাহত ছিলেন। মমিনপুর থাকের ছয়ঘরিয়া মতের সৃষ্টি—তাঁহাদের-ই বংশধর-গণের সংস্রব-হেতু ঘটিয়াছিল। মতান্তরে জানা যায় যে. মমিনপুর থাকের মধ্যে ছয়টি বিশিষ্ট ঘর এক হইয়া 'ছয় ঘরিয়া' বলিয়া পরিচিত হন। কৃষ্ণরাম এবং রামনাথ, আপনাপন প্রাধান্য স্থাপন মানসে, দুইটী মত বা উপশাখার সৃষ্টি করিয়া যান। সেই দুই মত, যথাক্রমে "কৃষ্ণরামের মত" ও "রামনাথের মত" নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ, তৎকালে বরেন্দ্র-সমাজে যাঁহার-ই কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তিনি-ই এক একটী মতের বা সম্প্রদায়ের

কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিলেন। এই সূত্রে, যে মতের পৃষ্ঠ-পোষক যাদৃশ সম্পত্তিশালী বা প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মত তাদৃশ বলবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'রূপাই'-থাকে সম্ভবতঃ তাদৃশ বড়লোক ছিল না বলিয়া, ঐ থাকে তত শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয় নাই। তিনটী প্রধান থাক ব্যতীত রোহিলা-পটীতে 'পীরগাছার ভাব' নামে আর একটী 'থাক' আছে। পীরগাছার কোন-ও শ্রোত্রিয়ের কন্যা রোহিলাপটীর কোন-ও কুলীন বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার সংসৃষ্ট ব্যক্তি-গণ 'পীরগাছার ভাব' থাকের অন্তর্নিবিষ্ট হন। রোহিলা-পটীর মধ্যে দত্তক-গ্রহণের প্রথা আদৌ ছিল না। অধুনা 'ছয় ঘরিয়ার মতের' মধ্যে দুই একটী দত্তক-গ্রহণ দৃষ্ট হইতেছে।

(৪) ভূষণা পটী।

কোন-ও নীচ জাতীয়া স্ত্রীর সংস্রব-দোষে ভূষণা-প্রদেশের মৈশালা এবং আলামী-গ্রামের শ্রোত্রিয়-গণ দোষ-যুক্ত হন। সেই গ্রামের শ্রোত্রিয়-গণের সহিত রত্নাবলী-গ্রামের জিতামিশ্রের সম্বন্ধ ছিল। জিতা-

মিশ্রের পুত্র-গণ কুলীনে কন্যা সমর্পণ করেন। যে সকল কুলীন এই বিবাহে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা 'ভূষণা পটীর' কুলীন বলিয়া অভিহিত হন। ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজা রুদ্র সিংহ এই পটীর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সাহায্যে (১২০৭ সালে) এই পটীতে তিনি দত্তক-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই পটীতে প্রথমে 'দত্তকের থাক' এবং 'গোকুল সান্যালের থাক' নামে দুই-টা উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। এক্ষণে (১২৮৭ সাল হইতে) ঐ দুই থাক এক হইয়া গিয়াছে।

(৫) কুতবখানি পটী।

অধুনা এই পটীর কুলীন দৃষ্ট হয় না। সকলে-ই 'কাপ' বা 'শ্রোত্রিয়' হইয়া গিয়াছেন। এই পটী সৃষ্টির ইতিহাস এই যে, কয়রার মথুর চৌধুরীর অল্প-বয়স্কা কন্যাকে কুতব খাঁ নামক জনৈক সোয়ারে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অল্প পরে-ই সেই কন্যার উদ্ধার সাধন হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র সেই কন্যার পাণি-

গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দোষে তাঁহার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তি-গণ 'কুতবথানি পটীর' অন্তর্ভুক্ত হন।

(৬) আলিয়াথানী পটী।

এই পটীতে-ও কুলীন আর নাই বলিলে-ও অত্যুক্তি হয় না। শুনা যায়, ফরিদপুর-জেলার হালসার কয়েক ঘর চৌধুরী, এক্ষণে ঐ পটীর কুলীন-মধ্যে গণ্য। সুবুদ্ধি রায়ের সহিত আলিয়ান খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের মিত্রতা ছিল। সুবুদ্ধি রায়ের সংস্রব-যুক্ত ব্যক্তি-গণ তাই 'আলিয়াথানী পটীর' অন্তর্ভুক্ত হন। এই পটী এক্ষণে বিলুপ্ত-প্রায়।

(৭) ভবানীপুরী পটী।

আলিয়াথানি পটীর সদানন্দ চৌধুরীর সহিত রামচন্দ্র বাগছীর মনান্তর ছিল। রামচন্দ্রের সহিত বগুড়া-জেলার ভবানীপুর গ্রামের মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যার বিবাহ হয়। মথুরেশ স্ব-গ্রামের ভবানী দেবীর পুরোহিত ছিলেন। সেই উপলক্ষে সদানন্দ, কুলজ্ঞ-দিগকে হস্ত-গত করিয়া, রামচন্দ্রকে 'পূজক'-নামা ও

'গ্রাম'-নামা দোষ প্রদান করেন। ইহাতে-ই 'ভবানী-পুরী পটীর' সৃষ্টি হয়। এককালে পুঁটিয়ার রাজারা এই পটীর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। এক্ষণে এই পটীর-ও তাদৃশ প্রভাব দেখা যায় না।

(৮) বেণী পটী।

ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজারা প্রথমে 'ভূষণা পটীর' পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন; শেষে ইহাঁরা বেণী পটীর পক্ষাবলম্বন করেন। বেণী রায় নামক জনৈক শ্রোত্রিয়ের দস্যু অপবাদ ছিল। বেণী রায়-কুলীনে কন্যা-দান করেন। এই সূত্রে বেণী রায়-সংসৃষ্ট কুলীনেরা 'বেণী পটীর কুলীন' বলিয়া গণ্য হন। সুসঙ্গের রাজার উদ্যোগে এই পটী এক সময়ে সমধিক সম্মান-লাভ করিয়াছিল।

বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ—বিবাহ-ব্যবস্থা।

কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের প্রথম অবস্থায় কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পুত্র-কন্যা উভয়ের-ই আদান-

প্রদান চলিয়াছিল। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক 'করণ' প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, কুলীনে কুলীনে-ই প্রধানতঃ বিবাহ আরম্ভ হয়। তখন কুলীনের কন্যা কুলীনে-ই সমর্পিত হইত; কুলীন-পাত্র-গণ কুলীন-কন্যার পাণি-গ্রহণে-ই সমধিক সম্মান-ভাজন হইতেন। তবে 'সিদ্ধ' শ্রোত্রিয়-গণের কন্যা-ও কুলীনে বিবাহ করিতে পারিতেন; এবং তাহাতে—কুলীনে কন্যা দান করায়, শ্রোত্রিয়ের মুখ উজ্জ্বল হইত। অতঃপর 'কাপ'-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইলে, বিবাহ-প্রথার আর একটু পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। রাজা কংশনারায়ণের সভায় সর্ব্ব-শ্রেণীর কুলীন ও শ্রোত্রিয়-গণের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণ উপস্থিত হইয়া স্থির করিলেন যে,—

(১) কাপের কন্যা-গ্রহণে বা কাপে কন্যা-দানে কুলীনের কুল-পাত হইবে, অর্থাৎ কুলীনকে কাপ হইতে হইবে।

(২) শ্রোত্রিয়-গণ কুলীন ও কাপ উভয় সম্প্রদায়ে-ই কন্যা-দান করিতে পারিবেন; কিন্তু কুলীন-গণ বা কাপ-গণ শ্রোত্রিয়ে কন্যা-দান করিতে পারিবেন না,

তাহাতে তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে। এই সময়ে শ্রোত্রিয়-গ-ণও 'সিদ্ধ', 'সাধ্য' এবং 'কষ্ট' এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। করঞ্জ, ভট্টশালী, চম্পটী, আতুর্থি. নাড়ুলি, কামদেব, কালিহাই, নন্দনবাসী,—এই আট-গ্রামীণ শ্রোত্রিয়-গণ 'সিদ্ধ' শ্রোত্রিয় আখ্যা লাভ করেন; এবং উচ্ছরথি, বিশী, রত্নাবলী, গোস্বালম্বী, শিহরী, রাই, খর্জ্জুরী, জামরুখী,—এই আট গ্রামী শ্রোত্রিয় 'সাধ্য'-শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। এই ষোড়শ গ্রামীণ শ্রোত্রিয় ব্যতীত অপরাপর শ্রোত্রিয় গণ 'কষ্ট' শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত রহেন। প্রথম প্রথম 'সিদ্ধ' ও 'সাধ্য' শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রহণ-ই কুলীনের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কিন্তু কাল-ক্রমে কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা-ও কুলীন কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রোত্রিয়-গণ প্রথমতঃ 'সিদ্ধ' ও 'সাধ্য' শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে ই, সমধিক সৌভাগ্য-শালী বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিতেন। কাপ গণ-ও, কুলীনের কন্যা গ্রহণে এবং 'করণ' করিয়া, কুলীনে কন্যা-দানে সমধিক গৌরবান্বিত

হইতেন। এইরূপে গৌরব-বৃদ্ধির অভিলাষে, সময়ে সময়ে,বহু অর্থ-ব্যয়ে, তাঁহারা বহু কুলীনের পাত্র ও কন্যা গ্রহণ করিয়া, অনেক কুলীনকে কাপ-মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি আদান-প্রদানের যে যে নিয়ম শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রবর্ত্তিত হয়, আজি-ও—শকাব্দা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে-ও—সেই সকল নিয়মের অধিকাংশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে সময়ের আবর্ত্তনে কুলীনদিগের ভিতর নানা শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হওয়ায়, তাঁহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে নানা পরিবর্ত্তন ঘটি-য়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে কুলীনদিগের পর-স্পরের মধ্যে, এখন এইরূপ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে যে, এখন আর এক এক 'পটীর' কুলীন-গণের মধ্যে-ও অবাধে বিবাহ চলিতে পারে না। মনে করুন, রোহিলা-পটীর কুলীন গণের মধ্যে 'মেঘনা', 'মমিন-পুরী' ও 'রূপাই' নামে তিনটী থাক আছে; কিন্তু উহার মেঘনা-থাকের কুলীন যে মমিনপুরী-থাকের কুলীনের

সহিত সহজে আদান-প্রদান করিতে সম্মত হইবেন, তাহা নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে, এক পক্ষ অপর পক্ষ হইতে যেন একটু নীচু হইয়া পড়িলেন বলিয়া মনে করেন। কেবল কি তাই? মেঘনা-থাকের মধ্যে চামু বাগছী, বিনোদ বাগছী বা শঙ্কর মৈত্র প্রভৃতির যে 'মত' আছে, তাঁহাদের ত এক মতের কুলীনের সহিত অন্য মতের কুলীনের আদান-প্রদানে অনেক-স্থলে ঘোর আপত্তি উঠিয়া থাকে। অর্থাৎ, চামু বাগছীর মতের কুলীনের সহিত চামু বাগছীর মতের কুলীনের, এবং বিনোদ বাগছীর মতের কুলীনের সহিত বিনোদ বাগছীর মতের কুলীনের আদান-প্রদান চলিবে,—ইহা-ই প্রশস্ত। ইহার অন্যথায়, নানা আপত্তি উঠিয়া থাকে। ইহাতে ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, কুলীনের পাত্র পাওয়া এক্ষণে বড়-ই দুর্ঘট হইয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রোত্রিয় গণ কুলীনের পাত্র অবাধে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন, কিন্তু কুলীনকে আপন কন্যার বিবাহের জন্য কেবল কুলীন-পাত্রের-ই মুখাপেক্ষী থাকিতে হইয়াছে;—ইহাতে কুলীনের

কন্যা-দায়-উদ্ধারে কষ্টের আর অবধি নাই। একে ত কন্যা-দায় উদ্ধারের সময় তাঁহাদিগকে নিজের 'পটীর,' নিজের 'থাকের,' নিজের 'মতের' কুলীন-পাত্র খুঁজিতে হয়, তাহার উপর দান-পণ প্রভৃতির চাপে তাঁহাদের মান-প্রাণ বাঁচান অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুলীনের পাত্র, কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় তিন সম্প্রদায়-ই গ্রহণ জন্য ব্যাকুল হওয়ায়, 'বহু-বিবাহ' প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এখন বহু-বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, অথচ কুলীন-পাত্র শ্রোত্রিয় প্রভৃতি অন্য স্তরের পাত্রী বিবাহ করিতে পারিতেছেন। ইহা বড়-ই বিপত্তি-জনক। পাত্র ভিন্ন স্তরে যাইতে পারে, কিন্তু কন্যা সম-স্তরে রাখিতে হইবে,—বিপত্তির মূল এই খানে-ই। অধিক আর কি বলিব? এ বিষয়ে কুলীন-মাত্রে-ই ভুক্ত-ভোগী; সুতরাং এই বিপদ নিরসনের উপায় নির্দ্ধারণে তাঁহারা-ই যত্নবান্ হউন,—এই বাসনা।

পণ-দান প্রভৃতি।

বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, প্রথমে-ই পণ-দান প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। পূর্ব্বে কি ছিল, এবং এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে,—স্বতঃ-ই সেই চিন্তায় হৃদয় অবসন্ন হয়। কৌলীন্যের সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে প্রথমে পণ-প্রথার প্রবর্ত্তনা হয়। সর্ব্ব প্রথমে—কৌলীন্য-প্রথা-সৃষ্টির প্রারম্ভ-কালে—পণ-দানাদির নিয়ম কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কুলীনে বিবাহে ১১৲ এগার টাকা পণের কথা আমি শুনিয়াছি; এবং তৎপরবর্ত্তী কালে ৫১৲ একান্ন টাকা পণ লইয়া, বহু কুলীনে কুলীনে ও বহু কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু এখন?—এখন বলিতে দশ পনের বৎসরের মধ্যে—পণ-দান প্রভৃতিতে পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাত্রের দর উঠিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। পরে আর-ও যে কি হইবে, কে বলিতে পারে? ফলতঃ, এখন আর পণাপণ কিছু-ই নির্দ্দিষ্ট নাই; যিনি যত

নিতে পারেন বা যিনি যত দিতে পারেন, তাহা-ই এখন পণাপণ মধ্যে গণ্য। কেবল কুলীনের কন্যার বিবাহে-ই যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। এখন কাপের কন্যার বিবাহে-ও এইরূপ পণ-দানের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল তাহা-ই নহে! শ্রোত্রিয়ের কন্যা ভাল-শ্রোত্রিয় ঘরে—সিদ্ধ বা সাধ্য শ্রোত্রিয়ে—অর্পণ করিতে হইলে, সে ক্ষেত্রে-ও আদান-প্রদানের হস্ত হইতে কেহ-ই পরিত্রাণ পান না। ফলতঃ, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে-ই অধুনা পাত্রের একটা অল্প-বিস্তর দর দাঁড়াইয়াছে। যাহার যেমন ক্ষমতা, বাজারে সে তেমন-ই দরে বেচিতে-কিনিতে পারে। কৌলীন্যের সঙ্গে সঙ্গে এখন আবার পাত্রের পিতার পদ মর্য্যাদা, অর্থ-সম্পদ এবং পাত্রের বিদ্যা প্রভৃতি দেখিয়া-ও দর ধার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ-সকল বিষয় অধিক আলোচনা বাহুল্য-মাত্র। যে হেতু, সকল শ্রেণীর মধ্যে-ই এই ভাবের ছায়া-পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে-ও অধুনা এইরূপ পণ-দানের আধিক্য লক্ষিত হয়। অনুকরণ এত-ই বলবৎ।

বিবাহে 'করণ'।

কুলীনের সহিত কুলীনের বিবাহে 'করণ' নামক এক প্রথা প্রচলিত আছে। 'করণ' প্রথমে বিবাহে অঙ্গীকার-করণ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। 'করণ' তিন প্রকার;—(১) আদান-প্রদান করণ, (২) উপকার করণ, (৩) কুলজ করণ। করণের প্রক্রিয়া এইরূপঃ—বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র এবং পাত্রীর পিতা বা ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গ সহ, নদী বা পুষ্করিণীর তটে সমবেত হন। তথায় মাটীর বা পিতলের একটী 'হাঁড়ি' উভয় পক্ষ স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় কুশময় পাত্র ও কুশময়ী পাত্রী প্রস্তুত করিয়া আদান-প্রদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যে কন্যার পিতা বা ভ্রাতা নাই, তাহার করণ হইতে পারে না; সুতরাং সে কন্যার বিবাহ কাপে বা শ্রোত্রিয় দিতে হয়; কোন-ও কুলীন, সে কন্যা বিবাহ করেন না। 'করণ' হওয়ার পর যদি কোন-ক্রমে বিবাহ স্থগিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কন্যার পক্ষে সমূহ দোষ স্পর্শে; এবং সে কন্যার অন্যত্র বিবাহ হওয়া দুর্ঘট

হয়; বিবাহ হইলে-ও, তাহার গর্ভ-জাত পুত্র-গণ, দোষা-শ্রিত বলিয়া সমাজে সম্মান-ভাজন হন না। আদান-প্রদান বিষয়ক করণ মোটামুটি এই প্রকার। 'উপ-কার-করণ' অর্থ—কোন-ও কুলীনের কুল কোন-রূপে দোষাশ্রিত হইলে, অন্যান্য কুলীন-গণ সমবেত হইয়া, তাঁহার সহিত 'করণ' করিয়া তাঁহাকে দোষ-মুক্ত করেন। কুলীন-পাত্র শ্রোত্রিয়-কন্যা বিবাহ করার পর, তাঁহার সেই ত্রুটি-মুক্তির জন্য-ই এই করণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। 'কুলজ-করণের' উদ্দেশ্য এই যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের কুল-রক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ব্যব-স্থায় জ্যেষ্ঠপুত্র 'করণ' করিয়া আপন কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ, পিতার মৃত্যুর পর-ও তাঁহার পুত্রের কুল যে উজ্জ্বল রহিল, অন্যান্য কুলীন-গণের সমক্ষে তাহা সপ্রমাণিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর, কোন-ও একটি 'করণ' উপলক্ষে পুত্র-গণ পরস্পর 'কুশ ছাড়া-ইয়া' লন; 'কুশ ছাড়ান' না হইলে, এক পুত্রের দোষে অন্য পুত্রের কুল "ভাইকরা" দোষ-যুক্ত হয়। পিতা বর্ত্তমানে পুত্র যদি আপন কন্যাকে শ্রোত্রিয়ে

বা কাপ বিবাহ দেন, তাহাতে পিতার কুলে "পোকরা" দোষ বর্ত্তে। এই 'পোকরা' দোষ এবং ভ্রাতৃ-গণের পরস্পরের কুল-ছাড়ানয় যে "ভাই-করা" দোষ হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য, কুলীন-গণের সাহায্যে 'করণ' করার আবশ্যক। কুলীন-গণের সমবেত সাহায্যে-ই ঐ সকল দোষ দূর হইতে পারে।

বর্ত্তমান বরেন্দ্র-সমাজ।

পূর্ব্বে যেমন রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র উভয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-গণের বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন রাঢ়-দেশে-ও বরেন্দ্র-গণ বসতি করেন, আবার বরেন্দ্র-ভূমে-ও রাঢ়ীয়-গণ বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং, এখন আর তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সমাজ-স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, প্রধানতঃ যে যে জেলার যে যে স্থানে আজি-ও বরেন্দ্র-গণ বসতি করেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

(১) রাজসাহী জেলায়—নাটোর, পুটিয়া, রামপুর-বোয়ালিয়া, বলিহার, তাহেরপুর, কাশিমপুর, চৌগ্রাম, পাকুড়িয়া প্রভৃতি। এই জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক বরেন্দ্রের বসতি, ইহা-ই অনুমান হয়। (২) পাবনা জেলায়—মথুরা, ভারেঙ্গা, তাঁতিবন্দ, সলপ, গুণাইগাছা, সাতবেড়ে প্রভৃতি। (৩) ময়মনসিংহ জেলায়—সুসঙ্গ, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর, কালীপুর, গৌরীপুর, গোলোকপুর প্রভৃতি। (৪) ফরিদপুর জেলায়—বেলিয়াকান্দি, স্বর্ণগড়া, মেঘনা, কোঁড়কদি প্রভৃতি। (৫) নদীয়া জেলায়—নবদ্বীপ, কুমারখালী, যদুবয়রা, মাজদিয়া, বিল্বপুষ্করিণী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি। (৬) বর্দ্ধমান জেলায়—চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া, সমুদ্রগড়িয়া, চণ্ডীপুর প্রভৃতি। (৭) হুগলী-হাওড়া জেলায়—শ্রীরামপুর, সাঁত্রাগাছি প্রভৃতি। (৮) ঢাকা-জেলার এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার স্থানে স্থানে-ও বরেন্দ্র-প্রধান বহু স্থান দৃষ্ট হয়। অন্যান্য জেলার-ও নানা স্থানে অধুনা বরেন্দ্র-গণ বসতি করেন। ফলতঃ, কোন্ দেশে কোথায় কোন্

বরেন্দ্র বসতি করেন, এখন আর তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্ণয় করা-ই দুঃসাধ্য। এখন বোধ হয়, এমন কোন-ও জেলা-ই নাই, যে জেলার কোন-না-কোন-ও গ্রামে বরেন্দ্র-গণের বসতি নাই।

উত্তর-বরেন্দ্র।

দিনাজপুর এবং মালদহ জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতক-গুলি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা উত্তর-বরেন্দ্র নামে অভিহিত। উত্তর-বরেন্দ্র-গণের সহিত পূর্ব্বোক্ত এতদ্দেশীয় বরেন্দ্র-গণের কোন-ই সংস্রব নাই। তাঁহাদের মধ্যে 'কাপ' নামক শাখার সৃষ্টি হয় নাই, এবং কুলীনদিগের মধ্যে 'পটী' বিভাগ-ও দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের পাঁচ-গোত্রের মধ্যে ১৬টি গাঞি দৃষ্ট হয়। যথা, শাণ্ডিল্য গোত্রে—চম্পটী, বাগছী, লাবড়, নন্দনাবাসী; কাশ্যপ গোত্রে—ভাদুড়ী, করঞ্জ, শিম্বি; বাৎস্য গোত্রে—কালামী, গৃহশোধনী, মধুগ্রামী; ভরদ্বাজ গোত্রে—রাই, গোপূর্ব্ব, শিরং

শিণ্ঠি, ঝামাল; সাবর্ণ গোত্রে—অন্নাশনী। উত্তর-বরেন্দ্র-গণের বিবাহাদি করণ-কারণ উত্তর-দেশে-ই সমাহিত হইয়া থাকে।

উপসংহার।

বরেন্দ্র-সমাজের ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, আর-ও অনেক কথার আলোচনা করার আবশ্যক হয়। যে সমাজে উদয়নাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য বাণভট্ট, কুল্লূকভট্ট, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল; যে সমাজের আদি-পুরুষ-গণ কর্ত্তৃক পুঁটিয়া, নাটোর, তাহেরপুর, নলডাঙ্গা, মুক্তাগাছা প্রভৃতি বহু রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং এক সময়ে যে মমাজের বরণীয় ব্যক্তি-গণ বঙ্গ-দেশের অধিকাংশ প্রদেশে স্বাধীন-ভাবে আপনাদের রাজ-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; যে সমাজে রাণী ভবানী, মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতির ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা-গণ,

এবং মুকুন্দদেব, অদ্বৈতাচার্য্য, মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধক-প্রবর-গণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন;— এই নির্দ্দিষ্ট অল্প-পরিসর ক্ষেত্রে, সে সমাজের সে পরিচয় কি সম্ভব-পর? বরেন্দ্র-বংশের উদয়নাচার্য্য, দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভূত উদিত হইয়া, বিচারে বৌদ্ধাচার্য্য-গণকে পরাভূত করেন। উদয়াচার্য্য কর্ত্তৃক বঙ্গ-দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-নিশান উড্ডীন্ হয়। তৎপ্রণীত 'কুসুমাঞ্জলি' আস্তিক্য-মত-স্থাপনের অমোঘ অস্ত্র বলিলে-ও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ, কুল্লুকভট্ট-কৃত 'মন্বর্থ-মুক্তাবলী' নাম্নী 'মনুসংহিতার' টীকা এবং মহাকবি 'বাণভট্ট'-বিরচিত কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাদের যশঃ-প্রভা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আর কত দিব? কি ধর্ম্মপ্রবণতায়, কি পাণ্ডিত্য-প্রভায়, কি ঔদার্য্য-গুণে, কি বল-বীর্য্য-বিক্রমে, বরেন্দ্র-সমাজ এক-কালে আদর্শ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, যুদ্ধ-বিদ্যায়, সমাজ-রক্ষায়, এক-কালে বরেন্দ্র-সমাজ যে কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছিল, সময়ে সময়ে এই সমাজে যে যে মহাপুরুষ-গণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সকল ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয় ;—বরেন্দ্র-সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক একটী বংশের বিবরণে-ও এক একখানি পুস্তক পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু সে স্থান-ও নাই, সে দিন-ও নাই। এখন সকল-ই যেন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হই-তেছে। এখন 'গুণ' নাই, কিন্তু কৌলীন্য আছে ; এখন ক্ষমতা নাই, কিন্তু মর্য্যাদা-জ্ঞান আছে ; এখন নির্দ্দোষিতা নাই, কিন্তু ত্রুটি-অনুসন্ধিৎসা আছে। সমাজ যে দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার-ও মূল কারণ এই সমুদায়। এখন সেরূপ ক্ষমতাবান্ সমাজ-পতি বা রাজা নাই যে, ত্রুটি বিচ্যুতি-সমূহ সংশোধন করিবার উপায়-বিধান করিবেন। এই দেখুন না, এখন কন্যা-দায়ে অনেক কুলীনের কুল-পাত হইতেছে। এক দারিদ্র্য-দোষ-ই এই কুল-পাতের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। সকল 'গুণে' গুণবান্ হইলে-ও, একমাত্র দরি-

দ্রতা বশতঃ-ই, অনেক কুলীন আপনার কৌলীন্য-মর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারিতেছেন না। আবার, দোষাশ্রিত ব্যক্তি-ও এক্ষণে অর্থ-সম্পদের বলে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। সমাজের এই কলঙ্ক দূর করিবার—এই বিপদে সমাজকে উদ্ধার করিবার—উপায় কি, এক্ষণে সকলের-ই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,—(১) বরেন্দ্র-শ্রেণীর সকল পটীর কুলীন যদি এক হওয়া আপাততঃ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এক এক পটীর অন্তর্গত 'থাক' বা 'মত' গুলি-ও অন্ততঃ এক হইলে ভাল হয়। মনে করুন, রোহিলা পটীর কুলীন-গণের মধ্যে এক্ষণে মেঘনা, মমিনপুরী ও রূপাই নামে তিনটী 'থাক' আছে, এবং সেই সকল 'থাকে' ছয়-ঘরিয়া, কৃষ্ণরাম, রামনাথ, চামু বাগছী, বিনোদ বাগছী প্রভৃতি বা 'মত' দৃষ্ট হয়। আমাদের প্রস্তাব এই যে, ঐ 'থাক' ও 'মত' গুলি এক হইয়া, তাঁহাদের মধ্যে বিবাহাদি করণ-কারণ চলিতে থাকুক্। (২) কুলীন-পাত্রের বিবাহ সম্বন্ধে একটা

'পণ' বা 'মর্য্যাদা' (৫১৲ টাকা বা ১০১৲ টাকা) পাকাপাকি বাঁধিয়া দেওয়া হউক। বিবাহের সময় কোন-ও কুলীন, কন্যার পিতার নিকট অধিক দাবী করিতে না পারেন,—ইহা-ই অভিপ্রেত, বিবাহের পর কন্যার পিতা আপন কন্যাকে যদিচ্ছা দান করিতে পারেন; কিন্তু, বিবাহের পূর্ব্বে সেরূপ দর কষাকষি যেন না হয়। (৩) কুলীনের কন্যা-দায় উদ্ধার না করিয়া, অধিক টাকার লোভে, কেহ শ্রোত্রিয়ে পাত্র দিতে না পারেন। মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিয়া-ই আপাততঃ এ-প্রসঙ্গের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান্ যদি কখন-ও দিন দেন, কার্য্য-কাল সত্যসত্য-ই যদি কখন-ও উপস্থিত হয়, অন্যান্য কথার আলোচনা তখন করা যাইবে। আপাততঃ, কেবল প্রতীক্ষা করিতেছি, সে দিন কবে আসিবে?—যে-দিন এই সমাজের সংস্কার-সাধনোদ্দেশে দ্বিতীয় উদয়নাচার্য্য আবির্ভূত হইবেন, অথবা যেদিন আবার বল্লালসেনের ন্যায় হিন্দু-রাজা মধ্যস্থ হইয়া, পতিত জাতির উদ্ধার-সাধনে যত্ন

করিবেন। জানি না—সে আশা মিটিবে কি না? তবে সেই প্রতীক্ষায়ই বসিয়া আছি,—সেদিন কবে আসিবে!

দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের কুল-ক্রিয়া। *

বেত্তি যো বিবিধান্ বেদানধীতে বা যথাবিধি।
স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রো বৈদিকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

পাশ্চাত্য-বৈদিক কুল-পঞ্জিকা।

যথাবিধি চতুর্ব্বেদ করি অধ্যয়ন।
তাহার সকল তত্ত্ব জানেন যে জন ॥
স্বধর্ম্মে যাঁহার আত্মা নিরন্তর রয়।
তাঁরে-ই বৈদিক ব'লে জানিবে নিশ্চয় ॥

---

* শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ২য়ভাগ, ব্রাহ্মণ-কাণ্ড হইতে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের বিবরণ গৃহীত হইল।

বর্ত্তমান-কালে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মধ্যে ঘৃতকৌশিক, গৌতম, কৌশিক, কাশ্যপ, কাণ্বায়ন, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও জাতূকর্ণ, এই নয় গোত্র দৃষ্ট হয়। *

এই শ্রেণীর মধ্যে যজুর্ব্বেদীর সংখ্যা-ই অধিক; সামবেদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প; ঋগ্বেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা কম; এবং অথর্ব্ববেদী যৎসামান্য, এমন কি, আজ-কাল এই বেদী প্রায় দেখা যায় না।

এই শ্রেণীর মধ্যে আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র, ভদ্র, ধর, কর, নন্দী, পতি প্রভৃতি পদবী-গুলি দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মধ্যে আবার মর্য্যাদা-অনুসারে কুলীন, বংশজ ও মৌলিক, ত্রিবিধ ভেদ আছে।

---

* গৌতমঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ কাণ্বায়ন-ঘৃতকৌশিকৌ।
কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কুশিকোঽষ্টৌ মহাকুলাঃ॥
ইত্যাষ্টগোত্রে হ্যধুনা গোত্রষট্কং প্রবর্দ্ধতে।
কৃষ্ণাত্রেয়-ভরদ্বাজৌ দৃশ্যেতে ন চ কুত্রচিৎ॥

কুলরহস্য।

কুল-প্রথা।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, তপ ও দান, এই নয়টি কুলীনের লক্ষণ। কন্যার জন্ম-মাত্রে-ই যাঁহারা বাগ্দান করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাগ্দান-প্রথা প্রচলিত, তাঁহারা-ই কুলীন। কুল কন্যা-গত, সুতরাং কন্যার আদান-প্রদান দ্বারা-ই কুলের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কুলীন-গণ-মধ্যে যাঁহারা কুলীন-দৌহিত্রে কন্যার বাগ্দান করিতে পারেন এবং যাঁহাদের ক্রমাগত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশজ ও মৌলিক সংস্রব ঘটে নাই, তাঁহারা-ই মুখ্য বা প্রধান কুলীন। বংশজাদি সংস্রব ঘটিলে-ও, প্রধান কুলীনদিগের সহিত যাঁহাদের কুটুম্ব-সংস্রব আছে, তাঁহারা মধ্যম-কুলীন। বাগ্দত্তা কন্যার সহিত যাহার বিবাহ হইবার কথা, তাহার সহিত বিবাহ না হইয়া, যদি দ্বিতীয় কুলীন পাত্রে প্রদত্তা হয়, তাহাকে "অন্য-পূর্ব্বা" কহে। *

---

* অথ বাগ্দানতঃ পশ্চাদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বমেব হি।
অন্যপূর্ব্বা ভবেৎ কন্যা যদি পাত্রস্য বিপ্লবঃ॥

এইরূপ অন্যপূর্ব্বার গর্ভ-জাত কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন, সেই কুলীন অধম বলিয়া গণ্য। এই-রূপে আদান-প্রদানের গুণ-দোষ-অনুসারে ঢক্কাকৃতি, মৃদঙ্গাকৃতি ও ধুস্তুরাকৃতি, এই ত্রিবিধ ভাব-ও লক্ষিত হয়। *

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥
ইতি সাধারণী গাথা গীয়তে কুলকোবিদৈঃ।
বিশেষলক্ষণং তত্র ব্যবহারেণ সিধ্যতি॥
তত্রেদং পঠ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বৈদিকানাং মহাত্মনাম্।
প্রসূতিমাত্রে কন্যায়া বাগ্দানং কুল-লক্ষণম্॥
এতাভ্যাং গুণকৃত্যাভ্যাং খ্যাতো যাতি কুলীনতাম্।
গুণাভাবেঽপি তদ্বংশ্যাঃ কুলীনাঃ কৃত্যতৎপরাঃ॥
কুলং কন্যাগতং প্রোক্তং কন্যা কুলময়ী মতা।
তদাদানপ্রদানাভ্যাং কুলং হ্রসতি বর্দ্ধতে॥
ততো বাগ্দানকালে চ কার্য্যং পাত্রপরীক্ষণম্।
পাত্রাপাত্রবিবেকো হি কুলরক্ষায় কল্পতে॥
অপবাদানবচ্ছিন্নং যুক্তঞ্চ কুলকর্ম্মণা।
মাতাপিতৃকুলং যস্য পাত্রং তমুথ্যমুচ্যতে॥

এতদ্ভিন্ন, কুল-সম্বন্ধ অনুসারে ক্ষম্য, উচিত ও আর্ত্তি, এই তিন-প্রকার ভেদ-ও শুনা যায়। স্ব-ঘর হইতে উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যার বাগ্দান করিলে আর্ত্তি, সমান সমান ঘরে সম্বন্ধ হইলে উচিত, এবং স্ব-ঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাত্রে কন্যার বাগ্দান হইলে, তাহা ক্ষম্য সম্বন্ধ। আর্ত্তি সম্বন্ধ-ই প্রশস্ত। আর্ত্তি পাইলে, আর উচিত সম্বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষম্য সম্বন্ধ কুল-দূষক। অকুলীন কখন কুলীন হইতে পারে না। কিন্তু, কুলীন কুল-ধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্য করিলে, অকুলীন হইতে পারেন। যদি কোন কুলীন, নিজ পুত্র

যদি চান্ত্যতমো দোষো দ্বৌ বা সমুদিতোঽথবা।
তৎক্রমেণৈব তৎ পাত্রং মধ্যমং পরিকীর্ত্ত্যতে॥
নিরুক্তগুণযোগেঽপি বাক্‌প্রদানান্তরং যদি।
দ্বিতীয়পাত্রং যৎ খ্যাতং তত্তৃতীয়ং নিগদ্যতে॥
এবং ত্রিধা ব্যবস্থানং পাত্রাপাত্রপরীক্ষণম্।
অনেন ক্রমযোগেণ কুলীনাস্ত্রিবিধা মতাঃ॥
তত্রাপ্যাদীরিতাঃ কোচিড়্চক্রাকৃতিকুলান্বিতাঃ।
মৃদঙ্গাকৃতয়স্তন্তে ধুস্তুরাকৃতয়ঃ পরে॥

বা কন্যার বাগ্দান-সম্বন্ধ-প্রথা তুলিয়া দিয়া, বিবাহ দেন বা অন্য-পূর্ব্বাকে বিবাহ্ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কৌলীন্য নষ্ট হইবে এবং তিনি অতিশয় নিন্দিত হইবেন। বাগ্দত্তা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে, বংশজ-কন্যার পাণি-গ্রহণ প্রশস্ত। কিন্তু মৌলিক-কন্যা-গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। মৌলিক-কন্যা গ্রহণ করিলে, কুল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যাহার সাত-পুরুষ পর্য্যন্ত অবিরোধে কুল-ক্রিয়া চলিতেছে ও মৌলিক-সম্বন্ধ নাই, সেই কুল-ই পবিত্র। যদি সাত-পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌলিক-ক্রিয়া চলে, তাহা হইলে, শূদ্র-কন্যা-বিবাহ-বৎ কুল নষ্ট হয়। অন্য-পূর্ব্বা-গর্ভ জাতা, টাকা দিয়া যে কন্যা কেনা হইয়াছে, রজস্বলা, রোগিণী ও নীচ-কুল-জাতা, এই পঞ্চবিধ কন্যা কুলাধমা। অন্য-পূর্ব্বা কুলীন-কন্যা মৌলিকে দান করিবে, এরূপ দানে কোন দোষ হয় না। কিন্তু কুলীন এরূপ কন্যার হস্তে অন্ন-গ্রহণ করিতে পারিবেন না। *

---

* ক্ষম্যোচিতার্দ্ধিভেদেন সম্বন্ধাস্ত্রিবিধাস্তথা।
নিকৃষ্টপাত্রে বাগ্দানং কন্যাসম্বন্ধ ঈরিতঃ॥

বংশজ।

যাঁহারা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রে কন্যা দান করেন এবং মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা

সমানেষু সমানানামুচিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উৎকৃষ্টেষু চ যদ্দানং স আর্ত্তিঃ সমুদাহৃতঃ॥
যতেত চার্ত্তয়ে নিত্যং নো চেন্নুচিতমাচরেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্ষম্যসম্বন্ধং যতঃ স কুলদূষণঃ॥
নাকুলীনাঃ কুলীনাঃ স্যুঃ কৃতেঽপি কুলকর্ম্মণি।
কুলীনাশ্চাকুলীনাঃ স্যুঃ কুলকর্ম্মবিরোধতঃ॥
যদি বাগ্দানবিচ্ছিত্তিরন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রহঃ।
ইতি কৌলীন্যনাশস্য দ্বিধা কারণমুচ্যতে॥
অথ কন্যাবিপত্তিশ্চেদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বতোঽপি বা।
তদা বংশজবংশীয়া কন্যোদ্বাহে প্রশস্যতে॥
ন কার্য্যা মৌলিকী ভার্য্যা কুলচ্ছিদ্রকরী হি সা
কুলে ছিদ্রসমাযোগে দুর্ব্বলত্বং প্রসজ্যতে॥
সপ্তমং পুরুষং যাবৎ কুলধর্ম্মাবিরোধতঃ।
ন যত্র মৌলিকাসঙ্গস্তৎ কুলং পাবনং স্মৃতম্॥
যদি সপ্তমপর্য্যন্তং ক্রমিকী মৌলিকী ক্রিয়া।
বিপদ্যতে কুলং তচ্চ শূদ্রকন্যাবিবাহবৎ॥

বংশজ। কুলরহস্যে লিখিত আছে,—বংশজেরা কুলীনের আশ্রয়-স্বরূপ। সৎ-কুলীনে কন্যা-সম্প্রদান ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক হইতে কন্যা-গ্রহণ, এইরূপ কন্যা-গত ভাব থাকা-ই বংশজের লক্ষণ। কুলীন-বংশে জন্ম ও কুল-বিপ্লব হেতু বংশ-মাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকায় 'বংশজ' খ্যাতি। বংশজের নব-গুণের অপেক্ষা নাই, তাঁহাকে বাগ্দানের ভোগ করিতে হয় না, কুলীনকে কন্যা-দান করিলে-ই তাঁহাদের স্বর্গ-দ্বার মুক্ত হয়। বংশজ কথন-ই মৌলিককে কন্যা-দান করিবেন না। যদি বংশজ, মৌলিককে কন্যা দেন, তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সকল পুরুষ-ই পতিত হইবেন। অন্য-পূর্ব্বা-কন্যা-গ্রহণ ও মৌলিককে কন্যা-দান, এই দুই প্রকারে-ই বংশজ-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। *

অন্যপূর্ব্বাগর্ভজাতা ধনক্রীতী রজস্বলা।
রোগিণী দুষ্কুলেয়া চ কন্যাঃ পঞ্চ কুলাধমাঃ॥
সা দীয়তে মৌলিকায় ব্যবহারপ্রমাণতঃ।
তদন্নগ্রহণে দোষো দানে দোষো ন দৃশ্যতে॥

কুলরহস্য, ১ম রহস্য।

* অতঃপরং বংশজানাং বংশধর্ম্মো নিরূপ্যতে।
যদাশ্রয়েণ জীবন্তি কুলীনা অপি ধর্ম্মতঃ॥

বংশজ আবার দুই-প্রকার—প্রকৃত ও বিকৃত। কুল-বিধি-স্থাপন-কালে যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বংশজ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত বা আদি-বংশজ; এবং বাগ্‌-দান না করায়, যাঁহাদের কুল-চ্যুতি ঘটিয়াছে, তাঁহারা

প্রদানং সৎকুলীনায় চাদানং মৌলিকোত্তমাৎ।
ইতি কন্যাগতত্বেন জ্ঞেয়ং বংশজলক্ষণম্॥
কুলীনবংশে জাতত্বাত্তদ্ধর্ম্মস্য চ বিপ্লবাৎ।
বংশমাত্রপ্রতিষ্ঠানাদ্বংশজা ইতি কথ্যতে॥
বংশজত্বং কুলীনত্বমন্যোন্যং ব্যতিরক্ষতি।
বংশজাঃ কুলজাশ্লিষ্টাঃ কুলীনাশ্চ তদাশ্রিতাঃ॥
বংশজা যদি বা ন স্যুর্ন স্যুর্বা কুলজা যদি।
কৌলীন্যং বংশজত্বং বা নশ্যেতাং দেহিদেহবৎ॥
একান্তমাশ্রয়ং কুর্য্যুঃ কুলীনানেব বংশজাঃ।
দানপাত্রতয়া তে হি তেষাং তারণকারণম্॥
নৈষাং নবগুণাপেক্ষা ন চ বাগ্দানযন্ত্রণা।
কন্যাদানাৎ কুলীনায় স্বর্গদ্বারো নিরর্গলঃ॥
নার্পয়েন্মৌলিকে কন্যাং কদাচিদপি বংশজঃ।
স তস্যা নৈব পাত্রং স্যাদিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ॥
যস্যাঃ পাত্রং সৎকুলীনঃ সর্ব্বমান্যোত্তমোত্তমঃ।
অন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রাহী তস্যাঃ পাত্রং কথং ভবেৎ॥

বিকৃত বংশজ। বিষ্ণুধর, বৎসধর, শেষপতি ও শূল-পাণি, এই চারি-জন-ই "পূর্ব্বজ" অর্থাৎ প্রথমে বংশজ বলিয়া গণ্য হন, ইঁহাদের বংশ-ধরেরা-ই আদি-বংশজ। বিষ্ণুধর ও বৎসধরের সন্তানেরা ঘৃতকৌশিক, এবং শেষ-পতি ও শূলপাণির বংশ-ধরেরা বাৎস্য। রাঢ় অঞ্চলে-ই ইঁহারা প্রসিদ্ধ। বিকৃত-বংশজের নানা গোত্র ও নানা স্থানে বাস। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কুলীনে কন্যা-দান করেন, তাঁহারা-ই শ্রেষ্ঠ-ভাবাপন্ন। *

যদি ভুক্তা মৌলিকেন কন্যা বংশজবংশজা।
তদা তস্যাঃ পিতুর্বংশ উর্দ্ধাদিব পতত্যধঃ॥
অন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রাহো মৌলিকে কন্যকার্পণম্।
ইতি বংশজধর্ম্মস্য নাশে হেতূ দ্বিধা মতৌ॥

* বংশজা দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতা বিকৃতাস্তথা।
পূর্ব্বজাঃ প্রকৃতাঃ প্রোক্তাঃ পরজা বিকৃতা মতাঃ॥
বিষ্ণুধরো বৎসধরস্তথা চোক্তৌ শেষপতি-শূলপাণী।
ইতি চত্বারঃ পূর্ব্বজাঃ পরজাস্ত্বন্যেঽপ্যবাপ্দানাৎ॥

মৌলিক।

যাঁহারা অন্য-পূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ এবং বংশজকে কন্যা প্রদান করেন, তাঁহারা-ই মৌলিক। মৌলিক ভিন্ন কুলীনের গত্যন্তর নাই। মৌলিককে-ই অন্য-পূর্ব্বা কন্যা দান করিতে হয়। এ কারণ, সন্মৌলি-কেরা কুলীনের নিকট-ও সম্মানিত। মূল বা আদি হইতে-ই, ইহাঁরা অন্য-পূর্ব্বা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এ-জন্য ইঁহাদের মৌলিক নাম হইয়াছে। মৌলিকেরা

এতেষাং বংশজানান্তু বংশজাতা অনেকশঃ।
বিখ্যাতাস্তেন তেনৈব প্রকৃতা বিকৃতা ইতি॥
প্রকৃতানান্তু গোত্রে দ্বে ঘৃতকৌশিকবাৎস্যকে।
তত্রাদিমান্ত্যয়োরাদ্যমন্তিমং মধ্যবর্ত্তিনোঃ॥
এষামিদানীমাস্থানং নানাদেশে ব্যবস্থিতম্।
তত্র প্রসিদ্ধা মহতী পুরী রাঢ়াপুরী মতা॥
বিকৃতানান্তু গোত্রাণি নিবাসশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বিভক্ত-বহুদেশেষু কার্য্যকারণ-গৌরবাৎ॥

কুলরহস্য, ২য় রহস্য।

অর্থ লইয়া, কখন বিবাহ-সম্বন্ধ করিবেন না। যিনি অর্থ গ্রহণ করিবেন বা অর্থদান করিবেন, তাঁহারা উভয়ে-ই পতিত হইবেন। কন্যা দিয়া কন্যা-গ্রহণকে পরিবর্ত্ত কহে। দাক্ষিণাত্য-সমাজে, ইহা-ও কন্যা-বিক্রয়-রূপ নিন্দিত; তবে অর্থ লইয়া কন্যা-বিক্রয়ের মত সেরূপ পাপ-স্পর্শ হয় না। কিন্তু পরিবর্ত্ত ও শুক্র-বিক্রয়, উভয়-ই গর্হিত কার্য্য ভাবিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। মৌলিকদিগের মধ্যে-ও আর্ত্তি, উচিত ও ক্ষম্য ভেদে দান তিন-প্রকার। কুলীনে কন্যা-দানের নাম 'আর্ত্তি', বংশজে কন্যা-দান 'উচিত' এবং মৌলিকে মৌলিকে কন্যা-দানের নাম 'ক্ষম্য'। আর্ত্তি-দানে যশ, উচিত-দানে সমুচিত মান এবং ক্ষম্য-দান সর্ব্বত্র গর্হিত বলিয়া নিন্দিত। সপ্ত-পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের আর্ত্তি-দান, তাঁহারা-ই প্রকৃত মৌলিক। মৌলিক-ও আবার দুই-প্রকার,—সন্মৌলিক ও অসন্মৌলিক বা পচা-মৌলিক। কুল-বিধি-কালে যাঁহারা মৌলিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা-ই আদি-মৌলিক। গঙ্গা-ধর বায়বার, জটাধর ভাণ্ডারি, কবি সুড়ঙ্গ ও গাঢ়

মিশ্র, এই চারি-জন-ই আদি মৌলিক। এই চারি-জনের বংশ-ধর-গণ-ই, সন্মৌলিক বলিয়া খ্যাত। এ-ছাড়া, অপর যাঁহারা অন্য-পূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করিয়া মৌলিক হইয়াছেন, তাঁহারা-ই অসন্মৌলিক বা পচা-মৌলিক। *

---

* অতঃপরং মৌলিকানাং ব্যবস্থানং নিয়ম্যতে।
কুলীনৈরপি পূজ্যন্তে যেহন্যপূর্ব্বা-প্রদানতঃ॥
কন্যাদানং বংশজেভ্যশ্চান্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রহঃ।
ইতি মৌলিকবংশ্যানাং লক্ষণং সমুদাহৃতম্॥
আমূলাদন্যপূর্ব্বায়াঃ প্রতিগ্রহবশাদিমে।
মৌলিকা ইতি বিখ্যাতাস্তেষাং তদ্ধর্ম্মমিষ্যতে॥
ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধং কন্যাদানে কদাচন।
বদন্ত্যনর্থমত্যর্থমর্থসম্বন্ধতো বুধাঃ॥
বংশং কন্যা পাতয়তি ক্রেতুর্ব্বিক্রেতুরেব বা।
মৌলিকো বংশজো বাপি যঃ কশ্চিদপি বা ভবেৎ॥
ন বিক্রয়ে বিনিময়ে কন্যাং যুঞ্জীত কশ্চন।
দৃশ্যতে ব্যবহারে হি তাবুভাবর্থতঃ সমৌ॥
প্রদায় কন্যামাদাতুঃ প্রতিগৃহ্লাতি যৎপরম্।
পরিবর্ত্ত ইতি খ্যাতো ধত্তে বিক্রয়বৎ ফলম্॥

দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে আশীর্ব্বাদ বা পাকা দেখার প্রথা আছে। পুত্র-কন্যার বিবাহ স্থির করিবার জন্য প্রথমে বাগ্দান হইয়া থাকে। ঘট-স্থাপন-পূর্ব্বক বাগ্দান করিতে হয়। এই বাগ্-

---

ন পাপং দৃশ্যতে তাদৃগ্ যস্তবেচ্ছুক্রবিক্রয়াৎ।
অতস্তৌ পরিহর্ত্তব্যৌ গর্হিতাদপি গর্হিতৌ॥
মৌলিকানাময়ং ধর্ম্মঃ পরমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পরিবর্ত্তার্থসম্বন্ধৌ বদ্দানে বর্জ্জিতাবুভৌ॥
ক্ষম্যোচিতার্ত্তয়ো নাম্না তেষাং দানানি চ ত্রিধা।
স্বজাতৌ বংশজস্তদ্বৎ কুলীনেঽপি যথাক্রমম্॥
আর্ত্তিদানাদ্ যশোলাভো উচিতাদুচিতাস্পদম্।
ক্ষম্যদানাত্তু সর্ব্বত্র গর্হিতাদ্যাতি নিন্দ্যতাম্॥
সপ্তমং পুরুষং যাবদার্ত্তিদানং ভবেদ্যদি।
তদন্যপূর্ব্বাবৈমুখ্যে মৌলিকো বংশজায়তে॥
সদসদ্ভেদতস্তে চ মৌলিকা দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
সন্মৌলিকাস্তু প্রাচীনা অসন্তোঽর্ব্বাক্তনাস্তথা॥
গঙ্গাধরো বায়বারো ভাণ্ডারিশ্চ জটাধরঃ।
কবিস্থড়ঙ্গো গাঢ়মিশ্র ইমে চত্বার আদিমাঃ॥
এতেষাং বংশজাতা যে তে বৈ সন্মৌলিকা মতাঃ।
অন্যপূর্ব্বাগ্রহাদন্যে ত্বসন্মৌলিকনামকাঃ॥
তেষাং গোত্রাণি বাসাশ্চ পৃথক্ পৃথগুদাহৃতাঃ।
লেখ্যং সঙ্গতি-সঙ্গত্যা তৎ সর্ব্বং পরতো ময়া॥

কুলরহস্য, ৩য় রহস্য।

দানের পরে বিবাহ না ঘটিলে, সেই কন্যাকে অন্য-পূর্ব্বা কহিয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে, সমাগত কুটুম্বদিগকে নব-বস্ত্র দিয়া, তাঁহাদের সম্মাননা রক্ষা করিতে হয়।

যে রাত্রে বিবাহ হইয়া থাকে, তৎপর দিবস, কুশণ্ডিকা-কার্য্য সম্পন্ন করা-ই বিধি। এই দিবস বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগকে এক-সঙ্গে ভোজন করাইতে হয় এবং ভোক্তাদিগকে স্ব স্ব মর্য্যাদানু-সারে সম্মান-সূচক অর্থ ও পাথেয় প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে হয়।
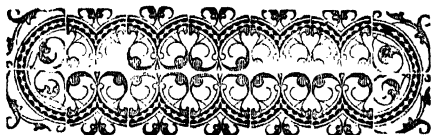
পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণের কুল-কার্য্য।

কন্যাগতং কুলং তেষাং পাশ্চাত্যানাং বিশেষতঃ।
হীনায় প্রদদৎ কন্যাং কৌলীনাং পরিহীয়তে॥
পাশ্চাত্য-বৈদিক নামে যে-সব ব্রাহ্মণ।
কন্যা-গত কুল তাঁহাদের নিদর্শন॥
হীন ঘরে কন্যা যদি কেহ করে দান।
বিনষ্ট হইবে তাঁর কৌলীন্য-সম্মান॥

বৈদিক-সমাজের গোষ্ঠী-পতি-গণ কুলাকুল অবধারণ জন্য বেদাধ্যয়ন, উচ্চ-বংশের সহিত সম্বন্ধ, ভূমি, অগ্ন্যাধান, ধর্ম্ম ও তপস্যা, কুলের এই আট-টি অঙ্গ নির্দ্ধারণ করেন। *

* বেদো বিত্তঞ্চ সম্বন্ধো ভূমিবহ্নিপরিগ্রহঃ।
ধর্ম্মং সত্যং তপশ্চৈবমষ্টাঙ্গং কুলমুচ্যতে॥
লক্ষ্মীকান্ত।

"সম্বন্ধ-নির্ণয়" প্রণেতা লিখিয়াছেন,—"পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণের কতিপয় বংশ নিম্ন-লিখিত স্থানে বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিরাজমান আছেন। যথা,—শুনক-গোষ্ঠীয় বংশাবলী ফরিদপুরের কোটালীপাড়া, ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ধবলছত্র ও আমতলী, এবং ২৪ পরগণার ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে নিবাস গ্রহণ করেন। সামবেদী—কাশ্যপ; যজুর্ব্বেদী—বশিষ্ঠ; দ্বিবেদী (দোবে)—বাৎস্য, কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃত-কৌশিক ও কৌশিক,—এই সকল গোত্রীয় পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণ ঋক্-সামে অর্থাৎ ঋক্ ও সামগ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ খ্যাত।

পাশ্চাত্য-বৈদিকদিগের ষড়্‌গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাঙ্গালাদেশে বদ্ধ-মূল হইলে, আত্রেয়, সঙ্কর্ষণ, পরাশর ও অগ্নিবেশ্য, এই চারি-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গে আসিয়া আবাস গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও মহেশপুরে অগ্নিবেশ্য-গোত্রীয় পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিশেষ বিখ্যাত।

নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, কৃষ্ণনগর, দোগাছী,

ভালুকা, কলিয়াড়া, ভাটপাড়া, মেহেরপুর, কোন্নগর, অম্বিকা (কাল্না), মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বড়িশা ও মহেশপুর-নিবাসী পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণ, পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সামাজিকতায় সাম্য-ভাবাপন্ন। ভাটপাড়ার পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে অগ্রগণ্য।

সামন্তসারের শৌনক-গোত্রীয় সমাজ-পতি-গণ ঋগ্বেদী; জোয়াড়ীর বশিষ্ঠ-গোত্রীয় সমাজ-পতি-গণ যজুর্ব্বেদী; এবং আখড়া ও পানকুণ্ডার শাণ্ডিল্য-গণ ঋগ্বেদী,—বিশেষ মান্য। পঞ্চ-গোত্রাতিরিক্তদিগকে ষড়্-গোত্রীয় কহে। তন্মধ্যে ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ-গোত্রীয়-গণ যজুর্ব্বেদী। শুনক-গোত্রীয় কোটালিপাড়ার গোষ্ঠী-পতি ঋগ্বেদী। বাকৃলার কাশ্যপ-গণ এবং উজীপুর, স্বীকারপুর, ডেহরগাঁতী ও ফরিদপুর জিলার ধাবকার কৃষ্ণাত্রেয়-গণ সামবেদী।”

যশোধর, বেদগর্ভ, গোবিন্দ, পদ্মনাভ ও বিশ্বজিৎ, এই পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-বংশ গৌড়দেশে কুলীন বলিয়া খ্যাত। এতদ্ভিন্ন আর সকলে-ই কুল-হীন। কারণ, আট-প্রকার অঙ্গ না থাকায়, তাহারা বংশজ বলিয়া

খ্যাত। কুলীন-বংশের কুল কখন যাইবে না। এত-দ্ভিন্ন, গৌড়-বাসী পাশ্চাত্য-মধ্যে আর কাহার-ও কুল থাকিবে না। যেরূপ কাঞ্চন-সংসর্গ-হেতু কাচ, মরকত-প্রভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ কুলীনের সহিত সম্বন্ধ-প্রযুক্ত অপরের কুল উজ্জ্বল হয়। যেমন চণ্ডাল-ভাণ্ড-স্থিত গঙ্গা-জল অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যিনি কুলীন, তিনি অকুলীনের সম্পর্কে কুল-হীন হইবেন না। যেমন পবিত্র পঞ্চ-গব্য সুরা-সম্পর্কে অপবিত্র হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য-যবন-বিদ্যার সংসর্গে, সেই কুল-ও দূষিত হইয়া থাকে। কুলীন-গণের মধ্যে অঙ্গ-হীন অপেক্ষা, যেমন অষ্টাঙ্গ-লক্ষণাক্রান্ত-কুলীন শ্রেষ্ঠ, সেই-রূপ অকুল-ও কুল-সম্বন্ধ-বশতঃ অকুলীন-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে সকল অকুলীন বৈদিক সমাজ-বন্ধনে থাকিবেন, তাঁহারা অসামাজিক অকুলীন বৈদিক-গণের নিকট সর্ব্বদা সম্মানিত হইবেন। সম্বন্ধের দোষ-গুণ-ভেদে কুল বহু-প্রকার হইয়া থাকে। সম্বন্ধ দুই-প্রকার,—পাণিগ্রহণ ও তদঙ্গ-বরণাত্মক। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কারেরা ইহা নিরূপণ করিয়াছেন।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-বশতঃ প্রথমে বরণ, তৎপরে বরণ-হেতু পাণিগ্রহণ। উক্ত সম্বন্ধের লক্ষণ দ্বিবিধ। সম্বন্ধের দোষ-গুণ-বশতঃ, কুল পঞ্চ-প্রকার হইয়া থাকে। যথা—উজ্জ্বল, ছাদিত, আহার্য্য, পশু ও মার্জ্জিত। আট-প্রকার অঙ্গ-বিশিষ্ট হইলে, কুল উজ্জ্বল হয়; যেমন সমস্ত-কলা-পরিপূর্ণ চন্দ্র-মণ্ডল। অপ্রাপ্তি-হেতু একেবারে কুল-সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইলে, তাহাকে আচ্ছাদিত কহে; অমাবস্যায় আদিত্য-কর-সম্পর্ক না থাকায়, চন্দ্র যেমন আচ্ছন্ন থাকে। কুলীন ত্যাগ করিয়া, অকুলেরসহিত সম্বন্ধের নাম আহার্য্য; ইহা গঙ্গাম্বু-ত্যাগ-পূর্ব্বক, কূপোদক পানের ন্যায় দোষাবহ। অকুলীনের সহিত ক্রমশঃ বহু-সম্বন্ধ করিলে, পশু হয়; যেমন বহু অসৎ-লোকের সঙ্গে সৎ-লোকের জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপ অগ্নি-সম্পর্কে মলিন কাঞ্চন উজ্জ্বল হয়, উক্ত তিন-প্রকার কুল-ই, সেইরূপ কুল-সম্বন্ধ-বশে পুনরায় মার্জ্জিত হয়। কুলীনের সহিত যাহার ধারা-বাহিক সম্বন্ধ আছে, সে ব্যক্তি বিদ্যা-হীন হইলে-ও, সমুজ্জ্বল কুল-সম্পন্ন হইবে।

উজ্জ্বল হইতে মার্জ্জিত কুল হীন, মার্জ্জিত হইতে আচ্ছাদিত হীন, আচ্ছাদিত হইতে আহার্য্য হীন, এবং আহার্য্যাদি হইতে পশু হীন। কুল উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ-সম্বন্ধ দ্বারা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, কখন-ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। *

---

* যশোধরো বেদগর্ভো গোবিন্দঃ পদ্মনাভকঃ।
বিশ্বজিচ্চেতি পঞ্চৈব কুলীনা গৌড়মণ্ডলে॥
পশ্চাদ্যেঽত্রাগমিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা গৌড়মণ্ডলে।
তে নিষ্কুলা ভবিষ্যন্তি সমুজ্জ্বলকুলা অপি॥
অষ্টাভিরঙ্গৈর্হীনাশ্চ ভবন্তি বংশজা হি তে।
গৌড়ে কৌলীন্যমর্য্যাদা তেষাং নৈব ভবিষ্যতি॥
কুলং ভবদ্বংশজানাং ন কদাপি প্রণঙ্ক্ষ্যতি।
অন্যেষান্তু কুলং গৌড়ে ন হ্রাসাতি কদাচন॥
ন হ্রাস্যন্তি কুলে বৃদ্ধা প্রত্যষ্টাঙ্গোজ্জ্বলং কুলম্।
তস্মাদ্ যুষ্মদ্বংশজানাং কুলীনত্বং প্রকল্পিতম্॥
কুলীনৈঃ সহ সম্বন্ধাদকুলোজ্জ্বলমেষ্যতি।
যথা কাঞ্চনসম্বন্ধঃ কাচো মরকতায়তে॥
কুলীনোঽকুলসম্পর্কাদকুলো ন ভবিষ্যতি।
চাণ্ডালভাণ্ডসম্পর্কাদপি গঙ্গাজলং যথা॥

ষষ্ঠ-গোত্রীয়-গণ, পঞ্চ-গোত্রের নিকট হইতে কখন ধন-গ্রহণ করিবেন না। ষষ্ঠ-গোত্রীয়-গণ, পঞ্চ-গোত্রকে অর্থাৎ অকুলীন, কুলীনকে সর্ব্বদা ধন-দান করিবেন। পূর্ব্ব-গৌড়স্থ বৈদিক-গণ সকলে-ই, ইহা বিজ্ঞাপন

কিন্তু পাশ্চাত্যবিদ্যানাং সংসর্গাৎ তৎ প্রদুষ্যতি।
পবিত্রং পঞ্চগব্যঞ্চ সুরা-সম্পর্কতো যথা॥
অঙ্গহীনাকুলীনেষু যথা সঙ্গো বিশিষ্যতে।
অকুলঃ কুলসম্বন্ধাদকুলেষু তথেষ্যতে॥
সমাজনিরতা যে তু নিষ্কুলীনাশ্চ বৈদিকাঃ।
তে মান্যা অসমাজস্থৈরকুলৈর্বৈদিকৈঃ সদা॥
সম্বন্ধগুণদোষেণ কুলং বহুবিধং যতঃ।
অতঃ প্রধানং সম্বন্ধঃ প্রোচ্যতে তস্য লক্ষণম্॥
সম্বন্ধো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবক্তৃভিঃ।
পাণিগ্রহণরূপশ্চ তদঙ্গবরণাত্মকঃ॥
অয়ন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং ব্যাখ্যাকৃদ্ভির্নিরূপিতঃ।
স্ত্রীপুংসয়োস্তু সম্বন্ধাদ্বরণং প্রাগ্বিধীয়তে॥
বরণাদ্ গ্রহণং পাণেঃ স সম্বন্ধো দ্বিলক্ষণঃ।
সম্বন্ধগুণদোষাভ্যাং কুলং পঞ্চবিধং ভবেৎ॥
নানামুনিপ্রণীতানাং নারদস্য বচো যথা।
উজ্জ্বলাচ্ছাদিতাহার্য্যপঙ্ক্তমার্জ্জিত-ভেদতঃ॥

করিয়াছেন। সমাজ-স্থাপন হইতে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। পঞ্চ-গোত্রীয়-গণের মধ্যে, যাঁহারা সদা সৎকর্ম্মে নিরত, সেই সকল সামাজিক ব্যক্তিরা-ই উত্তম বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা স্থান ও কার্য্য-ভেদে

অষ্টৈর্বিশিষ্টনষ্টাভিরুজ্জ্বলং পরিকীর্ত্তিতম্।
যথা কলাভিঃ সর্ব্বাভিরাচিতং চন্দ্রমণ্ডলম্॥
অপ্রাপ্তেঃ কুলসম্বন্ধং হীনমাচ্ছাদিতং স্মৃতম্।
আদিত্যকরসম্বন্ধহীনো দর্শস্থ ইন্দুবৎ॥
হিত্বা কুলীনমকুলৈযে গোদাহার্য্যমুচ্যতে।
গঙ্গাম্বু হিত্বা কূপাম্বুপানং দোষাবহং যথা॥
অকুলৈর্ব্বহুসম্বন্ধাৎ ক্রমশঃ পশুরুচ্যতে।
অসদ্ভির্ব্বহুসংসর্গমাত্রাজ্জ্ঞানং সতামিব॥
ত্রয়মেব পুনঃ কৌলসম্বন্ধান্নার্জ্জিতং ভবেৎ।
জ্বলজ্জ্বলনসম্পর্কাদ্ যথা মলিনকাঞ্চনম্॥
ধারাবাহিকসম্বন্ধঃ কুলীনৈর্যস্য বিদ্যতে।
স তু বেদবিহীনোঽপি সমুজ্জ্বলকুলায়তে॥
উজ্জ্বলান্মার্জ্জিতং হীনং ন্যূনমাচ্ছাদিতং ততঃ।
আহার্য্যস্ত ততো ন্যূনং দৃষ্টং পশুস্তু সর্ব্বতঃ॥
আচ্ছাদিতাদিকচতুষ্কুলবদ্‌ব্রাহ্মণৈরপি।
সম্বন্ধাদুজ্জ্বলকুলং কদাচন্ন হ্রসিষ্যতি॥
এতন্নাচ্ছাদনং পাল্যং পাশ্চাত্যৈর্গৌড়বাসিভিঃ।
ভবদ্ভির্ভবতাং বান্যৈর্বিদ্বদ্ভিরপরৈরপি॥
(লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি)

ক্ষীণ ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। যে সকল পঞ্চ-গোত্রীয়েরা সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া, কোন গ্রাম কিংবা নগরে বহু-কাল পর্য্যন্ত, স্বাধীন-ভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি ধর্ম্ম-পরায়ণ হন, তবে মধ্যম বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি, সমাজে থাকিয়া-ও, পঞ্চ-গোত্রীয়কে কখন পূজা করেন না, তাঁহারা সর্ব্ব-প্রকারে অধম। যাঁহারা পঞ্চ-গোত্রীয়-গণের মধ্যে একটি দুইটি-মাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্বন্ধাদি করেন, তাঁহারা মধ্য বলিয়া খ্যাত। *

কন্যা-গ্রহণে কুলের প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

---

* পঞ্চগোত্রান্ন গৃহ্ণন্তি ষষ্ঠগোত্রা ধনং ক্বচিৎ।
পঞ্চগোত্রায় দাতব্যং ষষ্ঠগোত্রৈঃ সদা ধনম্ ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতং সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বগৌড়স্থবৈদিকৈঃ।
চলিতৈষা রীতিঃ পূর্ব্বং সমাজস্থানবাসিনঃ ॥
পঞ্চ-গোত্রোদ্ভবা যে চ সদা সৎকর্ম্মতৎপরাঃ।
উত্তমাস্তে সমাখ্যাতাঃ সমাজস্থানবাসিনঃ ॥
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে ভূয়ঃ স্থানকার্য্যবিভেদতঃ।
গ্রামে বা নগরে যে তু পঞ্চ-গোত্রসমুদ্ভবাঃ ॥

কন্যা দান-কালে কুল, বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত-ই চিন্তনীয়। পঞ্চ-গোত্রীয় সদ্‌গুণশালী পণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি ষষ্ঠ গোত্রে কন্যা-দান করিবে, সে সামাজিকদিগের মধ্যে সকলের নিকট নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি দৈব-বশতঃ হীন-বংশে কন্যা-দান করিবে, সে পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণের নিকট নিন্দনীয় হইবে। কন্যার দশ-বর্ষ পর্য্যন্ত, পাত্রের বয়স, ধৈর্য্য, রূপ, কুল ও ধনাদির বিষয় চিন্তা করিবে। ইহা-ই হইল পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ-গণের রীতি। কিন্তু, যখন কন্যার বয়স দ্বাদশ-বর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন আর ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতে নাই। সে সময়ে কেবল ব্রাহ্মণের দিকে লক্ষ্য করিয়া-ই কন্যা-দান

বসন্তি চাপরাধীনাঃ সমাজাদ্বহুকালতঃ।
ত এব মধ্যমা জ্ঞেয়াঃ স্বধর্ম্মনিরতা যদি॥
সমাজবাসিনো যেঽপি পূজয়ন্তি ন কর্হিচিৎ।
পঞ্চগোত্রং যথোক্তেন তেঽধমাঃ খলু সর্ব্বতঃ॥
পঞ্চগোত্রেষু যেঽপ্যেকং দ্বয়ং বা পরিগৃহ্য চ।
সম্বন্ধাদীন্ প্রকুর্ব্বন্তি তেঽপি মধ্যমকা মতাঃ॥
বৈদিকাচার-তত্ত্ব

কর্ত্তব্য। কর্ত্তা স্বয়ং বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন না। সামাজিক বন্ধু-বর্গ দ্বারা-ই বিবাহ-কথার প্রস্তাব করিবেন। পাত্র-পক্ষীয়েরা কন্যা-কর্ত্তার গৃহে আসিয়া যে সময় বলিবেন যে, প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ থাকিলে, অমুক দিন তোমার পুত্রীর সহিত, অমুকের পুত্রের শুভ পরিণয় হইবে, তখন হইতে-ই বর ও কন্যা-পক্ষীয়েরা পরস্পর বিবাহের উদ্‌যোগ করিবেন। যদি কেহ অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত, পিতৃ-পক্ষের সপ্তমী বা মাতৃ-পক্ষের পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করে, তবে সমস্ত বৈদিকেরা তাহাকে পরি-ত্যাগ করিবেন। মাতামহ-কুলে কখন-ও বিবাহ করা উচিত নয়, তবে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলে, সমা-নোদক (মাতামহের ঊর্দ্ধ ও অধস্তন যে কএক পুরু-ষের তর্পণ করা যায় তাঁহাদিগকে) ত্যাগ করিয়া, অন্য অন্য পুরুষের কন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি পূর্ব্ব-গৌড়-বাসী কোন বৈদিক বংশ-ধর কন্যা বিক্রয় করেন, তবে তাঁহাকে সমাজ-বর্জ্জিত হইতে হয়। কন্যা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে, যে ব্যক্তি তাহাকে

দান না করে, সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ, বিশেষতঃ বৈদি-কেরা, তাহাকে ত্যাগ করিবেন। *

পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের কুল কন্যা-গত। সুতরাং, কেহ হীন-কুলে কন্যা দান করিলে, তিনি কৌলীন্য হইতে পরিত্যক্ত হন। নীচ-কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে, সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়।

---

* গ্রহণে চৈব কন্যায়াঃ কুলঞ্চাপি ন লক্ষয়েৎ।
দানে কুলং ততো বিদ্যামেবং সর্ব্বং প্রচিন্তয়েৎ॥
পঞ্চগোত্রসমুৎপন্নং পণ্ডিতং সদ্গুণান্বিতম্।
পরিহায় চ যঃ কন্যাং ষষ্ঠগোত্রে প্রযচ্ছতি॥
স নিন্দনীয়ঃ সর্ব্বৈশ্চ সমাজজনমধ্যতঃ।
শুক্লভূদিতি নিশ্চিত্য তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হীনান্বয়ে চেৎ দশমাব্দমধ্যে কন্যা প্রদেয়া খলু দৈবযোগাৎ।
স এব নিন্দ্যঃ খলু বংশমধ্যে পাশ্চাত্য-বংশোদ্ভব-বৈদিকানাম্॥
যাবদ্দশাব্দং কুলজাত্মজায়া রূপং বয়োধৈর্য্যকুলং ধনঞ্চ।
পাত্রস্য তাবৎ পরিচিন্তনীয়ং পাশ্চাত্যদেশোদ্ভববিপ্ররীতিঃ॥
তদুত্তরং দ্বাদশবর্ষমাগতে ন চিন্তনীয়ং প্রথমং বরস্য যৎ।
ব্রহ্মণ্যমাত্রং পরিলক্ষণীয়ং পাশ্চাত্য-বংশোদ্ভববৈদিকস্য॥

কিন্তু তাহাতে চির-কালের জন্য কৌলীন্য-বিচ্যুতি ঘটে না। পঞ্চ-গোত্রীয়েরা, সভায় মাল্য-চন্দন

উদ্বাহবিষয়াং বার্ত্তাং ন হি কর্ত্তা স্বয়ং বদেৎ।
সামাজিকৈর্ব্বন্ধুবর্গৈস্তৎকথাং পরিচালয়েৎ॥
দাতৃগৃহে যদাগত্য পাত্রপক্ষেণ ভাষিতম্।
অমুষ্মিন্ দিবসে ভাব্যঃ পুত্রেণাস্য শুভোদ্যমঃ॥
পুত্র্যাস্তস্য বিধাতুশ্চ নির্ব্বন্ধো যদি বা ভবেৎ।
তদারভ্য সমুদ্‌যোগং প্রকুর্য্যাচ্চ পরস্পরম্॥
সপ্তমীং পিতৃপক্ষে তু মাতৃপক্ষে তু পঞ্চমীম্।
উদ্‌বহেদ্ যদি মোহেন স ত্যাজ্যঃ সর্ব্ববৈদিকৈঃ॥
মাতামহকুলে কন্যাং নোদ্বহেত্তু কদাচন।
দুষ্প্রাপ্যা যদি বিন্দেত সমানোদকতঃ পরাম্॥
কন্যাবিক্রয়কাণাঞ্চ নিরয়ে নিয়তং স্থিতিঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥
বৈদিকান্বয়সম্ভূতঃ পূর্ব্বগৌড়সমাশ্রিতঃ।
কন্যাবিক্রয়কারী চেৎ স সমাজবিসর্জ্জিতঃ॥
সংপ্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে যৈস্তু কন্যা ন দীয়তে।
তে ত্যাজ্যাঃ সর্ব্ববিপ্রৈশ্চ বৈদিকানাং বিশেষতঃ॥

(বৈদিকাচারতত্ত্ব, বিবাহবিধি)

পাইয়া থাকেন। অতএব, বিবাহে ষষ্ঠ-গোত্রীয়েরা পঞ্চ-গোত্রকে মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অর্থাদি দান করিয়া সর্ব্বদা সম্মান করিবেন। *

* কন্যাগতং কুলং তেষাং পাশ্চাত্যানাং বিশেষতঃ।
হীনায় প্রদদৎ কন্যাং কৌলীন্যাৎ পরিহীয়তে॥
হীনাৎ কন্যামাদদানো নিন্দিতঃ স্যাৎ সমাজকে।
তেন নৈব ভবেত্তস্য নিত্যং কৌলীন্যবিচ্যুতিঃ॥
পঞ্চগোত্রৈরেব লভ্যো সভায়াং মাল্যচন্দনে।
ষষ্ঠগোত্রৈঃ পরিণয়ে পঞ্চগোত্রায় দীয়তে।
সম্মানার্থং হি তেভ্যো বৈ বস্ত্রমর্থাদিকং তদা॥
(পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলমঞ্জরী)

পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ।

যথা রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-বৈদিকা ব্রাহ্মণাশ্চিরম্‌।
দলবদ্ধা বিরাজন্তে দিবি তারাগণা ইব॥
তথা পাশ্চাত্যভূদেবা বঙ্গদেশসমাগতাঃ।
ন রাজন্তে মহাসিন্ধু-তীরে রত্নগণা ইব॥

রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র আর বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দলবদ্ধ হয়ে শোভে যেন তারাগণ॥
পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ-গণ এ-দেশে আসিয়া।
সিন্ধু-তীরে রত্ন সম আছেন পড়িয়া॥

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত দোবে, চোবে, পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধি-ধারী এক-জাতীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগকে পশ্চিমে ব্রাহ্মণ বলে। কেহ কেহ ইঁহা-দিগকে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-ও বলিয়া থাকেন। এই

সকল ব্রাহ্মণের জাতীয় ইতিহাস পাওয়া যায় না, সুতরাং, ইঁহাদিগের কুল ও বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে, আমরা সম্যক্-রূপে অপরিচিত। ইঁহাদিগের কার্য্য-করণ প্রভৃতি যাহা দেখা যায়, তাহা আমরা প্রায়শঃ আমাদের দেশের অনুকরণে-ই, নির্ব্বাহিত হইতে দেখিতে পাই।

পশ্চিমে-ব্রাহ্মণের উপাধি।

সংস্কৃত উপাধি।			অপভ্রংশ উপাধি।
দ্বিবেদী	...	...	দোবে।
ত্রিবেদী	...	...	তেওয়ারি।
চতুর্ব্বেদী	...	...	চোবে।
শুক্লবেদী	...	...	শুকল।
মিশ্র	...	...	মিছর।
ওঝা	...	...	ওঝা।
পাণ্ডা	...	...	পাঁড়ে। ইত্যাদি

উল্লিখিত উপাধি দৃষ্টে জানা যায় যে, আমাদের দেশের রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের পূর্ব্ব-পুরুষ ও

ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, সকলে-ই পশ্চিম দেশে অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কণোজ) প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। সম্ভবতঃ, ইঁহারা বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের অনেক পরে. মুসলমান-শাসন-কালে এ-দেশে উপনিবিষ্ট হন। এজন্য-ই ইঁহারা প্রথমাগত প্রতাপান্বিত রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া, বঙ্গীয় সমাজে উচ্চ-পদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের জাতীয় ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, অনেক পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ, স্বীয় স্বীয় জাতীয়তার গৌরব ত্যাগ করিয়া, আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের বংশ-ধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতির কুলাচার্য্য-গণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, তাঁহাদিগের গ্রন্থে আপনাদিগের একটা কল্পিত বংশাবলী লিপি-বদ্ধ করাইয়াছেন। পরে অর্থ-বলে এতদ্দেশীয় কুলীনের নিকট কন্যা সম্প্রদান করিয়া, বিশিষ্ট শ্রোত্রিয় কিংবা বংশজ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান

করিলে, আধুনিক ও উত্থাপিত শ্রোত্রিয় ও বংশজের মধ্যে, এইরূপ পশ্চিমে-ব্রাহ্মণের বংশের অভাব নাই বলিয়া-ই আমাদের বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন, সাত শতী ব্রাহ্মণের মধ্যে-ও, এই পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত হইয়া আছেন। যাহা হউক, এই সকল পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ, যদি-ও কণোজিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত বটে, কিন্তু সেই কণোজিয়া ব্রাহ্মণ-ও আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর কণোজিয়া ব্রাহ্মণ-গণ-ই বঙ্গীয় রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের তুল্য-পদস্থ; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণ, ভূমিহার ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত এবং প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণের দ্বারা পরিত্যক্ত। পশ্চিম দেশে-ও ভূমিহার ব্রাহ্মণের সঙ্গে, কণোজিয়া ব্রাহ্মণ-গণের আহারাদি সামাজিকতা নাই। কণোজিয়া ব্রাহ্মণ-গণ ভূমিহার ব্রাহ্মণের নমস্য। পরন্তু, কণোজিয়া ব্রাহ্মণ, ভূমিহার ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিলে, তিনি সমাজে পতিত হন। কাশীধামের মহারাজ স্বয়ং ভূমিহার ব্রাহ্মণ।

অধুনা আমাদের দেশের কোন্ পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ

কণোজিয়া আর কোন্ পশ্চিমে-ব্রাহ্মণ-ই বা ভুমিহার, তাহা তাঁহারা স্বয়ং ব্যক্ত না করিলে, আমাদের জানিবার উপায় নাই। সুতরাং, উন্নতি-শীল বিংশ শতাব্দীতে যে সকল পশ্চিমে ব্রাহ্মণ-গণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের সঙ্গে আহারাদি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের বংশাবলী টানিয়া বাহির করা অনুচিত। হাটে গরু কিনিয়া বাড়ীতে আসিয়া পুং কি স্ত্রী-জাতীয় বিচার করা সর্ব্বথা মূর্খতার পরিচায়ক। পরন্তু, বর্ত্তমান সভ্য জগতে যখন গণক প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের তুল্যতা অধিকার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারাও যখন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া, রাঢ়ীয় প্রভৃতির গৌরব লাভ করিতে যত্ন করিতেছেন, তখন ভূমিহার ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সমানাধিকার লাভ করা অধিক দূষণীয় নহে।

উপসংহার।

বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার

সমস্ত কথার-ই যে, ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা আমাদের বিশ্বাসের অতীত। তবে সংক্ষেপে এই-মাত্র বলিতে পারি যে, সাত আট শত বৎসরের মধ্যে, সেই আদিশূরানীত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশে, সমস্ত বঙ্গদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আসাম-বিভাগ, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশের অনেক স্থান অধিকার করিয়া বাস করিতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।

পতিত-ব্রাহ্মণ।

পতিত ব্রাহ্মণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাঁরা-ও সেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ। আচরণের দোষে পতিত ও সমাজে হেয় অবস্থায় আছেন। তন্মধ্যে যশোহরের পিরালি বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহারা পূর্ব্বে কুশারি গাঁইয়ের রাঢ়ীয়-শ্রোত্রিয় ছিলেন।

বৈদ্য-জাতি।

আয়ুর্ব্বেদে কৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যায়োঽধ্যাপনঞ্চৈব চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্॥

(পুরাণ)

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে করয়ে যতন।
ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে কর্ম্ম করে আচরণ॥
অধ্যয়ন অধ্যাপন চিকিৎসা যোআর।
বৈদ্যের লক্ষণ জান এ পঞ্চ-প্রকার॥

বঙ্গদেশে বৈদ্য অতি প্রসিদ্ধ জাতি। জাতি-গত বৃত্তি যে সময়ে হিন্দুসমাজে সমাদর পাইত, সে সময়ে বৈদ্যের সম্মান অতুলনীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে জাতি-গত সকল ভাবের সহিত বৃত্তির-ও স্থিরত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে বটে, কিন্তু, পূর্ব্ব-স্মৃতি সকলের অন্তরে-ই

অননুভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় করিয়া দেয়। জাতীয় বন্ধনের তাহাই দৃঢ় হেতু বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এই জন্য আমরা পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সংরক্ষণে যত্নশীল।

ব্রাহ্মণ হইতে, বিবাহিতা বৈশ্য-কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম। বেদ হইতে জাত, এই কারণে অম্বষ্ঠগণ বৈদ্য নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই পাঁচ দ্বিজ; ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরব-সম্পন্ন। *

বঙ্গ-দেশে বৈদ্য-জাতি, সাধারণতঃ দুইটি প্রধান সমাজে বিভক্ত। যাঁহারা পূর্ব্ব-বঙ্গে অর্থাৎ বিক্রম-পুর, সেনহাটী প্রভৃতি স্থান-সমূহে বস-বাস করিতে-

---

* ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

মানবীয়ং।

বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।

শাণ্ডিল্যবচনং।

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।

অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথাপূর্ব্বকগৌরবম॥

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত হারীতবচনং।

ছেন, তাঁহারা বঙ্গজ-বৈদ্য নামে পরিচিত; এবং যাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়-বৈদ্য-নামে বিখ্যাত। আবার, এই দুই সমাজের মধ্যে-ও, অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদ্য-জাতির বিবাহ সম্বন্ধে তথ্যাদি অবগত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে গোত্র, প্রবর, স্থান, সম্বন্ধ এবং কুল-গ্রন্থানুমোদিত 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম', এই ত্রিবিধ শ্রেণী-ভেদ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

গোত্র।

সেনের আট গোত্র; যথা—ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, আদ্য, মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস।

দাসের ছয় গোত্র; যথা—মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য।

গুপ্তের তিন গোত্র; যথা—কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

দত্তের চারি গোত্র; যথা—কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য।

দেবের চারি গোত্র; যথা—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলমালক।

করের চারি গোত্র; যথা—ভরদ্বাজ, পরাশর, বশিষ্ঠ ও শক্তি।

রাজের দুই গোত্র; যথা—বাৎস্য ও মার্কণ্ডেয়।

সোমের দুই গোত্র; যথা—কৌশিক ও কাশ্যপ।

এতদ্ভিন্ন নন্দীর মৌদ্গল্য। চন্দ্রের বশিষ্ঠ। ধরের কাশ্যপ। কুণ্ডের ভরদ্বাজ। রক্ষিতের কাশ্যপ।

বিভিন্ন দেশে আত্রেয় ও আদ্য-গোত্রের এবং কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের দত্ত-ও বিস্তর দেখা যায়। এ-জন্য, দত্তের সপ্ত-গোত্র স্বীকার করা হইয়া থাকে।

দেশ-ভেদে করদিগের-ও কাশ্যপ, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য গোত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে; তজ্জন্য করের-ও সপ্ত-গোত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

রাজদিগের কাশ্যপ গোত্র; সুতরাং রাজের-ও তিন-গোত্র।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, জামদগ্ন্য-গোত্রের ধর-গণ দেশান্তরে বস-বাস করিয়া থাকেন। আর ভরদ্বাজ-গোত্রের রক্ষিত-ও বহু-সংখ্যক বর্ত্তমান আছেন।

ইন্দ্র ও আদিত্য এই দুই উপাধিধারী বৈদ্যের মধ্যে, ইন্দ্র এক-মাত্র কাশ্যপ-গোত্রীয় এবং আদিত্য-দিগের মধ্যে আদিত্য ও কৌশিক এই দুই গোত্র বর্ত্তমান আছে।

ফলতঃ, বৈদ্য-জাতির মধ্যে পঞ্চাশৎ গোত্র সু-প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন, দেশ-দেশান্তর-স্থিত দত্তাদির যে, অন্য গোত্র আছে, তাহা যৎ-সামান্য। এজন্য, তাহা উল্লিখিত হইল না।

বৈদ্য-কুলে ইন্দ্র ও আদিত্য, বিশেষরূপ খ্যাত্যা-পন্ন নহেন। আমূল তাঁহারা বঙ্গ-দেশে-ই অব-স্থিত; এজন্য কুত্রাপি তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। *

---

* ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গাল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাং তদনন্তরম্।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ শালঙ্কায়ন এব চ॥

শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মী মতাঃ।
গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা॥
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ॥
আত্রেয়কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্য আলমালকঃ।
করাণামপি চত্বারো ভরদ্বাজঃ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠশক্তী রাজস্থ দ্বৌ বাৎস্যস্তদনন্তরম্।
মার্কণ্ডেয় উভৌ সোমে কৌশিকঃ কাশ্যপস্তথা।
মৌদ্গল্যো নন্দিনশ্চৈকশ্চন্দ্রস্যৈকো বশিষ্ঠকঃ।
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ।
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।
এবমাত্রেয়গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ॥
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
তস্মাদ্দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ॥
করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গল্যকাবপি।
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎ করঃ সপ্তগোত্রকঃ॥
রাজঃ কাশ্যপগোত্রোঽপি তস্মাদ্রাজস্ত্রিগোত্রকঃ।
শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ॥
বহবোঽপি ভরদ্বাজগোত্রজাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ দ্বৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তয়োরিমে॥
ইন্দ্রস্য কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানামুভৌ গোত্রাবাদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ॥
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস্মাদ্ গোত্রা ভিষক্‌কুলে।

সেনাদির মধ্যে বংশ অনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব, মধ্যত্ব, অধমত্বাদির উল্লেখ কুলজী-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। *

যত্তু দেশান্তরে গোত্রমন্যৎ কিমপি চ শ্রুতম্।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তমপ্রসিদ্ধমতীব তৎ॥
পরৌ দ্বাবিন্দ্রআদিত্যৌ নাতিখ্যাতৌ ভিষক্কুলে।
আমূলং স্থায়িনৌ বঙ্গে নৈতয়োঃ ক্বাপি সূচনা॥

* শক্তি ধন্বন্তরী শ্রেষ্ঠৌ মধ্যৌ বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽধমাঃ॥
গোনগরীয়দাসানাং গোত্রাঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ পূজিতৌ ধ্রুবমেবচ॥
শালঙ্কায়নশাণ্ডিল্যাবেতৌ গোত্রৌ চ মধ্যমৌ।
বশিষ্ঠবাৎস্যগোত্রৌ চ দাসে চৈবাধমৌ স্মৃতৌ॥
করঙ্ককোঠগুপ্তস্য কাশ্যপো গোত্র উত্তমঃ।
গৌতমো মধ্যমঃ প্রোক্তঃ সাবর্ণশ্চ কুলাধমঃ॥
মোরশাসনদত্তস্য কৌশিকো গোত্র উত্তমঃ।
মৌদ্গল্যকাশ্যপৌ মধ্যৌ শাণ্ডিলশ্চাপি মধ্যমঃ
আদ্যগোত্রঃ কুলে নিন্দ্যো গোত্রা দত্তেষু কীর্ত্তিতাঃ॥
করঃ কান্তারবাসী চ পঞ্চগোত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্।
উত্তমশ্চ ভরদ্বাজঃ কাশ্যপো মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
সশক্তি বাৎস্যমৌদ্গল্যা নিন্দ্যা জ্ঞেয়া বিপশ্চিতা

সেনের মধ্যে শক্তি ও ধন্বন্তরি গোত্র শ্রেষ্ঠ। বৈশ্বানর, আদ্য, মৌদ্গল্য, কৌশিক মধ্যম। কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস অধম।

এইরূপ, দাসের মধ্যে মৌদ্গল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, শালঙ্কায়ন ও শাণ্ডিল্যের মধ্যত্ব এবং বশিষ্ঠ ও বাৎস্যের অধমত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গুপ্তের কাশ্যপ গোত্র শ্রেষ্ঠ, গৌতম মধ্যম, এবং সাবর্ণি গোত্র অধম।

দত্তের কৌশিক গোত্র উত্তম; মৌদ্গল্য, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য মধ্যম; এবং আদ্য গোত্র অধম।

করের ভরদ্বাজ গোত্র উত্তম; কাশ্যপ মধ্যম; শক্তি, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য অধম। ইত্যাদি।

প্রবর।

ধন্বন্তরি-কুলোৎপন্ন সেনদিগের পঞ্চ প্রবর; যথা—ধনন্তরি, অপসার, নৈয়ধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। *

* প্রবরাঃ পঞ্চ সেনানাং ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাম্।
বিনির্দ্দিষ্টা যথা তে চ ধন্বন্তর্য্যপসারকৌ।

শক্তি-গোত্রোদ্ভব সেনের তিন প্রবর; যথা—শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর।

মৌদ্গল্য-গোত্রোদ্ভব দাসের পাঁচ প্রবর; যথা—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নবান।

কাশ্যপ-গোত্রোদ্ভব গুপ্তের তিন প্রবর; যথা—কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।

কৌশিক-গোত্রের দত্তদিগের তিন প্রবর; যথা—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।

কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্রোৎপন্ন দত্তের তিন প্রবর; যথা—কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, আত্রেয়।

নৈধ্রুবশ্চাঙ্গিরসো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ॥
শক্তিগোত্রে ত্রয়ঃ শক্তিপরাশরবশিষ্ঠকাঃ
প্রবরাঃ পঞ্চ দাসানামৌর্ব্বচ্যবনভার্গবাঃ।
জামদগ্ন্যশ্চাপ্নবানঃ প্রোক্তা মৌদ্গল্যগোত্রজাঃ॥
গুপ্তানাং ত্রয় এবৈতে কাশ্যপোঽপ্যপসারকঃ।
নৈধ্রুবোঽমী প্রবরাঃ কাশ্যপান্বয়সম্ভবাঃ॥
দত্তে ত্রয়ঃ কৌশিকানাং শাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ো বশিষ্ঠশ্চ আত্রেয়শ্চেতি চ ত্রয়ঃ॥

আত্রেয়-গোত্রোদ্ভব দেবের তিন প্রবর; যথা—আত্রেয়, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।

ভরদ্বাজ-গোত্রোদ্ভব করের তিন প্রবর; যথা—ভারদ্বাজ, ভার্গব, চ্যবন।

বাৎস্য-গোত্রোদ্ভব রাজের তিন প্রবর; যথা—বাৎস্য, অসিত, মার্কণ্ডেয়।

কৌশিক-গোত্র সোমের তিন প্রবর; যথা—কৌশিক, কাশ্যপ, ভার্গব।

দত্তানাং প্রবরা এতে কৃষ্ণাত্রেয়কুলোদ্ভুবাম্॥
আত্রেয় গোত্রজাতানাং দেবানাঞ্চ তথা ত্রয়ঃ।
আত্রেয় আঙ্গিরসকো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ॥
করে ভরদ্বাজগোত্রে কথিতাঃ প্রবরাস্ত্রয়ঃ।
ভরদ্বাজো ভার্গবশ্চ চ্যবনশ্চ ক্রমাদমী॥
রাজবংশে বাৎস্যগোত্রে ত্রয়োঽমী প্রবরাঃ স্মৃতাঃ।
বাৎস্যোঽসিতস্তথা মার্কণ্ডেয় এবং ক্রমাদিতি॥
অথ কৌশিকগোত্রস্য সোমস্য প্রবরাস্ত্রয়ঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব ভার্গবশ্চেত্যমী ক্রমাৎ॥

রাঢ়ীয় বৈদ্য।

সেন, দাস গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম—এই আট-ঘর রাঢ়ীয় বৈদ্য।

নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত—এই পাঁচ ঘর বরেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত।

দাস, দত্ত ও কর—ইঁহারা-ও বরেন্দ্র-খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যে যে বৈদ্য রাঢ়ীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন, প্রায় তাঁহাদের সকল বংশের-ই, কেহ কেহ বঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছেন।

নন্দি প্রভৃতি কতক-গুলি বৈদ্য, মহারাষ্ট্র-দেশে বাস করিতেছেন। *

---

* সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমাবপীতাষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
নন্দিশ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চ যে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্তকরা অপি॥
রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥

সেনাদির পূর্ব্বস্থান।

কাঞ্জীশা, গোনগর, করঙ্ককোঠ, মোরশাসন, কান্তার, মল্লস্থান, মেঢ়াশাসন, মণিগ্রাম, — রাঢ়-দেশে সেন-মুখ্য অষ্ট-গৃহ-বৈদ্যের এই অষ্ট-স্থান। *

স্থান-ভেদে সেনাদির ভেদ।

ঊনবিংশতি-প্রকার সেন, স্থান-ভেদে অষ্টা-বিংশতি-প্রকার হইয়াছেন। এই ভেদ অনুসারে তাঁহাদের কুল-লক্ষণ বলা হইবে। †

এক বিনায়ক সেনের বংশ, স্থান ভেদে নয়-প্রকার,—মালঞ্চ, ধলহণ্ডীয়, খানক, সেনহাটিক, নার-হট্ট, নিরোলীয়, মঙ্গলকোঠক, বায়ীগ্রামীয়, বেতড়ীয়।

---

* শ্রীকাঞ্জীশা গোনগরং করঙ্ককোঠ এব চ।
মোরশাসনকান্তারৌ সমল্লস্থানমেব চ॥
মেঢ়াশাসনমপ্যন্যো মণিগ্রামস্তথৈবচ।
অষ্টানাং সেনমুখ্যানাং রাঢ়ায়াং স্থানমষ্টকম্॥

† ঊনবিংশতিধা সেনা অষ্টাবিংশতিধা পুনঃ।
ভবন্তি ভেদৈনৈতেষাং বক্ষ্যতে কুললক্ষণম্॥

এক গয়ীসেনের বংশ, স্থান ভেদে চতুর্ব্বিধ; যথা—বিষপাড়াভব, তিকায়িপুরজ, কঢ়য়িসম্ভূত, ধাড়াগ্রামী।

এক রাঘবসেন খণ্ডগ্রামে বিখ্যাত। তাঁহাকে খণ্ডজ বলে, তাঁহার অন্য বাস-স্থান নাই। রাজা বিমলসেন, সেন-ভূমিতে আশ্রয় করেন; তিনি সেন-ভূমিতে-ই বিখ্যাত। পাত্র দামোদর, শিখর-ভূপতির পাত্র; ইনি শিখর-ভূজাত, অন্য স্থান ইঁহার নাই। বিনসেন, ধল ভূমিতে আশ্রয় করেন। তিনি ধল-ভূমিজ, তাঁহার অন্য স্থান নাই। বুয়িসেন বঙ্গদেশ আশ্রয় করেন, হাণ্ডিয়া গ্রামের নামে তিনি খ্যাত। *

---

* একো বিনায়কঃ সেনো ভেদেন নবধাভবৎ।
মালঞ্চো ধলহণ্ডীয়ঃ থানকঃ সেনহাটিকঃ॥
নারহট্টো নিরোলীয়স্তথা মঙ্গলকোঠকঃ।
রায়ীগ্রামী বেতড়ীয়ো নব বৈনায়কা অমী॥

একঃ পুনর্গয়ীসেনো ভেদেনৈব চতুর্ব্বিধঃ।
বিষপাড়াভবঃ শ্রেষ্ঠস্তিকায়িপুরজস্তথা।
অন্যঃ কঢ়য়িসম্ভূতো ধাড়াগ্রামী ততঃ পরম্॥
একো রাঘবসেনোঽভূৎ খণ্ডগ্রামেণ বিশ্রুতঃ
স খণ্ডজ ইতি খ্যাতো নাপরা তস্য চ স্থলী॥

ধনন্তরি-গোত্রীয় সপ্তবিধ সেনের অষ্টাদশ স্থান কথিত হইল।

শক্তি-গোত্র।

শ্রীবৎস সেন-প্রমুখ শক্তি-গোত্রের সন্তান, স্থান-ভেদে সপ্ত-প্রকার ; যথা—এক শ্রীবৎস সেন, তেহট্ট-গ্রামে বিখ্যাত, তাঁহাকে তেহট্টজ বলে, তাঁহার অন্য স্থল নাই।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলে যেমন সিদ্ধগ্রামী শ্রোত্রিয়-গণ, রাঢ়ীর বৈদ্য-সমাজে তেহট্টগ্রামী মৌলিক-শ্রেষ্ঠ কাশী-সেন-ও সেইরূপ। ইহার সহোদর হইয়া-ও, কুশলী বঙ্গজ সমাজে কুলীন হইয়াছিলেন। *

রাজা বিমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥
পাত্রো দামোদরঃ সেনঃ পাত্রঃ শিখরভূপতেঃ।
অসৌ শিখরভূজ্জাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥
বিনসেনোঽপি যঃস্বকো ধলভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স এব ধলভূমিষ্ঠো নাপরা তস্য চ স্থলী॥
সপ্তমো বুদ্ধিসেনো যো বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ।
হাণ্ডিয়াগ্রামসম্ভূতস্তন্নাম্না তস্য তৎ কুলম্॥

* দ্বিতীয়ঃ সেনো যঃ কিল জগতি কাশী সুমহিমা

এক শিয়াল সেনের বংশ, স্থান-ভেদে দ্বিবিধ; যথা—পোড়াগাছা ভব ও পোখরিয়া-ভব। এক পুরুসেন, গুঠিনাগড়ি আশ্রয় করেন। তাঁহাকে গুটিনাগড়িজ বলে; তাঁহার অন্য স্থল নাই। চন্দ্রসেন চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় করেন. ইদিলপুর তাঁহার স্থান।

এক মুণ্ডীর সেন, রাজাশ্রয়ে স্বর্ণপীঠী হইয়াছিলেন, এজন্য স্বর্ণপীঠী বলিয়া খ্যাত, তিনি মল্ল-ভূমিজ।

রামসেন তাঁহার অন্তর্ভূত হইয়াছিলেন, মল্ল-ভূমিতে তাঁহার নিবাস। *

স তেঽহট্টগ্রামী ভবতি সুকৃতী মৌলিকবরঃ।
যথা সিদ্ধগ্রামী দ্বিজবরকুলে শ্রোত্রিয়গণঃ
কুলীনো বঙ্গেঽভূৎ সহজঠরজাতোঽপি কুশলী॥

রামভদ্রের কুলজী।

* শ্রীবৎসসেনপ্রমুখা ষড়মী শক্তি গোত্রজাঃ।
ভেদেন সপ্তধা জ্ঞেয়া যথাক্রমমমী পুনঃ॥
একঃ শ্রীবৎসসেনোঽভূত্তেহট্টগ্রামবিশ্রুতঃ।
তেহট্টজ ইতি খ্যাতো নাপরঃ তস্য চ স্থলম্॥
একঃ শিয়ালসেনোঽসৌ ভেদেন দ্বিবিধোঽভবৎ।
পোড়াগাছাভবঃ শ্রেষ্ঠঃ পরঃ পোখরিয়াভবঃ॥

আদ্যসেন।

আদ্য সেনের বীজী-পুরুষ ছয়-জন। দেশ-ভেদ-অনুসারে আদ্য সেন তিন প্রকার;—যথা নপাড়া-সম্ভব, শালগ্রাম-ভব, মানকরীয়। ইঁহারা আদ্যর্ষি-গোত্র-সম্ভূত এবং সকলে-ই স্বতন্ত্র। *

দাসের ভেদ।

দাস পঞ্চদশ-প্রকার; কিন্তু স্থান-ভেদে বিংশতি-প্রকার দেখা যায়।

একো যঃ পুরুসেনোঽভূদ্ গুঠিনাগড়িমাশ্রিতঃ।
গুঠিনাগ ড়শব্দেন খ্যাতোঽসৌ নাপরং স্থলম্॥
চন্দ্রসেনোঽপরস্ত্বেকশ্চন্দ্রদ্বীপনিবাসকৃৎ।
শক্তি গোত্রসমুদ্ভূত ইদিলপুরমাশ্রিতঃ॥
একো মুণ্ডীরসেনোঽসৌ স্বর্ণপীঠী নৃপাশ্রয়াৎ।
স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভবঃ॥
রামসেনঃ পরস্তস্থৈবাস্তভূতো বভূব যঃ।
স মল্লভূমিবসতো বিহিতানেকপৌরুষঃ।

* আদ্যসেনস্ত ষড়্ বীজী ভেদেন ত্রিবিধোঽভবৎ।
নপাড়াসম্ভবস্ত্বেকঃ শালগ্রামভবোঽপরঃ॥

চায়ুদাস এক, কিন্তু স্থান-ভেদে দুই প্রকার; যথা—এক তৈহট্ট-সম্ভূত, দ্বিতীয় মালিকাহার-জ। পদ্ম-দাস এক; কিন্তু স্থান ভেদে পঞ্চ-প্রকার; যথা—বালিনাছি-ভব, মণ্ডল-জানিক, মৌড়েশ্বর-জ, পালি-গ্রাম-জ, পাজনোর-জ।

কায়ুদাস এক, বঙ্গ-ভূমিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা। তিনি-ও মৌদ্গল্য-গোত্র-সম্ভূত, কোগ্রামীণ বলিয়া খ্যাত। তোয়ীদাস এক. তাঁহার দুই পুত্র,—দীঘল ও ফেঁফর; এই তিন জন-ই বঙ্গ-ভূমিতে প্রসিদ্ধ। এক বরাহদাস, বৈহারি গ্রামে বাস করেন। তিনি বৈহা-রিজ দাস বলিয়া বিখ্যাত। নৃসিংহ ও নয়দাস, ইঁহারা দুইজনে-ই বঙ্গ-দেশে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইঁহারা বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। এক বীর দাস, তিনি-ও বঙ্গজ; কারণ, সেখানে তিনি বর-কন্যার সম্বন্ধ করিয়াছেন। পাথরতা গ্রামে রামদাস-ও সেইরূপ খ্যাত। তাঁহার চারি পুত্র, তাঁহারা বীজী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাতড়,

---

মানকরীয় এবাপ্যস্ত্রয় আদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
আদ্যর্ষিগোত্রসম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এবহি॥

পাতেড়, ধাড়, বিড়াল দাস,—ইঁহারা চারি ভ্রাতা; সকলে-ই স্বতন্ত্র। *

---

* পঞ্চদশবিধা দাসাস্তেঽমী বিংশতিধা পুনঃ।
একঃ পুনশ্চায়ুদাসো ভেদেন দ্বিবিধোঽভবৎ॥
একস্তেতঽট্টসম্ভূতো মালিকাহারজঃ পরঃ॥
পদ্মদাসঃ পুনস্ত্বেকো ভেদেন পঞ্চধাভবৎ।
বালিনাছীভবশ্চৈকঃ পরো মণ্ডলজানিকঃ॥
মোড়েশ্বরভবঃ পালিগ্রামজঃ পাজনোরজঃ॥
একোঽপরঃ কায়ুদাসো বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ।
কোগ্রামীণ ইতি খ্যাতো দাসো মৌদ্গাল্যগোত্রজঃ॥
তোয়ীদাসোঽপি তৎপুত্রৌ খ্যাতৌ দীঘলকৈঁফরৌ।
অমী ত্রয়ো বঙ্গভূমৌ প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্ব এব হি॥
একো বরাহদাসোঽসৌ বৈহারিগ্রামবাসকৃৎ।
স বৈহারিজবাসোঽপি স্বতো মৌদ্গাল্যগোত্রজঃ॥
নৃসিংহনয়দাসৌ দ্বৌ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিতৌ।
তৌ বঙ্গজাবিতি খ্যাতৌ কুলকার্য্যপরায়ণৌ॥
বীরদাসোঽপি যস্ত্বেকো সঃ বঙ্গজ ইতি স্মৃতঃ॥
তত্রৈব বঙ্গে সম্বন্ধস্তস্যাভূদ্বরকন্যয়োঃ॥
খ্যাতঃ পাথরতাগ্রামে রামদাসোঽপি তাদৃশঃ।
শুনবস্তস্য চত্বারো বীজিনস্তেঽপি বিশ্রুতাঃ॥
খ্যাতা ভাতড়-পাতাড়াধাড়-বিড়াল-দাসকাঃ
মৌদ্গাল্যগোত্র-সম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি

গুপ্ত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত; কিন্তু স্থান-ভেদে ত্রয়োদশ-প্রকার কথিত। ইঁহারা সকলেই কাশ্যপ-গোত্র সম্ভূত এবং স্বতন্ত্র। এক কায়ু গুপ্ত, স্থান-ভেদে অষ্ট-প্রকার; যথা—বরাহনগরী, পানিনালা-ভব, বারাশত-সমুদ্ভূত, নীল-গুপ্তোদ্ভবদিগের বাস নিরোলে ও তৈপুরে। যাঁহারা ঝায়ু-গুপ্তোদ্ভব, তাঁহা-দিগের বাস-স্থান ভদ্রখালী। লোক-গুপ্তের বংশ-সম্ভূত কেহ কেহ মাটিয়ারীতে বাস করেন, কেহ বা পশ্চিমে নিজেচ্ছায় বাস করেন। *

---

* গুপ্তাশ্চ ষড়্বিধা ভেদাস্ত্রয়োদশবিধাঃ পুনঃ।
কাশ্যপান্বয়সম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি ॥
একঃ পুনঃ কায়ুগুপ্তঃ ভেদেনাষ্টবিধোঽভবৎ।
বরাহনগরীয়শ্চ শ্রেষ্ঠোঽভূৎ কুলকর্ম্মণি ॥
পানিনালাভবশ্চান্যস্তথৈব কুলশীলবান্।
বারাশতসমুদ্ভূতস্তৃতীয়স্তদনন্তরম্ ॥
নীলগুপ্তোদ্ভবা যে তে নিরোলতৈপুরাশ্রিতাঃ।
ভদ্রখালীনিবাসস্থা ঝায়ুগুপ্তোদ্ভবাশ্চ যে ॥
মাটিয়ারীভবাঃ কেচিৎ লোকগুপ্তস্য বংশজাঃ
পশ্চিমস্থানমাশ্রিত্য কেচিৎ সন্তি নিজেচ্ছয়া ॥

রাঢ়ীয়-বৈদ্য—কৌলীন্য।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ, দান—এই নয়টী কুলীনের লক্ষণ।

এই আচারাদি গুণ-নিচয় যে সকল মহাত্মার আছে, তাঁহারা-ই কুলীন।* কুলে কে শ্রেষ্ঠ, কে অ-শ্রেষ্ঠ, কাহার কুল নাই, ইত্যাদি নির্ণয়ের মূলে-ও কুল-লক্ষণ বিদ্যমান্। বস্তুতঃ, আচারাদি নয়টী গুণের অধিকারীর দৃঢ় আসন, মানব-সমাজের অতি উচ্চে সু-প্রতিষ্ঠিত। তাহা জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না।

---

* আচারাদয় এবৈতে সন্তি যেষাং মহাত্মনাং।
ত এব হি কুলীনাঃ স্যান্ কুলং পারলৌকিকং॥

এই গুণ-নিচয় স্ব-সমাজে সংরক্ষণের জন্য, প্রজা-হিতৈষী মহারাজ বল্লাল, যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার-ই ছায়া লইয়া, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিবিধ কুলজী গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

সেন কুলে বিনায়ক কুলীন। দাসের মধ্যে চায়ু, প্রসিদ্ধ কুলীন এবং পান্থ-ও দাস-মধ্যে কুলীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গুপ্তে কায়ু ও ত্রিপুর কুলীন। *

পরবর্ত্তী কুলজী-কার-গণ প্রথমতঃ এইরূপ সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে কারণ-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ, মধ্য, অধম এবং ক্ষেম্য, আঘাতী, মহাঘাতী ও অত্যাঘাতী, ইত্যাদি-রূপে কুল-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

আঘাতী, মহাঘাতী, অত্যাঘাতী ও কন্যা-শুল্ক-

---

* বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনো
দাসেষু চায়ুঃ কুলবান্ প্রসিদ্ধঃ।
পান্থোঽপি দাসেষু কুলীন উক্তো
গুপ্তেষু কায়ুস্ত্রিপুরৌ কুলীনৌ॥

গ্রাহি-গণ নিষ্কুল। বর্ত্তমান-কালে কন্যা শুল্ক-গ্রহণ প্রায় নাই; পুত্র-শুল্ক সে স্থান অধিকার করিয়াছে। *

কুল যাঁহার আছে, তিনি কুলীন। কুলীন তিন প্রকার;—মহা-কুল, মধ্য-কুল ও স্বল্প-কুল।

মালঞ্চ, ধলহণ্ড, বেতড় ও চায়ুর সন্তান-গণ গরিষ্ঠ, অর্থাৎ অল্প-দোষে ইঁহাদের কুল-পাত হয় না। থানা, মঙ্গল-কোঠীয়, নরহট্ট, পন্থ ও কায়ুর সন্তান-গণ কোমল, অর্থাৎ অল্প-দোষে ইহাঁদের কুল নষ্ট হয়। †

ক্ষেম্য বা মৌলিক সম্বন্ধে নিয়ম এই যে; মূল যাহার বিখ্যাত, অথচ কর্ম্ম-দোষে কুলীনত্ব নাই, তাঁহারা-ই বৈদ্য-কুলে মৌলিক। ‡

---

* আঘাতী চ মহাঘাতী অত্যাঘাতী তথৈবচ।
কন্যাশুল্কগ্রহী চৈব নিষ্কুলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

† কুলং যস্যাস্তি স প্রোক্তঃ কুলীন ইতি স ত্রিধা।
মহাকুলো মধ্যকুলোঽল্পকুলো খ্যাতিতো মতঃ॥
মালঞ্চীয়া ধলণ্ডীয়া বেতড়ীয়াশ্চ চায়বঃ।
গরিষ্ঠাঃ কথিতা এতে ন পতন্ত্যল্পদোষতঃ॥
থানা মঙ্গলকোঠীয়া নারট্টাঃ পন্থকায়বঃ।
কোমলাঃ কথিতা এতে পতন্ত্যেবাল্পদোষতঃ॥

‡ মূলমস্ত্যেব বিখ্যাতং নকুলং কর্ম্মদোষতঃ।
যেষাং ত এব বিজ্ঞাতা মৌলিকা ভিষজাং কুলে॥

রাইগ্রামী বিনায়ক, শ্রীখণ্ডীয় বিনায়ক, শক্তি-বংশের তিন দুই সেন, তেহট্টীয় কড়য়ী ও রামানন্দীয়, —এই তিন ঘর ক্ষেম্য, অপর সকলে হীন মৌলিক। চায়ুদাসের দুই পুত্র—কোগ্রামী মন্দার ও মৌড়েশ্বর দাস ক্ষেম্য। দুই গুপ্ত ক্ষেম্য। *

আঘাতী—দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম, এই পাঁচ-ঘর আঘাতী। †

মহাঘাতী—নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত, এই পাঁচ-ঘর মহাঘাতী। ‡

---

* রাইগ্রামী চ খণ্ডীয়ঃ শক্তিবংশশ্চ তত্রয়ঃ।
এতে ত্রয়ঃ ক্ষেম্যভাবা অপরে হীনমৌলিকাঃ॥
কায়ুদাসস্য দ্বৌ পুত্রৌ তথা কোগ্রামবাসিনঃ।
মন্দারো মৌড়দাসশ্চ ক্ষেম্যভাবপ্রতিষ্ঠিতঃ।
গুপ্তৌ যৌ অপরৌ দ্বৌ তৌ ক্ষেম্যভাবপ্রতিষ্ঠিতৌ॥

† দত্তো দেবঃ করশ্চৈব রাজঃ সোমস্তথৈবচ।
আঘাতীতি সমাখ্যাতা ইতি বক্তা চ দুর্জ্জয়ঃ॥

নন্দিশ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চমঃ।
মহাঘাতং প্রকুর্ব্বন্তি যস্যোয়ং ক্রিয়তে বুধঃ

অত্যাঘাতী—আদ্য, বৈশ্বানর, শালঙ্কায়ন ও ভরদ্বাজ, এই চারি ঘর অত্যাঘাতী। *

যে কুলে ইন্দ্র ও আদিত্য প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে কুল নিশ্চিত নষ্ট হইয়াছে। †

মহামতি দুর্জ্জয়ের দত্ত-কন্যা বিবাহ-ব্যাপার লইয়া, সমাজে ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তৎ-পরে তিনি কুলজী-কর্ত্তৃ-পদাধিকারী হইয়া, স্ব-পক্ষ ও বি-পক্ষ বৈদ্য-গণ-সম্বন্ধে রোষ ও তোষের বশবর্ত্তী হইয়া, যে সকল উক্তি লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তদনু-সারে কোন কুলীন নিষ্কুল হইয়াছেন, কোন অ-কুলীন-ও কুলীনের আসন পাইয়াছেন। সেই ব্যাপারের কিয়-দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"বৈদ্য-কুলেতে মহাশয় দুর্জ্জয় দাস।
যাঁহা হৈতে বৈদ্য-কুলে কুলজী প্রকাশ॥

---

* আদ্যো বৈশ্বানরশ্চৈব শালঙ্কায়নকস্তথা।
ভরদ্বাজশ্চ চত্বারোঽত্যাঘাতকসংজ্ঞকাঃ॥

† যৎকুলে ইন্দ্র আদিত্যস্তৎকুলং নশ্যতি ধ্রুবং॥

পাণিদত্ত কৃপা করি শক্তি কৈল দান।
দেবী-বরে পুত্র বৈদ্য-কুলের প্রধান॥
কৃপা-দৃষ্টি করি কুল যাঁহারে লিখেন।
বৈদ্য-কুলে সেই জন কুলবান হন॥
উত্তম মধ্যম কুল লিখিল কনিষ্ঠ।
নরানন্দ নাম যার বৈদ্য-কুলে শ্রেষ্ঠ॥
লজ্জা করি না লিখিলা নিজ বিবরণ।
এই হেতু বর্ণি যে দাসের বিবরণ॥
বিশ্বম্ভর দাস খ্যাতি পুত্র ছয় জন।
দুই পক্ষে ছয় জন করি যে গণন॥
বড় পক্ষে চণ্ডীবর গণপতি দাস।
দুর্জ্জয় দাস তৃতীয়, কনিষ্ঠ বাণদাস॥
দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র কুবের মার্ত্তণ্ড।
দুই পক্ষে ছয় ভাই নিবাস শ্রীখণ্ড॥
ষষ্ঠের অধিক দুর্জ্জয় দাসের বাখান।
খ্যাতি নরানন্দ সু-পণ্ডিত গুণবান॥
বিদ্যা-সঞ্চয়ের লাগি বিষ্ণুপুরে গেলা।
পাণিদত্ত-নিবাসেতে উপনীত হৈলা॥

বৈদ্য-কুলে জন্ম পাণিদত্ত মহাশয়।
দেবী-বর-পুত্র দত্ত মহাতেজোময়॥
দেখিতে সৌন্দর্য্য শোভা শ্যামল শরীর।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিশারদ পরম গভীর॥
গঙ্গা-মৃত্তিকার মাটি সর্ব্বাঙ্গে লেপন।
পূজাতে নৈষ্ঠিক বড় বিষম ভোজন॥
তৈল-হীন অঙ্গ-শির দেখিতে সুন্দর।
দেবীবর মহাতেজ পণ্ডিত সাগর॥
কুশাসনে বসি দত্ত করে যোগ ধ্যান।
তথায় দুর্জ্জয় দাস করিলা পয়ান॥
ভক্তি করি দত্তে দাস প্রণাম করিল।
পুটাঞ্জলি করি কিছু কহিতে লাগিল॥
জ্ঞান হীনে কৃপাবান্ হও মোরে দত্ত।
শীঘ্র পড়াইয়া মোরে করহ কৃতার্থ॥
নাম শুনে আইলাম পাঠের কারণ।
পড়াইয়া কর মোরে যশের ভাজন॥
অনেক দূর হইতে আইলাম আমি।
মূর্খ দেখি দয়াবান্ হও মোরে তুমি॥

বৈদ্য-বংশে জন্ম নাম নরানন্দ দাস ।
বিশ্বম্ভর দাস পিতা খণ্ডে মোর বাস ॥
শুনিয়া দত্তের মনে সন্তোষ জন্মিল ।
পড়াইব বলি তারে আশ্বাস করিল ॥
দ্বিতীয় বাটীতে বাস কৈল নিরূপণ ।
করেন স্বচ্ছন্দে পান ভরণ পোষণ ॥
দাস্য-মতে বহুদিন পড়িলেন দাস ।
দিনে দিনে সর্ব্ব-শাস্ত্রে জ্ঞানের প্রকাশ ॥
যথা-কালে এক দিন হবিষ্য রান্ধিয়া ।
ভোজনে বসিল দত্ত দাসেরে লইয়া ॥
খেসারীর দালি দত্ত অন্নে সিদ্ধ করি ।
সিদ্ধ নহে দন্ত-হীন খাইতে না পারি ॥
খাইতে নারিল দেখি দাস মহাশয় ।
পুটাঞ্জলি করি দাস দত্ত প্রতি কয় ॥
দালি-সিদ্ধ প্রসাদ মোরে দেহ কৃপা করি ।
দত্ত কহে বৈদ্যে উচ্ছিষ্ট দিতে নারি ॥
দাস কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য হই ।
শিষ্যেরে উচ্ছিষ্ট দিতে কেন কর ভয় ॥

আমি তব পুত্র-তুল্য জানিহ নিশ্চয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলা দত্ত মহাশয়॥
সুদিষ্ট হইয়া নিজ শেষ তারে দিল।
সেই দিন হৈতে দাস তেজঃপুঞ্জ হৈল॥
প্রত্যহ দত্তের শেষ লয়ে নিজ করপুটে।
মহা পণ্ডিত হইল দাস কেহ নাহি আটে॥
দত্ত-শেষ নিত্য খায় তাহার মহিমা।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিজ্ঞ হৈলা পণ্ডিতের সীমা॥
সর্ব্ব-গুণান্বিত দেখি দাসের নন্দনে।
কনিষ্ঠ কন্যা ঠাকুরদাসী কৈল সম্প্রদানে॥
চারি কন্যা মধ্যে দত্তের প্রিয় ঠাকুরদাসী।
শুভ-লগ্নে দান কৈল মনে হৈয়া হরষি॥
কতক দিন পরে দাসের কন্যা এক হৈল।
এই-মত দত্ত-ঘরে সুখেতে বঞ্চিল॥
কহে রঘু মল্লিক দাসের বিবরণে।
নিজ ধাম খণ্ড যবে পড়ি গেল মনে॥
তার পর কত দিনে দত্ত-আজ্ঞা লইয়া।
নিজ ধাম খণ্ডে গেলা ভার্য্যা সুতা লইয়া॥

সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ চণ্ডীবর তবে গণপতি।
ভক্তি করি দুর্জ্জয় দাস করিলা প্রণতি॥
ভার্য্যা কন্যা দেখি গণপতির আক্রোশ।
মুখে না কহিলা কিছু অন্তরেতে রোষ॥
শ্লেষ করিলা বাণ কুবের মার্ক্তণ্ডে।
* গণাদেশে বাণাদি দুর্জ্জয়েরে দণ্ডে॥
কহে নীচ জাতির কন্যা ঘরে কে আনিল।
বৈদ্য-কন্যা নহে, কুলে কলঙ্ক রাখিল॥
তোমা-সহ ব্যবহার নারিব করিতে।
বাহির গোয়ালে থাক ভার্য্যার সহিতে॥
ভিতর মহলে কভু না কর প্রবেশ।
শুনিলে সকল বৈদ্য করিবেক দ্বেষ॥
এইরূপে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া।
বাহির গোয়ালে স্থান দিলা দেখাইয়া॥
বাড়ীর বাহির গোয়ালি ঢিকি-শালে।
অন্ন-থালি দেয়, খায় কটু-ভাষা বলে॥

---

* "গণে বাণে কুলং নাস্তি" প্রভৃতি বচন বোধ হয় এই ঘটনার পরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

বাণাদি তিন ভায়ের দুষ্ট-পণা দেখি।
অপমানে দুর্জ্জয়ের ঝরে দুই আঁখি॥
অপমানে দগ্ধ অঙ্গ দেখি ঠাকুরদাসী।
অন্ন জল ত্যাগ করি রহে উপবাসী॥
রোদন করয়ে দেবী পেয়ে অপমান।
কহে—বাঁচিয়া কি সুখ না রাখিব প্রাণ॥
মোর পিতা পাণিদত্ত জগতে খ্যাতি।
দুষ্ট বৈদ্য-গণ কহে হবে নীচ জাতি॥
এ-সকল দুষ্ট কথা অঙ্গে নাহি সহে।
বাণাদির বাক্য-জালে মোর অঙ্গ দহে॥
এইরূপে কান্দে সদা করে হায় হায়।
পড়শী বৈদ্যের কন্যা হইল সহায়॥
সেন গুপ্ত আদির কতক নারী-গণ।
স্নেহ করি সবে মিলি করয়ে সেবন॥
তৈল হরিদ্রা আনি কেহ দেয় গায়।
ভোজন করায় গব্য কেহ করায় বায়॥
কেহ দিব্য বস্ত্র আনি দেয় পরিবারে।
এইরূপে বৈদ্য-নারী স্নেহ দয়া করে॥

এই মতে দত্ত-সুতা দুঃখেতে বঞ্চিয়া।
নিজ-পতি-স্থানে কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
এত অপমানে লজ্জা না হ'ল তোমার।
পিতৃ-বাসে যাব, খণ্ডে না রহিব আর॥
আমা-সহ বিষ্ণুপুরে যদি না যাইবে।
অপমৃত্যু হবে মোর নিশ্চয় জানিবে॥
শুনিয়া দুর্জ্জয় দাস করিলা স্বীকার।
কহে শীঘ্র যাব, হেথা না রহিব আর
বাপের দুষ্টতা দেখি রঘুর বিস্ময়।
ভাই প্রতি হেন রীত উপযুক্ত নয়॥
এত বলি যাত্রা করি বিষ্ণুপুরে আইলা।
পাণিদত্ত নিকটেতে আসি প্রণমিলা॥
দেবী-পূজা করি দত্ত আছিল ধেয়ানে।
পূজা সারি প্রণমিলা দেবীর চরণে॥
সিদ্ধ-করা চরু, ঘট-সম্মুখে রাখিয়া।
বেদ-বাক্যে স্তব করে কর-যোড় হইয়া॥
হেন কালে দত্তসুতা কাঁদিতে লাগিলা।
কহিতে লাগিলা খণ্ডে যত দুঃখ পাইলা॥

ঘাণ আদি করি মোর শ্বশুর-তনয়।
অপমানে দগ্ধ কৈল আমার হৃদয়॥
কহে বৈদ্য-কন্যা নহে, নীচের দুহিতা।
আর কত দুষ্ট বাণী কহিলেন পিতা!॥
বাড়ীর ভিতরে যাইতে নাহি দিল মোরে।
ঢিকি-শালে ভাত দিত গোয়াল-ভিতরে॥
বহু অপমানে কষ্টে বঞ্চিয়াছি তাত।
উপবাস কৈনু তাত! তেয়াগিয়া ভাত॥
পড়শী বৈদ্যের কন্যা বহু স্নেহ কৈল।
তাঁহা সবা দয়া স্নেহে জীবন রহিল॥
তব কন্যা হ'য়ে মোর এত অপমান।
নিষ্ফল জীবন মোর তেয়াগিব প্রাণ॥
এত বলি উচ্চ করি কাঁদিয়া উঠিল।
কন্যা-দুঃখ শুনি দত্তের হৃদয় পুড়িল॥
মহাক্রোধে নয়নেতে বহে দুই ধারা।
বক্ষ ব'য়ে জল পড়ে মন্দাকিনী পারা॥
ক্রোধে চক্ষু হইতে অগ্নি কণা বাহিরায়
থরহরি কাঁপে অঙ্গ রবি-সুত প্রায়॥

দাস-কুল বিনাশিব ক্রোধ-মুখে কহে।
মোর সুতে দুষ্ট কহে বৈদ্য-কন্যা নহে ॥
শমন-নগর যাইতে কার চেষ্টা হইল।
আসন করিয়া দত্ত ক্রোধেতে বসিল ॥
শাপিতে উন্মুখ ক্রোধ দত্তের দেখিয়া।
যোড়-হাতে দত্ত পুত্র দাঁড়াইল গিয়া ॥
কহে অজ্ঞানের দোষ বিজ্ঞে নাহি লয়।
দাস-কুল রক্ষা কর পিতা মহাশয় ॥
মোরে কৃপা করি ক্রোধ ত্যাগ কর তুমি।
বাণাদির অপমান ভিক্ষা মাগি আমি ॥
পুত্রের বিনয় শুনি দত্ত শান্ত হৈল।
দত্ত-পুত্র স্তব করি দাসে রক্ষা কৈল ॥
দেবযানীর অপমান শর্ম্মিষ্ঠা করিল।
তাহা শুনি শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ যেন হইল ॥
দেবযানী-দাসী হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা রহিল।
শুক্র-ক্রোধ গেল, দৈত্য-কুল রক্ষা পাইল ॥
সেই মত দত্ত-পুত্র পিতাকে সম্বরি।
বৈদ্য-কুল রক্ষা কৈল বহু-স্তব করি ॥

স্তবে তুষ্ট হইয়া দত্ত দাসেরে ডাকিলা।
পূজা করি চন্দন তার কপালেতে দিলা॥
ঘট-বারি আনি ধরে মাথার উপর।
পূর্ণ অনুগ্রহ করি দাসে দিল বর॥
এই সিদ্ধ-বারি তুমি করহ পূজন।
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী এই নহে অন্য মন॥
আশ্বিনে প্রতিমা নির্ম্মাণ কভু না করিবে।
মূর্ত্তিমতী গৌরী-দেবী ঘটেতে জানিবে॥
এই দেবী হইতে তোমার বাড়িবে প্রভাবে।
যারে কুল দিবে তুমি, সেই কুল পাবে॥
ঠাকুর বলিয়া খ্যাতি হইবে তোমার।
মোর কন্যা ঠাকুরাণী ঘুষিবে সংসার॥
ঘট শিরে ধরি দাস করিলা প্রণাম।
রঘু কহে দাস-রূপে গুণে অনুপাম॥
দেবী-দত্ত বরে দাসের মহিমা বাড়িল।
অনায়াসে বৈদ্য-কুল বর্ণনা করিল॥

রঘু মল্লিকের কুলজী।

দৃষ্টান্ত-স্থলে আমরা মহাকুল ডুহি সেনের ক্ষেম্যত্ব ও মৌলিক রাইগ্রামীয় হইতে বরাটরূপীর কোমল-কুল-শালিত্ব উল্লেখ করিতে পারি। দুর্জ্জয় বলিয়াছেন, চক্রপাণি দত্তের আজ্ঞায়, ডুহি সেন, রাঢ়-দেশে ক্ষেম্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। *

যে সকল শক্তি-গোত্রোদ্ভব, দ্বিসেন নামে অভিহিত এবং গুপ্ত, দাস ও অন্য সেন, সৎ-কুল-শীলের জন্য ইঁহারা পূজ্য। এই সকলকে কন্যা প্রদানের জন্য দ্বিসেন ক্ষেম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষেম্য হইলে-ও, দ্বিসেন যে মৌলিকের শ্রেষ্ঠ তাহা-ও কৃপা করিয়া দুর্জ্জয় বলিয়াছেন। †

---

* দত্তস্ত চক্রপাণেশ্চ নিদেশাদ্দুহিসেনকঃ।
নির্দ্দিষ্টঃ ক্ষেম্য ইত্যেব রাঢ়েঽপি দুর্জ্জয়োঽব্রবীৎ॥

† শক্তিগোত্রোদ্ভবা যে চ দ্বিসেন ইতি কীর্ত্তিতঃ
গুপ্তো দাসঃ সেন এতে পূজ্যাঃ সৎকুলশীলতঃ॥
এভ্যঃ কন্যা প্রদানেন দ্বিসেনঃ ক্ষেম্যতাং ব্রজেৎ।
ক্ষেম্যঃ সন্ মৌলিকশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া দুর্জ্জয়োঽব্রবীৎ॥

মহামতি চক্রপাণি দত্তের আজ্ঞায় তজ্জামাতা কুলজী-কর্ত্তা মহাকুল দুর্জ্জয় দাসের কৃতিত্বে, মহাকুল দুই সেনের কুল-নাশ বিঘোষিত হওয়ার পরে, সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত বচনাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে।

নিষ্কুল-রণ্ড-দোষের জন্য, শ্রীশক্তি গোত্র মহাকুল দুই সেনের কুল নষ্ট হইয়াছে, পিণ্ড দোষের জন্য বৈশ্বানরের কুল-নাশ ঘটিয়াছে এবং বরেন্দ্র দোষের জন্য, অপর অনেকের কুল গিয়াছে। অর্থাৎ কুল-নাশের দুই হেতু যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে কুল নাই বুঝাইবার জন্য এই লক্ষ্য নির্দ্দেশ। *

দুহি, দ্বয়ি, দুই, ধোয়ী, ধূয়ি, দ্বিসেন ইত্যাদি পর্য্যায়ে দুই সেনের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীবৎস সেনের দুই পুত্র—পুণ্ডরীক ও দণ্ডপাণি। পুণ্ডরীকের পুত্র ধূয়ীসেন, ধোয়ীসেন বা দহিসেন। সকল কুল-গ্রন্থে-ই ইঁহার কুল-সম্পদের উল্লেখ আছে। †

---

* গতং কুলং নিষ্কুলরণ্ডদোষাৎ শ্রীশক্তি গোত্রস্য মহাকুলস্য।
বৈশ্বানরস্যাপি চ পিণ্ডদোষাৎ বরেন্দ্রদোষাশ্চ তথা পরেষাং।

† সুধাংশুরত্রেরিব পুণ্ডরীক-সেনাত্তনুজোঽজনি ধূয়িসেনঃ।

দুইসেনের তিন পুত্র—কাশীনাথ, কুশলী ও উগ্র-সেন। কুশলী-বংশ বঙ্গ-দেশে কুল-সম্পদাঢ্য হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান্ আছে। কাশীনাথের বংশ রাঢ়-দেশে ক্ষেমা বা মৌলিক-শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়-স্বরূপ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। *

দুর্জ্জয় কহেন —

একা মঙ্গলকোঠে বরাট কুল-ভূষণ।
কি কব দুর্জ্জয়ের ভুল, মঙ্গলকোঠে লিখি কুল।
পিতা পিতামহ ক্ষেমা ক্ষেম্যে কন্যা-দান।
কদাচিৎ নহে তার পূর্ব্ব-কুল-মান॥
ত্রিপুরুষে ক্ষেমা দোষে পতন সৎপথে।
ভগ্ন কাঁসা রঘুর ভাষা কুল-গ্রন্থ মতে॥

বভুব বীজী স চ শক্তিবংশেঽনবদ্যাবিদ্যাকুলসম্পদাঢ্যঃ॥
দ্বিতীয়ঃ সেনোঽয়ঃ কিল জাতি কাশী সুমহিমা
স তেহট্টগ্রামী ভবতি সুকৃতী মৌলিকবরঃ।
যথা সিদ্ধিগ্রামী দ্বিজবরকুলে শ্রোত্রিয়গণঃ॥

চন্দ্রপ্রভা।

* কুলীনো বঙ্গেঽভূৎ সহজঠরজাতোঽপি কুশলী।

রাইগ্রামী মৌলিক-ঘর তদ্বংশ-সম্ভূত মঙ্গলকোঠ-বাসী বরাটকে কুল-প্রদানের জন্য, পরবর্ত্তী কুলজী-কা। রঘু মল্লিক দুর্জ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; সহোদর বলিয়া-ও ক্ষমা করেন নাই। তৎ-কালীন ব্যবহার স্মরণ করিয়া, সক্ষম হইয়া দণ্ড দিয়াছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে আলোচনা সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল।

সেনবংশে মহাকুল কৃষ্ণহরি জানা।
ছোটকুলে কাকুৎস্থ তেউ সনাতন থানা॥
ধনগু মঙ্গলকোঠ মালঞ্চ সাগর।
বেতড় নরহট্ট জড় একাদশ ঘর॥
দাসে মহাকুল চণ্ডীবর গণ নাম।
দৈবাক্রিয়াতে দুর্জ্জয় পিতার সমান॥
দাসেতে বালিনাচি কেচো মণ্ডল জানা।
বাস পালিগ্রাম পঞ্চ কুলেতে গণনা॥
বালিনাচি মধ্যে ঠাকুর রঘুনন্দন।
দৈবীকুল ক্রিয়াতে বড় বিচক্ষণ॥

বরাহনগর গুপ্ত প্রধান মহাকুল।
ছোটকুল পাণিমালা কায়ু যে ত্রিপুর॥
নবগুণ আচার আর কুল ক্রিয়া করে।
সেন দাস গুপ্ত মধ্যে কুলীন বলি তারে॥

ক্ষেম্য।

সেনেতে খণ্ডীয় বিনায়ক রাইগাঁই।
শক্তি গোত্রে রামানন্দ তেহট্ট কড়ুই॥
দাসেতে ক্ষেম্য কুবের মার্ত্তণ্ড কোগ্রামী।
মৌড়শিরা মন্দার বাড়ী বিষপাড়া জানি॥
গুপ্তেতে ক্ষেম্য মাটিরী সুপুর সরাই।
কুল-ক্রিয়া থাকিলে শ্রেষ্ঠ ঘর বলা-ই॥

মৌলিক।

মৌলিক শেয়াল শিখরীগই সরণি।
সারল্যা নিরল্যা গুপ্ত কোচসেন বিনি।
আর গুপ্ত পিড়াতলী বারাসত কানাই।
৩এ খল্যা তইপুরা বাগুণ্ডা ধুনাই॥

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দেশ-ভেদে বৈদ্য-জাতির মধ্যে কয়েকটী সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু, ঐ সকল সমাজের মধ্যে রাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজে-ই সর্ব্ব-প্রধান; এরূপ-ও দেখা যায় যে,—

কার্য্যোপলক্ষে বঙ্গজ বৈদ্য-গণ-ও, পশ্চিম-দেশে আসিয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি-অল্প। এই দুই সমাজ-স্থ বৈদ্য-গণের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিবাহাদি আদান-প্রদান সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক সমাজ, স্ব স্ব শ্রেণী-স্থ স্বজাতীয়-গণের সহিত আপন আপন পুত্র-কন্যা-গণের বিবাহ দিয়া থাকেন। বঙ্গজ-বৈদ্য-গণ, সুবিধা-মত পশ্চিম-দেশ-বাসী স্ব-শ্রেণীর সহিত অথবা পূর্ব্বাঞ্চলে যাইয়া, স্ব-গ্রামে কিংবা তন্নিকট-বর্ত্তী অন্য কোন স্থানে বৈবাহিক-ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন।

প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাঢ়ীয়-বৈদ্য-সমাজে যে যে গোত্র-সংজ্ঞক বৈদ্য-গণ কুলীন বলিয়া খ্যাত, বঙ্গজ-বৈদ্য-সমাজে তত্তৎ-গোত্র-ধারী, বৈদ্য-গণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত নহেন। অতএব,

এই সমাজের মধ্যে ইহা একটী প্রধান প্রভেদ। উপনয়ন-সংস্কার উভয় সমাজে-ই প্রচলিত।

বঙ্গীয় কুলীন-বৈদ্যদিগের প্রধান সমাজ-স্থান সেনহাটী, পয়োগ্রাম, খান্দারপাড়া, ও ভট্টপ্রতাপ প্রভৃতি স্থান। এই সকল গ্রামস্থ বৈদ্য-গণের মধ্যে-ও আবার ইতর-বিশেষ দেখা যায়। সেনহাটীর ধন্বন্তরি, পয়োগ্রামের হিঙ্গু, ভট্টপ্রতাপের কন্দর্প প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কালিয়া প্রভৃতি স্থান, যদি-ও সৎ-বৈদ্য-প্রধান, তথাপি প্রাগুক্তদিগের সম-তুল্য কৌলীন্য-মর্য্যাদা সম্পন্ন নহেন, এইরূপ জন-শ্রুতি।

বিক্রমপুরের বৈদ্য-সমাজ-ও অতি-প্রাচীন ও সু-প্রসিদ্ধ। লোক-বিশ্রুত মহাত্মা রাজবল্লভ এই সমাজে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বহুতর বৈদ্য-সন্তানকে উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছিলেন; উক্ত সংস্কার, তৎকালে অনেক-স্থলে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। এই সমাজে কৌলীন্য-মর্য্যাদার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেনহাটীর বিকর্ত্তন বলিয়া বিখ্যাত, কুলীন-বৈদ্য-গণ ধন্বন্তরি-গোত্রীয়। কিন্তু এই ধন্বন্তরি-

গোত্রীয় অষ্ট-ঘর মধ্যে পরিগণিত রামের সন্তান-গণ তাদৃশ কৌলীন্য সম্পন্ন নহেন। নিম্ন-শ্রেণীর মৌলিক-গণের মধ্যে, অর্থাৎ যাহাদের কিছুমাত্র কৌলীন্য-মর্য্যাদা নাই, তাহাদের মধ্যে ও, ধন্বন্তরি-গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে এক-গোত্র বর্ত্তমান হইলে-ও এবং কৌলীন্য-বিষয়ে প্রভেদ থাকিলে-ও, বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না।

পয়োগ্রামের হিঙ্গু-গণ শক্তি গোত্রীয়। ইহাঁরা প্রধান শ্রেণীর কুলীন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু, এই গোত্রীয় এবংবিধ বৈদ্য-ও আছেন যে, তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কুলীন-গণ সঙ্কুচিত হন।

এই সকল সমাজস্থ প্রধান প্রধান কুলীন-গণের বংশ-ধরদিগের মধ্যে, কেহ কেহ বিবাহাদি উপলক্ষে কিংবা কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে স্ব-স্থান ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য স্থানে যাইয়া বস-বাস করিয়াছেন। পুরুষানু-ক্রমে এইরূপ স্থানান্তরে বাস হেতু, তাঁহাদের স্থান-ভ্রষ্ট দোষ ঘটিয়াছে; অতএব, সামাজিক-বিধি অনু-

সারে, ইঁহারা পূর্ব্ব-বাস-স্থানে হিন্দু-কুলীন-সন্তান-গণ অপেক্ষা মর্য্যাদা-বিহীন। বঙ্গজ-বৈদ্য-সমাজে এরূপ স্থান-ও আছে, যথায় উচ্চ-শ্রেণীর কুলীন-বৈদ্য-গণ বাস করিয়া, অতীব হীন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন-হইতেছে যে, স্থান কৌলীন্যের একটী প্রধান ভিত্তি। এতদ্ব্যতীত, স্ব-স্থান-স্থিত কুলীন, যদি অ-কুলীনের সহিত ক্রিয়া করেন, তবে তাঁহার সামাজিক-মর্য্যাদা, ঐ অপ-সম্বন্ধ-নিবন্ধন, সৎ-সম্বন্ধ-সম্পন্ন সম-কক্ষ কুলীন সন্তান অপেক্ষা হীন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অ-কুলীন ব্যক্তি যদি কুলীনে স্বীয় পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন, তবে তিনি-ও সামাজিক মর্য্যাদায় কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, রাঢ়ীয় বৈদ্য-গণের ন্যায় বঙ্গজ-বৈদ্য-সমাজে কৌলীন্যাদির তত বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। আজ-কাল বিবাহে ব্যয়-বাহুল্য-রূপ সংক্রামক রোগ যেমন অন্যান্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, বৈদ্য-সমাজে-ও, সেইরূপ এই অদম্য ব্যাধি আশ্রয় করিতে বিমুখ হয় নাই।

কায়স্থ-জাতি।

যজনং শাস্ত্রতত্ত্বেন প্রজানাং পরিপালনম্।
রাজকর্ম্ম ক্ষমা শৌচং কায়স্থলক্ষণং স্মৃতম্॥

ভবিষ্য-পুরাণ।

শাস্ত্র মতে যজ্ঞ-কর্ম্ম প্রজার পালন।
রাজ কর্ম্ম ক্ষমা শৌচ কায়স্থ-লক্ষণ॥

নিরপেক্ষ-ভাবে, বঙ্গ-দেশীয় হিন্দু-জাতির, সমাজ-তত্ত্ব সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম-রূপে আলোচনা করিলে, মনস্বী ব্যক্তি অতি সহজে-ই, ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন যে, বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন, দুইটি সুন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত; ইহাদের একটির নাম বৈদ্য, অপরটির নাম কায়স্থ। ঘনিষ্ঠতা, সৌহার্দ্দ্য, আনুগত্য, সেবা, ভক্তি, প্রভু-

পরায়ণতা প্রভৃতি বরণীয় গুণ-গ্রাম পর্য্যালোচনা করিলে, সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতীত হয়, ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে কায়স্থ-জাতির এ-বিষয়ে অধিকার এবং দায়িত্ব অতীব পুরাতন, প্রসিদ্ধ ও প্রধান; ইহার বিশেষ কারণ এই, বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমনের আদি-কাল হইতে কায়স্থ-জাতি, বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণ-বৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন এবং বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন-কালের সুখ-ময়-সম্বন্ধ, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন আহ্লাদের কারণ, কায়স্থের পক্ষে-ও তেমনি গৌরব ও সৌরভের হেতু। ফলতঃ, হুতাগ্নি-সম-তুল্য ব্রহ্ম-বীর্য্যোৎপন্ন ব্রাহ্মণ বর্ণের কল্যাণ-ময় আশীর্ব্বাদে-ই, কায়স্থ জাতির উত্তরোত্তর অসাধরণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ইহা অবিসংবাদী সত্য যে, কায়স্থ-জাতি কখন ব্রাহ্মণ-সমাজের আনুগত্য হইতে স্বতন্ত্র হন নাই এবং ব্রাহ্মণকে গুরু, প্রভু, শিক্ষক ও পরিচালক রূপে শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। সমাজ-বন্ধনের জন্য যে অকৃত্রিম সদ্ভাব,

সহানুভূতি ও এক-প্রাণতার সম্পূর্ণ প্রয়োজন হইয়া থাকে, বঙ্গের ব্রাহ্মণের প্রতি কায়স্থের সরল-প্রাণ-বিনিঃসৃতা ভক্তি তাহার অন্যতম সু-দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ, বিশাল বারিধির অভ্যন্তর-স্থিত মীন-গণ যেমন, কখন সলিলের অভাব অনুভব করে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-রূপ ভগবৎ মহীরুহের প্রশান্ত ও পবিত্র ছায়ায় উপবেশন করিয়া. কায়স্থ-জাতি কখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালার প্রকোপ সহ্য করিবেন না বলিয়া আমাদের সু-দৃঢ় ধারণা আছে। দ্বিজ-রাজ যাঁহার সহায়, সে ব্যক্তি বামন হইয়া-ও, আকাশ-স্থিত দ্বিজরাজকে স্পর্শ করিতে পারে, ইহা কি অসম্ভব কথা? যাহা হউক, কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, বিভাগ, সমাজ ও শুভ-বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করা যাউক।

ন্যূনাধিক নব-শত বৎসর অতীত হইল, মহারাজাধিরাজ আদিশূর, পুত্রেষ্টি-যাগ সমাপন জন্য, কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজাধীশ্বর বীরসিংহের নিকট হইতে পঞ্চ-জন সুশিক্ষিত, সদাচারী, স্ব-ধর্ম্ম-পরায়ণ ও শাস্ত্রা-

ভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন; এই বিপ্র-পঞ্চকের সঙ্গে কনোজ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চ-জন পুরুষ, "সহচর" বা "সেবক" হইয়া আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা-ই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির আদি-পুরুষ। এ-স্থলে ইহা-ও অবশ্য স্বীকার্য্য, এই পঞ্চ জন যদি হীন-বৃত্তি অবলম্বী ব্যক্তি হইতেন অথবা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ও শাস্ত্র-দর্শী ব্রাহ্মণ-পঞ্চক, ইঁহাদিগকে কখন ই সঙ্গে আনিতে স্বীকৃত হইতেন না। কায়স্থ-জাতি, যে বর্ণের ই অন্তর্ভুক্ত হউন, ইহা ধ্রুব সত্য যে, তাঁহারা শুদ্ধ-শ্রেণীর হিন্দু না হইলে, পবিত্র ব্রাহ্মণের সংসর্গ-লাভ করিতে কখন-ই সমর্থ হইতেন না। কনোজ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ-জন কায়স্থ এ-দেশে আগমন করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে লিপি-বদ্ধ হইল।

	ব্রাহ্মণ।	কায়স্থ।
১।	ভট্টনারায়ণ।	মকরন্দ ঘোষ।
২।	দক্ষ	দশরথ বসু।

৩।	শ্রীহর্ষ।	বিরাট গুহ।
৪।	ছান্দড়।	কালিদাস মিত্র।
৫।	বেদগর্ভ।	পুরুষোত্তম দত্ত।

নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, পুত্র যেমন পিতার কখন সম্পূর্ণ, কখন বা অংশতঃ গুণ-পুঞ্জের অধিকারী বা অনুকারী হয়, সেবকেরা ও প্রভুর এবং শিষ্যেরা গুরুর তদ্রূপ গুণ রাশির অথবা বিশেষ-গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। কায়স্থ-জাতির যুগযুগান্তর-ব্যাপী ব্রাহ্মণ সংসর্গের, ইহাকে মহা-সুফল বলিয়া গণ্য করা যায়। ভট্টনারায়ণ, বন্দ্য-কুলোদ্ভব শাণ্ডিল্য-গোত্র সম্পন্ন তপস্বী, দয়াবান্, সু-বিদ্বান্, তেজস্বী, শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিলেন। ইঁহার সেবক মকরন্দ ঘোষ অত্যন্ত পণ্ডিত, সু-বিচারক, চন্দ্রবৎ তেজঃসম্পন্ন এবং সু-বিবেকী পুরুষ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঘোষ-বংশ-সমুদ্ভূত বঙ্গের কায়স্থ-মণ্ডলী-মধ্যে এবম্প্রকার বহু ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক, বঙ্গ-দেশকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। কাশ্যপ-গোত্র-সম্পন্ন দক্ষ মহাশয় প্রজাপতি-

তুল্য প্রজা-বন্ধু, শ্রুতি-বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রে সু-দক্ষ এবং যোগ-প্রভাব-শালী ছিলেন। তদীয় শিষ্য দশরথ বসুর বংশ-ধর-গণের মধ্যে বহু-পুরুষ সু-বিদ্বান্, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও যোগী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীহর্ষ মহাশয় মহা-কবি, মহাতাপস, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ও সু-পণ্ডিত ছিলেন। তদীয় শিষ্য বিরাট গুহের বংশ-ধর-বৃন্দের মধ্যে, এই প্রকৃতির লোক যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছান্দড় মহোদয় বাৎস্য গোত্রানুসারী; ইনি তান্ত্রিক, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, সুশীল, সুধীর ও তেজস্বী ছিলেন। তদীয় শিষ্য কালিদাস মিত্রের বংশে এই ধাতুর লোক যথেষ্ট। বেদগর্ভ মহোদয়, সাবর্ণ গোত্র-সম্ভূত; ইনি বীর, উৎসাহী, স্পষ্ট বক্তা, পরিশ্রমী, প্রতিভা-শালী, যোগ-বিদ্যা-পরায়ণ, পণ্ডিত ও ভাবুক পুরুষ ছিলেন। তদীয় শিষ্য পুরুষোত্তম দত্তের বংশ-ধর-গণের মধ্যে, এই ভাবের লোক, বহু-সংখ্যায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া, বঙ্গ-দেশের গৌরব ও সৌরভ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এই পঞ্চ-কায়স্থের গোত্র এইরূপ—মকরন্দ, সৌকালীন; দশরথ গৌতম; বিরাট কাশ্যপ; কালিদাস

বিশ্বামিত্র এবং পুরুষোত্তম মৌদ্গল্য। অর্থাৎ কায়স্থের মধ্যে ঘোষ উপাধি হইলে গোত্র হয় সৌকালীন; বসু হইলে গৌতম, গুহ হইলে কাশ্যপ; মিত্র হইলে বিশ্বামিত্র এবং দত্ত হইলে মৌদ্গল্য। কায়স্থের লক্ষণ সম্বন্ধে ভবিষ্য-পুরাণান্তর্গত ভীষ্ম-বাক্যে লিখিত আছে :—

দানমধ্যয়নং ধ্যানং পরোপকারিতা তথা।
বিপ্রবিৎসু পরা ভক্তিঃ, বিপ্রে নিত্য সংস্তুকন্॥
যজনং শাস্ত্রতত্ত্বেন প্রজানাং পরিপালনম্।
রাজকর্ম্ম ক্ষমা শৌচং কায়স্থ-লক্ষণং স্মৃতম্॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ অঙ্কশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধিকাঃ।
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥

শূলপাণি-কৃত দীপকলিকা টীকায় লিখিত আছে :—

"কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভুভিঃ প্রভবিষ্ণুভিঃ।"

(অর্থাৎ রাজ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত কায়স্থ-গণ প্রভাবশালী।)

বলা বাহুল্য, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ-স্থ যে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কায়স্থ গণের আদি-পুরুষ

বাঙ্গালা দেশে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-ভূমে-তাঁহারা সে সামাজিকতা রক্ষা করেন নাই; এই জন্য হিন্দুস্থানী বা অপর দেশীয় কায়স্থের সহিত, বাঙ্গালী কায়স্থের আদান-প্রদান করিবার রীতি নাই। কায়স্থের আদি-পুরুষ-গণ প্রধানতঃ, নিম্ন-লিখিত দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন – অহিঠানা, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, ভট্টনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ঠ (কুলশেঠি), মাথুর, নিগম, সকসেনা, শ্রীবাস্তব্য (অথবা শ্রীবৎস), সূর্য্য-ধ্বজ, শ্রীকরণ। বঙ্গে ইহার একটি-ও নাই; বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ সম্পূর্ণ নবীন। বাঙ্গালী কায়স্থ-গণ, তাঁহাদের আদি-পুরুষ-গণের কোন প্রকার সামাজিক-প্রথা সংরক্ষণ করেন নাই, সুতরাং, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এখন-ও, এই দ্বাদশ সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত আছে; কিন্তু, বঙ্গ-দেশে ইঁহারা আগমন করিয়া যে নব সমাজ সংগঠন করিয়াছেন, তাহাতে যে সকল শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পরে আদান-প্রদান চলে না।

বঙ্গ-দেশের মহামান্য ছোট লাট সাহেবের অধিকৃত রাজ্যে, বর্ত্তমান-যুগে, সাধারণতঃ নয় প্রকার কায়স্থের বসতি দেখা যায়; যথা—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কলিতা, ললিতা, পূতা, করণ, মালব ও লালা। ইহাদের মধ্যে লালা-গণ বেহারে, করণ-গণ উড়িষ্যায়, কলিতারা আসামে (এবং কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ব-বঙ্গে), পূতা-গণ সম্বলপুর জেলায় বাস করিয়া থাকেন। ললিতা-কায়স্থ দিগের বংশ, প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, দুই এক ঘর অদ্যাপি সাঁওতাল পরগণায় দৃষ্ট হয়। মালব-গণ পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে বাস করিতেন, কাল-প্রভাবে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া বিভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশের লেফ্টেনাণ্ট্ গবর্ণরের এলেকায় মধ্য-প্রদেশের কোন কোন অংশ, সম্প্রতি সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। খাস বাঙ্গালী কায়স্থ-গণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ ও "বঙ্গদেশী" এই চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত।

সামাজিক-বিভাগ।

রাঢ়ী-গণ, দক্ষিণ-রাঢ়ী ও উত্তর-রাঢ়ী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানের নিয়ম নাই। দক্ষিণ-রাঢ়ী ও উত্তর-রাঢ়ী বুঝাইবার জন্য পাঠকদিগের নিকটে কয়েকটি প্রধান দৃষ্টান্ত দিতেছি। উত্তর-রাঢ়ীদিগের প্রধান ঘর—দিনাজপুর জেলার মহারাজা ও রায়-সাহেব; কলিকাতার সন্নিকট-বর্ত্তী পাইকপাড়ার রাজ-বংশ; মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির রাজ-বংশ; হুগলী জেলা-স্থ সেওড়াপুলির রাজ-বংশ; ভাগলপুরের সন্নিকট-বর্ত্তী চম্পানগরের সু-প্রাচীন ও ঐশ্বর্য্য-শালী এবং সু-বিখ্যাত "সরকার মহাশয়"-গণ, ইত্যাদি। দক্ষিণ-রাঢ়ীর প্রধান ঘর—কলিকাতার শোভাবাজার রাজ-বংশ; যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার সু-প্রসিদ্ধ রতন বাবুর বংশ; হাওড়া জেলার অন্তর্গত আগুণশী গ্রামের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের বংশ। "বঙ্গজ" দলের মধ্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। "বঙ্গদেশী" কায়স্থ-দল প্রধা-

নতঃ, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে বাস করেন। ইঁহাদের আদি-পুরুষ-গণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ এই দুই শ্রেণীর একত্র মিলনে, এক নব-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "কায়স্থ-তত্ত্ব-তরঙ্গিণী" নাম্নী পুস্তিকাতে আমাদের এই মতকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। চট্টলী বা "বঙ্গদেশীয়" কায়স্থ-সমাজে গোড়েলার ঘোষ-বংশ, নয়াপাড়ার গুহ-বংশ, আমিলাইশ গ্রামের দত্ত-বংশ, কোকদণ্ডী গ্রামের চৌধুরী-বংশ অতি প্রখ্যাত। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা-দেশে, এক সম্প্রদায়ের কায়স্থের সহিত, অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ হইবার নিয়ম নাই।

বারেন্দ্র কায়স্থ-গণের উপাধি।

দাস, নন্দী, চাকি, দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ, সেন ও কুণ্ডু। প্রথম তিন ঘর কুলীন, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় মৌলিক। মৌলিক-গণের মধ্যে দেব, দত্ত, নাগ

ও সিংহ "সাধ্য" (অর্থাৎ প্রধান মৌলিক) বলিয়া সম্মানিত।

উত্তর-রাঢ়ীদিগের মধ্যে সিংহ, ঘোষ ও দাস এই তিন ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলীন। দত্ত-উপাধি-ধারি-গণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ (অথবা তাজা) মৌলিক বলিয়া খ্যাত। দে, কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘর মধ্যম মৌলিক।

অবশিষ্ট রাহা, চন্দ্র, ধর, সোম, পাল, নন্দ প্রভৃতি বহু ঘর কেবল "মৌলিক" বলিয়া-ই পরিগণিত। বঙ্গজ-গণের মধ্যে গুহ, ঘোষ ও মিত্র কুলীন। কায়স্থের গোত্র, তাঁহাদের আচার্য্য অর্থাৎ পুরোহিতের নামে হইয়া থাকে। ঐ আচার্য্যের আদি শিষ্যের নামে প্রবরের উৎপত্তি।

কায়স্থ-জাতি—গোত্র।

অতঃপর কায়স্থদিগের ধারাবাহিক গোত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।

উপাধি।	গোত্র।		
বসু	গৌতম।		
ঘোষ	সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, বৎস্য।		
মিত্র	বিশ্বামিত্র।	গুহ	কাশ্যপ।
দত্ত	মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ।		
সেন	আলম্যান।		
সিংহ	ভরদ্বাজ, বাৎস্য।		
দাস	আত্রেয়।		
নাথ	পরাশর।	পালিত	শাণ্ডিল্য।
দেব	ঘৃতকৌশিক।	চন্দ্র	কাশ্যপ।
পাল	শাণ্ডিল্য।	নন্দী	আলম্যান।
কর	গৌতম।	নাগ	সৌপায়ন।
রাহা	শাণ্ডিল্য।	ভদ্র	কাশ্যপ।
ধর	কাশ্যপ।		
কুণ্ডু	গৌতম।	সোম	লৌহিত।
রক্ষিত	বাৎস্য।	অঙ্কুর	ভরদ্বাজ।
বিষ্ণু	গৌতম।	আঢ্য	মৌদ্গল্য।
আশ	শাণ্ডিল্য।	নন্দন	গৌতম।

উপাধি।			গোত্র।
হোড়	মৌদ্গল্য।	হোরি	কাশ্যপ।
রাণা	দাল্ভ্য।	ভঞ্জ	আলম্যান।
বল	ঐ	চাকী	গৌতম।
রাহুত	আলম্যান।	আদিত্য	ঐ
রুদ্র	কাশ্যপ।	সানা	অগ্নিবাৎস্য।
আইচ	কাশ্যপ।	কুল	ঐ
দীপ	আত্রেয়।	ব্রহ্ম	ঐ
বর্দ্ধন	ঘৃতকৌশিক।	সুর	বাৎস্য।
দত্ত (দেব)	দত্তাত্রেয়।	ধারা	হংসল।
ধনু	দাল্ভ্য।	নাহা	লৌহিত।

কায়স্থ-জাতি—কুল-মর্য্যাদা।

বস্তুতঃ ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ব্যতীত, বঙ্গের অপর কায়স্থ-গণ, মৌলিক বলিয়া-ই গণ্য; কারণ, রাজা বল্লাদ সেন, ইঁহাদিগকে ভিন্ন, আর কাহাকে-ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা দেন নাই। এই কয়েক উপাধি-

ধারী ব্যতীত, অপর যে কেহ কৌলীন্য-মর্য্যাদার দাবী করেন, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা, স্বকীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-বর্গ হইতে কুল-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন; শাস্ত্রে ঐ কয়েক ঘর ব্যতীত, অপর কাহার-ও কুল-মর্য্যাদার কথা নাই। "দত্তের" আদি-পুরুষ পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সঙ্গী বটেন; কিন্তু রাজা বল্লাল সেন যখন কুল-মর্য্যাদা প্রদান করেন, তখন দত্তের পূর্ব্ব-পুরুষ, হুগলী জেলার অন্তর্গত বালী গ্রামে বাস করিতেন। রাজ-সভায় ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহকে কুল-মর্য্যাদা দিয়া, সর্ব্বশেষে "দত্ত"কে আমন্ত্রণ করা হয়, এই জন্য কুপিত হইয়া দত্ত বলেন,—

"দত্ত কার-ও ভৃত্য নয়, সঙ্গে আসে যানে।" অর্থাৎ "আমরা ব্রাহ্মণদের ভৃত্য-রূপে আসি নাই। অন্য যানে ঐ পথে পথিক রূপে আসিয়াছি মাত্র।" ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিতে, দত্ত বাস্তবিক অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অত্যন্ত কোপে আত্মহারা হইয়া, ঐ অযৌক্তিক কথা সহসা স্ব-মুখ হইতে নিঃসৃত করায়, রাজা বল্লাল তাঁহাকে "কুলীন" না

বলিয়া, "শ্রেষ্ঠ মৌলিক" কহিলেন। প্রবাদে শুনা যায়—

ঘোষ বোস্ মিত্র গুহ কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত গেলেন গড়াগড়ি॥

যাহা হউক, কায়স্থ-জাতির মধ্যে, এই নিয়ম আছে যে, সম-উপাধি-ধারীর সহিত কন্যা বা পুত্রের বিবাহ হয় না, যথা—ঘোষের সহিত ঘোষের, মিত্রের সহিত মিত্রের, দত্তের সহিত দত্তের, পালিতের সহিত পালিতের বিবাহ হয় না। সৌকালীন গোত্রের সহিত, সৌকালীন গোত্রের, কাশ্যপ গোত্রের সহিত কাশ্যপ গোত্রের অর্থাৎ সম-গোত্রে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহের-ও নিয়ম নাই। যাঁহারা অতি-প্রাচীন-কাল হইতে সমাজে "মহাকুলীন" বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের পুত্র-কন্যার মধ্যে, কাহাকে-ও মৌলিকের ঘরে বিবাহ-সূত্রে সম্বন্ধ করেন নাই। যাঁহারা কেবল, জ্যেষ্ঠা কন্যার এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলীনের ঘরে বিবাহ দেন, তাঁহারা মধ্যম কুলীন বলিয়া গণ্য; তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদয়

অ-কুলীন। ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন ঘর যদি পরস্পরে বিবাহ করেন এবং অন্য ঘরে বিবাহ না দেন, তাহা হইলে, পুরুষানুক্রমে মহাকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া আসেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার কুল রক্ষা করিলে-ও, সমাজে "কুলীন" বলিয়া গণ্য হয়েন। যে সকল মৌলিক, পুরুষানুক্রমে কেবল কুলীনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরে কুলীনেরা প্রথমা কন্যা ও প্রথম পুত্র ব্যতীত, অপরাপর কন্যা বা পুত্রের বিবাহ দিলে-ও কুল ভঙ্গ হয় না। কিন্তু, যাঁহারা আদৌ কুলীনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই, অথচ কেবল পুরুষ-পরম্পরায় মৌলিকের সঙ্গে-ই বৈবাহিক সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আদিতে কুলীন থাকিলে-ও, এখন আর সমাজে কুলীন বলিয়া গণ্য হয়েন না। কিন্তু, এরূপ ঘর, কায়স্থ-সমাজে প্রায়ই বিরল। এক শ্রেণীর কায়স্থ, ভিন্ন শাখার লোক হইলে-ও, তাহার ঘরে বিবাহ দিবার নিয়ম নাই ; যথা ঘোষ উপাধিধারী দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থেরা "বালী" ও 'আকনা' এই দুই গ্রামী অর্থাৎ

দুই সমাজ-ভুক্ত। একের-ই দুই সন্তান, দুই স্থানে বাস করেন। যিনি বালীতে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সমাজ-ভুক্ত লোকেরা, "বালীর ঘোষ" এবং যিনি আকনায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সমাজ-ভুক্ত লোকেরা আকনার ঘোষ বলিয়া খ্যাত। আকনার ঘোষে ও বালীর ঘোষে পরস্পরে বিবাহ হয় না। কারণ, ইঁহারা স্বজ্ঞাতি-ভুক্ত।

কায়স্থ জাতি—পর্য্যায়।

কায়স্থের বিবাহে "পর্য্যায়" (পর্য্যা) ঠিক করিতে হয়। পর্য্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ—পুরুষ-পরম্পরা; কোন্ কায়স্থের কত পুরুষ গত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন্ কায়স্থ কত কালের প্রাচীন, পর্য্যা দ্বারা তাহা জানা যায়; মনে কর, রামলাল বসুর পর্য্যায় ২৬, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই বসু-বংশের ২৫ পুরুষ বিগত হইয়াছে, ইনি ষড়্বিংশ

পুরুষের লোক। * "বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি"—অর্থাৎ পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া, দান গ্রহণ কার্য্য দ্বারা কুল-ক্ষয় হয়। যিনি যে পর্য্যায়ের লোক, তাঁহাকে সেই পর্য্যায়ের কুলীন-কন্যাকে আদান এবং সেই পর্য্যায়ের কুলীনের পুত্রকে কন্যা প্রদান করিতে হইবে। নতুবা কুল-কার্য্যের ফল নাই। বিপর্য্যায়ে কার্য্য করিলে, মৌলিকান্ত কার্য্য হয়।

কুলীন-কায়স্থদিগের মধ্যে এবং প্রধান মৌলিক গৃহস্থের মধ্যে, অষ্টাদশ পর্য্যায় পর্য্যন্ত, এই নিয়ম বদ্ধ-মূল ছিল যে, তাঁহারা মাতামহ-গোত্রে বিবাহ করিতেন না। যথা—শ্যামশঙ্কর মিত্র, যদি কেশবলাল

---

* কায়স্থের পর্য্যা হিসাবে বল্লাল সেন ও আদিশূর প্রভৃতি রাজাদিগের শাসন-কাল, সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে। কায়স্থের পর্য্যায় ২৮ পুরুষের অধিক হয় নাই। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রত্যেক পুরুষের অবস্থান-কাল, গড়ে পঞ্চবিংশ বর্ষ; তাহা হইলে সেন-বংশের শাসনকাল (অর্থাৎ রাজা বল্লালের শাসন-কাল) ৭০০ শত বর্ষের অধিক হয় না। সুতরাং, আদিশূরের শাসন-কাল ৮ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ঘোষের ঘরে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, শ্যাম মিত্রের পুত্র-গণ, ঘোষ-বংশের দৌহিত্র হইলেন, অর্থাৎ ঘোষ-বংশ শ্যাম-সন্তান-গণের মাতার পিতৃ-কুলে বিবাহ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই নিয়ম, কয়েকটি বিশিষ্ট ঘরে এখন-ও প্রবল থাকিলে-ও সাধারণতঃ, ইহা রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা বলা আবশ্যক, যাঁহারা মাতামহের উপাধি-ধারিবংশে বিবাহ করেন না, সমাজে এখন-ও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান রহিয়াছে এবং শুভ বিবাহ কালে অনেক শিক্ষিত ও ধর্ম্ম-ভীরু প্রাচীন কায়স্থ-বংশ, এখন-ও ইহা পালন করিয়া থাকেন।

কায়স্থ-জাতি—মৌলিক।

বিবাহ-ব্যবস্থায় কায়স্থদের "কুলের" সংবাদ বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, এই জন্য কুল-মর্য্যাদার কথা একটু বিস্তৃত ভাবে-ই ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। প্রথমে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দে, দত্ত,

কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে কুলীনের-ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট ৭২ ঘর মৌলিকের উপাধি বর্ণনা করা যাইতেছে। কায়স্থ-পাঠকদিগের সুবিধার জন্য, ইহা ছন্দাকারে লিপি-বদ্ধ হইল।

হোড় স্বর ধর বাণ সোম সুর পঁই।
আইচ ধরণী সাম ভঞ্জ বিন্দু ভুঁই॥
চাকি বল লোধ চন্দ্র রুদ্র লুই শর্ম্মা।
রাজ আদিত্য বিষ্ণু নাগ খিল পিল বর্ম্মা॥
ইন্দ্র গুপ্ত পাল ভদ্র রক্ষিত অঙ্কুর।
মন গণ্ড ওম্ নাথ রাহুত বঙ্কুর॥
সঁই হ্রেস রাহা রাণা গুৎ দাহা দানা।
থাম ক্ষোম ঘর ওষ আস আর সানা॥
অর্ণব বর্দ্ধন রঙ্গ গুই কীর্ত্তি ক্ষেমা।
সক্তি ভূত বীদ তেজ গণ বান হেমা॥
যশ কুণ্ড নন্দী শীল ব্রহ্ম ধনু শুন দাম।
এই বাহাত্তর ঘর মৌলিকেতে নাম॥

এতদ্ভিন্ন, আমরা হাতী, বাঘ, অমর, তুণ্ড, হৈহৈ এই কয়েক উপাধি-যুক্ত কায়স্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই; কিন্তু, ইহাঁরা ৭২ ঘরের তালিকা-ভুক্ত নহে বলিয়া, মনে হয়, এই উপাধি-গুলি কুল-গত উপাধি নহে, "মজুমদার" "বক্‌শী' "খাজাঞ্চী" "মুন্সী" প্রভৃতি সরকারী উপাধির সম-তুল্য। কিন্তু, বর্ত্তমান-কালে-ও, ঐ সকল উপাধি-যুক্ত কায়স্থ-পরিবার বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কুল-গত আদি উপাধি আদৌ জানেন না।

কায়স্থ-জাতি—কুল, শাখা।

কুল নয় প্রকার, - পাঁচটি মূল ও চারিটি শাখা। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেয়জ — এই ৫টি মূল, ইঁহারা ধারাবাহিক-রূপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কনিষ্ঠের ২য় পুত্র, ষষ্ঠ ভ্রাতার ২য় পুত্র, মধ্যম ভ্রাতার ২য় পুত্র এবং তৃতীয় পুত্রের ২য় পুত্র

শাখা কুল বলিয়া গণ্য, অর্থাৎ প্রথম পুত্রকে কুলীনের ঘরে বিবাহ দিতে অবশ্য বাধ্য, কিন্তু উপরি উক্ত সন্তান-গুলিকে-ও যদি কুলীনের ঘরে বিবাহিত করা হয়, তাহা হইলে কুল উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এই বংশ মুখ্য কুলীন নামে গণ্য। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ-গণ, জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুল রক্ষা করিতে পারিলে, কুলীন বলিয়া পুরুষানুক্রমে গণ্য হন। বঙ্গজ কুলীনেরা সর্ব্ব-প্রথমে বল্লালের শ্রেণী-বিভাগে মত দেন, তাঁহাদের জন্য রাজা বল্লাল সেন নিয়ম করেন—

নবধাগুণ-সম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্য্য-বিসংজ্ঞকাঃ।
কিঞ্চিদ্‌গুণবিহীনা যে মধ্যল্যা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ।
এতেষাং গুণহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

অর্থাৎ কুলীনের নব-লক্ষণ পূর্ণ-ভাবে যাহাতে দৃষ্ট হইবে, তিনি আর্য্য-কুলীন (শ্রেষ্ঠ কুলীন) বলিয়া গণ্য হইবেন। তদপেক্ষা ইতর-গণ মধ্যল্য বা মধ্যম কুলীন বলিয়া গণ্য। তদনন্তর গুণবানেরা মহাপাত্র বলিয়া গণনীয়। রাজা বল্লাল, পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী কায়স্থ-গণের গুহ ভিন্ন আর কাহাকে-ও, "আর্য্য-কুলীন"

উপাধি দেন নাই। সৌকালীন গোত্রের ঘোষ, গৌতম গোত্রের বসু, কাশ্যপ গোত্রের গুহ এবং বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় মিত্রকে তিনি আর্য্য-কুলীন করেন। মৌদ্গল্য গোত্রের দত্ত, সৌপায়ন গোত্রের নাগ, পরাশরীয় নাথ ও কাশ্যপ-গোত্রজ দাস, মধ্যল্য হন। ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য এবং নন্দন, ইহাঁরা মহাপাত্র হইয়াছিলেন। বাকী সমুদয় বংশ মৌলিক বলিয়া গণ্য। পুরন্দর বসু মহাকুলীন ছিলেন; তিনি খাঁ উপাধিতে সম্মানিত হন। ইনি সমাজ-পতি-রূপে বরিত হওয়ায়, ইঁহার ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাবৎ প্রচলিত হইত। ইনি নিয়ম করিয়াছিলেন—

স্বপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরম্॥
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতো স এব কুলদীপকঃ যো বৈ॥

অর্থাৎ সমান পর্য্যায়-বিশিষ্ট কুলীনের সহিত আদান-প্রদান-ই প্রশস্ত। কন্যার অভাবে কুশ-ময়ী

কন্যা-দান অথবা "জন্মিলে তোমাকে দিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে-ও, কুল রক্ষা করা হয়।

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥

অতএব, ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ, ইঁহারা কুল-ক্রিয়া করিতে বাধ্য। অবশিষ্ট সিদ্ধ-মৌলিক (৭ঘর) কুলীনের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে, সমাজে সম্মানিত থাকেন। সাধ্য মৌলিক, ৭২ ঘর কুলীনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারিলে, ভাল-ই। মৌলিক শব্দের প্রকৃত অর্থ "মূল-শ্রেণীয়", অর্থাৎ উপরি উক্ত চারি ঘর এবং তদনন্তর ৭ ঘর এবং তাহার পরে ৭২ ঘর, ইঁহারা আদি কায়স্থ। তদনন্তর অন্যান্য উপাধি-যুক্ত কায়স্থ-বৃন্দ শাখা মাত্র। ইঁহারা অচল নামে খ্যাত, ইঁহাদের উপাধি এই—নন্দী, ইন্দ্র, তারা, অর্ণব, আজ্ঞা, শালা, উপমান, যাম, ধ্রুব, বিন্দু, গৌড়ী, বারী এবং জ্যাস্। ইঁহাদের ঘরে বিবাহ করিলে, প্রোক্ত ৪ ঘর, ৭ ঘর ও ৭২ ঘর "পতিত" বলিয়া গণ্য হইবেন; কারণ, ইঁহারা বাঙ্গালা দেশে বাস

করিলে-ও, বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজের কোন নিয়ম রক্ষা করেন না এবং পশ্চিম-দেশীয় সমাজের অনুকরণ করিয়া, শাস্ত্রাচারাপেক্ষা লোকাচারকে অধিক মান্য করেন; তদ্ভিন্ন, অসামাজিক ব্যবহার দ্বারা হিন্দুত্ব নষ্ট করিয়া থাকেন, অথচ ইঁহারা বঙ্গবাসী এবং এক্ষণে বাঙ্গালী। ইহাদের সমাজ স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ, ইঁহারা "লাল্লই কায়েৎ" নামে পরিচিত। ইঁহাদের সংখ্যা কম; ইঁহারা এক্ষণে মানভূম, সিংহভূম, চৈবাসা, ডুমকা, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করেন।

কায়স্থ-জাতি—দক্ষিণ-রাঢ়ীয়-সমাজ।

দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে মুখ্য কুলীনের ১ম পুত্র জন্ম দ্বারা মুখ্য; ২য় পুত্র জন্ম দ্বারা কনিষ্ঠ; ৩য় পুত্র জন্ম দ্বারা মধ্যাংশ; ৪র্থ পুত্র জন্ম দ্বারা তেওজ ও অন্যান্য পুত্রের জন্ম দ্বারা মধ্যমাংশের দ্বিতীয় পো; কিন্তু, মুখ্যের ২য় ও ৩য় পুত্র মুখ্যের সহিত দান

গ্রহণ দ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য ইহাকে "বাড়ি মুখ্য" বলে। এইরূপে ৪র্থ ও ৫ম পুত্র কনিষ্ঠের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা, কনিষ্ঠের ৬ষ্ঠ ও ৭ম মধ্যাংশের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা মধ্যাংশত্ব এবং ৮ম ও ৯ম তেওজের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা তেওজত্ব ভাব হয়। দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ-সমাজে জ্যেষ্ঠ-পুত্র-গত কুল হইয়া থাকে। সম-পর্য্যায়-বিশিষ্ট কুলীন-কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের ১ম বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্যাল-কের কুল-ভঙ্গ হইলে-ও কুলীনেরা কুল-চ্যুত হন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অকুলীনের সহিত কার্য্য করিলে, তাহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃ-গণ পর্য্যন্ত কুল-চ্যুত হইয়া থাকেন। মৌলিকের কন্যার সহিত বিবাহ দিলে, কুল নষ্ট হয় না। মৌলিকেরা অতি আগ্রহ সহকারে বিবাহিত প্রথম পুত্রের সহিত দ্বিতীয় বার কন্যা-দান করিলে, তাহাকে 'আদ্যরস' কহে। আদ্যরস-কারী মৌলিকেরা সমাজে সম্মানিত স্থান প্রাপ্ত হন। কুলীনকে কন্যা-দান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ, মৌলিক মাত্রের-ই কর্ত্তব্য। মৌলিকে মৌলিকে আদান-প্রদান,

সমাজ-পতি পুরন্দর বসুর মতে নিষিদ্ধ ; কিন্তু, কাল-ক্রমে এই নিষেধ-বিধি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। 'আদ্যরস'-প্রথা কেবল দক্ষিণ-রাঢ়ী সমাজে-ই বিদ্যমান, অন্য প্রকারের কায়স্থ সমাজে তাহা কখন প্রচলিত হয় নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডানোদ্বহনাত্তেষাং তদভাবে চ তৎক্রমাৎ ॥

টীকা—"পুত্রস্য দ্বিতীয়বিবাহাদৌ পিত্রা নান্দী-শ্রাদ্ধং ন কার্য্যং, দ্বিতীয়বিবাহাদেঃ সংস্কারাভাবাৎ"। সুতরাং পুত্রের সংস্কার কার্য্যে পিতা, স্বীয় পিতৃ-পিতামহ-গণকে নান্দীশ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি দান করিবেন ; কিন্তু পুত্রের দ্বিতীয় বারের বিবাহ হইলে, নান্দীশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয় না ; কারণ, দ্বিতীয় বিবাহ "সংস্কার বিবাহ নহে" ইহা-ই রঘুনন্দনের মত ; সুতরাং 'আদ্যরসে' প্রাচীন শাস্ত্র বিধির শিথিলত্ব জন্মে। এই কারণে, কায়স্থ-সমাজে বর্ত্তমান-কালে অনেকে আদ্যরসকে প্রিয় বা শ্রেয় বিধি বলিয়া মান্য করেন না।

কায়স্থ-জাতি—উত্তর-রাঢ়ীয়-সমাজ।

উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজে, সাড়ে সাত ঘর লইয়া সমাজ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—কুলীন, সন্মৌলিক ও সামান্য মৌলিক। সৌকালীন গোত্রের ঘোষ ও বাৎস্য গোত্রের সিংহ কুলীন। দাস, মিত্র ও দত্ত সন্মৌলিক। অবশিষ্ট সামান্য মৌলিক। উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ কুলীনদিগের সমাজ-স্থান—কান্দি, পাঁচথুপী, জজান,রশোড়া, জেমুয়া, বালিয়া ও কপাশটুলী। মুনি, হাজরী, কারফর্ম্মা, বংশীবদনী, খাঁ, তুঙ্গ, সানন্দী, জয়-দেবী, সুভঙ্গী, কপিন্দর, ভর্গী ও নেউগী এই কয় ঘর উত্তর-রাঢ়ী সমাজে মহাকুলীন বলিয়া গণ্য। উত্তর-রাঢ়ী সমাজে কুল পুত্র-গত। কন্যার সহিত কুলের সম্বন্ধ নাই। উত্তর-রাঢ়ী ঘটক-কারিকায় কুলের বাঁধনি এইপ্রকার দেখা যায়; যথা—

জেমোতে জয়হরি আগে নিকশ রাঘব।
বালিয়াতে বনমালী জগুণায় কেশব॥
মুনি মৌলিক প্রভাকুল।
জীব হাজরা সমতুল॥

নাগ রাঘব জয়হরি।
খাঁ বংশী মাঠের বাড়ী॥
বজ্জর কণ্টকে যার না বিঁধিল তনু।
উত্তর গোগৃহে যে না ধরিল জানু॥
আসবনে খাসা দই না খাইল যেই।
নিশ্চয় জানিবে কুলীন রহিল সেই॥

অপর ঘটক লিখিয়াছেন—

শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপে।
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশায় করে শীল নিপাতিতে।
ত্রৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈ পুরুষে ভঙ্গ।
শিবজটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ।

কায়স্থ-জাতি—বারেন্দ্র-সমাজ।

বারেন্দ্র সমাজে দাস, নন্দী ও চাকী অধিকাংশ কুলীন অর্থাৎ সিদ্ধ ঘরে বিবাহ প্রায় কুলীনে কুলীনে হইয়া থাকে। সাধ্য ঘরে হওয়া দূষণীয় নহে। দেব, দত্ত, নাগ এবং সিংহ এই চারি ঘর সাধ্য

বলিয়া খ্যাত, অবশিষ্ট সমস্ত কায়স্থ প্রায়-ই কুলীনের সহিত কার্য্য করেন না। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলিত আছে। বারেন্দ্র-সমাজে বাঁশখালীর রায়-বংশ সমাজ-পতি। ইহাঁরা উনায়া শাখাস্থ কায়স্থ; গোত্র গর্গ। প্রবর - অমিত, দেবল ও গার্গ।

কায়স্থ-জাতি—বঙ্গজ-সমাজ।

বঙ্গজ-শ্রেণী মধ্যে যশোহর সমাজে জন-সংখ্যার হ্রাস বশতঃ, শুভ পরিণয়-ক্রিয়ায় পর্য্যার হিসাবের নিয়ম থাকে না। চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর এবং বিক্রমপুর সমাজে পর্য্যা-ব্যতিক্রমে বিবাহ হইয়া থাকে; পূর্ব্বকালে এইরূপ কার্য্যে কুল-ক্ষয় হইত, কিন্তু এক্ষণে ইহাকে "কুল-ক্ষয়" না কহিয়া, ঐ অঞ্চলের কায়স্থেরা "জয়-পরাজয়" অথবা হার্-জিৎ কহিয়া থাকে। যথা — বাইশের পর্য্যার সহিত তেইশের কার্য্য হইলে, বাইশের পরাজয় এবং তেইশের জয় হয়। "অভাবে বিধি নষ্ট হয়" এই নিয়ম তথায় প্রচলিত। ফলতঃ,

বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে যাঁহারা বংশজ কিংবা কুলজ-ভাবাপন্ন, তাঁহাদের পর্য্যায় নিয়ম নাই; এক্ষণে কেবল দক্ষিণ-রাঢ়ী সমাজে-ই ইহা প্রবল ভাবে প্রচলিত আছে।

পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাহ-ক্রিয়ার এই নিয়ম আছে যে, বর এক-খানি কাষ্ঠাসনোপরি দণ্ডায়মান থাকেন, কন্যাকে ঐরূপ এক-খানি আসনে বসাইয়া, তাঁহার জ্ঞাতি কিংবা স্ব জন-বর্গ আসন উঠাইয়া, বরকে প্রদক্ষিণ করাইয়া, সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক শুভ-দৃষ্টি করান। সম্প্রদান এবং এই প্রথা, যশোহর সমাজে এখন-ও প্রচলিত; পূর্ব্ব-বঙ্গে বরকে ঐরূপ আসনোপরি উপবেশন করাইয়া, দুই ব্যক্তি ঐ আসন-খানি শূন্যে উত্তোলন করিয়া রাখেন, কন্যাকে আসনে বসাইয়া, দুই ব্যক্তি ঐ আসন উত্তোলন পূর্ব্বক, বরকে প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ-সময়ে বরের সম্মুখে এক-খানি বস্ত্রাচ্ছাদন করেন। ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, ঐ আচ্ছাদন-বসন মোচন করিয়া শুভ-দৃষ্টি করান হয়। এইরূপ কার্য্য সমাপন হইলে, সম্প্রদান ক্রিয়া হইয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গে সম্প্রদান-স্থান অন্তঃপুর-মধ্যে

হয়; পূর্ব্ব বঙ্গে এবং যশোহর সমাজে সম্প্রদান স্থানে একটি সভা হইয়া থাকে, সেই স্থানে সকলের সমাগম হইলে, সম্প্রদান এবং কুশণ্ডিকা যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ঐ দিবস যজ্ঞ সম্পন্ন না হইলে, পর দিবসে হইবার-ও প্রথা দেখা যায়; কিন্তু, এই নিয়ম কেবল বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজে প্রচলিত। পূর্ব্ব-বঙ্গে বিবাহাদি মাঙ্গল্য কার্য্যে স্ত্রীলোকেরা মাঙ্গল্য গান গায়, পশ্চিম বঙ্গে সে নিয়ম নাই। উদ্বাহ-কার্য্যে পশ্চিম এবং পূর্ব্ব-বঙ্গে আর একটি বিশেষ নিয়মের প্রভেদ এই, পশ্চিম-বঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণ অর্থাৎ কুলীন কিংবা অকুলীন এবং ধনবান্ ও দরিদ্র গণ বরকে আপন আলয়ে আনিয়া, কন্যা-দান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কন্যার পিতার গৃহে বরকে স্ব-দল-সহ যাইতে হয়; পূর্ব্ব-বঙ্গে বরের ঘরে কন্যা-কর্ত্তা কন্যাকে লইয়া আইসেন; কিন্তু, কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইলে-ও, সামাজিক মতে দোষ হয় না। পূর্ব্ব-বঙ্গে বর কুলীন বা অকুলীন হউন, ক্ষতি নাই; কন্যা-কর্ত্তা আপন অবস্থানুসারে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য সমাধা

করিতে পারেন। কন্যা-কর্ত্তা কুলীন, কিন্তু বর নীচ কুল-সম্ভূত হইলে, স্বকীয় ভবনে বিবাহ দেওয়া, অপমান বিবেচনা করেন। পশ্চিম-বঙ্গের রাঢ়ী ও উত্তর-রাঢ়ী সমাজে গাত্র-হরিদ্রা প্রথা আছে। যশোহর সমাজে-ও তাহা বিদ্যমান্; কিন্তু, পূর্ব্ব-বঙ্গ সমাজে ইহার প্রচলন নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গে আভ্যুদয়িক কার্য্যের আতপ-তণ্ডুল নিজ গৃহে প্রস্তুত করার নিয়ম আছে; ধান-ভানার একটি শুভ দিন স্থির করিয়া, ঐ দিবসে ধান ভানিয়া, তণ্ডুল প্রস্তুত করা হয়, তদুপলক্ষে প্রতি-বাসী স্ত্রীলোকদিগের আহ্বান ও ভোজন হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে সকলকে-ই এই নিয়ম পালন করিতে-ই হইবে। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস, বরের আলয় হইতে কন্যার ভবনে অধিবাসের সামগ্রী প্রেরিত হয়; তাহা-ও এই নিয়মানুসারে হইয়া থাকে; যথা—একখানি পিতলের থালা, একটি বাটি (তন্মধ্যে বরের ললাটে প্রদেয় চন্দন), একটি সিন্দূরের কৌটা (তন্মধ্যে সিন্দুর ও একটি টাকা, এক গাছি মালা, এক গাছি ঘুনসী), অনন্তর, একখানা সাড়ী, কিঞ্চিৎ

দধি, কিছু মৎস্য ও পাণ সমর্পিত হয়। কন্যা দাতা কিছু-ই নিজে ভোগ করেন না, কন্যার ললাটে ঐ চন্দনের ফোঁটা দিয়া পরে মালা, ঘুন্‌সী, সিন্দুরের কৌটা এবং সাড়ী কন্যাকে দেওয়া হয়। অনন্তর দধি, মৎস্য, মিষ্টান্নাদি প্রতিবাসী মণ্ডলে দিবার নিয়ম আছে। থালা, বাটি ও একটি টাকা, দাসী, নাপিতানী ও ও গোপ-কন্যা পাইয়া থাকে। সকলকে এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইতে হয়। দাসী, নাপিতানী ও গোপ-কন্যা ঐ অংশ না পাইলে, পুরোহিত এবং গুরু, উদ্বাহ-কার্য্যে যোগ দেন না; সুতরাং, এই নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি মধ্যে পরিগণিত।

পশ্চিম-বঙ্গে, কন্যা-সম্প্রদানের পরে, বর-কন্যা বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলে, স্ত্রীলোকেরা তথায় গিয়া উপহাস আমোদাদি করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে অন্য প্রকার প্রথা আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে সম্প্রদানের পরে, বর-কন্যা বাসর-গৃহে গমন করিলে, স্ত্রী-আচার কার্য্য সমাধা হয়; অনন্তর, ঐ গৃহে স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন আর কেহ থাকিতে পায় না। রজনী বিগতা হইলে, স্ত্রীলোকেরা

বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া, বর-কন্যাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং শয্যোত্থানের অর্থ গ্রহণ করিয়া, তবে মুক্তি দেন। ঐ অর্থ সংগৃহীত হইলে, স্ত্রীলোকেরা তাহা প্রাপ্ত হন না; কেবল দাসী, নাপিতানী ও পাড়ার ঢাক-বাদ্যকারীর পত্নী পাইয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গে ঐ টাকা বাসর-ঘরের স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করেন।

কায়স্থ-জাতি—দান-গ্রহণ।

দান-গ্রহণ সম্বন্ধে সকল স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, "প্রকৃত মুখ্য" "প্রকৃত সহজ" এবং "কোমল" এই তিন শ্রেণী হইতে দান গ্রহণ করিলে, কুল-ক্ষয় হয় না। কনিষ্ঠাদি নিম্ন শ্রেণী হইতে দান গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ, তাহাতে কুল-ক্ষয় হয়। প্রকৃত মুখ্য বংশের লোক, প্রকৃত মুখ্য বংশ হইতে দান গ্রহণ করিলে, শৌর্য্য কার্য্য বলিয়া প্রশংসিত হন। সহজ ও কোমল কুল হইতে দান গ্রহণ করা প্রকৃত

কুল-গেৌরব নহে। সমান শ্রেণী হইতে গ্রহণ করা সমান কার্য্য এবং নিম্ন শ্রেণী হইতে গ্রহণ করা নিন্দিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 'সহজ বাড়ি মুখ্য" অর্থাৎ সহজ মুখ্যের ২য় বা ৩য় পুত্র হইলে, তাহাকে সহজ মুখ্যের সহিত কার্য্য করিতে হইবে, তাহা হইলে বৃদ্ধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সহজ মুখ্যের সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু, তিনি জন্ম-কোমল মুখ্যের সহিত গ্রহণ কার্য্য করিলে, কোমল মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হন, সুতরাং, মুখ্যের প্রথমা কন্যাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি কোন বাড়ি-মুখ্য অন্য কুল হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি যে কুলের সহিত কার্য্য করিবেন, সেই কুল প্রাপ্ত হইবেন। কোমল মুখ্যের ২য় এবং তৃতীয় সন্তান সম্বন্ধে-ও ঐরূপ নিয়ম বর্ত্তমান আছে। এইজন্য জন্ম-সহজ বা জন্ম কোমলের কন্যাকে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা কুল হানি হয়। ফলতঃ, গ্রহণ-কার্য্য-ই কায়স্থের কুল-রক্ষার মূল।

———

কায়স্থ-জাতি—নবরঙ্গ-কুল।

দান-সম্বন্ধে কতক-গুলি নিয়ম এস্থলে লিপি বদ্ধ করা হইল। উপযুক্ত দান সর্ব্বত্র-ই প্রশংসনীয়। গ্রহণ ও দান যথাযোগ্য হইলে-ই কুল-রক্ষা হয়। মুখ্য কুলীনের যে "নবরঙ্গ-কুল" আছে, তাহা অত্যন্ত সম্মানিত; ইহার নিয়ম এই—জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সমান কুলে, দ্বিতীয়া কন্যাকে দোছে-ই কুলে, কনিষ্ঠ কুলীন ঘরে তৃতীয়া কন্যাকে, চৌছেইএর ঘরে চতুর্থী কন্যাকে, মধ্যাংশ কুলীনকে এবং পঞ্চমী সন্ততিকে তেয়জ কুলীনে অর্পণ করিলে "নবরঙ্গ কুল" রক্ষা করা হয়, ইহা শ্রেষ্ঠতম কুলীনের ঘর। গ্রহণ সম্বন্ধে নব-রঙ্গের নিয়ম এই যে, প্রথম গ্রহণ মুখ্য কুলে, দ্বিতীয় গ্রহণ কনিষ্ঠ কুলে, তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশ কুলে এবং চতুর্থ গ্রহণ তেয়জ কুলে কর্ত্তব্য। "ছেই" ভঙ্গ করিয়া, নিকৃষ্ট কুলে দান করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ মুখ্য কুলীনের প্রথমা কন্যাকে কনিষ্ঠ অথবা নিম্নতর কোন কুলীনকে দান করা অনুচিত। জন্ম-মুখ্য

দ্বিতীয়া দোছেই কন্যাকে জন্ম-মুখ্যো দান করিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অপরাধ হয়। জন্ম-কনিষ্ঠ জন্ম-কনিষ্ঠকে কন্যা-দান করিলে, শ্রেষ্ঠ-কুলাধিকারী হন। কনিষ্ঠ কুলীনের মুখ্যের দ্বিতীয় ছেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠ কুলীনের ঐরূপ দান গ্রহণকে পঞ্চ-রঙ্গ কুল বলে, তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। জন্ম-কনিষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্যের দ্বিতীয় পুত্র "বাড়িয়ে কনিষ্ঠ" না থাকিলে দোছেই-ও কনিষ্ঠের আকৃতিতে গ্রহণ করিতে পারেন, তদভাবে কনিষ্ঠ প্রতিসারণের পরবর্ত্তী ঘরে গ্রহণ করা নিন্দনীয়। কায়স্থ-কুলকারিকা-মতে "ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ" অর্থাৎ রণ্ড-দোষ ও পিণ্ড-দোষ বর্ত্তিলে কুল থাকিবে না। দাতার ও গ্রহীতার কুল এবং পর্য্যায় সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য হইলে-ও, যদি দাতা অপুত্রক হন অথবা উভয়ের সগোত্রতা বা সপিণ্ডতা থাকে, তাহা হইলে কুল-কার্য্য কখন-ই হইতে পারিবে না। অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তাহার কন্যাকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং সগোত্রা বা সপিণ্ডাকে বিবাহ করা একেবারে-ই নিষিদ্ধ ও

নিন্দনীয়। "দত্তক-পুত্রে কুলং নাস্তি"—কুলীনের দত্তক পুত্র কুলীন হইবে না এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে পুত্রত্ব থাকিলে-ও কুল-সম্বন্ধে তাহার পুত্রত্ব নাই, তিনি বংশজ হইবেন। যদি কোন মুখ্য কুলীন, মধ্যাংশে প্রথম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি মধ্যাংশ হইয়া যান। যদি কোন তেয়জ, মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো-কে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তিনি মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো হইবেন। সকল কুল সম্বন্ধে ইহা অকাট্য নিয়ম।

"ডাক পাক থাক্তক বন্দী।
তিন নিয়ে কুলের সন্ধি॥"

অর্থাৎ রীতি-মত দান, গ্রহণ, ডাক, কুলীনের দান, পরিপাক এবং পারস্পরিক শুদ্ধ সম্বন্ধ দ্বারা কুলীনের পরিপুষ্ট কুলীনত্ব প্রাপ্তি হয়। সম-জনের পশ্চাৎ আদান-প্রদান অকর্ত্তব্য। মুখ্য কুলীনকে এক কন্যা দান করিয়া, তৎপরের কন্যাকে, কনিষ্ঠ কুলীনকে প্রদান না করিয়া, মুখ্য কুলীনকে প্রদান করিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ই দোষ

হয়। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেয়জ, কনিষ্ঠের দ্বিতীয়ে, ছভায়ার দ্বিতীয়ে, মধ্যাংশের দ্বিতীয়ে এবং তেয়জের দ্বিতীয়ে সম্বন্ধ থাকিলে নয়টি কুল রক্ষা করা হয়; সুতরাং, কায়স্থের কুল-মর্য্যাদার সংখ্যা নয় প্রকার। যাঁহারা নব-লক্ষণ-যুক্ত আর্য্য-কুলীন (শ্রেষ্ঠতম কুলীন), তাঁহাদের একটি গুণের অভাবে বংশধর-গণ বংশজ হইয়াছেন।

কায়স্থ-জাতি—বিবাহ-প্রথা।

বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণ-সমাজে যে প্রথানুসারে শুভ-বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কায়স্থ-সমাজে-ও ঐ শুভ ক্রিয়া ঐ নিয়মে-ই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তবে যে যে অঞ্চলে একটু তারতম্য আছে, তাহা আমরা দেখাইয়া দিয়াছি। চট্টগ্রাম-কায়স্থ-সমাজে সমান সমান কুলে সম্বন্ধ করা নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রমে "পতিত" হন, কিন্তু এখানকার বিবাহ-প্রথা একটু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। এতদঞ্চলে ঘটকের দ্বারায় এবং

কোষ্ঠী-গণনায় বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে, কন্যা-কর্ত্তা অষ্ট-দূর্ব্বা (চণ্ডীর নির্ম্মাল্য) কন্যার হস্তে স্পর্শ করাইয়া তাহা বরের বাটীতে পাঠাইয়া দেন এবং কন্যা-দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। এবম্প্রকার বাগ্দান না হইলে, সে অঞ্চলে কায়স্থের বিবাহ হয় না। ঐ "চণ্ডীর নির্ম্মাল্য" ইহার সাক্ষী হয়। বর ঐ অষ্ট-দূর্ব্বা শিরে ধারণ করিলে পর, ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করেন এবং স্ত্রীলোকেরা উলু-ধ্বনি দেন। তদনন্তর, সধবা স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের ভোজন হইয়া থাকে। পরে, ঘটক মহাশয় শুভ-দিন ও শুভ-সময়ের বিবরণ কাগজে লিখিয়া, বর-কর্ত্তা এবং কন্যা-কর্ত্তার স্বাক্ষর করাইয়া লন। ঐ কাগজে রৌপ্য-মুদ্রা দ্বারা সিন্দূর-যোগে মোহর (ছাপ) দেওয়া হইয়া থাকে। অধিবাসের পূর্ব্ব-দিন শেষ-রাত্রে, দধি-সংযোগে বর ও কন্যাকে খাওয়ান হয়; ইহার নাম দধি-মঙ্গল উৎসব; ঐ দিবসে সধবা স্ত্রী-গণ বরণ-ডালা লইয়া, পুকুরে যায় এবং তণ্ডুল ধুইয়া লয়; ইহার নাম "বার-

য়ীর চাউল ধোয়া” উৎসব। তদনন্তর, ঐ চাউলের দ্বারা পিঁড়ির উপর আল্‌পোনা আঁকিয়া, কন্যাকে কন্যা-পক্ষীয়া স্ত্রীলোকেরা দাঁড় করায়, এবং উলু-ধ্বনি দেয়। বরের ঘরে-ও এইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহ-রাত্রে বিবাহ-ক্রিয়া সু-সম্পন্ন হইয়া গেলে, “সোহাগ-কাটা” ক্রীড়া হয়, অর্থাৎ বর ও কন্যার মাথার উপর কাপড় রাখিয়া; স্ত্রীলোকেরা জল ঢালিয়া দেয় এবং বিবিধ-প্রকার উপহাসাত্মক বাক্য-প্রয়োগ করে। তদনন্তর, “মিঠা-ভাতের নিমন্ত্রণ” হয় অর্থাৎ মিষ্টান্ন-সহ অন্নাদি আত্মীয়-বন্ধু-কুটুম্ব-জ্ঞাতি প্রভৃতিকে দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহারা একত্রে ভোজন করেন। ঐ দিবসে এবং ঐ ভোজে নিমন্ত্রিত-ব্যক্তি-মাত্রে-ই ভোজন করিতে বাধ্য হন; না করিলে, সামাজিক অপমান করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে, অথবা না খায়, তাহাকে পরম শত্রু বলিয়া গণনা করা হয়।

ইতি-পূর্ব্বে “পূতা” নামে যে অল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী কায়স্থের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে

কৌলীন্য-প্রথা নাই এবং কোন কালে-ও ছিল না। ইহাদের বিবাহ-ক্রিয়ার প্রথা এবং শুভ-বিবাহের মন্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ-সমাজের অনুরূপ এবং অন্যান্য কায়স্থ-সমাজের সম-তুল্য; কিন্তু, বিবাহ-স্থলে পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পাঠ করান, তাহার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য-প্রকারের নবীন-মন্ত্র শুনা যায়, তাহা এই—

ন বিপ্রঃ কায়স্থমৃধ্নোতি ন কায়স্থং বিপ্রবর্দ্ধতে।
বিপ্রকায়স্থঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ব্যতীত কায়স্থ সমৃদ্ধ হয় না এবং কায়স্থ ব্যতীত-ও ব্রাহ্মণ-গণ বৃদ্ধি-লাভ করিতে পারেন না।" বিবাহ-ক্রিয়ার সর্ব্বশেষাবস্থায়, বর তাঁহার পত্নীর হাতে হাত দিয়া, ঐ শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং স্ত্রীলোকেরা উলু-ধ্বনি দেয়। ইহার আবৃত্তি না হইলে, বিবাহ-ক্রিয়া শেষ হয় না। আবৃত্তি সমাধা হইলে, বর ও কন্যা পুরোহিত, গুরু ও সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি-বর্গকে প্রণাম করিলে পর, শুভ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বঙ্গের কায়স্থ-সমাজের নিয়ম এই, যদি কোন

কুলীন অর্থ-লোভে কুল-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, তিন পুরু-ষের মধ্যে কুল-ক্রিয়া না করেন এবং পুরুষানুক্রমে হীন-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, তিনি কেবল কুলীন-সমাজ হইতে চ্যুত হন তাহা নহে; পরন্তু পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু, পিতামহ-পর্য্যায়-পর্য্যন্ত সম্বন্ধ করিলে-ও কুল-ক্ষয় হইবে না। পিতামহের অধিকতর পর্য্যায় চলে না। সেলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ, ঘোড়াঘাট, বাজু, তেলিহাটী, চতুর্ম্মণ্ডল, চাঁদনি, বেজগ্রাম, এই সকল স্থানে বিবাহ দিলে, কুলীনের কুল-ভ্রষ্ট হয়। দেবীবরের মতে, এই সকল স্থানে কায়স্থ-কুলীনের কোন সম্পর্ক রাখা-ই উচিত নয়। পাণ্ডব-বর্জ্জিত ম্লেচ্ছাচার-সমন্বিত স্থানে কুলী-নের বাস ও বিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে মেঘনা (অথবা ব্রহ্মপুত্র-নদ), উত্তরে ইচ্ছামতী, পশ্চিমে মধুমতী এবং দক্ষিণে সমুদ্র, এই স্থান কুলীনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, বিক্রমপুর, ফতেয়াবাদ ও ব্রজ-শিরপুর, এই কয়েক স্থানে পুত্রের বিবাহ দেওয়া ভাল, কিন্তু কন্যার বিবাহ প্রশস্ত নয়।

বঙ্গজ কুলীনের চারিটি কুল; যথা, —গঙ্গাস্রোত, পিপীলিকা, ডম্বুর ও মণ্ডূক।

গঙ্গাস্রোত কুলযার নাহিক বিরাম।
পিপীলিকা-পংক্তি, যার মধ্যে অবিরাম॥
ডম্বুরের প্রায় কুল মধ্য-খানে ক্ষীণ।
মণ্ডূকের গতি-প্রায় কুলের লথিন্॥
এ চারি প্রকারে পর্য্যা থাকে যে কুলীনে।
নতুবা বংশজ হয় আপনার গুণে॥

অর্থাৎ অবিরাম-গতি গঙ্গা-প্রবাহের মত, যাহার পুরুষানুক্রমে উৎকৃষ্ট কুল-ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার কুলের নাম গঙ্গাস্রোত; পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় যে কুল অবিচ্ছিন্ন ভাল-মন্দে (বড় ও ছোটে) মিশ্রিত, তাহার নাম পিপীলিকা-পংক্তি; যে কুল, প্রতি তৃতীয় পুরুষে কুল-ক্রিয়া দ্বারা মধ্য-ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার নাম ডম্বুরাকার; আর ভেক যেমন গমন-কালে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করে, তদ্রূপ যে বংশে কুলজ ও মধ্যল্যের সহিত ক্রিয়া দ্বারা মাঝে মাঝে বিশ্রাম গৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম মণ্ডূক-গতির

কুল। বঙ্গজ-সমাজে ক্রিয়া-স্থলে কুলীনেরা পূর্ণ-বিদায় প্রাপ্ত হন, কুলজ-গণ ৸৵৹, মধ্যল্য-গণ ৸৹, মহা-পাত্র-গণ ॥৵৹ এবং নিম্ন-মৌলিক-গণ ॥৹ আনা কুল-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুলীন ঘোষ-বংশের দুই সমাজ—আকনা ও বালী। আকনার আদি-পুরুষ প্রভাকর এবং বালীর নিশাপতি। বসু-বংশের দুই সমাজ—মাহিনগর ও বাগাণ্ডা। মাহিনগরের আদি-পুরুষ শুক্তিরাম, বাগাণ্ডার মুক্তিরাম। মিত্র-বংশের সমাজ—বড়িশা, টেকা, গোধনপুর। আদিপুরুষ তারাপতি, ধুই ও গুই। বিরাট গুহ-বংশের এক-ই সমাজ—কীর্ত্তিনাশার জলে ধ্বংস প্রাপ্ত প্রভাবপুর। আদি-পুরুষের ৩ পর্য্যায়, দশরথ গুহ (বঙ্গজ বল্লালী কুলীন)। বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের অধিপতি বা গোষ্ঠীপতি নাই। দাস, নন্দী ও চাকী উপাধি-ধারি-গণ সমাজের নেতা। ইঁহাদের পুত্র-গত বা কন্যা-গত কুল নাই; কুলীনে কন্যা দান ও কুলীনের কন্যা-গ্রহণ করিয়া কুল-রক্ষা করিতে হয়। ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিলে,

"নিরাবিল-ভাব" প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিতে পারেন। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রভৃতি অঞ্চলে, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ আছে। ফতেসিংহ পরগণা, সমাজের শীর্ষ-স্থান; ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন। পূর্ব্বে ই কথিত হই-য়াছে, উত্তর-রাঢ়ী সমাজে ঘোষ ও সিংহ-বংশ কুলীন। সিংহ-বংশে জীবধর, প্রভাকর, নারদ, শ্রীধর, মাধব ও গোবিন্দ, এবং ঘোষ-বংশে রঘুপতি, বেণীমাধব, লোকনাথ, চক্রপাণি, রুক্মাঙ্গদ, যুবরাজ ও লক্ষ্মীপতি, এই তের জনের বংশ মুখ্য-কুলীন বলিয়া গণ্য। ইঁহাদের "ভাব" বা কুল-মর্য্যাদা পূর্ণ ষোল আনা, তদ্ব্যতীত ১৫ আনা, ১৪ আনা, ১২ আনা, ১০ আনা ও আট আনা, অন্যান্য কুলীনেরা যথা-ক্রমে মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন।

উত্তর-রাঢ়ী ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যে পৈ, চাঁই, পুঁই, পৌড়ী, ভূইন্, বন্দী, আচার্য্য, ঠাকুর, ঘটকী, অধিকারী, হলধর, শিখা, তরশ্চার, গোস্বামী, ভট্ট,

উপাশী—এই কয়েক উপাধি-ধারী ব্যক্তি এক-সময়ে মহাকুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহাঁরা, এই ১৩ ঘর ভিন্ন আর কাহার-ও ঘরে আদান-প্রদান করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইঁহারা, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-বর্গের বাঢ়ী-ব্রাহ্মণের সহ মিলনের ন্যায়, কাল-প্রভাবে উত্তর-রাঢ়ী ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ-সমাজে এরূপে মিশিয়া গিয়াছেন যে, ইঁহাদের উপাধি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গিয়াছে। গোস্বামী উপাধি-ধারি-গণ মিশ্রিত হন নাই বলিয়া, ইঁহাদের কয়েকটা বংশ এখন-ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া এবং সাঁওতাল-পরগণায় অদ্যাপি গোস্বামী-কায়স্থ দেখা যায়; ইহাঁদের গৃহে কন্যা দিতে হইলে, বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইহাঁরা সমগ্র বঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-তম কুলীন। আমাদের বোধ হয়, এক-সময়ে ইহাঁরা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে কোন অপরাধ-বশতঃ, পরিত্যক্ত হইয়া কায়স্থ-সমাজে এরূপ-ভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, ইহাঁদের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় আদৌ পাওয়া যায় না। শর্ম্মা উপাধি-ধারী কায়স্থ

এখন-ও বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইঁহারা গোস্বামী-কায়স্থদের সঙ্গে আদান-প্রদান করিলে, গোস্বামী বা শর্ম্মা-গণ, এতদুভয় মধ্যে কেহ-ই কুল-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন না; কারণ, উভয় ঘর-ই পবিত্র, প্রাচীন, সম-তুল্য ও শ্রেষ্ঠ-তম কুলীন। আমাদের বোধ হয়, উভয় বংশ-ই আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। অপরাধ-বিশেষে ব্রাহ্মণ-সমাজ-চ্যুত হইয়া, কায়স্থ-জাতিতে মিশিয়া গিয়াছেন।

কায়স্থ-জাতি—সমাজ-স্থান।

কায়স্থ-জাতির সমাজ, কৌলীন্য ও মৌলিক্য-প্রথা, কুল-রক্ষার নিয়ম, শুভ বিবাহাদির বিধি প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহ, আমরা ইতি-পূর্ব্বে বিশদ-ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে কেবল একটি কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঘটক-গণ অথবা বর ও কন্যা-পক্ষীয় লোকেরা, কায়স্থদিগের সমাজ-স্থানের পরিচয় সম্যক্-রূপে অবগত

না থাকায়, পাত্র ও পাত্রীর অনুসন্ধানে বিফল-মনোরথ হইয়া উঠেন কিংবা এ-জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রম-স্বীকার ও অর্থ-ব্যয় করিতে হয়। এই কারণে, বঙ্গ-দেশের কোন্ কোন জেলায়, কোন্ কোন্ প্রকার বাঙ্গালী-কায়স্থ অল্প বা অধিক পরিমাণে বসতি করেন, আমরা এক্ষণে তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি। এতদ্দ্বারা কায়স্থ-গণ, স্ব স্ব শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পাত্র ও পাত্রীর অনুসন্ধানে রত হইতে পারিবেন। নিম্ন-লিখিত তালিকায়, উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, চট্টলী, ও "বঙ্গ-দেশজ" বা "বঙ্গ-দেশীয়" সমাজের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; ইহাঁরা-ই বর্ত্তমান কালের প্রধান কায়স্থ-শ্রেণী। আমরা প্রত্যেক জেলার উল্লেখ করিয়া, এই তালিকা দেখাইয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।—এই জেলায় উত্তর-রাঢ়ী সমাজ অত্যন্ত প্রবল। কাঁদি, ফতেয়াবাদ, চেতো, বহরমপুর, জেমুয়া প্রভৃতি স্থানে অতীব

সম্ভ্রান্ত, কুলীন ও ধনবান্ উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থের সমাজ আছে। বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থ যথেষ্ট। দক্ষিণ-রাঢ়ীর সংখ্যা কম। বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাবড়া—এই তিন জেলা দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের অত্যন্ত প্রবল সমাজ। সমগ্র বঙ্গ-দেশে, দক্ষিণ-রাঢ়ীর এতদপেক্ষা প্রবলতর সমাজ আর নাই। কুলীন, মৌলিক, ধনবান্, শিক্ষিত, উচ্চ-পদস্থ, জমিদার, রাজা, প্রাচীন, মহাকুলীন, সম্ভ্রান্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কায়স্থ, অগণ্য পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর-রাঢ়ীর সংখ্যা অতি সামান্য। বারেন্দ্র ও বঙ্গজ আদৌ নাই। নবদ্বীপ—এই জেলায় মোটে ৩ ঘর উত্তর-রাঢ়ী, ২৭ ঘর বঙ্গজ, ৩৯ ঘর বারেন্দ্র এবং অবশিষ্ট সহস্র সহস্র গৃহস্থ দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। এই জেলা-ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের প্রধান সমাজ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমে—অতি সামান্য উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ বাস করেন। কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ অতি অল্প সংখ্যায় প্রবাসী। তদ্ভিন্ন, অসংখ্য সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের বাস। স্থানে স্থানে (মেদিনীপুর

জেলায়) করণ কায়স্থের বসতি আছে। বরিশাল ও নোয়াখালিতে—অধিকাংশ বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। উত্তর-রাঢ়ী নাই। দক্ষিণ-রাঢ়ী এক সহস্রের অধিক হইবে না। মুঙ্গের, ভাগলপুর, মজফরপুর, পাটনা ও দ্বারবঙ্গ—বহু-পূর্ব্ব-কাল হইতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ বহু সংখ্যায় এখানে বাস করিয়াছেন। সকলে-ই প্রায় সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্। উত্তর-রাঢ়ী বাঙ্গালী-কায়স্থের সংখ্যা এখানে যথেষ্ট। অনেক কুলীনের বাস। বারেন্দ্র, বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী, কেবল সরকারী চাকুরী উপলক্ষে প্রবাসী। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ঢাকা—বঙ্গজ সমাজের প্রধান স্থান। বারেন্দ্র-ও যথেষ্ট। দক্ষিণ-রাঢ়ীর সংখ্যা মধ্যম। উত্তর-রাঢ়ী নাই। যশোহরে—বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ-রাঢ়ীর বসতি আছে। বঙ্গজদিগের ইহা-ও প্রধান সমাজ। বারেন্দ্র কম। খুলনায়—দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ যথেষ্ট। বারেন্দ্র অল্প। উত্তর-রাঢ়ী নাই। রঙ্গপুর—বারেন্দ্রের প্রধান সমাজ। অন্য কায়স্থ অতি অল্প। ময়মনসিংহ—বারেন্দ্রের প্রধান সমাজ। বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী

অতি অল্প। দিনাজপুর—এখানকার মহারাজাধিরাজ এবং সুবিখ্যাত রায় সাহেব-বংশ ও তাঁহাদের জ্ঞাতি ও কুটুম্ব-গণ উত্তর-রাঢ়ী। দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, মধ্যম-সংখ্যক। বঙ্গজ কম। মালদহ ও রাজসাহীতে—অধিকাংশ বারেন্দ্র। চট্টগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত - কেবল চট্টলী ও "বঙ্গদেশী" কায়স্থের প্রধান সমাজ। পূর্ণিয়া—উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থের সমাজ। বহু-সংখ্যক সম্ভ্রান্ত উত্তর-রাঢ়ীর বাস। জলপাই-গুড়ী—বারেন্দ্রের সমাজ। পাবনায়—দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বারেন্দ্র প্রায় সমুদয়। সিংহভূম, মানভূম, চৈবাসা ও ডুম্‌কা—এই কয়েক জেলা দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের সমাজ; কিন্তু কুলীনের সংখ্যা অল্প। কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা—দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের শ্রেষ্ঠ সমাজ।

বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ত্ব।*

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

মনু।

পতি পত্নী পরস্পর সাধু ব্যবহারে।
করেন সন্তোষ-লাভ যেই পরিবারে॥
অশেষ কল্যাণ তাহে সদা উপজয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা, নাহিক সংশয়॥

বিজাতীয় আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি যে পরিমাণে হিন্দু-সমাজে প্রবেশ-লাভ করিতেছে, সেই পরিমাণে যে, সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে, তাহা চিন্তা-শীল ব্যক্তি-মাত্রে-ই অনুভব করিতেছেন। আজ-কাল প্রায় শাস্ত্রানুসারে

---

* "জ্যোতিষার্থ দীপিকা" দ্রষ্টব্য।

বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। অনেকে ইচ্ছা করিয়া-ই হউক, কিংবা বাধ্য হইয়া-ই হউক, শাস্ত্রাচারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। শাস্ত্রাচারে অশ্রদ্ধা বশতঃ, শুভ বিবাহ-কার্য্যে, নানা-প্রকার দোষ ঘটিতেছে। কু-পুত্রের জন্ম, অকাল-মৃত্যু ও অকাল-বৈধব্য যে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? গৃহে শান্তি বিরাজ করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে সু-সন্তান লাভ করিয়া গৃহী সুখী হইবেন, ইহা-ই ত বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, অনেক স্থলে-ই দেখা যায়, লোকে ধন-লোভে অন্ধ হইয়া, উপযুক্ত গণ, রাশি ও বর্ণ প্রভৃতি না দেখিয়া-ই, স্ব স্ব পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। যে কোষ্ঠী দেখাইয়া মিল ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ স্থির করিতে হয়, উপযুক্ত জ্যোতিষী দ্বারা তাহা প্রস্তুত না করাইয়া, সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য ব্যক্তি দ্বারা রচনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং ফল যে, বিষ-ময় হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

বর-কন্যার উপযুক্ত মিলন না হইলে যে, দাম্পত্য-সুখে ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা স্থির-সিদ্ধান্ত। যেখানে দাম্পত্য-প্রেমের অভাব, সেই খানে-ই যে, অশান্তি রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকে, ইহা-ই প্রাকৃতিক নিয়ম। পূর্ব্বের ন্যায় যে, এক্ষণে সু-সন্তান জন্মে না, শাস্ত্রাচারের প্রতি বীত-শ্রদ্ধা-ই, তাহার মূল কারণ, ইহা-ই অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর অভিমত। বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যে যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থের অবগত হওয়া আবশ্যক। গ্রহাদির সহিত যে, আমাদের জীবনের অতি নিকট-তর সম্বন্ধ বিদ্যমান্ আছে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র তাহা মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। অনেকে-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একাদশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি-বিশেষে দেহে রসাধিক্য বশতঃ, কোন কোন রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যখন জড়-দেহে গ্রহা-দির কার্য্যের একটা সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, তখন আমাদের অন্তর-রাজ্যে যে, তাহায় কোন কার্য্য-কারিতা-সম্বন্ধ নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

অন্তরীক্ষ-বাসী গ্রহ-সমূহ, আমাদের দেহ ও মনের উপর সতত-ই কার্য্য করিতেছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র দ্বারা এই কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধ বা সংযোগ-বিয়োগাদি ব্যাপার নির্ণীত হইয়া থাকে। এ-জন্য, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর গ্রহাদির মিল বা শুভ-সংযোগ থাকিলে, দাম্পত্য-প্রেম বা দাম্পত্য-জীবন অতি-সুখে অতিবাহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায়ঃ—

তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।

অনুকূল-কলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।—লিখিত।

অর্থাৎ পতি সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ভাগ্যবান্ পুরুষের স্ত্রী অনুকূলা ও হিতকারিণী, তিনি পৃথিবীতে-ই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছেঃ—

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।

ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধ; স্ত্রী-ই পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ সাধনের

মূল ভার্য্যা। এই ভার্য্যার সহায়তায় লোক সংসার-সাগর অনায়াসে পার হইয়া থাকে।

ফলতঃ, কি ইহ, কি পর জীবনে ভার্য্যা-ই আমাদের সুখ-ভোগ ও ধর্ম্ম-সাধনের এক-মাত্র সহায়। এই জন্য-ই আর্য্য-শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া, বিচার-পূর্ব্বক বিবাহের বিধান দিয়াছেন। গার্হস্থ্য-জীবন সুখ-কর ও ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত, হিন্দুর বিবাহ-কার্য্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুমোদিত হইয়া থাকে। উদ্বাহ-তত্ত্বে, জ্যোতিষের যে যে বিধান লক্ষ্য করিয়া চলিলে, দাম্পত্য-সুখ সম্যক্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

বর-কন্যার গণ-নিরূপণ।

"গণ-মিলন দ্বারা পরস্পরের মনোবৃত্তি অনেকাংশে স্থির করা যায়। কতক-গুলি নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে, পুরুষ বা স্ত্রী দেব-গণ অর্থাৎ সত্ত্ব-গুণ-প্রধান হয়। কতক-গুলি নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে, নর-গণ

অর্থাৎ রজোগুণাবলম্বী হয়। আবার কতক-গুলি নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে, রাক্ষস-গণ অর্থাৎ তমোগুণ-প্রধান হইয়া থাকে। এ অবস্থায়, দেব-গণে দেব-গণে, নর-গণে নর-গণে, কিংবা রাক্ষস-গণে রাক্ষস-গণে মিলাইয়া বিবাহ দিলে, মনের মিলন অবশ্যম্ভাবী।

নব্য ইংরাজী-শিক্ষিত মহাশয়েরা পরোক্ষ-শাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতি আদি শাস্ত্র না মানিতে পারেন, কিন্তু, প্রত্যক্ষ-শাস্ত্র অর্থাৎ বিজ্ঞান ও দর্শন মানিতে বাধ্য। সুতরাং, আজ আমরা বিজ্ঞান ও দর্শন-মতে বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, গণ-মিলন বিবাহে বিশেষ উপযোগী।

সাংখ্য-দর্শন-কার বলেন ঃ—প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি সর্ব্ব এব ভাবা ঋতে চিতিশক্তেঃ।

অর্থাৎ চৈতন্য ব্যতীত সকল পদার্থ-ই, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন-শীল।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট-ই বুঝা যায় যে, শৈশবের দেহ যৌবনে থাকে না, আবার যৌবনের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকে না। আমাদের চর্ম্ম, অস্থি, মাংস,

নখ ও লোম প্রভৃতি নিত্য-ই বৰ্দ্ধন-শীল। ইহা সক-লের-ই প্রত্যক্ষ বিষয় যে, আমাদের নখ, কেশ সতত-ই বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার আমরা সতত-ই তাহা কর্ত্তন করিতেছি। তাহার স্থলে আবার নূতন জন্মিতেছে। সুতরাং, এ বৎসরের নখ বা কেশ, পর বৎসর থাকে না। গাত্র-মার্জ্জনাদি সময়ে, আমাদের শরীরের মৃত-চর্ম্ম-সমূহ উঠিয়া যায়; পুনরায় নূতন চর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করে। সুতরাং, ইহা বোধ হয়, অবিশ্বাস্য নহে যে, দুই বৎসর পূর্ব্বের চর্ম্ম এখন আর আমাদের শরীরে নাই। তাহার স্থলে নূতন চর্ম্মের উদ্গম হইয়াছে। এইরূপ শুক্র, শোণিত ও মজ্জা প্রভৃতি এবং মূত্র, পুরীষ, ঘর্ম্ম, শ্লেষ্মাদি, শারী-রিক মলের সহিত নিত্য নির্গত হইতেছে, আবার তাহার স্থানে নূতন শুক্র-শোণিতাদি উৎপন্ন হই-তেছে।* ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেহের সমুদয় বৃদ্ধি-ই যে, নিত্য পরি-

---

* ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-গণের মতে, মস্তিষ্ক-ই মন, বুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তির আধার। কিন্তু, উপরি-লিখিত প্রমাণের দ্বারা বেশ বুঝা

বর্ত্তন-শীল, ইহা বিশ্বাস করিতে বোধ হয় সকলে-ই বাধ্য।

ইহা বিশ্বাস করিলে-ই বুঝিতে হইবে যে, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে শরীরের ভাব সপ্তবিংশতি-প্রকার হইতে পারে *। জন্মিবার সময় সন্তান মাতৃ-গুণ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ। এরূপ অবস্থায়, কতক-গুলি নক্ষত্র দ্বারা সংক্রামিত মাতৃ-শরীরস্থ সত্ত্ব-

---

যায় যে, আমাদের মস্তিষ্ক-ও পরিবর্ত্তন শীল। এ অবস্থায়, মস্তিষ্ককে স্মৃতি-শক্তির আধার বলিলে, শৈশবের স্মৃতি যৌবনে-ই থাকিতে পারে না, বার্দ্ধক্যে ত দূরের কথা! এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া-ই, আমাদের দার্শনিক-গণ চৈতন্য-শক্তিকে-ই মন, বুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* পঞ্চদশ তিথিতে-ও শরীরের অবস্থা ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ হয়। এই জন্য-ই, এক এক তিথিতে এক এক দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ; শাস্ত্রকারের ইহা-ই ব্যবস্থা। ত্রয়োদশী তিথিতে শরীরের অবস্থা শ্লেষ্ম-প্রধান হয়; বেগুণ-তরকারিটি-ও শ্লেষ্ম-প্রধান; সুতরাং, ঐ দিনে উহা ভক্ষণ করিলে, তাহা হইতে যে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হইবে, তাহা-ও শ্লেষ্ম-প্রধান হওয়া নিশ্চয়। ঐ শ্লেষ্ম-প্রধান শুক্র-

গুণ, রজো-গুণ কিংবা তমো-গুণ লইয়া, তাহার জন্ম-গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নহে।

আয়ুর্ব্বেদে পিত্তকে সত্ত্ব-গুণ, বায়ুকে রজো-গুণ ও শ্লেষ্মাকে তমো-গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং, যে যে নক্ষত্রে মাতৃ-শরীর পিত্ত-প্রধান থাকে, সেই সেই নক্ষত্রে জাত সন্তান মাতৃ-দত্ত সত্ত্ব-গুণ লইয়া, জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেব-গণ হয়। এই-রূপ, যে যে নক্ষত্রে মাতৃ-শরীর বায়ু-প্রধান থাকে, সেই সেই নক্ষত্রে

শোণিতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার অকাল-মৃত্যু অবশ্য-ম্ভাবী। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া-ই, আর্য্য-শাস্ত্রকার-গণ "ত্রয়োদশ্যাং বার্ত্তাকৌ সুতহানিঃ স্যাৎ" এই কথা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই-রূপ, অষ্টমী তিথিতে শরীর বায়ু-প্রধান হয়। নারিকেল ফলটি-ও বায়ু-প্রধান। ঐ তিথিতে উহা ভক্ষণ করিলে, তদ্দ্বারা শরীরের যে অংশ গঠিত হইবে, তাহাকে বায়ু-প্রধান অর্থাৎ চঞ্চল হইতে হইবে। শরীরের শুক্র-শোণিত চঞ্চল হইলে, মনকে অবশ্য-ই চঞ্চল হইতে হইবে। সেই চঞ্চল-চিত্তে যাহা কিছু শিক্ষা করা যাইবে, তাহা কখন-ই চিরস্থায়ী হইবে না। এই জন্য-ই শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা "অষ্টম্যাং নারিকেলে চ মূর্খতা।"

জাত সন্তান, মাতৃ-দত্ত রজো-গুণ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়া নর-গণ হয়, এবং যে যে নক্ষত্রে মাতৃ-শরীর শ্লেষ্ম-প্রধান হয়, সেই সেই নক্ষত্রে জাত-সন্তান মাতৃ-দত্ত তমো-গুণান্বিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। তাহাকে-ই আমরা রাক্ষস-গণ বলিয়া থাকি।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে কোন-ও কোন-ও নক্ষত্রে যে শরীর পিত্ত-প্রধান, কোন-ও নক্ষত্রে বায়ু-প্রধান, আবার কতক-গুলি নক্ষত্রে যে, শ্লেষ্ম-প্রধান হয়, তাহা বিশেষ-রূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। যে যে নক্ষত্রে জাত-সন্তান সত্ত্ব-গুণ প্রধান অর্থাৎ দেব-গণ হয়, সে সে নক্ষত্রে জ্বর হইলে, প্রায়শ-ই তাহা পিত্ত-প্রধান হইতে দেখা যায় এবং পিত্ত-শান্তি-কর ঔষধাদি প্রয়োগে তাহার শান্তি হইয়া থাকে। এই-রূপ, যে যে নক্ষত্রে জাত-সন্তান রজো-গুণ প্রধান, অর্থাৎ নরগণ হয়, সেই সেই নক্ষত্রে জ্বর হইলে, তাহা বায়ু-প্রধান হয় এবং বায়ু-নাশক ঔষধাদি প্রয়োগে তাহার শান্তি হইয়া থাকে। আবার, যে যে নক্ষত্রে জাত-সন্তান তমো-গুণান্বিত অর্থাৎ রাক্ষ-সগণ হয়, সেই সেই নক্ষত্র-জাত

জরাদি রোগ শ্লেষ্ম-প্রধান ও শ্লেষ্ম-শান্তি-কর ঔষধাদি দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

সত্ত্ব-গুণের ফল সৎ-প্রবৃত্তি, রজো-গুণের ফল মানব প্রকৃতি, এবং তমো-গুণের ফল অসৎ-প্রবৃত্তি বা আসুর-প্রকৃতি। যদি গণ-মিলন দ্বারা বর-কন্যার প্রকৃতি বুঝা যায়। তাহা হইলে, সমান-প্রকৃতি বর ও কন্যার মিলন করিয়া দিলে, সংসার তাহাদিগের নিকটে সুখ-শান্তি-ময় হইবে।"*

হস্তাস্বাতীশ্রুতিমৃগশিরঃ-পুষ্যমৈত্রাশ্বিভানি।
পৌষ্ণাদিত্যে জগুরিহ বুধা দেবসংজ্ঞানি ভানি॥

অর্থাৎ হস্তা, স্বাতী, শ্রবণা, মৃগশিরা, পুষ্যা, অনুরাধা, অশ্বিনী, রেবতী, পুনর্ব্বসু এই নয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে দেব-গণ হয়।

পূর্ব্বাস্তিস্রঃ শিবভ-ভরণী রোহিণী চোত্তরাশ্চ।
প্রাহুর্ম্মর্ত্যাহ্বয়মুড়ুগণং নূনমেতন্মুনীন্দ্রাঃ॥

পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, আর্দ্রা, ভরণী, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী. উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তর-

* "সাহিত্য-সংহিতা।"

ভাদ্রপদ, এই নয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে নর-গণ হয়।

চিত্রাশ্লেষানির্ঋতিপিতৃভে বাসবে বাসবর্ক্ষে।
শক্রাগ্ন্যোর্ব্বে বরুণদহনর্ক্ষে চ রক্ষোগণোঽয়ম্ ॥

চিত্রা, অশ্লেষা, মূলা, মঘা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা, বিশাখা, শতভিষা এবং কৃত্তিকা, এই নয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাক্ষস-গণ হয়।

গণের ফলাফল।

স্বজাতৌ পরমা প্রীতি-র্মধ্যমা দেবমানুষে।
দেবাসুরে কনিষ্ঠা চ মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে ॥

স্ব-গণ অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের এক গণ হইলে (দেব-গণ কিংবা নর-গণ অথবা রাক্ষস-গণ হইলে), দম্পতীর সাতিশয় প্রণয় বৃদ্ধি হয়; আর বরের দেব-গণ ও কন্যার নর-গণ হইলে, মিলন মধ্যম হয়। দেব-গণ ও রাক্ষস-গণ উভয়ের নিকৃষ্ট মিলন, অর্থাৎ সর্ব্বদা কলহ হয়। দম্পতীর নর-গণ ও রাক্ষস-গণ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

গ্রহমৈত্রীং রাশিবশ্যং বিদ্যতে নিয়তং যদি।
সদ্গণাভাবজনিতো দোষঃ কোঽপি ন বিদ্যতে॥

যদি বর ও কন্যার গ্রহ, মৈত্র-ভাবে থাকে, অথবা বশ্য-রাশি হয়, তবে উভয়ের নর ও রাক্ষস-গণ হইলে-ও, তজ্জন্য কোন বিপদ হয় না।

বর ও কন্যার বর্ণ-নিরূপণ।

কর্কিমীনালয়ো বিপ্রাঃ ক্ষত্রাঃ সিংহতুলাহয়াঃ।
বৈশ্যাঃ কুম্ভাজযুগ্মাখ্যাঃ শূদ্রা বৃষমৃগাঙ্গনাঃ॥

কর্কট, মীন ও বৃশ্চিক রাশিতে বিপ্র-বর্ণ হয়। সিংহ, তুলা ও ধনু রাশিতে ক্ষত্রিয়-বর্ণ হয়। কুম্ভ, মেষ ও মিথুন রাশিতে বৈশ্য-বর্ণ হয়; এবং বৃষ, মকর ও কন্যা রাশিতে শূদ্র-বর্ণ হয়।

বর্ণের ফলাফল।

বর্ণশ্রেষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।
তয়োর্বিবাহে মরণং পুরুষস্য ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ যে নারী বর্ণ শ্রেষ্ঠা এবং যে পুরুষ হীন-বর্ণ হয়, উভয়ের দাম্পত্য-মিলন হইলে, নিঃসন্দেহ পুরুষের মৃত্যু হয়।

বশ্য-রাশি-নিরূপণ।

সিংহস্য সর্ব্বে বশগা বিনালিং,
বিহায় সিংহং বশিনো নরাণাম্।
ভক্ষ্যাস্তথৈষাং জলরাশয়স্তে,
বশ্যাস্তু লোকব্যবহারতোঽন্যে

বৃশ্চিক ভিন্ন সকল রাশি সিংহের বশ্য হয়। আর সিংহ ভিন্ন সকল রাশি নরের বশ্য হয়। জল-চর রাশি (অর্থাৎ কর্কট, মকর ও মীন রাশি) অন্য রাশির আহার-যোগ্য হয়। ইহা ব্যতীত যে সকল রাশি আছে, তাহা লোকের ব্যবহার-যোগ্য হইয়া থাকে।

বশ্য-রাশির ফল।

এবং বশ্যসমাযোগে দম্পত্যোঃ প্রীতিরুত্তমা।
বশ্যাভাবেঽপি দম্পত্যো-র্বিবাহঃ কলহপ্রদঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর ও কন্যার বশ্য-রাশি হইলে, পরস্পর প্রণয়ানুরাগী হয়। বশ্য-রাশি না হইলে, পরস্পর নিরন্তর কলহ হইয়া থাকে।

——

বর ও কন্যার গ্রহমৈত্রী-যোগ।

দম্পত্যোর্ম্মহতী প্রীতি-গ্রহমৈত্র্যাং সমে সমাঃ।
বৈরে বৈরমবাপ্নোতি তয়োরেকাধিপে সুখম্॥

বর ও কন্যার রাশির যে যে অধিষ্ঠাতা হয়, যদি ঐ রাশ্যধিপের পরস্পরের মিত্রতা থাকে, তবে দম্পতী পরস্পর সুখী হয়। দম্পতীর রাশির অধিষ্ঠাতা সম-ভাবে থাকিলে, দম্পতী পরস্পর সম-ভাবাপন্ন হয়। আর যদি রাশির অধিপতি পরস্পর বৈরী হয়, তবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরের বৈর-ভাব জন্মে, কখন-ও মিলন হয় না।

——

বর ও কন্যার গ্রহ-শুদ্ধি।

পুংসাং বিষমবর্ষে চন্দ্রতারার্কশুদ্ধিতো বিবাহঃ।
ষড়্‌বর্ষাৎ পরতো যুগ্মবর্ষে চন্দ্রতারেজ্যশুদ্ধৌ
কন্যাকানাম্॥

পুরুষের অযুগ্ম-বর্ষে এবং চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি হইলে, বিবাহ প্রশস্ত। কন্যার ছয় বৎসরের পর, যুগ্ম বৎসরে চন্দ্র, তারা এবং গুরু-শুদ্ধি হইলে, বিবাহ দেওয়া বিধি সঙ্গত।

কন্যার বর্ষ-শুদ্ধি।

অযুগ্মে দুর্ভগা নারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ।
তস্মাৎ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে সা পতিব্রতা।

কন্যার বিবাহ অযুগ্ম-বৎসরে হইলে দুর্ভাগা হয়; এবং যুগ্ম-বৎসরে হইলে বিধবা হয়। অতএব, গর্ভ-মাস হইতে গণনা করিয়া, যুগ্ম বৎসরে বিবাহ দিলে, সেই স্ত্রী পতিব্রতা হইয়া থাকে।

মাসত্রয়াদূর্দ্ধমযুগ্মবর্ষে যুগ্মে তু মাসত্রয়মেব যাবৎ।
বিবাহশুদ্ধিং প্রবদন্তি নার্য্যা বাৎস্যাদয়ো জ্যোতিষি জন্মমাসাৎ॥

জন্ম-মাস অবধি গণনা করিয়া, অযুগ্ম বৎসরের প্রথম তিন মাসের পর, কিংবা যুগ্ম বৎসরের প্রথম

মাসের মধ্যে, কন্যার বিবাহ প্রশস্ত। ইহা বাৎস্য প্রভৃতি মুণি-গণের অভিমত।

কন্যার গ্রহাদি-শুদ্ধি।

গ্রহশুদ্ধিমব্দশুদ্ধিং শুদ্ধিং মাসায়নর্ত্তু দিবসানাম্।
অর্ব্বাগ্ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাম্॥

কন্যার দশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ দিলে, গ্রহ-শুদ্ধি, বৎসর-শুদ্ধি এবং ঋতু-শুদ্ধির বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা মুনিদিগের অভিমত।

কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে।
মলমাসাদিকালানাং বিবাহান্তে প্রযত্নতঃ।
পুংসঃ প্রতি সদা দোষাৎ সর্ব্বদৈব হি বর্জ্জ্যতা॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, কন্যার কালাত্যয় হইলে, অর্থাৎ দশ বৎসর অতীত করিয়া বিবাহ দিলে, কাল-দোষ ঘটে না। কিন্তু মলমাসে বিবাহ হইলে, পুরুষের পক্ষে দোষ কথিত আছে। অতএব, পুরুষের অনুরোধে কন্যার-ও মলমাসে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

জন্ম-মাসে বিবাহ-সম্বন্ধে বিধি।

স্নানং দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং মঙ্গলবর্দ্ধনম্।
উদ্বাহশ্চ কুমারীণাং জন্মমাসে প্রশস্যতে॥

জন্ম মাসে স্নান, দান, জপ, হোম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে মঙ্গল-বর্দ্ধন হয়। এবং কন্যার বিবাহ-ও জন্ম-মাসে প্রশস্ত। (এতাবতা পুরুষের জন্ম মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে)।

জন্মমাসে চ পুত্রাঢ্যা ধনাঢ্যা চ ধনোদয়ে।
জন্মভে জন্মরাশৌ চ কন্যা হি ধ্রুবসন্ততিঃ॥

জন্ম-মাসে কন্যার বিবাহ হইলে ধনশালিনী হয়; জন্ম-তারাতে এবং জন্ম-রাশিতে বিবাহ হইলে, দীর্ঘায়ু-পুত্র-প্রসবিনী হইয়া থাকে।

জন্মভে জন্মমাসে চ তথা জন্মতিথাবপি।
জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ বিবাহং ন সমাচরেৎ॥

জন্ম-নক্ষত্র ও জন্ম-মাসে এবং জন্ম-তিথিতে জ্যেষ্ঠ-পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ কদাচ বিহিত নহে।

জ্যৈষ্ঠেমাসি তথা মার্গে ক্ষৌরং পরিণয়ং ব্রতম্।
জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

জ্যৈষ্ঠ-মাসে এবং অগ্রহায়ণ-মাসে জ্যেষ্ঠ-পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, ক্ষৌর-কর্ম্ম ও উপনয়ন যত্ন-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

ন জন্মমাসে ন চ জন্মভে তথা,
নৈব জন্মদিবসেঽপি কারয়েৎ।
আদ্যগর্ভভবপুত্রকন্যয়ো,-
র্জ্যৈষ্ঠমাসি ন চ জাতু মঙ্গলম্॥

জন্ম-মাসে, জন্ম-নক্ষত্রে ও জন্ম-দিবসে, এবং জ্যৈষ্ঠ-মাসে, প্রথম-গর্ভ-জাত পুত্র ও কন্যার মঙ্গল-কার্য্য অর্থাৎ বিবাহাদি কার্য্য সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্ব এক প্রমাণে জন্ম-মাসে কন্যার বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া, অপর প্রমাণে জন্ম-মাসে কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, আদ্য-গর্ভ-সম্ভূতা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, অপর কন্যার বিবাহ প্রশস্ত।

বিশেষ বিধি।

কৃত্তিকাস্থ-রবিং ত্যক্ত্বা জ্যৈষ্ঠে জ্যেষ্ঠস্য কারয়েৎ।
উৎসবাদীনি কার্য্যাণি দিগ্‌দিনানি বিবর্জ্জয়েৎ॥

কৃত্তিকা-নক্ষত্রে যে পর্য্যন্ত রবি বাস করেন, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম দশ-দিন পরিত্যাগ করিয়া, জ্যৈষ্ঠ-মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ বিহিত হয়। মঙ্গল-জনক কার্য্যে অগ্রহায়ণ মাসের-ও দশ-দিন পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করা বিহিত।

জ্যৈষ্ঠে ন জ্যেষ্ঠয়োঃ কার্য্যং নৃনার্য্যোঃ পাণিপীড়নং।
তয়োরেকতরে জ্যেষ্ঠে জ্যৈষ্ঠেঽপি ন বিরুধ্যতে॥

জ্যৈষ্ঠ-মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু, বর ও কন্যার মধ্যে, এক-জন যদি জ্যেষ্ঠ (অর্থাৎ আদ্য-গর্ভ-জাত) হয়, তবে তাহা নিষিদ্ধ নহে।

বার ও তিথি-শুদ্ধি।

গুরু-শুক্র-বুধাহেষু বিবাহঃ শুভদঃ সদা।
তিথয়ঃ প্রতিপদ্দর্শাষ্টমীরিক্তাঃ বিনা শুভাঃ॥

গুরু, শুক্র ও বুধ-বারে এবং প্রতিপৎ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রিক্তা (অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) এই কয়েকটি তিথি ভিন্ন, অন্য তিথিতে বিবাহ শুভ-দায়ক।

বারের ফলাফল।

ঊঢ়া চার্কদিনে কন্যা ধৃষ্টা ভবতি নিশ্চিতং।
সপত্নীং সমবাপ্নোতি তুষারকরবাসরে॥

রবি-বারে বিবাহ হইলে স্ত্রী ধূর্ত্তা হয়; এবং সোম-বারে বিবাহ হইলে স-পত্নী হইয়া থাকে।

অঙ্গারকদিনে নারী কান্তং দৃষ্ট্বা পলায়তে।
সূর্য্যপুত্রদিনে চৈব ধনপুত্রবিনাশিনী॥

মঙ্গল-বারে বিবাহ হইলে, পতিকে দেখিয়া পলা-য়ন করে, অর্থাৎ স্বামীকে সর্ব্বদা ভয় করে। শনি-বারে বিবাহ হইলে ধন ও পুত্র বিনষ্ট হয়।

বিশেষ বিধি।

ন বারদোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ,
বিশেষতোঽর্কাবনিভূশনীনাং।
অঙ্কং সমাসাদ্য বিলাসিনীনাং,
কটাক্ষপাতা ইব নিস্ফলাঃ স্যুঃ॥

রাত্রিতে বার-দোষ, বিশেষতঃ রবি, মঙ্গল ও শনি-বার দোষ ঘটে না; যেমন বিলাসিনী কামিনী জন্মা-

ন্ধের প্রতি কটাক্ষ-পাত করিলে, তাহার সেই কটাক্ষ-পাত নিষ্ফল হয়, সেই রূপ বার-দোষ নিষ্ফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ বার-দোষ-জন্য অশুভ ফল জন্মে না।

তিথি-সমূহের ফলাফল।

প্রতিপদ্দুঃখজননী দ্বিতীয়া প্রীতিবর্দ্ধিনী।
সৌভাগ্যদা তৃতীয়া চ চতুর্থী চার্থনাশিনী॥

প্রতিপৎ তিথিতে বিবাহ হইলে, নানা-বিধ দুঃখ জন্মে। দ্বিতীয়াতে প্রীতি-বর্দ্ধন হয়, তৃতীয়াতে এবং চতুর্থীতে বিবাহ হইলে অর্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চম্যাং সুখবিত্তানি ষষ্ঠী বিত্তপ্রদায়িনী।
বিদ্যাশীলসুখাপ্তিঃ স্যাৎ সপ্তম্যামফলাষ্টমী॥

পঞ্চমীতে বিবাহ হইলে সুখ ও ধন লাভ হয়। ষষ্ঠীতে কেবল-মাত্র ধন লাভ হইয়া থাকে। সপ্তমীতে সুখ লাভ, বিদ্যা ও শীলতা জন্মে, এবং অষ্টমীতে কিছু-ই ফল হয় না।

নবমী শোকফলদা আনন্দো দশমীদিনে।
সুখদৈকাদশী চৈব সফলা দ্বাদশী স্মৃতা॥

নবমীতে বিবাহ হইলে শোক-সন্তপ্ত হয়। দশমীতে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। একাদশীতে সুখ-লাভ, এবং দ্বাদশীতে শুভ ফল হয়।

মানপুত্রৌ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যোস্তু দোষদঃ।
ফলং বহুবিধং নিত্যং পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ॥

ত্রয়োদশীতে বিবাহ হইলে, সম্মান ও পুত্র লাভ হয়। উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশীতে দোষ মাত্র লাভ হইয়া থাকে; এবং পঞ্চদশী অর্থাৎ পূর্ণিমাতে বহু-প্রকার ফল-লাভ হয়।

অমায়াঞ্চৈব রিক্তায়াং করণে বিষ্টিসংজ্ঞকে।
যঃ করোতি বিবাহং স শীঘ্রং যাতি যমালয়ং॥

অমাবস্যা, রিক্তা তিথিতে (অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশীতে) এবং বিষ্টি-করণে যে জন বিবাহ করে, সে সত্বর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

বিশেষ বিধি।

শনৈশ্চরদিনে চৈব যদি রিক্তা তিথির্ভবেৎ।
তস্মিন্ বিবাহিতা কন্যা পতিসন্তানবর্দ্ধিনী॥

শনি-বারে যদি রিক্তা-তিথি হয়, তাহাতে বিবাহ হইলে, সেই স্ত্রী বহু ধন-পুত্রবতী হইয়া থাকে।

মূলামঘানুরাধা চ রোহিণ্যুত্তররেবতী।
হস্তামৃগশিরঃ স্বাতী বিবাহে চ সুশোভনা॥

মূলা, মঘা, অনুরাধা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, হস্তা, মৃগশিরা, স্বাতী, এই দ্বাদশটী নক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত।

পূর্ব্বাত্রয়ে বিশাখায়াং শিবাদ্যে ভচতুষ্টয়ে।
ঊঢ়া চাশু ভবেৎ কন্যা বিধবাতো বিবর্জ্জয়েৎ॥

পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, বিশাখা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা এই আটটি নক্ষত্রে বিবাহ হইলে, কন্যা শীঘ্র বিধবা হয়। অতএব, এই আটটি নক্ষত্র পরিত্যাগ করিবে।

বিষ্ণুভাদ্যে ত্রিকে চিত্রে জ্যেষ্ঠায়াং জ্বলনে যমে।
এভির্ব্বিবাহিতা কন্যা ভবত্যেব সুদুঃখিতা॥

শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা ভরণী, কৃত্তিকা, এই সাতটী নক্ষত্রে বিবাহ হইলে, সে স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখিতা হয়।

কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্লীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু।
স্বাতৌ মৃগশিরসি রোহিণ্যাঞ্চেতি॥

উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী, স্বাতি, মৃগশিরা, রোহিণী, এই দ্বাদশটি নক্ষত্রে কুমারীর পাণি-গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু, পারস্কর-মুনির মতে চিত্রা প্রভৃতি কয়েকটি অনুক্ত নক্ষত্রে বিবাহ বিহিত হইয়াছে। তাহাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষ-তত্ত্বে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই কয়েকটি নক্ষত্রে যজুর্ব্বেদীদিগের বিবাহ হয়, অথবা আপৎ-কাল উপস্থিত হইলে, অন্যান্য-বেদীর-ও এই কয়েকটি নক্ষত্রে বিবাহ হইতে পারে।

আদ্যে মঘাচতুর্ভাগে নৈঋতস্যাদ্য এবচ।
রেবত্যন্তচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ॥

মঘা ও মূলার প্রথম চতুর্থাংশে, অর্থাৎ প্রথম পোনর দণ্ড মধ্যে, বিবাহ হইলে মৃত্যু হয়, এ-জন্য ঐ সকল নক্ষত্রের ঐ সকল অংশ পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ দেওয়া বিহিত।

মাসাদির অন্তে ফলাফল।

মাসান্তে ম্রিয়তে কন্যা তিথ্যন্তে স্যাদপুত্রিণী।
নক্ষত্রান্তে চ বৈধব্যং বর্ষান্তে বন্ধুনাশনং ॥

মাসের অন্তে অর্থাৎ সংক্রান্তিতে বিবাহ হইলে, কন্যার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তিথির অন্তে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে বিবাহ হইলে, স্ত্রী বন্ধ্যা হয়। নক্ষত্রের অন্তে বিবাহ হইলে, বিধবা হইয়া থাকে; এবং বৎসরের অন্তে বিবাহ হইলে বন্ধু-বিয়োগ ঘটে।

রাজ-যোটক।

একরাশৌ চ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সমসপ্তকে।
চতুর্থে দশমে চৈব তৃতীয়েকাদশে তথা ॥

যদি বর ও কন্যার এক-রাশি অথবা সম-সপ্তক (অর্থাৎ একের যোড় রাশি হইলে, তাহা হইতে অন্যের রাশি সপ্তম), কিংবা চতুর্থ ও দশম, বা তৃতীয় ও একাদশ রাশি হয়, তবে তাহার নাম রাজ-যোটক। এই মিলন অতি উত্তম।

ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতাস্তি
ন নাড়িদোষা ন চ বর্ণদোষঃ।
ন চাত্র দোষোঽস্তি গণত্রয়স্য
ভৃগ্বঙ্গিরাদ্যা মুনয়ো বদন্তি ॥

যদি দম্পতীর রাজ-যোটক মিলন হয়, তবে তাহার গ্রহ-দোষ, নাড়ী-দোষ, বর্ণ-দোষ এবং গণ-দোষ জন্য কোন অশুভ হয় না,—ইহা ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনি-গণ বলিয়াছেন।

গোধূলি-লগ্ন-বিচার।

লগ্নং যদা নাস্তি বিশুদ্ধমন্যৎ
গোধূলিকাং তত্র শুভাং বদন্তি ॥
লগ্নে বিশুদ্ধে সতি বীর্য্যযুক্তে
গোধূলিকা নৈব ফলং বিধত্তে ॥

যদি নির্দ্দোষ লগ্ন না পাওয়া যায়, তবে সে স্থানে গোধূলিতে কার্য্য করা বিধেয়। কিন্তু শুভ লগ্ন পাইলে, গোধূলিতে বিবাহের ব্যবস্থা না করা-ই ভাল। ভৃগু প্রভৃতি মুনি-গণ, গোধূলির বিশেষ-রূপ গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা ;—

নাস্মিন্ গ্রহা ন তিথয়ো ন চ বিষ্টিবারা,
ঋক্ষাণি নোপজনয়ন্তি কদাপি বিঘ্নং।
অব্যাহতঃ সততমেব বিবাহকালে,
যাত্রাসু চায়মুদিতো ভৃগুজেন যোগঃ॥

যদি গোধূলিতে বিবাহ কিংবা যাত্রা করা যায়, তবে অশুভ গ্রহ-গণ, রিক্তা প্রভৃতি তিথি ও বিষ্টিভদ্রা, অনুক্ত বার এবং অনুক্ত নক্ষত্র সকল কদাচ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। অতএব, গোধূলি নির্ণয় করিয়া, বিবাহের ব্যবস্থা করা অযুক্তি নহে।

সন্ধ্যাতপারুণিতপশ্চিমদিগ্বিভাগে,
ব্যোম্নি স্ফুরত্তরলতারকসন্নিবশে।
রুদ্ধে গবাং খুরপুটোদ্গমিতৈ রজোভি,-
র্গোধূলিরেষ কথিতো ভৃগুজেন যোগঃ॥

যে সময়ে সূর্য্য অস্ত গমন করেন, পশ্চিম-দিক্ আরক্ত-বর্ণ হয়, এবং আকাশে ক্রমশঃ দুই একটি নক্ষত্র দেখা যায়, আর মাঠ হইতে গরুর পাল সকল গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করাতে, তাহাদিগের খুরো-

খিত ধূলিতে আকাশ-মার্গ যে সময় আচ্ছন্ন হয়, সেই সময়ের নাম গোধূলি।

গোধূলিং ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারীবিবাহাদিকে,
হেমন্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃদুতাং পিণ্ডীকৃতে ভাস্করে।
গ্রীষ্মেহর্দ্ধাস্তমিতে বসন্তসময়ে ভানৌ গতে দৃশ্যতাং
সূর্য্যে চাস্তমুপাগতে চ নিয়তং প্রাবৃট্শরৎকালয়োঃ॥

কন্যার বিবাহাদি শুভ-কার্য্যে, গোধূলির ত্রিবিধ লক্ষণ মুনি-গণ বলিয়াছেন, অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশির কালে, যে সময়ে সূর্য্যের কিরণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, গোলাকার দেখা যায়; গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে, যে সময়ে দিবা-কর অস্তাচলে গমন করায়, অর্দ্ধেক-মাত্র দৃষ্ট হয়; এবং বর্ষা ও শরৎ কালে, যে সময়ে দিবা-কর অস্তাচলে গমন করায় অদৃশ্য হয়, সেই সময়ে বিবাহাদি কার্য্য আরম্ভ করা-ই প্রশস্ত।

নিষিদ্ধ বিধি।

ষষ্ঠাষ্টমে মূর্ত্তিগতে শশাঙ্কে,
গোধূলিকে মৃত্যুমুপৈতি কন্যা।

কুজেঽষ্টমে মূর্ত্তিগতেঽথবা৴ন্ত,
বরস্য নাশং প্রবদন্তি গর্গাঃ ॥

যদি গোধূলি-সময়ে লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম এবং লগ্নেতে চন্দ্র থাকেন, তবে ঐ লগ্নে বিবাহ হইলে, কন্যা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। আর ঐরূপ গোধূলি-সময়ে লগ্নের অষ্টম ও সপ্তম লগ্নেতে যদি মঙ্গল থাকেন, তবে বরের নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

মার্গশীর্ষেঽথবা মাঘে গোধূলিঃ প্রাণনাশকঃ।
অন্যেষু শুভযোগো হি বিবাহে গমনে তথা ॥

অগ্রহায়ণ মাসে ও মাঘ মাসে, গোধূলিতে যাত্রা ও বিবাহ হইলে, অশুভ-দায়ক হয়। অন্য সময়ে গোধূলিতে যাত্রা ও বিবাহ হইলে, শুভ-জনক হইয়া থাকে।

দ্বিরাগমন।

বৃত্তে পাণিগ্রহে গেহাৎ পিতুঃ পতিগৃহং প্রতি।
পুনরাগমনং বধ্বা তৎ দ্বিরাগমনং বিদুঃ ॥

বিবাহের পর, পিতার গৃহ হইতে দ্বিতীয়-বার স্বামি-গৃহে গমন করার নাম দ্বিরাগমন।

বিবাহমাসি প্রথমং বধ্বা নাগমনং যদি।
তদা সর্ব্বমিদং চিন্ত্যং যুগ্মাব্দং বিচক্ষণৈঃ॥

যে মাসে বিবাহ হয়, সেই মাস-মধ্যে যদি নব-বধূকে স্বামি-গৃহে আনয়ন না করে, তবে যখন আনিবে, তখন যুগ্ম-বৎসর প্রভৃতি সমস্ত বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ যোড়া বছরে ও সম্মুখ শুক্র প্রভৃতিতে আনিবে না।

অযুগ্ম-বৎসরে অগ্রহায়ণ, ফাল্‌গুন ও বৈশাখ মাসে গুরু, রবি এবং চন্দ্র অনুকূল হইলে, বৃহস্পতি, শুক্র, সোম এবং বুধ-বারে, শুক্ল-পক্ষে, কন্যা, মিথুন, তুলা ও মীন লগ্নে শুভ-গ্রহের স্থিতি কিংবা দৃষ্টি থাকিলে মূলা, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্রে, নব-বধূকে স্বামি-গৃহে আনয়ন করা প্রশস্ত।

পতিনানীয়মানায়াঃ পুরঃ শুক্রো ন দুষ্যতি।

অর্থাৎ যদি পতি পত্নীকে লইয়া যান, তবে সম্মুখে শুক্র দোষ-জনক হন না।

আরভ্যোদ্বাহদিবসাৎ ষষ্ঠে বাপাষ্টমে দিনে।
বধূপ্রবেশঃ সম্পত্ত্যৈ দশমেঽথ সমে দিনে॥

বিবাহ-দিবস হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম দিনে অথবা তৎ পরে যে কোন যুগ্ম (যোড়া) দিনে, নব-বধূ স্বামি-গৃহে গমন করিলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

বধূপ্রবেশনং কার্য্যং পঞ্চমে সপ্তমে দিনে।
নবমে চ শুভে বারে সুলগ্নে শশিনোবলে॥

পঞ্চম, সপ্তম ও নবম দিনে, শুভ-বারে, শুভ-লগ্নে, চন্দ্র-শুদ্ধিতে নব-বধূর স্বামি-গৃহে গমন করা প্রশস্ত।

ধ্রুবক্ষিপ্র মৃদুশ্রোত্র-বসুমূলমঘানিলে।
বধূপ্রবেশঃ সন্নেষ্টো রিক্তারার্কবুধে পরৈঃ॥

রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মূলা, মঘা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে, রিক্তা-তিথিতে, মঙ্গল-বার, রবি-বার ও বুধ-বারে নব-বধূর স্বামি-গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

বিবাহ-সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি।

দূরস্থানাম্ অবিদ্যানাং মোক্ষধর্ম্মানুযায়িনাং।
শূরাণাং নির্দ্ধনানাঞ্চ ন দেয়া কন্যকা বুধৈঃ॥
বৃহৎ পরাশর।

দূরে করে অবস্থান, নাহি কোন শাস্ত্র-জ্ঞান,
মোক্ষ-আশে সদা যত্ন করে।
যুদ্ধ-কার্য্যে নিয়োজিত, কিংবা ধন-বিরহিত,
কন্যা নাহি দিবে হেন বরে॥

হিন্দু-শাস্ত্রে বিবাহ-বিষয়ে, যেরূপ বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে, আর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ নিয়ম প্রায়-ই দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্ম-মূলক এবং অন্যান্য জাতির উদ্বাহ-ব্যাপার প্রায় অঙ্গীকার বা চুক্তি-মূলক। হিন্দুর বিবাহ যে ধর্ম্ম-সংস্কার-মূলক, ইহা অনেক দূরদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ-ও

স্বীকার করিয়াছেন। ম্যাক্‌নাটন সাহেবের মন্তব্য এই যে, "হিন্দু-জাতির বিবাহ কেবল-মাত্র সামাজিক প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার কিংবা চুক্তি নহে; ফলতঃ, উহা একটি সংস্কার-বিশেষ।" * কাউল সাহেব বলিয়াছেন—"হিন্দুর বিবাহ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গীকার-ও বটে, ধর্ম্ম-সংস্কার-ও বটে †।" কিন্তু, বিবাহের মন্ত্র-সমূহের অর্থ হৃদয়-ঙ্গম করিয়া বিচার করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, উহা আদৌ অঙ্গীকার-মূলক নহে, পরন্তু, ধর্ম্ম-সংস্কার-মূলক। আর্য্য-ঋষি-গণ বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম-রূপ ভিত্তির উপর কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা না করিলে, তাহা কখন স্থায়ী ও দৃঢ় হয় না। ধর্ম্মের বন্ধন অতি-দৃঢ়, অতি-সুখ-কর ও অতি-শান্তি-প্রদ। তাই তাঁহারা বিবাহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলি ধর্ম্মের বন্ধনে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সন্তান-প্রজনন, তাহার প্রতি-পালন, প্রতি-দিন অতিথি ও আত্মীয় স্ব-জনকে ভোজন-প্রদান, গৃহস্থালীর কার্য্য-সম্পাদন, ধর্ম্ম কার্য্য, পরি-

* হিন্দু-ল ৬০ পৃষ্ঠা।

† ঠাকুর-ল লেক্‌চার ১৮৭০ পৃষ্ঠা।

চর্য্যা, বিশুদ্ধ রতি, সন্তানাদি জন্ম দ্বারা পিতৃদিগের এবং আপনার স্বর্গ-ভোগ, এই সকল গুরুতর কার্য্য, স্ত্রী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। * স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মিলিত হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কাম্য বিষয় সম্পন্ন করিবেন। †

শাস্ত্র-লিখিত সংসার-হিতকর এই সকল কার্য্য সাধন করিতে হইলে, স্ত্রী পুরুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র-বল থাকা আবশ্যক। কারণ, কীট-জর্জ্জরিত বংশ-খণ্ডের ন্যায় অকর্ম্মণ্য-দেহ ও স্খলিত-চরিত্র হইলে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কখন-ই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এ-জন্য, বর-কন্যার স্বাস্থ্য ও কুল-শীল দেখিয়া

---

* উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

মনু।

† ধর্ম্মে অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যম্॥

আপস্তম্ব।

বিবাহ দেওয়া উচিত। যে কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বংশ-সম্পর্কীয় পরিবার-বর্গের স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম্ম-শীলতা প্রভৃতির প্রতি-ও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, যে কন্যার পিতৃ-কুলে, দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সম্মাননা বা ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, হৃদয়ে উদারতা নাই, ধর্ম্মে আস্থা নাই, গুরু-জনে নিষ্ঠা নাই, আত্মীয়-গণের প্রতি সহানুভূতি নাই, চরিত্রে বল নাই, লোক-লজ্জার ভয় নাই, সেরূপ বংশের পাত্রী গ্রহণ করিলে, বংশ-গৌরব যে কলঙ্কিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সে-জন্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-গুলির প্রতি বিশেষ-রূপ দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

"ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—"গো, মেষ, ও ধন-ধান্যাদি-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইলে-ও, নিম্ন-লিখিত দশটি কুলের কন্যা গ্রহণ করিবে না ; অর্থাৎ,—

১। হীন-ক্রিয়।—যে কন্যার জাত-কর্ম্মাদি সংস্কার বিধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় নাই।

২। নিষ্পুরুষ।—যে বংশে কন্যা-সন্তানের জন্ম অধিক।

৩। নিশ্ছন্দ।—যে বংশের পুরুষেরা বেদাদি-শাস্ত্র-চর্চ্চা-বিবর্জ্জিত।

৪। রোমশ।—যে বংশের পুত্র-কন্যা বহু-লোম-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

৫। অর্শস।—যে বংশ অর্শ-রোগে আক্রান্ত।

৬। ক্ষয়ী।—যে বংশ রাজ-যক্ষ্মা রোগে পীড়িত।

৭। আময়াবী।—যে বংশ মন্দাগ্নি-রোগে আক্রান্ত।

৮। অপস্মারী।—যে বংশে মূর্চ্ছা-রোগ প্রবল।

৯। শ্বিত্রী।—যে বংশে ধবল-রোগ আছে।

১০। কুষ্ঠী।—যে বংশে কুষ্ঠ-রোগ দেখা যায়।*

"যে কন্যা কপিলা (অর্থাৎ যাহার বর্ণ তামাটে),

---

* মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥

অধিকাঙ্গী (অর্থাৎ যাহার হস্ত-পদাদিতে অতিরিক্ত অঙ্গুল প্রভৃতি থাকে), চির-রুগ্না, অত্যন্ত লোম-যুক্তা বা অলোমা, এবং যে কন্যা বহু-ভাষিণী, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যাহার পিতার কুল-শীলাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জানা নাই, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যে কন্যার ভ্রাতা হয় নাই, তাহাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ; কারণ, সেই পাত্রীর অপুত্রক পিতা ঐ কন্যার পুত্রকে স্বীয় সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ তদ্দ্বারা ঐ পুত্রের পিতৃ-কুলে পিণ্ড-লোপ ঘটে। *

"সুলক্ষণা, অনন্য-পূর্ব্বা যাহার পূর্ব্বে বাগ্দান, সম্প্রদান বা বিবাহ হয় নাই এবং যে পূর্ব্বে কাহার-ও কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় নাই), যে স্ত্রী (অর্থাৎ যে নপুংসক) নহে এবং মনোহর রূপ-বিশিষ্টা, অসপিণ্ডা, বয়সে ও আকারে ছোট, অরোগিণী, ভ্রাতৃমতী,

* নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥
যস্যাস্তু ন ভবেৎ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া॥

অসমান-প্রবরা, অসমান-গোত্রা কন্যা বিবাহ করিবে। মাতামহ হইতে উর্দ্ধে পাঁচ-পুরুষ ও নিম্নে পাঁচ-পুরুষ এবং পিতা হইতে উর্দ্ধে সাত-পুরুষ ও নিম্নে সাত-পুরুষ সপিণ্ড। এই সপিণ্ড-কন্যা বাদ দিয়া বিবাহ করিবে। যে বংশ দশ-পুরুষ হইতে বিখ্যাত, যে বংশ বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, যে বংশ বহু-গোষ্ঠী দ্বারা পরি-পুষ্ট, যে বংশ ধন-জন দ্বারা সমৃদ্ধ, সেই বংশে-ই বিবাহ করিবে। কিন্তু, এরূপ বংশ-ও যদি সঞ্চারী অর্থাৎ কুলজ-রোগ-গ্রস্ত হয়, তবে তাহা হইতে কন্যা গ্রহণ করিবে না। শঙ্খ, লিখিত, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্য. অন্য ঋষি-গণ-ও এই সমস্ত কথা-ই বলিয়াছেন। *

---

* ... . লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তা-মসপিণ্ডাম্ যবীয়সীং ॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীম্ অসমানার্ষগোত্রজাং।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারি-রোগদোষসমন্বিতাং ॥
যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য।

"কন্যা অসগোত্রা, অসমান প্রবরা, অসপিণ্ডা, পিতা হইতে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সপ্তম-পুরুষের বহির্ভূতা ও মাতামহ হইতে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে পঞ্চম-পুরুষের বহির্ভূতা হইবে। যে শব্দ আমাদের বংশের বিজ্ঞাপক, তাহা-ই আমাদের গোত্র। এক এক ঋষি, এক এক বংশের প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের নামানুসারে বংশের নাম-করণ করা হয়। এবং ঐ বংশের নামের নাম গোত্র। কশ্যপ মুনির বংশ—কাশ্যপ-গোত্র। ভরদ্বাজ মুনির বংশ - ভরদ্বাজ-গোত্র। "এতেষাং যানি অপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে" অর্থাৎ—এই সব মুনির যাঁহারা অপত্য, তাঁহারা তাঁহার গোত্র বলিয়া 'বিবেচিত' হন। অতি-পূর্ব্বে সাত-জন, তৎপরে আট-জন, তৎপরে চব্বিশ-জন, তৎপরে বিয়াল্লিশ-জন পর্য্যন্ত গোত্রকার এ-দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে বঙ্গ-দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-দিগের গোত্র-গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ব্রাহ্মণদিগের গোত্রাদি এইরূপ :—

গোত্র	আদি-পুরুষ	মুখ্য-বংশ	গৌণ-বংশ
শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	বাঁড়ুয্যে	গড়গড়ী, কেশরকুণী, কুলভী, দীর্ঘাটী ও পারিয়াল,
কাশ্যপ	দক্ষ	চাটুয্যে	হড়, গুড়, পীতমুণ্ডী
ভরদ্বাজ	শ্রীহর্ষ	মুখুয্যে	দিণ্ডীসায়ী ও রায়ী
সাবর্ণ	বেদগর্ভ	গাঙ্গুলী ও কুন্দ	ঘণ্টেশ্বর
বাৎস্য	ছান্দড়	ঘোষাল, কাঞ্জীলাল ও পূতিতুণ্ড	চোটখণ্ডী, মাহিন্ত্যা ও পিপ্পলী

ইহার অর্থ এই যে, বাঁড়ুয্যে, কেশরকুণী, কুলভী, দীর্ঘাটী ও পারিয়াল স-গোত্র। ইঁহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। চাটুয্যে, হড় ও পীতমুণ্ডী, ইহাদের মধ্যে-ও

বিবাহ হয় না। মুখুয্যে, দিণ্ডীশায়ী ও রায়ী ইঁহাদের মধ্যে-ও বিবাহ হয় না। গাঙ্গুলী, কুন্দ ও ঘণ্টেশ্বর, ইঁহাদের মধ্যে-ও বিবাহ হয় না। ঘোষাল, কাঞ্জীলাল, পূতিতুণ্ড, চোটখণ্ডী, মাহিন্ত্যা ও পিপ্পলী, ইঁহাদের মধ্যে-ও বিবাহ হয় না। এতদ্ভিন্ন, বাঁড়ুয্যে ও বাঁড়ুয্যেতে বিবাহ হয় না, মুখুয্যের সহিত মুখুয্যের বিবাহ হয় না।

বৈদ্যদের তিন গোত্র; যথা—ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য ও কাশ্যপ। বৈদ্যদের মধ্যে ধন্বন্তরিতে ও ধন্বন্তরিতে, মৌদ্গল্যে ও মৌদ্গল্যে, কাশ্যপে ও কাশ্যপে বিবাহ হয় না।

কায়স্থদের পাঁচ গোত্র; যথা—

বংশ	গোত্র	আদি-পুরুষ
ঘোষ	সৌকালীন	মকরন্দ
বসু	গৌতম	দশরথ

বংশ	গোত্র	আদি-পুরুষ
মিত্র	বিশ্বামিত্র	কালিদাস
দত্ত	ভরদ্বাজ	পুরুষোত্তম
গুহ	কাশ্যপ	দশরথ

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, ইঁহাদের সকলের মধ্যে স-গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু, শাস্ত্রানুসারে বৈদ্য ও কায়স্থ, ইঁহাদের মধ্যে স-গোত্রে বিবাহ দূষণীয় নহে। কায়স্থ ও বৈদ্যের গোত্র, বংশের আদি-পুরুষের পরিচায়ক নহে। কেন-না, ইঁহারা ইঁহাদের পুরোহিতের গোত্র অবলম্বন করেন। তবে কায়স্থ বা শূদ্রদের আদি-পুরুষ এক অর্থাৎ যাঁহারা মকরন্দ বা দশরথ প্রভৃতির বংশে উৎপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার কারণ আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-গণ কখন-ও

এখন-ও ব্রাহ্মণের বংশ-ধর বটেন *। সুতরাং, তাঁহাদের মধ্যে সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ।

সমানার্ষা বা সমান-প্রবরা বিবাহ।

বর ও কন্যা সগোত্র হইলে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু কখন-ও কখন-ও, দুই বিভিন্ন গোত্রের এক-ই প্রবর হইতে পারে। বাৎস্য ও সাবর্ণ ভিন্ন গোত্র, কিন্তু ইঁহাদের প্রবর এক। এজন্য, বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রে বিবাহ হয় না। যেখানে গোত্র এক, কিন্তু প্রবর বিভিন্ন, সেখানে-ও বিবাহ হয় না। ফলতঃ, গোত্র এক-ই হউক বা ভিন্ন ভিন্ন-ই হউক, সমান প্রবর হইলে-ও বিবাহ হয় না।

"কেহ কেহ বলেন যে, গোত্র-কারের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রবর পরিচিত হয়। মেধাতিথি বলেন,—"তদ্গোত্রাৎ প্রসূতাঃ প্রবরাঃ ইতি তৎপুত্র-পৌত্রাঃ তপো-বিদ্যাতিশয়-গুণযোগাৎ প্রখ্যাত-

---

* ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যানী বিবাহ করিতে পারিতেন। এইরূপ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ কহে।

নামানঃ”। অর্থাৎ সেই গোত্র হইতে প্রসূত—গোত্রকারের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি—যাঁহারা তপস্যা, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা-ই প্রবর বলিয়া পরিচিত হন। গোত্রকে বিশেষ-রূপে পরিচিত করিবার জন্য, প্রবরের উল্লেখ করিতে হয়। যদি গোত্র ও প্রবর উভয়-ই নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বংশ-সম্বন্ধে আর কোন গোল-যোগ থাকে না। এজন্য, বিবাহাদি সকল কার্য্যে-ই গোত্র ও প্রবর, এতদুভয়ের উল্লেখ করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান গোত্র-গুলির প্রবর নিম্নে লিখিত হইল।

	গোত্র	প্রবর।
১।	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল।
২।	কাশ্যপ	কাশ্যপ, আপ্সার ও নৈধ্রুব।
৩।	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।
৪।	সাবর্ণ	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।
৫।	বাৎস্য	ঐ

৬।	ধন্বন্তরি	(অজ্ঞাত)
৭।	মৌদ্গল্য	(সাবর্ণ ও বাৎস্যের ন্যায়)
৮।	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, আপ্সার ও নৈধ্রুব।
৯।	গৌতম	গৌতম, বশিষ্ঠ ও বার্হস্পত্য।
১০।	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি ও কৌশিক।

সপিণ্ডা-বিবাহ।

যাঁহাদের সহিত আমাদের দেহের কোন-রূপ একত্ব আছে, তাঁহারা-ই আমাদের সপিণ্ড। মিতাক্ষরা বলেন,—"সমানঃ পিণ্ডঃ দেহো যস্য স সপিণ্ডঃ। সপিণ্ডতা চ একশরীরাবয়বান্বয়েন সম্ভবতি।" অর্থাৎ "যাঁহার দেহ ও আমার দেহ কিয়দংশে-ও এক, সেই আমার সপিণ্ড। এক-দেহ-ধারণ-রূপ যে সম্বন্ধ, তদ্দ্বারা-ই সপিণ্ডতা সিদ্ধ হয়। পুত্র পিতার সপিণ্ড; কেন-না, পিতার দেহ ও পুত্রের দেহ এক। পিতামহের শরীর পিতাতে আছে এবং পিতার

শরীর পুত্রে আছে, অতএব, পিতামহ ও পুত্র সপিণ্ড। মাতার শরীর আমাতে আছে, সুতরাং মাতা আমার সপিণ্ড। মাতামহের শরীর মাতাতে আছে, মাতার শরীর আমাতে আছে; সুতরাং মাতামহ আমার সপিণ্ড। মামা ও মাসী-ও সপিণ্ড; কেন-না, যে মাতামহের শরীর আমাতে আছে, সেই মাতামহের শরীর মামা ও মাসীতে-ও আছে। খুড়ো, জ্যেঠা ও পিসী, ইঁহারা-ও সপিণ্ড। কেন-না, যে পিতামহের শরীর আমাতে আছে, সেই পিতামহের শরীর ইঁহাদের মধ্যে ও আছে। ভ্রাতৃ-ভার্য্যা-ও সপিণ্ড। যে-হেতু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-ভার্য্যা এক-দেহ। ভ্রাতা সপিণ্ড বলিয়া, ভ্রাতৃ-ভার্য্যা ও সপিণ্ড। ঐ কারণে মামাতো ভাই, মামাতো ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি, পিসতুতো ভাই বা তাহার সন্তান-সন্ততি, খুড়তুতো ভাই ও তাহার সন্তান-সন্ততি, ইহারা-ও সপিণ্ড।

বিবাহ-সপিণ্ড (অর্থাৎ যে সমস্ত সপিণ্ডের সহিত বিবাহ হয় না তাঁহারা) পাঁচ প্রকার; যথা—

১। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ, বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি-বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ; পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বৃদ্ধ প্রপৌত্র, অতি-বৃদ্ধ প্রপৌত্র ইত্যাদি; অর্থাৎ পিতা হইতে উৰ্দ্ধে সপ্তম পুরুষ ও নিম্নে সপ্তম পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত-সম্বন্ধ আছে; তাহাকে বিবাহ করিবে না।

২। পিতার মাস্‌তুতো, খুড়তুতো ও মামাতো ভাই—ইঁহাদের প্রত্যেকের উৰ্দ্ধে ও নিম্নে সপ্তম পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত-সম্বন্ধ আছে, তাহাকে বিবাহ করিবে না।

৩। মাতামহ হইতে উৰ্দ্ধে ও নিম্নে পঞ্চম-পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত-সম্বন্ধ আছে, তাহাকে বিবাহ করিবে না।

৪। মাতার মাসতুতো, খুড়তুতো ও মামাতো ভাইয়ের প্রত্যেকের উৰ্দ্ধে ও নিম্নে পাঁচ-পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত-সম্বন্ধ আছে, তাহাকে বিবাহ করিবে না।

৫। নিজের মামাতো ভাই, মাস্‌তুতো ভাই ও খুড়তুতো ভাই সম্বন্ধে-ও ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সাত পুরুষ বাদ দিতে হইবে।

শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে। "বিবাহসপিণ্ডাস্তু পিতৃপিতৃবন্ধপেক্ষয়া সপ্তমপুরুষাবধয়ঃ। মাতা-মাতামহমাতৃবন্ধপেক্ষয়া পঞ্চমপুরুষাবধয়শ্চ।" অর্থাৎ "পিতা ও পিতৃ-বন্ধুর সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্ত (ঊর্দ্ধে ও নিম্নে) যাবতীয় ব্যক্তি, মাতামহ ও মাতৃ-বন্ধুর ঊর্দ্ধে ও নিম্নে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যক্তি সপিণ্ড।" রঘুনন্দন উদ্বাহ-তত্ত্বে নারদ-সংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার-ও অভিপ্রায় ঐরূপ। যথা,—পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ। সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥" অর্থাৎ মাতামহের পঞ্চম ও পিতার সপ্তম পুরুষের পর আর সপিণ্ডতা থাকে না। সকল বর্ণের সম্বন্ধে এই এক-ই বিধি।"

"বিবাহ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল; সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু সপিণ্ডা, সগোত্রা ও সমান-

প্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। অর্থাৎ যে নিজ হইতে অতি-পৃথক্ ও যে নিজের অতি-নিকট, ইঁহা-দের কাহাকে-ও বিবাহ করিবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক বৈজ্ঞানিক যুক্তি গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ডারউইন তাঁহার "অরিজিন স্পিশেস্" নামক পুস্তকের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—যাহাদের মধ্যে সজাতীয়ত্ব আছে অথচ কিছু কিছু বৈষম্য-ও আছে, তাহাদের-ই (কি বৃক্ষ-লতা, কি জন্তু, সকলের পক্ষে) পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। কেন-না, ঐরূপ মিলনে অপত্যাদির যে বল, ও পুত্রোৎপাদন-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। এবং অতি-নিকট আত্মীয়দের মিলন হইলে, বহু-কাল পরে সন্তান-গণের আকারের খর্ব্বতা, দুর্ব্ব-লতা, ক্লীবত্ব এবং বন্ধ্যাত্ব জন্মে।" আমাদের শাস্ত্র-কারদের-ও বিধান ঐরূপ। সমান জাতি ও সমান বর্ণে বিবাহ করিবে। কিন্তু, ঐ সমান বর্ণের মধ্যে, যাহারা অতি নিকট আত্মীয়, তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না।

অতি-নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহ করা যে অতি দোষাবহ, তাহা অন্য অন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে-ও স্বীকার করেন। ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়া নামক জগদ্বিখ্যাত অভিধানের অষ্টম খণ্ডের ৬১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—দূরে দূরে বিবাহ করিলে, সু-ফল হয়; এবং নিকট নিকট বিবাহ করিলে, শরীর-সম্বন্ধে কু-ফল ফলে, ইহা টাইলার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। এবং ফরমাইস-মত জন্তু প্রস্তুত করা যাহাদের ব্যবসা, তাহারা-ও বলে যে, "জন্তুর মধ্যে নিকটানিকট মিলন হইলে, কু-ফল ঘটে, তাহা এক-রূপ অবধারিত হইয়াছে।" হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি। ইঁহারা অনেক অত্যাচার, অনেক উপদ্রব ও অনেক বিপ্লব সহ্য করিয়া-ও যে, এখন-ও জীবিত আছেন, বোধ হয়, অ-সগোত্রা, অ-সপিণ্ডা ও অ-সমান-প্রবরা কন্যা বিবাহ করা তাহার অন্যতম কারণ। ডাক্তার কোয়েন সাহেব বলেন,—"যখন পিতা ও মাতা উভয়ের মধ্যে-ই, কোন একটি পীড়া নিশ্চিত-রূপে বিদ্যমান্ থাকে, তখন ঐ পীড়া যে

সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হইবে, ইহা এক-রূপ নিশ্চিত। পীড়া-সম্বন্ধে যে কথা, কলুষিত পাপ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে-ও সেই কথা। ঐ পাপ-প্রবৃত্তি, অভ্যাস-বলে মস্তিষ্কে খোদিত হইয়া যায় এবং উহা বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে আবির্ভূত হয়।" অনেক পীড়া, অনেক চরিত্র-দোষ, দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, পরে সন্তান-সন্ততিতে প্রকাশিত হয়। অনেক সময়, উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত প্রপিতামহের প্রপৌত্র উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হয়। পিতামহ ও পিতাতে ঐ রোগের চিহ্ন-মাত্র দেখা যায় না। ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন যে, পাঁচ-সাত-পুরুষ পর্য্যন্ত রোগের ও কুচরিত্রের প্রাবল্য থাকে। এই-জন্য, শাস্ত্র-কার-গণ পাঁচ-সাত-পুরুষ পর্য্যন্ত বাদ দিতে বলেন।

ডাক্তার কোয়েন আর-ও বলেন,—"অঙ্গ-বৈকল্য যে, সঞ্চারী তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। এবং যেখানে কোন পরিবারে ইহা বিশেষ-রূপে লক্ষিত হয়, সেখানে সে পরিবারের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ

হওয়া সুবিধার কার্য্য নহে। তদ্ভিন্ন, যেখানে কোন পরিবারে কোন সঙ্কট বা দারুণ ব্যাধি (যথা - যক্ষ্মা, উন্মাদ, ক্ষত প্রভৃতি) বর ও কন্যা উভয়-পক্ষে দৃষ্ট হয়, সেখানে বিবাহ-সঙ্ঘটন না হওয়া-ই সু-পরামর্শ।'' ডাক্তারেরা নিম্ন-লিখিত রোগ-গুলিকে সঞ্চারী বলিয়াছেন ; যথা :—

দৌর্ব্বল্য, ধনুষ্টঙ্কার, বহু-মূত্র, অজীর্ণতা ও অজীর্ণতা-জনিত অঙ্গ-বৈকল্য, বসন্ত ও উপদংশ, হৃদ্‌রোগ, গোদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

যে বংশ বা যে কন্যার এ সমস্ত রোগ আছে, সে বংশ ও সে কন্যা নিতান্ত পরিবর্জ্জনীয়া। সন্তান-সন্ততি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইতে পারুক, না পারুক, তাহারা পীড়া, পাপ-প্রবৃত্তি ও কু-স্বভাব প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" *

অত্যন্ত নিকট নিকট কিংবা অত্যন্ত দূর দূর জাতির মধ্যে বিবাহ-সংঘটন হইলে যে, তাহার ফল ভাল হয় না, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মনে

* "বিবাহ ও নারীধর্ম্ম'' দ্রষ্টব্য।

কর, কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি কোন অসভ্য কাফ্রি বা কোন বন্য অসভ্য জাতির কন্যা বিবাহ করে, তবে সেই বিবাহে যে সন্তান জন্মিবে, সে সন্তান কখন-ই ভাল হইবে না। অশ্ব ও গর্দ্দভীর সংযোগে অশ্বতরের জন্ম হইয়া থাকে। আবার খুব নিকট সম্পর্কে বিবাহ হইলে তাহার-ও ফল ভাল হয় না। মুসলমান-জাতির মধ্যে, অত্যন্ত নিকট সম্পর্কে বিবাহের নিয়ম চলিত আছে। কিন্তু, পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতি-সমূহ যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি এবং প্রতিভা-বলে বলীয়ান্, মুসলমান জাতির মধ্যে সেরূপ পরিচয় অল্প-ই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান ও পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ এবং এতদ্দেশীয় যে সকল নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের সংস্রবে. যে, কয়েকটি সঙ্কর-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ সকল বংশীয় লোকেরা উচ্চ আদর্শে গঠিত বা পরিচিত হইতে পারে নাই। মেকলে এতদ্দেশীয় বর্ণ-সঙ্কর ফিরিঙ্গি-জাতির চরিত্র-গত যে দোষ-সমূহের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কি যথেষ্ট পরিচয় নহে? এই সকল

বিচার দ্বারা ইহা-ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঋষি-প্রদর্শিত ব্যবস্থা-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

দশ-বিধ সংস্কারের মধ্যে, বিবাহ একটি মুখ্য সংস্কার। অশুচি অবস্থায় এ-সংস্কার নিষিদ্ধ। এজন্য, পাত্র বা পাত্রীর জাত কিংবা মৃতাশৌচ ঘটিলে, যত-দিন পর্য্যন্ত সেই অশৌচ থাকে, তত-দিন বিবাহ হয় না। পিতা-মাতা মহাগুরু-নিপাত হইলে, এক বৎসর বিবাহ নিষিদ্ধ। এক বৎসর অতীত হইলে, সপিণ্ডী-করণ সম্পন্ন করিয়া বিবাহ দিতে হয়। কিন্তু, অরক্ষণীয়া কন্যা হইলে, এক বৎসরের মধ্যে-ই, সপিণ্ডী-করণ করিয়া, বিবাহ দিতে পারা যায়।

নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ শেষ হইলে, যে-কোন-প্রকার অশৌচ ঘটিলে, তদ্দ্বারা, বিবাহ-কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে না। অর্থাৎ অশুচি-জনিত দোষ অর্শিবে না। *

---

* ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাৎ অনারব্ধে তু সূতকম্॥
আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।
নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া॥

উদ্বাহতত্ত্ব।

বিবাহ-সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে শুল্ক-গ্রহণ একটি মহা-পাপ-মধ্যে পরিগণিত। কি পুত্র, কি কন্যা, কাহার-ও বিবাহ-কালে, শুল্ক বা পণ-স্বরূপ কিছু-মাত্র গ্রহণ করিবে না, ইহা-ই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। মহাভারতে উক্ত আছে, "যে ব্যক্তি স্বীয় তনয়কে বিক্রয়-পূর্ব্বক, ধন-লাভের আশা করে, এবং যে জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত শুল্ক লইয়া, কন্যা-সম্প্রদান করে, এই উভয় ব্যক্তি-ই কালসূত্র-নামক নিরয়-গামী হইয়া, মল-মূত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে।* আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—"সামান্য-মাত্র শুল্ক লইয়া, পিতা যদি কন্যার বিবাহ দেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে 'রৌরব' নরকে পতিত হইয়া, দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত মল-

---

* যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি॥
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন্ মূঢ়ঃ সমশ্নুতে॥

মহাভারত।

মূত্রাদি ভক্ষণ করিতে হয় *। অত্রি বলিয়াছেন, "মূল্য দ্বারা ক্রীতা যে স্ত্রী, সে স্ত্রী, স্ত্রী-পদ-বাচ্য নহে; আর তাহার গর্ভ-জাত পুত্রাদি, পিতার পিণ্ড-দানে অধিকারী হইতে পারে না †। ভগবান্ মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন, "পাত্রীর পিতা সামান্য-মাত্র-ও শুল্ক লইবে না। লোভের বশীভূত হইয়া, কন্যা বিক্রয় করিলে, তাহাকে কন্যা-বিক্রেতা কহে। ‡

পাঁঠা-পাঁঠী বেচার ন্যায়, পুত্র-কন্যা বিক্রয় করা যে অতি ঘৃণিত, অতি পাপ-জনক ও অতি ইতরতা-ব্যঞ্জক, তাহা যুক্তি দ্বারা কাহাকে-ও বুঝাইতে হয় না। সমাজ-মধ্যে এই আসুরিক বিবাহ প্রচলিত হওয়াতে, এখন আর সু-সন্তান অধিক জন্মে না।

---

* অল্পেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্রমশ্নুতে ॥—আপস্তম্ব।

† ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে ॥—অত্রি।

‡ ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥ - মনু।

সর্ব্বাধিক দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা সমাজ-মধ্যে বিদ্বান্, সু-শিক্ষিত, দেশের গৌরব-স্বরূপ, তাঁহারা-ই আজ-কাল পুত্র বিক্রয়-রূপ ঘোরতর পাপে মহাপাপী। যিনি যত ধনবান্, যত বিদ্বান্ এবং যাঁহার পুত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যত মার্কা-মারা অর্থাৎ উপাধি-চিহ্নিত, বিবাহ-বাজারে তাঁহার দর তত অধিক। কি ঘৃণার কথা! কি নীচতার কথা!! কি অধঃপতনের কথা!!!

বর-কন্যার বংশ-পরীক্ষা।

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥—মনু।

যেরূপ গুণের পতি নারী প্রাপ্ত হয়।
তাহারো সেরূপ গুণ হইবে নিশ্চয় ॥
নদীর যেরূপ জল হউক না কেন।
সমুদ্রে মিশিলে লবণাম্বু হয় যেন ॥

ছায়া যেমন কায়ার অনুগমন করিয়া থাকে, সেই-রূপ মাতা-পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষ-গুণ-নিচয় সন্তানে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বংশ-গত দোষ-সমূহ নিরাকরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই-জন্য শাস্ত্র-কারেরা নির্ম্মল শোণিত-শুক্র ও পবিত্র-

বংশের পুত্র-কন্যাদিগের মধ্যে, পরস্পর আদান-প্রদান করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেবল-মাত্র, বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, বংশ-গত গৌরব বিনষ্ট করা, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। রামায়ণে লিখিত আছে,—"গুণাৎ রূপং গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়ো বিবর্দ্ধতে।" অর্থাৎ চরিত্র-জনিত যে বিমল আনন্দ, কেবল-মাত্র শারীরিক সৌন্দর্য্যে তাহা লাভ করা যায় না। ফলতঃ, পুত্র ও কন্যার বিবাহ দেওয়ার পূর্ব্বে, উভয় বংশের দোষ-গুণ বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক। মনে কর, তুমি যদি একটি ফল-বৃক্ষের বাগান করিতে মন-স্থ করিয়া থাক, তবে যে গাছের ফল বড় ও অত্যন্ত সু-স্বাদু, সেই-রূপ গাছের চারা সংগ্রহ করিবে, না, আঁটি-সার বি-স্বাদু, গাছের বীজ রোপণ করিবে?

কি উদ্ভিদ্, কি জীব জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, উত্তমে উত্তমে সংমিলিত হইলে, বংশ-গত উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। সন্তান-সন্ততি-গণকে প্রায়-ই বংশ-পরম্পরাগত, দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী

হইতে দেখা যায়। মনে কর, কোন পরিবারের কোন-প্রকার একটা কঠিন রোগ আছে, আর সেই রোগে, সে বংশের পুত্র মারা যায়, এমন পরিবারের সন্তানের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, অথবা কন্যার সেই-রূপ বংশ-গত রোগ আছে, এরূপ অবস্থায় পুত্র-কন্যার বিবাহ দিলে, মাতা-পিতার শরীর-স্থ রোগের বীজ মিলিত হইয়া প্রবল-বেগে সন্তানে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব, এরূপ বংশীয় পুত্র-কন্যার সহিত বিবাহ দিলে, পরিণামে যে, বিষ-ময় ফল ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রোগ, শোক, ও অসদ্ব্যবহার-জনিত মহা-পাপে কত-শত বংশ ছার-খার হইতেছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, মৃত-বৎসাদের মধ্যে সন্তানের বিবাহ সংঘটিত হইয়া, কত বংশের বিলোপ হইয়াছে। গ্যাল্‌টন-নামা কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত, ভূয়োদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছেন, দুই পরিবারের এক-মাত্র পুত্র কন্যাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইলে, বংশ-বৃদ্ধির আশা অতি অল্প-ই থাকে। কারণ, তাহারা মাতা-পিতা হইতে অধিক-

সংখ্যক পুত্র-কন্যা প্রজননের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না।

আর একটি বিষয়ে বিশেষ-রূপ লক্ষ্য রাখা উচিত, অর্থাৎ অত্যন্ত মোটা বা অত্যন্ত লম্বা অথবা বামন, এরূপ বংশের মধ্যে বিবাহ দেওয়া অবিধি। যে বংশের পুত্র-কন্যার হাতে বা পায়ে ছয়টা আঙ্গুল থাকে, সেই বংশের সন্তানদিগের প্রায়-ই ছয়টা আঙ্গুল হইতে দেখা যায়। কাফ্রি-বংশের লোকদের ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, আর গায়ের রং অত্যন্ত কাল; তাহাদের সন্তান-গণের মধ্যে-ও, সেই-রূপ হইতে দেখা যায়। ফলতঃ, সন্তান একটি অনু-করণ-কারী জীব। এজন্য দেখা যায়, কোন কোন সন্তান পিতা-মাতার, কোন কোন সন্তান খুড়া-খুড়ীর, ও কোন কোন সন্তান পিতামহ ও পিতামহীর অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার, কোন কোন সন্তানকে দূর-বর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের দোষ-গুণের অনুকরণ করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক, সন্তান পিতৃ-কুলের ও মাতৃ-কুলের ফল-স্বরূপ; এজন্য, এই

উভয় কুল, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান-পূর্ব্বক, সন্তানের বিবাহ দেওয়া উচিত।

শোণিত-দোষ হইতে সঞ্চারিত হইতে না পারে, এমন ব্যাধি-ই নাই। সে-জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতি স্থিতিঃ॥

নানা-কারণে বংশের বিশুদ্ধ শোণিত দূষিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে পারদ ও উপদংশ-জনিত অনিষ্ট, অনেকে-ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যে বংশে এরূপ শোণিতের বিকৃত-ভাব প্রত্যক্ষ হয়, সে বংশের সহিত আদান-প্রদান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কুল-জ বা সঞ্চারী রোগ-গুলি বংশ-পরম্পরা আক্রমণ করিয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্রে ঐরূপ রোগাক্রান্ত বংশের সহিত বিবাহ-বন্ধন অনুমোদিত হয় নাই।

বাগ্দান, বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ। বাগ্দানের সময়, পিতা বরকে বলেন :—"অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য অরোগিণঃ অব্যঙ্গস্য অপতিতস্য অক্লীবস্য— অবিবাহাং অমুকগোত্রীং অমুকীং দেবীং কন্যাং—

দাতুং তবাহং প্রতিজানে।" অর্থাৎ অদ্য অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক বারে, অমুক গোত্রের অরোগী, অহীনাঙ্গ, অপতিত, অক্লীব যে তুমি, তোমাকে—আমার অবিবাহিতা অমুক-গোত্র-সম্ভূতা—অমুক-দেবী-নামা কন্যা—সম্প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম।" এ স্থলে-ও, দেহের বিশুদ্ধি ও রোগ-হীনতার প্রতি বিশেষ-রূপে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কীট-পতঙ্গের ন্যায়, কেবল-মাত্র বংশ-বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সুখ-উপভোগের জন্য বিবাহ নহে।

আব্রহ্ম কীটান্তমিদং নিবদ্ধং
পুংস্ত্রীপ্রয়োগেণ জগৎ সমস্তং।

বৃহৎ-সংহিতা।

বাস্তবিক, কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, সমস্ত-ই এই স্ত্রী-পুরুষ-মিলনে সংযোজিত রহিয়াছে। প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, কাহার সাধ্য? সুতরাং যেমন আহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণ দ্বারা দেহ সুস্থ থাকে, কিন্তু, কদন্ন বা দূষিত বায়ু ব্যবহার করিলে, স্বাস্থ্য

কথন-ই, নিরাময় থাকে না, সেইরূপ দূষিত, দুষ্কর্ম্মান্বিত ও অবিশুদ্ধ-শুক্র-শোণিতাক্রান্ত বংশের সহিত আদান-প্রদান করিলে যে, বিষ-ময় ফল ফলিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে,--"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্থ, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা"—ভার্য্যা পতির অর্দ্ধ, তাঁহার ন্যায় বন্ধু আর কেহ-ই নাই।

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধঃ প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ॥

ব্যাস।

অর্থাৎ অবিবাহিত অবস্থায় পুরুষ অর্দ্ধ থাকে। শ্রুতির মতে অর্দ্ধ, ফল-শূন্য ও অসার-মাত্র। বিবাহ দ্বারা পুরুষ পূর্ণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, যে অর্দ্ধ-দ্বয় সংযোগ দ্বারা পূর্ণত্ব সাধিত হইয়া থাকে, তাহার যে কোন অংশ বা অর্দ্ধ, বিকৃত-ভাবাপন্ন হইলে, উহার সমষ্টি বা পূর্ণত্ব-ও যে, তদ্‌গুণ আশ্রয় করিবে, তাহা স্বতঃ-সিদ্ধ।

রোগ-শোক-পরিপূর্ণ এই সংসারারণ্যে স্ত্রী-ই একমাত্র শান্তি-দায়িনী। বিধাতা জীবের সুখ-সাধ-

নার্থ, এই সান্ত্বনা-ময়ী রমণী-রত্ন পুরুষকে প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক, স্ত্রীর ন্যায় ইহ ও পর জীবনে সুহৃদ্ আর কেহ নাই। শাস্ত্র-ও এ-কথা মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছেন ঃ—

শ্রুতং দৃষ্টং স্পৃষ্টং স্মৃতমপি নৃণাং হ্লাদজননং।
ন রত্নং স্ত্রীভ্যোঽন্যৎ কচিদপি কৃতং লোকপতিনা॥

পরমেশ্বর, সহধর্ম্মিণী ভিন্ন, এ-সংসারে এমন কি রত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে, দর্শন করিলে, স্পর্শ করিলে, এবং স্মরণ করিলে, অপার আনন্দ প্রদান করিতে পারে? যে স্ত্রীর সহিত জীবনের এমন মধুর সম্বন্ধ, সেই স্ত্রী যদি মনের মত না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা কষ্ট-কর ও যাতনা-দায়ক জীবনে আর কি হইতে পারে? বংশ-দোষে, কু-আদর্শে এবং কু-শিক্ষা-দীক্ষায় স্ত্রী-চরিত্র কলুষিত ও বিষাক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য-ই দূষিত বংশের, দূষিত চরিত্রের এবং দূষিত লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন বা বিবাহ, শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বরং বংশ-বিলোপ হয়, তাহা-ও শ্রেয়ঃ, তথাপি দূষিত বংশের

সহিত আদান-প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। পৃথি-
বীতে বিসদৃশ মিলনে, যে সকল সঙ্কর-জাতির উদ্ভব
হইয়াছে, সেই সকল বংশীয় সন্তান-সন্ততি, প্রায়
চরিত্র-হীন হইতে দেখা যায়। বংশ-গত দোষ-গুণ
কেহ সহজে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। পশুর
ন্যায় হিতাহিত বিবেক-পরিশূন্য হইয়া, কেবল-মাত্র
ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করা, বিবাহের উদ্দেশ্য নহে;
বংশ-গত উৎকর্ষ-সাধন, উদ্বাহের মুখ্য লক্ষ্য। এই
লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ
হওয়া, প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে গুরু-তর কর্ত্তব্য।

পাত্রের শুভাশুভ লক্ষণ-পরীক্ষা।

জাতির্ব্বিদ্যা বয়ঃ শক্তি-রারোগ্যং বহুপক্ষতা।
অর্থিত্বং বিত্তসম্পত্তি-রষ্টাবেতে বরে গুণাঃ ॥

বৃহৎ পরাশর।

জাতি, বিদ্যা, বয়ঃ, শক্তি, স্বাস্থ্য, ধন আর।
দ্রব্য, লোক-বল—বরে করিবে বিচার ॥

বর ও কন্যা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, পূজ্য-পাদ ঋষি-গণ যে সকল যুক্তি-পূর্ণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তৎ-সমুদায় ই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন দ্বারা সু-সন্তান উৎপাদন করিয়া, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ-সাধন-পূর্ব্বক

মনুষ্যত্ব রক্ষা করা। বর-কন্যা নির্ব্বাচনের উপর যে, এই গুরুতর ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রে-ই অবগত আছেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।" বাস্তবিক, বিধাতা, গর্ভ-গ্রহণার্থ নারী-জাতির ও গর্ভাধানের জন্য, পুরুষ-জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মনের মিলন না হইলে, সে মহদুদ্দেশ্য কথন-ই সু-সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবিধ ফল-লাভ করিতে হইলে-ই, দাম্পত্য-প্রেমের সু-মিলন হওয়া আবশ্যক। *

এই মিলনের উপর, বংশ-গত মান-সম্ভ্রম ও গৌরব নির্ভর করিয়া থাকে। সু-পুত্র যে বংশের মুখোজ্জ্বলকারী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু, সু-পুত্র লাভ করিতে হইলে-ই, সু-মিলনের

---

* স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি যথোভয়োর্ভবেৎ বৃত্তিঃ।
তত্র ধর্ম্মার্থকামাঃ স্যু-স্তদধীনা যতস্ত্রমী॥
বৃহৎ পরাশর।

ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই-জন্য, পণ্ডিত-গণ মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছেন,—"ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।" গুণ-হীন পাত্রকে কদাচ কন্যা সম্প্রদান করিবে না। মেধাতিথি বলিয়াছেন,—'সৌম্য-দর্শন, বিদ্বান্, বলবান্, উদার-হৃদয়, যৌবন-সম্পন্ন, এবং কন্যাতে অনুরাগী পাত্রকে-ই কন্যা দান করিবে। *

শাস্ত্রে সু-পাত্র-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বহু-বিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণের অবগতির জন্য, নিম্নে তাহার স্থূল স্থূল কতিপয় শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত হইল।

যে পাত্রের নাভি গভীর, স্বর গম্ভীর ও দেহে অধিক বল, এবং ললাট, বক্ষ ও মুখ-গুল বিস্তৃত, সেই পাত্র-ই জামাতার উপযুক্ত। † এতদ্ব্যতীত পুরুষের

---

* গুণো বিদ্যাশৌর্য্যাতিশয়শোভনাকৃতিঃ,
বয়ঃ মহত্ত্বোপেতত্বলোকশাস্ত্রনিষিদ্ধ-
পরিহারং কন্যায়ামনুরাগ ইত্যাদি।—মেধাতিথি।

† নাভী স্বরং সত্ত্বমিতি প্রশস্তং, গম্ভীরমেতৎ ত্রিতয়ং নরাণাং।
উরো ললাটং বদনং তু পুংসাং, বিস্তীর্ণমেতৎ ত্রিতয়ং প্রশস্তং॥
বৃহৎসংহিতা।

আর-ও কতক-গুলি লক্ষণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে পুরুষের বক্ষঃ-স্থল, পার্শ্ব-দেশ, নখ, নাসিকা, মুখ ও স্কন্ধ-দেশ উন্নত হয়, আর কণ্ঠ ও জঙ্ঘা খর্ব্ব হয়, এবং চোক, পায়ের তলা, হাতের তলা, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং নখ রক্তাভ অর্থাৎ লাল-বর্ণ-বিশিষ্ট হয়; আর দশন, আঙ্গুল, আঙ্গুলের পাব, চুল ও চর্ম্ম পাতলা হয়; এবং দীর্ঘ বাহু, প্রশস্ত ও মাংসল বক্ষ, চন্দ্র-তুল্য বদন, শুভ্র দন্ত-পাঁতি, হস্তী-তুল্য গমন, পদ্ম-পত্র-সদৃশ নয়ন, কন্দর্প-কান্তি এবং স্ত্রী-চিত্ত-বিমোহনে সক্ষম, সেই পাত্র-ই অত্যন্ত সু-লক্ষণ-যুক্ত। *

---

* বক্ষোঽথ কক্ষা নখনাসিকাস্যং, কৃকাটিকা চেতি ষড়ুন্নতানি।
হ্রস্বানি চত্বারি চ……গ্রীবা চ জঙ্ঘে হিতপ্রদানি॥
নেত্রান্তপাদকরতাল্বধরোষ্ঠজিহ্বা, রক্তা নখাশ্চ খলু সপ্ত সুখাবহানি।
সূক্ষ্মাণি পঞ্চ দশনাঙ্গুলিপর্ব্বকেশাঃ, সাকং ত্বচা কররুহা ন চ দুঃখিতানি॥
প্রলম্ববাহুঃ, পৃথুপীনবক্ষাঃ ক্ষপাকরাস্যঃ সিতচারুদন্তঃ।
গজেন্দ্রগামী কমলায়তাক্ষঃ স্ত্রীচিত্তহারী স্মরতুল্যমূর্ত্তিঃ॥

"শীল, প্রভুতা, বিদ্যা, সচ্চরিত্রতা, খ্যাতি এবং সু-লক্ষণ-যুক্ত দেহ, এই সপ্ত-গুণ-বিশিষ্ট পাত্রকে কন্যা-দান করা কর্ত্তব্য *।"

মানব-হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক মনুষ্যের মুখ-মণ্ডল, তাহার অন্তর-নিহিত ভাবাবলী-প্রকাশের দর্পণ-স্বরূপ। বাস্তবিক, বাহ্যা-বয়ব দর্শন করিলে, মানব-স্বভাব অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে, এ-বিষয় বিশেষ রূপ আলোচিত হইয়াছে। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক পুস্তকে ব্রজ-পতি নন্দকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে,—"হে গোপ-রাজ! তোমার এই অঙ্গজের (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গে দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ দেখিতেছি, ইহাতে ইঁহার গোপ-গৃহে জন্ম হওয়া, অতীব বিস্ময়-জনক বোধ হইতেছে। কারণ, এই বালকের শরীরে, সাত স্থানে রক্তিমা, ছয়

* কুলঞ্চ শীলঞ্চ সনাথতা চ বিদ্যা চরিত্রঞ্চ বপুর্যশশ্চ।
এতানি সপ্তৈব গুণান্ নিরীক্ষ্য দেয়া ততো ভাগ্যবশাত্তু কন্যা॥
জ্যোতিষ।

অঙ্গে তুঙ্গতা, তিন অঙ্গে বিস্তার (পরিসর), তিন অঙ্গে খর্ব্বতা, তিন অঙ্গে গম্ভীরতা, পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘতা, এবং পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা—অর্থাৎ নেত্র, পাদ, কর-তল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ, এই সাত অঙ্গে রক্তিমা; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ, এই ছয় অঙ্গে তুঙ্গতা (উচ্চতা); কটি, ললাট ও বক্ষ, এই তিন অঙ্গে বিস্তার; গ্রীবা, জঙ্ঘা, শিশ্ন, এই তিন অঙ্গে খর্ব্বতা; নাভি, স্বর, বুদ্ধি, এই তিনের গম্ভীরতা; নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (কপোলের পর ভাগ) ও জানু, এই পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘতা; এবং ত্বক্ (চর্ম্ম), কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলি-পর্ব্ব, এই পাঁচ অঙ্গে সূক্ষ্মতা;—এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ।" *

---

* রাগঃ সপ্তসু হন্ত ষট্‌স্বপি শিশোরঙ্গেষলং তুঙ্গতা
বিস্তারস্ত্রিষু খর্ব্বতা ত্রিষু তথা গম্ভীরতা চ ত্রিষু।
দৈর্ঘ্যং পঞ্চসু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সংপ্রেক্ষ্যতে সূক্ষ্মতা
দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণঃ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, মহৎ এবং খ্যাত-নামা ব্যক্তিদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে কোন-না-কোন লক্ষণ বিদ্যমান্ থাকে। অত-এব, বিবাহের পূর্ব্বে, পাত্র নির্ব্বাচনের সময়, শাস্ত্র-লিখিত শুভাশুভ লক্ষণাদি পরীক্ষা করা যে, নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। প্রায়-ই দেখা যায়, যাহার বাহ্যাবয়ব সুন্দর, তাহার অন্তরে-ও নানা-বিধ গুণ-নিচয় বিদ্যমান্ থাকে। বিধাতা, মনোরম আধারে, মনোরম সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। কবি-গণ-ও বলিয়াছেন, আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা মানবে পরিলক্ষিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। বাস্তবিক, আকার-গত লক্ষণ-দ্বারা মানুষের শুভাশুভ ও মান-সিক ভাব-সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চরক-সংহিতায় লিখিত আছে,—"অত্যন্ত দীর্ঘ, অতি-খর্ব্ব, সাতিশয়-লোম-যুক্ত, এক-কালে লোম-রহিত, অতিশয় কাল-বর্ণ, কিংবা অত্যন্ত গৌর-বর্ণ, অত্যন্ত মোটা, অত্যন্ত কৃশ, এই আট-প্রকার দেহ-

বিশিষ্ট লোক অত্যন্ত নিন্দিত। এই সকলের মধ্যে, অত্যন্ত মোটা ও কৃশ ব্যক্তি বিশেষ রূপে নিন্দিত। কারণ, অত্যন্ত মোটা যে সকল লোক, তাহাদের পরমায়ু অল্প এবং তাহাদের-ই অকালে বার্দ্ধক্য হইতে দেখা যায় এবং তাহারা স্ত্রী-সহবাসে অত্যন্ত কষ্ট-বোধ করিয়া থাকে। আর তাহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা, দেহের দৌর্গন্ধ, স্বেদাবরোধ, অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়া থাকে। প্লীহা, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ, উদরী ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ-সমূহ প্রায়-ই, কৃশ ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অতি-স্থূল ও অতি-কৃশ ব্যক্তি, ইহারা সতত রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে।" *

---

* অতিদীর্ঘশ্চাতিহ্রস্বশ্চাতিলোমা চালোমা চ
অতিকৃষ্ণশ্চাতিগৌরশ্চাতিস্থূলশ্চাতিকৃশশ্চেতি।
তত্রাতিস্থূলকৃশয়োর্ভূয় এবাপরে নিন্দিতবিশেষা ভবন্তি।
অতিস্থূলস্য তাবদায়ুষো হ্রাসঃ জরোপরোধঃ কৃচ্ছ্র-
ব্যবায়তা দৌর্ব্বল্যং দৌর্গন্ধ্যং স্বেদাবরোধক্ষুদতিমাত্রং
পিপাসাতিযোগশ্চেতি ভবন্ত্যষ্টৌ দোষাঃ।

বর ও কন্যা নির্ব্বাচন-সময়ে উপরি-লিখিত দোষ-গুণাদি বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করা উচিত। পূজ্য-পাদ ঋষি-গণ ভূয়ো-দর্শন দ্বারা যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উপরি-লিখিত লক্ষণাক্রান্ত হইলে, সকলের-ই পক্ষে সমান অনিষ্ট দায়ক।

যাহার কর-রেখা, কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, সে শত বৎসর অর্থাৎ দীর্ঘ-জীবী হইয়া থাকে। *

তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত যে রেখা উত্থিত হয়, ঐ

প্লীহা কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ।
কৃশং প্রায়োঽভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীমতাঃ॥
সততং ব্যাধিতাবেতাবপি স্থূলকৃশৌ নরৌ।
সততং চোপচর্য্যৌ হি কর্ষণৈর্বৃংহণৈরপি॥
স্থৌল্যকার্শ্যে বরং কার্শ্যং সমোপকরণৌ হিতৌ।
যদ্যুভৌ ব্যাধিরাগচ্ছেৎ স্থূলমেবাতি পীড়য়েৎ॥
চরক-সংহিতা।

* যস্যাপাণিতলে রেখা কনিষ্ঠামূলমুত্থিতা।
গতা মূলং প্রদেশিন্যাঃ স জীবেচ্ছরদাং শতং॥

রেখাতে যদি ছিদ্র থাকে, তবে মূষিক কিংবা বিড়াল অথবা সর্প প্রভৃতি জন্তু-গণ তাহাকে দংশন করিবে *।

যাহার দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যে, যবাকৃতি রেখা দেখা যায়, সে সর্ব্ব-বিদ্যায় বিশেষ-রূপ পারদর্শী হয় †।

যে পাত্রের শুক্র, জলে ডুবিয়া যায়, আর যাহার প্রস্রাব ফেনা-যুক্ত এবং মূত্র-ত্যাগের সময় শব্দ হয়, সে সন্তানোৎপাদনে সক্ষম ; ইহার বিপরীত হইলে, হয় ক্লীব, নতুবা সন্তান-জননে অক্ষম হইবে। ‡

যাহার হস্তের অঙ্গুলি সকল চেপ্টা, ছাড়া-ছাড়া

---

* তর্জ্জনীমূলগামিন্যাং রেখায়াং ছিদ্রতা যদি।
শ্বাপমূষিকমার্জ্জার-সর্পদষ্টো ভবিষ্যতি॥

† দক্ষিণে চ করাঙ্গুষ্ঠে যবো যস্য তু দৃশ্যতে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রবক্তা চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥

‡ যস্যাপ্সু মজ্জতে বীজং হ্লাদি মূত্রঞ্চ ফেনিলং।
পুমান্ স্যাৎ লক্ষণৈরেতৈ-র্বিপরীতৈস্তু ষণ্ডকঃ॥

নারদ-সংহিতা

এবং শুষ্ক, সে যাবজ্জীবন দুঃখ-ভাগী ও বল-হীন হয় *।

যাহার শ্বেত-বর্ণ ও শুষ্ক নখ, সে দুঃখ-ভোগ করে। কুৎসিত নখ হইলে, কটু-ভাষী ও অভিলষিত ভোগে বঞ্চিত হয়। তাম্র-বর্ণ নখ হইলে, ধনবান্ হয়, পুষ্পিত অর্থাৎ নখের উপরে শ্বেত-বর্ণ চিহ্ন থাকিলে, জন-প্রিয় হয় †।

হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নিম্ন-দেশে যে সমস্ত রেখা থাকে, তদ্দ্বারা অনেক বিষয় জানা যায়। হস্তের রেখা অধিক হইলে ক্লেশ-ভাজন, অল্প হইলে নির্ধনী, রক্ত-বর্ণ হইলে সুখী, কৃষ্ণ-বর্ণ হইলে যাবজ্জীবন পরাধীন থাকিতে হয় ‡।

---

* চিপিটা বিরলা শুষ্কা যস্যাঙ্গুল্যো ভবন্তি বৈ।
স ভবেদ্দুঃখিতো নিত্যং বলহীনশ্চ বৈ গুহ॥

† শ্বেতৈর্নখৈর্বিরূক্ষৈশ্চ পুরুষা দুঃখভাজিনঃ।
কুশীলাঃ কুনখা জ্ঞেয়াঃ কামভোগবিবর্জ্জিতাঃ।
তাম্রৈর্নখৈস্তথৈশ্বর্য্যং পুষ্পিতৈঃ সুভগো ভবেৎ॥

‡ কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে তু রেখয়োর্বাহনির্ণয়ঃ।
রেখাভির্বহুভিঃ ক্লেশঃ স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥

পাত্রের এই সকল লক্ষণাদি পরীক্ষা করিয়া, গোপনে তাহার কার্য্য ও চরিত্রাদির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা বিধেয়। বিশেষতঃ, যে সমাজে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই, যে সমাজে বিবাহ-বন্ধন উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা নাই, যে সমাজে স্বামী ভিন্ন অবলা-জাতির গত্যন্তর নাই, সে সমাজে পাত্র-নির্ব্বাচন-কালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা যে, গুরুতর কর্ত্তব্য, তাহা প্রত্যেক অভিভাবকের জানা আবশ্যক।
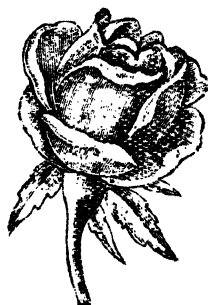
পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা।

শীলায়ন্তঃ কুলং ঘ্নন্তি কুলানীব সরিদ্বরা।
সহস্রে কিল নারীণাং প্রাপ্যেতৈকা কদাচন॥

মহাভারত।

খর-প্রবাহিনী নদী ভাঙ্গে যথা কূল।
তেমনি চঞ্চলা নারী নষ্ট করে কূল॥
সর্ব্ব-সুলক্ষণা এক রমণী-রতন।
সহস্রের মধ্যে যদি মিলে কদাচন॥

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের-ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করিয়া, পণ্ডিত-গণ তাহাদিগের ভাবী জীবনের শুভাশুভ ফলাফল নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এজন্য, আমাদের শাস্ত্রে বিবাহের পূর্ব্বে, বর-কন্যার লক্ষণাদি দেখিবার ব্যবস্থা আছে। "আকৃতির সহিত যে

ভাগ্য বা চরিত্রের কোন সম্পর্ক আছে, ইহা আমাদের দেশের কেহ কেহ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিতে হইতেছে যে, আকৃতির সহিত চরিত্র বা ভাগ্যের অতি নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক আছে। গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিত-গণ এই সম্পর্ক স্বীকার করিতেন। এরিষ্টটল এতৎ-সম্বন্ধে গ্রন্থ-ও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিত-গণ (ডারউইন, স্পেন্‌স্যার্ প্রভৃতি) আকৃতির সহিত চরিত্রের সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন। আকৃতির সহিত যদি চরিত্রের নিকট সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আকৃতির সহিত ভাগ্যের-ও নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কেন-না, আমাদের চরিত্র অনুসারে, আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। ডারউইন দেখাইয়াছেন যে, যখন আমাদের মনে কোন-রূপ ভাব বা প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তখন আমাদের দেহে-ও, তদনুযায়ী কতক-গুলি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। সকলে-ই জানেন যে, ক্রোধের সময় মুখ লাল হয়, নাসা-পুট বিস্ফারিত ও কম্পিত হয়,

সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে, দাঁত কড়মড় করে, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধের বশবর্ত্তী, তাহার অঙ্গে ক্রোধ-চিহ্ন-গুলি প্রায় সর্ব্বদা-ই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহার পুত্রে-ও, তাহার ক্রোধাধিক্য ও ক্রোধ-সূচক চিহ্ন-গুলি সঞ্চারিত হয়। আর, ঐ চিহ্ন-গুলি দেখিলে-ই অনুমান করা যায় যে, সে রাগী। পুত্র, পিতার চরিত্র, প্রবৃত্তি, কার্য্য প্রভৃতি অধিকার করে এবং পিতার আকৃতি-ও অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং, তাহার আকৃতি, তাহার চরিত্রের পরিচায়ক হয়। আকৃতি ও চরিত্রের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে স্পেন্সার কতক-গুলি অনুমান করিয়াছিলেন। ঐ অনুমান-গুলি ডারউইন বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। সক্রেটিস মহাজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু, তিনি-ও আকৃতির সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। আকৃতি যে চরিত্রের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং ভাগ্য যখন চরিত্রাধীন, তখন আকৃতিকে ভাগ্যের-ও পরিচায়ক বলিতে হইতেছে”।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রাপ্তির কারণ বা মূল স্ত্রী; অতএব, বিবাহ করিবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে পাত্রীর শুভাশুভ লক্ষণাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, পাণি-গ্রহণ করিবে। *

যে কন্যা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্না, অর্থাৎ যাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন-প্রকার হীনতা নাই, এবং নাম অতি সু-কোমল, হংস কিংবা হস্তি-সদৃশ গমন; লোম, কেশ ও দন্ত-পাঁতি সূক্ষ্ম, আর সু-কুমার দেহ, সেই পাত্রী-ই বিবাহের উপযুক্ত। †

অত্যন্ত স্থূল-কায়া, ধূমল-বর্ণা, রুগ্না, এক-কালে লোম-শূন্যা, অথবা সাতিশয় লোম-বিশিষ্টা, বহু-ভাষিণী, পিঙ্গল-বর্ণা, আর নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, অস্তাচল,

---

* ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সম্প্রাপ্তিহেতবঃ।
পরীক্ষ্যাস্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব করগ্রহাৎ॥

স্মৃতি।

† অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংস-বারণ-গামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

মনু

পক্ষী, সর্প, দূতী এবং ভীষণ-নাম-বিশিষ্টা পাত্রী বিবাহে নিষিদ্ধা। *

যে পাত্রীর চোক টেরা, পিঙ্গল-বর্ণ কিংবা চঞ্চল, সে প্রায় দুঃশীলা হয়। আর হাস্য-কালে যে কন্যার গণ্ড-দ্বয়ে গর্ত্ত অর্থাৎ কূপের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, সেই পাত্রী প্রায় বন্ধ্যা হইয়া থাকে। †

যে পাত্রীর লজ্জা নাই, দাঁত কদাকার, চোক্ কটা, গাত্রে অত্যন্ত লোম, যাহার অঙ্গ-যষ্টি সমান, মধ্য-দেশ স্থূল, এরূপ লক্ষণাক্রান্তা কন্যা বিবাহের

---

* নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোম্নীং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাং॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং॥
মনু।

† নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা
স্যাদ্দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপো যস্যা গণ্ডয়োঃ সস্মিতায়াঃ
নিঃসন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদন্তি॥
কৃত্যচিন্তামণি।

অযোগ্যা। এমন কি, রাজার কন্যা হইলে-ও বিবাহ করিবে না। *

যাহার শ্যাম বর্ণ, সু-কেশ, লোমাবলী সূক্ষ্ম, ভ্রূ-দ্বয় অত্যন্ত মনোহর; এবং যে পাত্রী সুশীলা, হংস কিংবা হস্তীর ন্যায় ধীর গমন করে;—আর দন্ত-পাঁতি সুন্দর, কটি-দেশ অর্থাৎ মাজা অত্যন্ত সরু, পদ্মের ন্যায় চক্ষু, এরূপ কন্যা নীচ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে-ও তাহাকে বিবাহ করিবে। †

যে পাত্রীর চরণ-তল সম্পূর্ণ রূপে মৃত্তিকা-সংলগ্ন

---

* ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী
লোম্না সমাকীর্ণ-সমাঙ্গ-যষ্টিঃ।
মধ্যে চ পুষ্টা যদি রাজকন্যা,
কুলেঽপি যোগ্যা ন বিবাহনীয়া॥

নন্দিকেশ্বর-পুরাণ।

† শ্যামা সুকেশী তনুলোম-রাজী
সুভ্রূঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা।
বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী
কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া॥

নন্দিকেশ্বর-পুরাণ।

হয়, আর পদ-তল রক্তপদ্মের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, সেই চরণ অতিশয় শুভ-যুক্ত; এমন কি, এরূপ চরণ-বিশিষ্টা কন্যা প্রায় ধন-শালিনী হইয়া থাকে। *

যে কন্যার জঙ্ঘায় অর্থাৎ জাঙে লোম ও শিরা না থাকে, এবং তাহা সমান, স্নিগ্ধ ও গোলাকার হয়, সে পাত্রী রাজ-রাণী হইবে; অর্থাৎ সেরূপ সু-লক্ষণা কন্যা প্রায়-ই কষ্ট-ভোগ করে না। †

যে কন্যার নাভি গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, সে প্রায় সম্পত্তি-শালিনী হইয়া থাকে; আর যাহার নাভি বামাবর্ত্ত, উন্নত কি গ্রন্থিল, তাহার অদৃষ্টে চির-দিন কষ্ট। ‡

যে কন্যার পদ-নখ স্নিগ্ধ, উন্নত, লোহিতাভ ও

---

* প্রতিষ্ঠিততলাঃ সম্যক্ রক্তাম্ভোজসমত্বিষঃ।
তাদৃশাশ্চরণা ধন্যা যোষিতাং ভোগবর্দ্ধনাঃ॥

† লোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জঙ্ঘে চ ক্রমবর্ত্তুলে।
সা রাজপত্নী ভবতি বিশিরে সুমনোহরে॥

‡ গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভিঃ স্যাৎ সুখসম্পদে।
বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা॥

সু-গোল এবং চরণের উপরি-ভাগ মাংসল, সে পাত্রী রাজ-কন্যার ন্যায় সুখিনী হইয়া থাকে। *

যে পাত্রীর চরণ-তলে শুভ-চিহ্ন থাকে, সে রাজ-মহিষীর ন্যায় সুখিনী হয়; আর মধ্যাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত যোগ থাকিলে, সে কন্যা চির-কাল সুখ-ভোগ করে। †

স্ত্রীলোকের অঙ্গুষ্ঠ মাংসল, গোল ও উন্নত হইলে, সৌভাগ্যের চিহ্ন। আর, যদি অঙ্গুষ্ঠ বক্র, ছোট ও চ্যাপ্টা হয়, তবে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ জানিবে। ‡

যে পাত্রীর অঙ্গুলি দীর্ঘ, সে প্রায় দুশ্চরিত্রা হয়, কৃশ হইলে দরিদ্রা হয়, খর্ব্ব হইলে অল্প পরমায়ু হয়; আর, ভগ্নবৎ হইলে, ভগ্ন দশাতে জীবন কাটায়। যে কন্যার আঙুল চ্যাপ্টা, সে দাস্যবৃত্তি করে, আর

---

* স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পদনখাঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞীত্ব-সূচকাঃ স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠসমুন্নতিঃ॥

† সুচিহ্নাঙ্ঘ্রিতলা বালা রাজ্ঞীব সুখিনী ভবেৎ।
মধ্যাঙ্গুল্যন্যসংসক্তা সুচিরং সুখমশ্নুতে॥

‡ উন্নতো মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্তুলোঽতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখ-সৌভাগ্যভঞ্জকঃ॥

আঙুল-গুলি পরস্পর ফাঁক ফাঁক হইলে, সে প্রায়-ই দুঃখ-ভাবিনী হইয়া থাকে। *

যদি উরু-দ্বয় শিরা-শূন্য (অর্থাৎ শিরা দেখা না যায়) হস্তি-শাবকের শুণ্ডের ন্যায় সু-গোল, মসৃণ ও লোম-শূন্য হয়, তবে সে-প্রকার উরু-বিশিষ্টা কন্যা রাজ-রাণীর ন্যায় সুখিনী হইয়া থাকে। †

অঙ্গুলি-সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে, সে বহু-পতি প্রাপ্ত হইলে-ও সকলকে নষ্ট করিয়া, অন্যের দাসী হইয়া থাকে। ‡

যে স্ত্রীর কটি অর্থাৎ কোমরের পরিধি (বেড়) এক হস্ত, আর নিতম্ব উন্নত ও মসৃণ, সে স্ত্রী

---

* দীর্ঘাঙ্গুলীভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা।
হ্রস্বাভিঃ স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুর্ভগ্নাভির্ভগ্ন-বর্ত্তিনী॥
চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী॥

† বিশিরৈঃ করভাকারৈরূরুভির্ম্মসৃণৈর্ঘনৈঃ।
সুবৃত্তৈ রোমরহিতৈর্ভবেয়ুর্ভূপবল্লভাঃ॥

‡ পরস্পরং যদাঙ্গুল্যঃ সমারূঢ়া ভবন্তি হি।
হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ॥

সু-লক্ষণা। আর-ও কথিত আছে, যাহার নিতম্ব উন্নত, মাংসল ও স্থূল, সে ধন-শালিনী হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে, দুঃখ-ভাগিনী হয়। *

যে স্ত্রীর জঠরের চর্ম্ম মৃদু, উদর কৃশ, ও শিরা-শূন্য, সে অত্যন্ত সুখ-সম্ভোগ করিয়া থাকে। আর যাহার জঠর কুম্ভের ন্যায় কিংবা মৃদঙ্গ-তুল্য, সে প্রায় দরিদ্রা হইয়া থাকে। †

যে পাত্রীর হস্ত-দ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠের অগ্র-ভাগ পদ্ম-কলিকার ন্যায় হয়, তাহার ভাগ্যে অত্যন্ত সুখ-ভোগ ঘটিয়া থাকে। আর, হস্ত-তল লাল-বর্ণ, কোমল,

---

* চতুর্ভিরঙ্গুলৈঃ শস্তা কটির্ব্বিংশতিসংযুতৈঃ।
সমুন্নতনিতম্বাঢ্যা চতুরস্রা মৃগীদৃশাম্॥
নিতম্ববিম্বো নারীণামুন্নতো মাংসলঃ পৃথুঃ।
মহাভোগায় সংপ্রাপ্তস্তদন্যোঽশর্ম্মদায়কঃ॥

† উদরেণাতিতুচ্ছেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা।
যোষিদ্ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্যমিষ্টান্নসেবিনী॥
কুম্ভাকারং দরিদ্রায়া জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয়প্রেমা চ সা ভবেৎ॥

অল্প-রেখা-যুক্ত ও শুভ-রেখা-বিশিষ্ট এবং মধ্য-স্থল উন্নত হইলে, সৌভাগ্য-শালিনী হয়। যদি হস্ত-তলে বহু-রেখা থাকে, তবে বিধবা হয়; নিয়মিত রেখা না থাকিলে, দরিদ্রা হয়, আর কর-তলে শিরা থাকিলে, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। *

যে পাত্রীর হস্তে মৎস্য-রেখা থাকে, সে সৌভাগ্য-বতী হয়; স্বস্তিকাকার চিহ্ন থাকিলে, তাহার গর্ভে সু-সন্তান জন্মে; আর পদ্মের ন্যায় চিহ্ন থাকিলে, রাজ-রাণী হয় এবং সেই বধূর পুত্র রাজা হইয়া থাকে (অর্থাৎ সেরূপ লক্ষণ-যুক্ত জননী ও সন্তান উভয়কে প্রায়-ই সুখী হইতে দেখা যায়)। †

---

* অম্ভোজমুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম্মুখম্।
হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে॥
মৃদুমধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্॥
প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যং স্বল্পরেখং শুভপ্রদম্॥
বিধবা বহুরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ॥

† মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন তু সুপ্রজাঃ।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিং সুতম্॥

যে পাত্রীর মুখের গঠন চারি-কোণার মত, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত হইয়া থাকে; আর যাহার মুখ-মণ্ডল গোলাকার, সে প্রায় শঠ হয়। যে কন্যার মুখ অশ্বের মুখের সদৃশ, সে প্রায় বন্ধ্যা হইয়া থাকে; এবং যাহার মুখ অত্যন্ত বড়, সে দুঃখিনী হয়। *

যে কন্যার গলা অত্যন্ত-সরু, সে মধ্যমা; যাহার গলা অত্যধিক লম্বা, তাহার বন্ধ্যাত্ব-দোষ ঘটিয়া থাকে; আর যাহার গলা হ্রস্ব (অর্থাৎ ছোট), তাহার দীর্ঘ-জীবী পুত্র জন্মে; এবং যাহার গলা অত্যন্ত মোটা, সে চির-জীবন দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকে। †

যে পাত্রীর গলাতে চারি-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট রেখা দেখা যায়, সে স্বর্ণ-মণি-মুক্তা এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া থাকে। ‡

---

* চতুরস্রমুখী ধূর্ত্তা মণ্ডলাস্যা শঠা ভবেৎ।
অপ্রজা বাজিবক্ত্রা স্ত্রী মহাবক্ত্রা চ দুর্ভগা॥

† মধ্যমা স্ত্রী কৃশ-গ্রীবা দীর্ঘগ্রীবা চ বন্ধকী।
হ্রস্বগ্রীবা স্থিরাপত্যা স্থূলগ্রীবা চ দুঃখিতা॥

‡ স্পষ্টং রেখাত্রয়ং যস্যা গ্রীবায়াং চতুরঙ্গুলং।
মণিকাঞ্চনমুক্তাঢ্যং সা দধাতি বিভূষণং॥

যে পাত্রীর দৃষ্টি প্রসন্ন, অমৃত-ময় বাক্য, হস্তি-তুল্য গমন, গাত্রের প্রত্যেক লোম-কূপ হইতে এক একটি লোম জন্মে। এবং যে একবার হাঁচে ও মন্দ মন্দ হাস্য করে, সে কন্যা উত্তম বলিয়া পরিগণিতা। *

আমাদের শাস্ত্র-কার-গণ "সু-লক্ষণা" পাত্রী বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কন্যার যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, এতদ্ভিন্ন "বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে পাত্রীর যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা-ও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বৃহৎ-সংহিতায় লিখিত আছে :—

১। "স্নিগ্ধোন্নতাগ্রতনুতাম্রনখৌ···সমোপচিত-চারুনিগূঢ়গুল্‌ফৌ শ্লিষ্টাঙ্গুলী কমলকান্তি-তলৌ পাদৌ,"—অর্থাৎ সু-লক্ষণা কন্যার পাদ দ্বয় স্নিগ্ধ (মসৃণ), কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় অগ্র-তনু (পায়ের গোড়ালির দিক্ মোটা, কিন্তু আগার দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত সরু) হইবে, তাহার নখ লোহিত-বর্ণ ; তাহার গুলফ

* দৃষ্টিঃ প্রসন্না মধুরা চ বাণী মত্তেভতুল্যা চ গতিঃ প্রশস্তা।
একৈককূপপ্রভবাশ্চ রোমাঃ সকৃৎক্ষুতং হাস্যমনুল্বণঞ্চ ॥

(গোড়ালি) স্থূল, মাংসল ও সু-গঠন ; তাহার পদাঙ্গুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট ; এবং তাহার পদ-তল পদ্ম-কান্তি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। [পদ, নখ, গুল্‌ফ, পাদাঙ্গুলি ও পাদ-তল]

২। "মৎস্যাঙ্কুশযববজ্রহলাদিচিহ্নৌ, অস্বেদনৌ মৃদুতলৌ চরণৌ প্রশস্তৌ" —সু-লক্ষণা কন্যার পদ-তলে মৎস্য, অঙ্কুশ, যব, বজ্র, হল, অসি প্রভৃতির চিহ্ন দেখা যায় ; তাহার পায়ের তলায় ঘাম হয় না ; তাহার পদ-তল কোমল হইয়া থাকে। [পাদ-তল]

৩। "জঙ্ঘে চ রোমরহিতে বিশিরে সুবৃত্তে"—সু লক্ষণা কন্যার জঙ্ঘা (অর্থাৎ জানুর নিম্নে গোড়ালি পর্য্যন্ত শরীরের যে অংশ তাহা) অলোম, শিরা-রহিত, (অর্থাৎ শিরা-গুলি বাহির হইতে দেখা যায় না) ও গোলাকার হইয়া থাকে। [জঙ্ঘা]

৪। "উরূ ঘনৌ করিকরপ্রতিমৌ অরোমৌ"—তাহার উরু-দেশ স্থূল, অ-লোম ও হস্তি-শুণ্ডাকার হয়। [উরুদেশ]

৫। "অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং চ গুহ্যং"।

৬। "বিস্তীর্ণমাংসোপচিতো নিতম্বঃ" --তাহার নিতম্ব বিশাল ও মাংসল হয়। [নিতম্ব]

৭। "নাভির্গভীরা"– নাভি গভীর। [নাভি]

৮। "রোমপ্রবর্জ্জিতমুরো মৃদু"— তাহার বক্ষো-দেশ অ-লোম ও কোমল। [বক্ষঃস্থল]

৯। "বৃত্তৌ ঘনৌ অবিষমৌ কঠিনৌ উরস্তৌ"— তাহার স্তন-দ্বয় গোলাকার, স্থূল, কঠিন; এবং তাহার দুই-টি স্তন-ই এক-রূপ। [স্তন]

১০। "গ্রীবা চ কম্বু"—তাহার গ্রীবা, শঙ্খের ন্যায় হইয়া থাকে। [গ্রীবা]

১১। "মাংসলো রুচিরবিম্বরূপধৃৎ"– তাহার অধর মাংসল, সুন্দর ও বিম্বোপম। [অধর]

১২। "কুন্দকুট্মলনিভাঃ সমা দ্বিজাঃ"—তাহার দন্ত, কুন্দ-কলির ন্যায় ছোট ও দন্ত-পাঁতি সুবি-ন্যস্ত। [দন্ত]

১৩। "দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং পরপুষ্টহংসবল্গু-প্রভাসিতমদীনমনল্পসৌখ্যং"—তাহার বচন, দয়া ও সৌজন্য-সূচক, সত্য, কোকিল ও হংসের স্বরের ন্যায়

মধুর, প্রচুর-রূপে আনন্দ-দায়ক। তাহার বাক্য দারিদ্র্য বা কাতরতা-সূচক নহে। [বচন]

১৪। "নাসা সমা সমপুটা রুচিরা"-তাহার নাসিকা মসৃণ ও নাসা-পুট দুই-টি এক-রূপ। [নাসা]

১৫। "দৃক্ নীলনীরজদ্যুতিহারিণী"—তাহার চক্ষু নীল-পদ্মকে-ও পরাস্ত করে। [চক্ষু]

১৬। "নো সঙ্গতে নাতিপৃথু ন লম্বে শস্তে ভ্রুবৌ বালশশাঙ্কবক্রে"—তাহার ভ্রূ-দ্বয় যোড়া বা মিলিত নহে *।

১৭। "অর্দ্ধেন্দুসংস্থানং অরোমশং চ শস্তং ললাটং ন নতং তুঙ্গং"—তাহার ললাট অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার, অ-লোম, নাতি-নিম্ন, নাতুাচ্চ। [ললাট]

১৮। "নিগূঢ়মণিবন্ধনৌ"—তাহার মণিবন্ধ বা প্র-কোষ্ঠ স্থূল। [প্রকোষ্ঠ]

১৯। "তরুণপদ্মগর্ভোপমৌ করৌ। তনু-বিকৃষ্টপর্ব্বাঙ্গুলিঃ। ন নিম্নমতি নোন্নতং করতলং

* যোড়া ভুরু, ইয়ুরোপে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। হেলেনার যোড়া ভুরু ছিল।

সুরেখান্বিতং”—অর্থাৎ তাহার কর-দ্বয় নব-প্রস্ফুটিত পদ্মের গর্ভের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। তাহার অঙ্গুলি সরু-সরু ও দীর্ঘ-দীর্ঘ পর্ব্ব-বিশিষ্ট। পর্ব্ব অর্থে আঙ্গুলের পাব বা গাঁট। ইহাকে যব-ও বলে। তাহার কর-তল অ-নিম্ন, অনুন্নত ও সু-রেখান্বিত। [কর, অঙ্গুলি ও কর-তল]

২০। “স্নিগ্ধনীলমৃদু কুঞ্চিতৈকজাঃ মূর্দ্ধজাঃ”—তাহার কেশ চিক্কণ, নীল, মৃদু, কুঞ্চিত ও ঘন-সংশ্লিষ্ট বা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। [কেশ]

কু-লক্ষণা কন্যার চিহ্ন-ও সবিস্তরে বৃহৎ-সংহিতাতে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

১। কনিষ্ঠা পাদয়োর্যস্যা ভূমিং স্পৃশতি নাঙ্গুলিঃ।
ন সা তিষ্ঠতি কুমারী বন্ধকীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ চলিবার সময় যাহার দুই পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দুই-টি, ভূমি-স্পর্শ করে, সে কখন-ও কুমারী থাকে না। সে নিশ্চয়-ই ভ্রষ্টা হয়।

২। পাদপ্রদেশিনী যস্যা অঙ্গুষ্ঠাদতিরিচ্যতে।
কুমারী কুরুতে জারং যৌবনস্থা তু কিং পুনঃ॥

যাহার পায়ের প্রদেশিনী (বুড়া আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলটি) বুড়া আঙ্গুল হইতে বড় হয়, সে যুবতী অবস্থায় ত কথা নাই, কুমারী অবস্থাতে-ই উপপতি করে।

৩। স্তনৌ সরোমৌ মলিনোল্বণৌ চ
ক্লেশং দধাতে বিষমৌ চ কর্ণৌ।
স্থূলাঃ করালা বিষমাশ্চ দন্তাঃ
ক্লেশায় চৌর্য্যায় চ কৃষ্ণমাংসাঃ॥

যাহার স্তন-দ্বয় রোমশ, মলিন ও স্থূল, যাহার কর্ণ-দ্বয় দুই-টা দুই রকমের, সে অনেক কষ্ট পায়; যাহার দন্ত স্থূল, ভয়ঙ্কর ও বিষম (সু-বিন্যস্ত নহে) ও যাহার দাঁতের মাঢ়ী কৃষ্ণ-বর্ণ, সে অনেক ক্লেশ পায় এবং চোর হয়।

৪। "যা তুঙ্গোত্তরোষ্ঠেন সমুন্নতেন, রুক্ষাগ্রকেশী কলহ-প্রিয়া সা। প্রায়ো বিরূপাসু ভবন্তি দোষাঃ, যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি"—যাহার উত্তরোষ্ঠ (উপর ঠোঁট) স্থূল বা উচ্চ এবং যাহার অগ্র-কেশ রুক্ষ (কঠিন), সে কলহ-প্রিয়া হয়। প্রায়-ই দেখা

যায় যে, কু-রূপা, দুশ্চরিত্রা হয় এবং সু-রূপা, সদ্গুণ-শালিনী হইয়া থাকে।

৫। "বিধবা বিপুলেন স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠেন দুর্ভগা। দীর্ঘাঙ্গুলীভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা। সু-বিশালোদরী নারী নিরপত্যা চ দুর্ভগা॥"

যাহার বুড়া আঙ্গুল স্থূল, সে বিধবা হয়; যাহার বুড়া আঙ্গুল লম্বা, সে হত-ভাগিনী হয়; যাহার অঙ্গুলি দীর্ঘ সে কুলটা হয়; যাহার অঙ্গুলি কৃশ, সে অতি দরিদ্র হয়। যাহার উদর বিশাল, সে দুর্ভাগা ও নিঃসন্তানা হয়।

রামায়ণে সীতা দেবী বলিয়াছেন:—আমার কেশ সূক্ষ্ম, সু-বিন্যস্ত ও নীল-বর্ণ। আমার ভ্রূ-দ্বয় পরস্পর অ-মিলিত। আমার জঙ্ঘা-দ্বয় গোলাকার ও অ-লোম। আমার দন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। আমার নেত্র-দ্বয় শঙ্খাকৃতি। আমার হস্ত-দ্বয়, পাদ-দ্বয়, গুল্‌ফ-দ্বয়, উরু-দ্বয় স্থূল ও সু-গঠিত। আমার নখ অনুন্নত; আমার অঙ্গুলি মসৃণ ও সু-গঠিত। আমার স্তন-দ্বয় ঘন-সংশ্লিষ্ট, পীন ও আমার চুচুক ছোট ও মগ্ন।

আমার নাভি চারি-ধারে উচ্চ ও মধ্যে গভীর। আমার পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল মাংসল। আমার বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল। আমার লোম কোমল। পণ্ডিতেরা অবৈধব্যের যে বারটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তৎসমস্ত-ই আমাতে বিরাজিত রহিয়াছে। আমি কখন-ও বিধবা হইব না। *

সু-লক্ষণাক্রান্তা কুমারী-ই যে, বিবাহে মনোনীত করিতে হয়, ইহা-ই শাস্ত্রের অভিমত। এ-জন্য, পাত্রীর শারীরিক ও মানসিক, উভয়-বিধ দোষ-গুণ বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া, সম্বন্ধ স্থির করা কর্ত্তব্য।

---

* কেশাঃ সূক্ষ্মাঃ সমা নীলা ভ্রুবৌ চাসংহতে মম।
বৃত্তে চারোমকে জঙ্ঘে দন্তাশ্চাবিরলা মম॥
শঙ্খে নেত্রে করে পাদৌ গুল্‌ফাবূরূ সমেচিতৌ।
অনুবৃত্তনখাঃ স্নিগ্ধসমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম॥
স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচুচুকৌ।
মগ্না চোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বোরস্কন্ধমেচিতং॥
মম বর্ণো মণিনিভো মৃদুন্যঙ্গরুহাণি মে।;
প্রতিষ্ঠিতা দ্বাদশভির্মূচুঃ শুভলক্ষণাং॥

প্রায়-ই দেখা যায়, কু-রূপা হইলে-ই, দোষাশ্রিতা হইয়া থাকে, এবং সু-রূপা হইলে, গুণ-শালিনী হয়; কারণ, যাহার যাদৃশী আকৃতি, সে তাদৃশ গুণ-সম্পন্না হইয়া থাকে *। কিন্তু, স্ত্রী-চরিত্র অবগত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। এ-জন্য, হিন্দু-সমাজে, দূর-দর্শী অভিভাবক-গণ-ই পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এ-প্রথা-টি যে, যার-পর নাই বিচক্ষণতা-মূলক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, যুবক বা যুবতী-গণ প্রায় রূপ-জ মোহে ভ্রান্ত বা বিমোহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যৌবনের চাঞ্চল্য-বশতঃ, প্রকৃত পাত্র স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন।

যৌবনে রূপের তৃষ্ণা বলবতী হইয়া থাকে; তখন চঞ্চল-চিত্ত কেবল সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু, কেবল-মাত্র বাহ্য সৌন্দর্য্যে, সমাজের সকল-প্রকার অভাব বিমোচন হয় না। বাহ্য-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা, আন্তরিক সৌন্দর্য্যের-ই গৌরব অধিক। যেমন পরম-

---

* প্রায়ো বিরূপাসু ভবন্তি দোষা যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।

সুন্দর শাল্মলী-কুসুম গন্ধ ও সৌকুমার্য্য-বিহীন বলিয়া, কাহার-ও নিকট আদৃত হয় না, সেইরূপ পরম-সুন্দরী পাত্রী-ও, আন্তরিক ভূষণ ও সৌকুমার্য্য অভাবে অনাদৃত হইয়া থাকে। দৈহিক সৌন্দর্য্য চির-স্থায়ী নহে; বার্দ্ধক্যে শারীরিক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু, আন্তরিক সৌন্দর্য্য বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অভিভাবক-গণ এই সকল বিষয়ে বিশেষ-রূপ অনুসন্ধান লইয়া, স্ব স্ব পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। এজন্য, তাঁহাদিগের প্রতি এই বিষয়ের ভার অর্পণ করা-ই বিধি-সঙ্গত।

বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে, আজ-কাল, স্বয়ং পছন্দ করিবার একটা বাতিক বাড়িয়া উঠিয়াছে। যৌবনের উন্মাদিনী প্রবৃত্তি, বর্ষার কুল-প্লাবিনী স্রোতস্বতীর জল-প্রবাহের ন্যায় যে, অনেক সময় বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা যুবক-গণ প্রথমে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা যে পাশ্চাত্য-জাতির অনুকরণ করিয়া, হিন্দুর পবিত্র প্রথার অন্তর্ধান করিতে উদ্যত, সেই জাতির দেশ-বিখ্যাত কবি গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন, "প্রণয়ের স্বেচ্ছা-

চারিণী গতি, লতার ন্যায় ধাবিত হইতে থাকে; এবং ভাল-রূপ আশ্রয় না পাইলে, সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকে-ই আশ্রয় করে। এমন কি, কণ্টক বৃক্ষকে-ও গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে"। কিন্তু, হিন্দুর অভিভাবক-গণ যৌবনের সেই প্রণয়-প্রবৃত্তিকে, সৎ-বংশীয় আশ্রয়ে যোজনা করিয়া দেন। এজন্য, হিন্দুর গৃহে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, বিপদে সম্পদে, পতি পত্নীর যেরূপ সম্মিলন হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য-জাতি-সমূহের মধ্যে প্রায়-ই, সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

আশীর্ব্বাদ (পাকা-দেখা)।
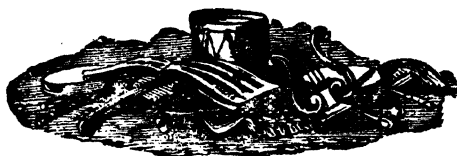
মাঙ্গল্যপুষ্পরত্নাদ্যৈঃ পূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেৎ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নরঃ ॥

পবিত্র কুসুম ধন-রত্ন আদি দিয়া।
পূজনীয় ব্যক্তি-গণে পূজা না করিয়া ॥
সদাচার-পরায়ণ বিজ্ঞ-জন-গণ।
গৃহ হ'তে বাহির না হবে কদাচন ॥

পূর্ব্বে যাহা আশীর্ব্বাদ বা পত্র, কিংবা পাণ-পত্র বলা হইত, তাহা-ই এখন "পাকা দেখা" নামে অভি-হিত হইয়াছে। বর ও কন্যা, বিবাহের জন্য মনোনীত হইলে, শুভ-দিন ও শুভ-ক্ষণ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে

আশীর্ব্বাদ করাকে পাকা-দেখা কহে। অর্থাৎ পূর্ব্বে বর ও কন্যার কুল বা ঘর, গণ ইত্যাদি দেখিয়া, পাকা-দেখা হইয়া থাকে। দিবা অথবা রাত্রি, উভয় কালে-ই পাকা-দেখা হইতে পারে।

পাকা-দেখায় প্রথমে বর, পরে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার ব্যবস্থা। তবে স্থল-বিশেষে, অগ্রে কন্যা এবং পরে বরকে আশীর্ব্বাদ করিতে-ও দেখা যায়। কন্যার পিতা বা অভিভাবক এবং আত্মীয় স্ব-জন ও পুরোহিত প্রভৃতি, বরের বাড়ী উপস্থিত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ধান্য, দূর্ব্বা ও চন্দন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া, পাত্রের হস্তে যৌতুক দিতে হয়। আশীর্ব্বাদের সময়, মহিলারা মাঙ্গল্য-সূচক শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া থাকেন। এবং সমাগত ব্যক্তি-বর্গকে পুষ্পের মালা দ্বারা অভিবাদন করিতে হয়। তদনন্তর, আহারাদি দ্বারা সমাগত ব্যক্তি-বর্গের সম্বর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা।

এই সভাতে, কন্যা-পক্ষ হইতে, বর-পক্ষের ঠাকুর-প্রণামী, এবং পুরোহিত ও কুলীন-সন্তানদিগের মর্য্যাদা-

বর্দ্ধক অর্থ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, মিষ্টান্ন জন্য এবং ভৃত্য-বর্গকে-ও পুরস্কার স্বরূপ কিছু দেওয়ার-ও ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যয়ের কিছু নিয়ম নাই ; অর্থাৎ সাধ্য-মত ব্যয় করিতে হয়। আবার, বর-পক্ষের পাকা-দেখার সময়, ঐ-রূপ নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বরকে যে পরিমাণ আশীর্ব্বাদী টাকা দেওয়া হইয়া থাকে, কন্যাকে তাহার কিছু কম দিতে হয়। কারণ, কন্যা অপেক্ষা বরের মর্য্যাদা অধিক। কোন কোন স্থলে, কন্যার আশীর্ব্বাদীতে মোহর বা টাকা না দিয়া, গহনা দ্বারা ও আশীর্ব্বাদ করা হইয়া থাকে। কন্যাকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাতে বর-পক্ষের কোন স্বত্ব থাকে না ; কিন্তু গহনা দিলে, সেই গহনা কন্যার থাকে ; সুতরাং, বিবাহের পরে, উক্ত অলঙ্কার কন্যা অঙ্গে ধারণ করিয়া, স্বামি-গৃহে আগমন করিয়া থাকে।

পাকা-দেখা এক প্রকার "বাগ্দান" বা বায়না-স্বরূপ চুক্তি-পত্র মনে করা উচিত। সুতরাং, ভদ্র-

সমাজে, বিশেষ কোন ঘটনা না হইলে, উহা প্রায় ভঙ্গ হয় না। ফল-কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে 'বাগ্দান'-প্রথা এখন রহিত হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এই-রূপ নিয়ম ছিল, পাত্র-পাত্রী বিবাহের জন্য মনোনীত হইলে, উভয় পক্ষের অভিভাবক-গণ, কুলাচার্য্য-সমীপে ঘট-স্থাপন-পূর্ব্বক, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া, বিবাহের সম্মতি প্রদান করিতেন। সুতরাং, উহা প্রায়-ই ভঙ্গ হইত না। "ন টলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।"

অভ্যঙ্গস্নান বা গাত্র-হরিদ্রা।

দৌর্গন্ধ্যং গৌরবং তন্দ্রাং কণ্ডুমলমরোচকং
স্বেদং বীভৎসতাং হন্তি শরীরপরিমার্জ্জনং॥
পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং।
শরীরবলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরং॥

চরক-সংহিতা।

দুর্গন্ধ, গুরুত্ব, তন্দ্রা, কণ্ডু আর মল।
অরুচি, কুৎসিত-ভাব আর স্বেদ-জল॥
শরীর-মার্জ্জনে এই সব নষ্ট হয়।
এ-কারণে উহা সবে করিবে নিশ্চয়॥
স্নান পবিত্রতা, শুক্র, আয়ুর বর্দ্ধন।
শ্রম, ঘর্ম্ম, আর মল করে বিনাশন॥
শরীরের বলাধান, তেজ বৃদ্ধি করে।
স্নানের এই কয় গুণ রাখিবে অন্তরে॥

আজ-কাল, তৈল হরিদ্রা মাখা টা, অনেকে-ই

অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তৈল-হরিদ্রা-মাখার প্রভূত গুণ বর্ণিত আছে।—"হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে। উহা মাখিলে, দেহের দৌর্গন্ধ্য, গাত্র-গুরুতা, তন্দ্রা, কণ্ডূ (চুলকানি), মল, অরুচি, স্বেদ এবং বীভৎসতা বিদূরিত হয়। হরিদ্রা, চর্ম্মের উজ্জ্বলতা-সাধনের পক্ষে মহোপকারী।" চর্ম্ম-রোগ হইলে, সর্ব্বদা তাহা চুল্‌কাইতে ইচ্ছা হয়। তদ্দ্বারা দেহে রক্ত-পাত হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। রক্ত-পাত হইলে, ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন শুভ-কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে হরিদ্রা-মাখার ব্যবস্থা।

বিবাহের পূর্ব্বে হরিদ্রা ও নব বস্ত্রাদি ব্যবহার এবং ক্ষৌর-কার্য্য দ্বারা বর-কন্যার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন হইয়া থাকে। কোন দুই দ্রব্যের পরস্পর মিলন হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণের প্রভাব দেখা যায়। কি উদ্ভিদ্-জগৎ, কি

প্রাণি-জগৎ, সকলে-ই এই আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিশ্ব-বিমোহিনী আকর্ষণী শক্তি, যৌবনোদ্গমে সঞ্চারিত হইয়া, প্রজনন-ক্রিয়ার সহায়তা-সাধন করিয়া থাকে। "মনুষ্যের মধ্যে, বিবাহের সময়, বর ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, চন্দনের অলকা-তিলকা করিয়া, পাল্কি চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। পশু-পক্ষীর মধ্যে-ও, বিশ্ব-জননী প্রকৃতি দেবী, বিবাহের সময়, বর-কন্যাকে যথা-যোগ্য-রূপে সাজাইয়া দেন। তিনি কাহার-ও কণ্ঠে কল-নিনাদ বা কাকলী বিন্যাস করেন; কাহার-ও পক্ষ চিত্র-বিচিত্র-বর্ণে রঞ্জিত করেন; কাহার-ও শল্কে ঔজ্জ্বল্য-বিধান করেন; কাহারে-ও বা বীর-বেশে, নব নব অস্ত্রে, শস্ত্রে, বর্ম্মে, চর্ম্মে বিভূষিত করিয়া, বিবাহ করিতে পাঠান। অর্থাৎ যখন প্রণয়-কাল উপস্থিত হয়, তখন অনেক পুং-মৎস্যের শল্ক, অতি উজ্জ্বল সুন্দর সুন্দর বর্ণ-রঞ্জিত হয়; এবং তাহারা তখন স্ত্রী-মৎস্যের সম্মুখে বা চতুর্দ্দিকে, তাহাদের পাখ্না বিস্তার করিয়া, অথবা লাফাইয়া উঠিয়া,

অথবা স-বেগে সন্তরণ করিয়া, নিজ নিজ সৌন্দর্য্য, বল, বিক্রম, সাহস প্রভৃতি প্রদর্শন করে। প্রণয়-কাল অতীত হইলে ই, তাহাদের সৌন্দর্য্য-ও অন্তর্হিত হয়। কৃষ্ণ-কুক্কুট নামক পক্ষী প্রণয়ের কাল উপস্থিত হইলে, কন্যার সম্মুখে যুদ্ধ করে; কন্যা চুপ করিয়া ইহাদের যুদ্ধ দেখে, এবং যুদ্ধে যে জয়ী হয়, পক্ষিণী তাহাকে-ই পতিত্বে বরণ করে। পক্ষি-গণ, পক্ষিণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, নানা-বিধ সৌন্দর্য্য-সাধক উপায় অবলম্বন করে। কেহ বা পক্ষের সৌন্দর্য্য দ্বারা, কেহ বা পক্ষ-বিস্তারের কৌশল দ্বারা, কেহ বা সঙ্গীতের মাধুর্য্য দ্বারা, কেহ বা নৃত্য-কৌশল দ্বারা, কেহ বা তোষামোদ দ্বারা, পক্ষিণীর চিত্ত অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কি জল-চর, কি স্থল-চর, উভয়-প্রকার স্তন্য-পায়ী জন্তুর মধ্যে, পুরুষেরা স্ত্রী পাইবার জন্য, পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে। ফলতঃ, যাহার যে ঐশ্বর্য্য, সম্পদ বা রূপ-গুণ থাকে, তাহা-ই স্ত্রীদিগের নিকট প্রকটিত করে। কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, কেশরীর কেশর,

গণ্ডারের খড়্গ, ময়ূরের পাখা, ব্যাঘ্রের বিক্রম, হস্তীর দন্ত, প্রভৃতি যেখানে যাহা সুন্দর, আশ্চর্য্য-কর ও কৌশল-ময় দেখিবে, সেই-খানে-ই এই সংমিলনের প্রসঙ্গ অনুমান করিয়া লইবে।”

বিবাহ-দিনে কন্যার সপিণ্ড অথবা সখী (সই) মুগ, যব, মাষ-কলাই, মসূর, এ সমস্ত সুন্দর-রূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া কন্যার গায়ে মাখাইবে। * পরে, এই মন্ত্র পাঠ করিবে ঃ—

“ওঁ কাম বেদ তে নাম মদো নামাসি সমানয়, অমুং, সুরা তেহভবৎ, পরমত্রজন্মাগ্নে, তপসো নির্ম্মিতোহসি।”

---

* পূর্ব্বে, বিবাহ-দিনে, জ্ঞাতি-কর্ম্ম নামে একটি অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু, রঘুনন্দন জ্ঞাতি-কর্ম্মের উল্লেখ করেন নাই; এবং সমাজে জ্ঞাতি-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু শাস্ত্রে যাহা বিধি বলিয়া লিখিত আছে, তাহার সহিত সাধারণের অবগতি থাকা ভাল। গৃহ্য-সূত্রে-ও জ্ঞাতি-কর্ম্মের বিধি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। (সত্যব্রত সমাশ্রমীর “গোভিল-গৃহ্যসূত্র” নামক পুস্তকের ৯২ পৃঃ দেখ)।

অর্থাৎ হে কামদেব, আমি তোমার নাম জানি, তোমার নাম মদ অর্থাৎ উন্মাদক। তুমি বরকে এখানে আনয়ন কর। তোমার উৎপত্তির জন্য সুরা হইয়াছিল, (সুরা কামোৎপত্তির কারণ) ; এই কন্যা-ও তোমার উৎপত্তির প্রধান হেতু ; হে অগ্নে! অর্থাৎ "হে কাম! (অগ্নি ও কাম এতদুভয়-ই সর্ব্ব-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সকল কর্ম্মের আরম্ভে কাম-ও থাকে, এবং অগ্নি-ও সঞ্চিত হয়, এজন্য কাম ও অগ্নি এক) স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য, প্রজাপতি তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া অগ্নিতে একটি আহুতি দিবে। পরে এক কলসী জল লইয়া, কন্যাকে স্নান করাইবে। পরে, এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে ঃ—

"ওঁ ইমং ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি। প্রজাপতের্ম্মুখমেতৎ দ্বিতীয়ং। তেন পুংসোভিবাসি ; সর্ব্বান্ বশান্ বশিন্যসি বশিনী রাজ্ঞী স্বাহা।"

অর্থাৎ হে কন্যে! আমি তোমার আনন্দেন্দ্রিয়ে মধু সংযোগ করিতেছি। ইহা প্রজাপতির দ্বিতীয়

মুখ (অর্থাৎ—ইহা হইতে-ই প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে)। তুমি ইহা দ্বারা স্বাধীন-চিত্ত পুরুষকে-ও বশীভূত কর। তুমি-ও ইহা দ্বারা-ই কান্তিমতী ও ও সর্ব্বাধীশ্বরী হইয়া থাক।" এই বলিয়া কন্যার মস্তকে ও অন্য অন্য অঙ্গে জল ঢালিয়া দিবে। পরে আবার এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে।—

"ওঁ ক্রব্যাদং অগ্নিং অকৃণ্বন্ (কৃতবন্তঃ) গৃহাণাঃ স্ত্রীণাং উপস্থং ঋষয়ঃ পুরাণাঃ (আন্থ)। তেন আজ্য অকৃণ্বম্। ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু।"

অর্থাৎ বশিষ্ঠাদি প্রাচীন গৃহস্থ ঋষি-গণ অপবিত্র অগ্নি লইয়া, ঐ অগ্নি দ্বারা স্ত্রীদিগের উপস্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে ঐ উপস্থ হইতে শুক্রের উৎ-পত্তি করিয়াছিলেন। সূর্য্য ও বৃষভ-দেবতা (রুদ্র?) তোমাতে ঐ শুক্র সিক্ত করুন। অর্থাৎ ঐ শুক্র যাহাতে তোমাতে গর্ভোৎপাদন করে, দেবতারা ঐ-রূপ বিধান করুন।" *

---

* "বিবাহ ও নারী ধর্ম্ম"।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন করা। বিবাহের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহা-ই সূচিত হইয়া থাকে। আর্য্য-ঋষি-গণ বিবাহের যে-সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সু-সন্তান জন্মাইবার-ই কথা। বাস্তবিক, শাস্ত্রাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন করিলে, সমাজের যে অশেষ-প্রকার কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত।

বিবাহ একটি মাঙ্গলিক কার্য্য, অতএব, শুভ-দিন এবং শুভ-ক্ষণ দেখিয়া, বর ও কন্যার গাত্র-হরিদ্রা দেওয়া উচিত। অগ্রে বরের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইলে, নরসুন্দর অর্থাৎ নাপিত, রূপা কিংবা কাঁসার বাটিতে, ঐ হরিদ্রার কিয়দংশ লইয়া, কন্যার গৃহে উপস্থিত হইবে, সেই হরিদ্রা কন্যাকে মাথাইতে হয়।

বর ও কন্যা উভয়কে-ই, সধবা স্ত্রীলোক দ্বারা হরিদ্রা মাথাইবার ব্যবস্থা। অগ্রে নাপিত অথবা নাপ্তিনী ক্ষৌর-কার্য্য করিয়া অলক্ত পরাইলে, হরিদ্রা

মাথাইতে হয়। বর ও কন্যার পরিহিত বস্ত্র নাপিতের প্রাপ্য। হরিদ্রা মাখিবার সময়, হুলু-ধ্বনি ও শঙ্খ-বাদন দ্বারা বিবাহের শুভ-সূচক ঘোষণা করিতে হয়, এবং অবস্থানুসারে বাদ্য-ভাণ্ডের আয়োজন হইয়া থাকে।

স্নানান্তে নূতন বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক, বর ও কন্যা, স্ব স্ব গৃহ-দেবতা, মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরু-জন-বর্গকে প্রণাম করিবার ব্যবস্থা। গাত্র-হরিদ্রার দিন, বর ও কন্যার গৃহে, আত্মীয় স্ব-জনকে ভূরি ভোজন করাইয়া আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে হয়। বর ও কন্যাকে নূতন ভোজন-পাত্রে নানা-বিধ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য এবং পেয় ভোজ্য দ্বারা ভোজন করাইবার ব্যবস্থা।

গাত্র-হরিদ্রার দিন, নাপিত দ্বারা যেরূপ তৈল-হরিদ্রা, কন্যার গৃহে প্রেরণ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ, কন্যার জন্য নব বস্ত্র, ব্যবহার্য্য বাসন, খেলানার সামগ্রী, মৎস্য, দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু-বিধ দ্রব্য-সম্ভার প্রেরিত হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যাদি দেওয়ার বিশেষ কোন-রূপ ব্যবস্থা

নাই; তবে অবস্থানুসারে দিলে-ই ভাল হয়। কিন্তু, আজ-কাল, পাকা-দেখায় খাদ্যের ব্যবস্থা ও গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্বের এত-দূর অপ-ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার একটা শাসন হওয়া আবশ্যক। অনেকে বিবাহ-রূপ মাদকতায় এত-দূর উন্মত্ত হইয়া উঠেন যে, স্বীয় অবস্থার প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখেন না। কন্যার বিবাহে অনেকে-ই ঋণ-গ্রস্ত এবং কেহ কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষিতদিগের মধ্যে-ই এই কু-প্রথার প্রচলন অধিক।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ বিশ্বদেবা মহাবলাঃ।
যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে॥

আসুন মহাত্মা সব বিশ্বদেব-গণ॥
শ্রাদ্ধে স্বীয় স্বীয় অংশ করুন গ্রহণ॥

প্রথমে গণেশ ও গৌরী প্রভৃতির পূজা করিয়া, অধিবাস করিতে হয় *। পরে, সর্ব্বাগ্রে পিতৃ-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বসু ও সত্য, এই দুই বিশ্ব-দেবতার উদ্দেশ্যে, ভোজ্য ও গন্ধাদি দানের ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনন্তর, পিতৃ-পক্ষের তিন-

* অধিবাস, পূর্ব্ব-দিনের সন্ধ্যা-কালে করা-ই শাস্ত্র-সম্মত; কিন্তু, এক্ষণে উহা আভ্যুদয়িকের অব্যবহিত-পূর্ব্বে করা, প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুরুষ এবং মাতামহ-পক্ষের তিন-পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে † হয়। পিতা অথবা নিকট জ্ঞাতি এই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বরের যদি দ্বিতীয় বা ততোধিক বার বিবাহ-সংঘটন হয়, তবে তাঁহাকে-ই স্বয়ং নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অন্যে সে শ্রাদ্ধের অধিকারী নহে। ফলতঃ, পুরুষের যত-বার-ই বিবাহ হইবে, তত-বার-ই এই শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা।

শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য, স্বর্গ-গত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি সম্মাননা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, সন্তান-লাভ দ্বারা স্বীয় বংশের বৃদ্ধি সাধন করা। এই বৃদ্ধি-সাধনের মূলে, পর-লোক-গত পিতৃ-পুরুষদিগকে স্মরণ, আবাহন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্য-ই অন্নপ্রাশন কিংবা উদ্বাহ-কার্য্যে, প্রথমে-ই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অগ্রে এই শ্রাদ্ধ

---

† সামবেদী ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় বর্ণের মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর-ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।

সম্পাদন না করিলে, বিবাহাদি কার্য্য শাস্ত্র-সম্মত হয় না। ইহাকে নান্দীমুখ ও বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ-ও কহিয়া থাকে।

এই শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়; এবং হিন্দু শাস্ত্রের অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশিত হইতে থাকে। আমি যে বংশে বা কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, বিবাহ-রূপ মহা-ব্রত গ্রহণ-পূর্ব্বক, সেই বংশের বৃদ্ধি-সাধন করা, আমার জীবনের একটি গুরুতর কর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত।

এই কর্ত্তব্য-সাধনে দীক্ষিত হইবার সময়, স্বতঃ-ই পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কথা মনে উদয় হয়। যাঁহাদিগের কৃপায়, এই বংশ চলিয়া আসিতেছে, এবং যাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমি এই বংশে জন্ম-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমার সেই স্বর্গ-গত পূর্ব্ব-পুরুষ-গণকে, উদ্বাহ-রূপ সংস্কারোপলক্ষে স্মরণ করিতেছি, তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থে এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং তাঁহাদিগের চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহারা প্রসন্ন হউন, স্বর্গ হইতে

তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদ ভাবী দম্পতীর মস্তকে বর্ষিত হউক। ফলতঃ, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শনের এই পবিত্র ব্যবস্থা, হিন্দু-শাস্ত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে।

উপকারী বা ভক্তি-ভাজন জন-গণের প্রতি স্বতঃ-ই ভক্তির পূত-স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা মানবের ধর্ম্ম। মনুষ্য ভিন্ন, পশুতে এ পবিত্র ভাব পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু-শাস্ত্র, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, মনুষ্য-হৃদয়ে সেই ভক্তি-ভাবকে জাগরিত করিয়া দেয়। যাঁহারা হিন্দুর শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারকে কু-সংস্কার বা বর্ব্বরতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্ত্রার্থ কিছু-মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। হিন্দু-শাস্ত্র সংকীর্ণ ভাব পোষণ করে না, ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠান-ই মহান্ উদ্দেশ্য-রূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। হিন্দুর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র-সমূহের অর্থ, যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তিনি-ই এই উদার ভাব বুঝিতে পারেন। হিন্দু, জীবিত কিংবা মৃত পিতৃ-পুরুষদিগকে প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান

করিয়া থাকেন। সেই দেবতাদিগের প্রীতি-সাধনের জন্য, শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে, যে সকল সভ্য জাতিদিগের মধ্যে পিতা-পুত্রে কোন প্রকার উপকার-জনক কার্য্য সম্পন্ন হইলে, এক-মাত্র "ধন্য-বাদ" (Thanks) দ্বারা তাহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল জাতি যে, হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবেন, তাহা কখন-ই আশা করা যায় না।

যে পাশ্চাত্য-জাতি, হিন্দুর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকে কু-সংস্কার-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই জাতির-ই উজ্জ্বল-রত্ন বিখ্যাত-নামা জর্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলিয়াছেন,—"যাঁহারা পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের পূজা ও গৌরব করিতে না জানেন, তাঁহারা কখন-ই নিজে পূজ্য ও গৌরব-ভাজন হইতে পারেন না। হিন্দু পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের ত কথা-ই নাই; হিন্দু—সভ্যতায় আদি, জ্ঞানে আদি, দর্শনে আদি, শিল্পে আদি, সকল বিষয়ে-ই আদি। হিন্দু, সকল বিষয়ে-ই সকলের শিক্ষক; জগতের আর

সকলে-ই হিন্দুর শিষ্য। ধর্ম্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, আচার-বিচারে হিন্দু শ্রেষ্ঠ। হিন্দু-সমাজের মত সমাজ আর কাহার-ও নাই; হিন্দু-শাস্ত্রের মত শাস্ত্র আর কুত্রাপি নাই।

হিন্দু-সমাজ, শাস্ত্রের উপর গঠিত; শাস্ত্র, ধর্ম্মের উপর গঠিত।' হিন্দু-সমাজের এমন কার্য্য নাই, যাহাতে ধর্ম্মের সংশ্রব নাই, ধর্ম্মের বন্ধন নাই। হিন্দু-ই জানে, পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের পূজা কিরূপে করিতে হয়। সেই পূজার চিহ্ন শ্রাদ্ধে।" *

বড়-ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, হিন্দু-সমাজ হইতে এই পবিত্র কার্য্য-কলাপ বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, "শ্রাদ্ধের অর্থ - শ্রদ্ধা-সহ-কৃত দান। যে যে জাতির মধ্যে, পিতৃ-পুরুষের স্মরণ-সম্ভূত শ্রদ্ধানুরূপ কোন কৃত্য বিদ্যমান্ আছে, তাহাদের কাহাতে-ও, হিন্দুর শ্রাদ্ধ-প্রথার ন্যায় উচ্চতম ভাব দৃষ্ট হয় না। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা, বিশেষতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা,

* "সম্বন্ধ-নির্ণয়" সমালোচন-স্তম্ভ দেখ।

পত্নী, এবং পুত্র-কন্যাদির সমাধি-স্থানে গিয়া থাকেন। এবং গোরের উপর পুষ্প-বিক্ষেপ করেন, শোক করেন. আর ঈশ্বরের নিকটে অথবা সাধুদিগের নিকটে, মৃত ব্যক্তি-দিগের নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ কামনা করেন। কিন্তু, এই কার্য্য পূর্ণ-মাত্রায় তাঁহা-দিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিষ্ট নয়; ইহা যাঁহারা করেন, তাঁহারা কিয়ৎ-পরিমাণে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া-ই করিয়া থাকেন।

"মুসলমান-দিগের মধ্যে, মৃত ব্যক্তির সমাধি-সমীপে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোরাণ পাঠ করা, অতি সৎ-কার্য্য বলিয়া ই প্রশংসিত; এবং তাহা মৃত-ব্যক্তির-ও সদ্গতির সহায়-স্বরূপ গণ্য হয়। ঐ ভাবের অবলম্বনে ই, মুসলমান-দিগের জগদ্বিখ্যাত হর্ম্ম্য-কীর্ত্তি-সমূহ সংস্থাপিত হইয়া আছে। বৌদ্ধ-দিগের মধ্যে (চীন, জাপান এবং ব্রহ্মাদি দেশ) শ্রাদ্ধ-কৃত্য অতি বাহুল্য-রূপে নির্ব্বা-হিত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আদ্য-শ্রাদ্ধ, নব-মাসিক শ্রাদ্ধ এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেক

প্রকার শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে ; সে-গুলিতে ভূরি-দান, বাদন, নর্ত্তন, ক্রন্দন ও কীর্ত্তনাদি যথেষ্ট হয়। বৌদ্ধ-দেশে, পিতৃ-পুরুষ-দিগের নামে সংস্থাপিত হর্ম্ম্য-কীর্ত্তির অভাব নাই ; কিন্তু, বৌদ্ধ-জাতীয়েরা কেহ-ই মৃত-ব্যক্তির প্রতিভূ-স্বরূপ, অপর কাহাকে-ও কল্পনা করিয়া লয় না। তাহারা যে বস্ত্র ও ভোজ্যাদি দান করে, তাহা সাক্ষাৎ পিতৃ-পুরুষের জীবাত্মাকে-ই দান করিতেছে মনে করিয়া দান করে ; যেন সেই মৃত-ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, এবং যেন কোন অনুজ্ঞা বা উপদেশ প্রদান করিবেন,—শ্রাদ্ধ-কর্ত্তাকে নিজের মুখ-চোকের ভাব-ভঙ্গী এইরূপ করিয়া, অতি বিনম্র ও প্রযত হইয়া থাকিতে হয়।

আর্য্য-শাস্ত্র-ই সকল-দিকে ন্যায়-সঙ্গত হইয়া চলেন। ইহাতে-ই "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" এই মহা-বাক্যটি আছে। সুতরাং, ইহাতে-ই প্রতিভূ স্বীকারের পথ সুবিস্তৃত। ইহা-ই শ্রাদ্ধ-কৃত্যে পিতৃ-পুরুষ-গণের পরোক্ষ অধিষ্ঠান প্রদান করিতে সক্ষম ;

ইহা-ই পিতৃ-গণকে দেবতা-রূপী করিয়া, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-শরীরে স্থাপনা করিতে পারে।" *

ফলতঃ, পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রদর্শনের প্রশস্ত বিধান, হিন্দুর শ্রাদ্ধ-কৃত্যে যেমন দেখা যায়, এরূপ পবিত্র ও মহৎ ভাব, আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

মৃত মাতা-পিতার সপিণ্ডীকরণ অসম্পন্ন থাকিলে, অগ্রে তাহা সমাধা করিয়া, নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধ না হইলে, বিবাহ-কার্য্য শাস্ত্র-সম্মত হয় না।

* "আচার-প্রবন্ধ"।

কন্যা-সম্প্রদান।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

মনু।

সু-রূপ কুলীন আর অনুরূপ বরে।
যথা-বিধি কন্যা-দান করিবেক নরে॥

আর্য্য-শাস্ত্রে, কন্যা-দান একটি পুণ্য-জনক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। এ-জন্য, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি, দানের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে কন্যা-দানের অধিকারী যথাক্রমে— পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, মাতামহ, মাতুল, মাতা এবং স্ব-জাতি। কিন্তু শাস্ত্রকার-দিগের মধ্যে এ-সম্বন্ধে সামান্য মত-পার্থক্য দেখা যায়। বিষ্ণু ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা
চেতি কন্যাপ্রদঃ। পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥

অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ থাকিলে, পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, অভাব-পক্ষে নিকট আত্মীয়; ইঁহাদের অভাব ঘটিলে, মাতামহ, মাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু ইঁহারা পতিত বা উন্মত্ত হইলে, তাঁহাদিগের দানে, কোন-প্রকার অধিকার শাস্ত্র-সম্মত হইবে না। রঘুনন্দন বলিয়াছেন:—

অপ্রকৃতিস্থেন পিত্রাদিনা কৃতমপি অকৃতমেব।

অর্থাৎ পিতা-আদি অপ্রকৃতি-বিশিষ্ট হইলে, তাঁহাদের কার্য্য-ও শাস্ত্র-সিদ্ধ হইবে না। নারদ বলিয়াছেন:—

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥
মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ॥

পিতা কন্যা-দান করিবেন, অশক্ত হইলে, ভ্রাতা তাঁহার অনুমতি লইয়া দান করিবেন। ইঁহাদের অভাবে, মাতামহ, তাঁহার অভাবে মাতুল, তাঁহার অভাবে নিকট

আত্মীয়, তাঁহার অভাবে বন্ধু *। প্রকৃতিস্থা থাকিলে, মাতা স্বয়ং দান করিবেন। তাঁহাদের অভাবে কন্যার স্ব-জাতীয় কেহ দান করিতে পারিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ।
গম্যন্ত্বভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরং॥

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, নিকটবর্ত্তী আত্মীয় এবং মাতা, ইঁহারা কন্যা-দানের অধিকারী। কিন্তু, ইঁহা-দের অভাব ঘটিলে, কন্যা স্বয়ং পতিকে বরণ করি-বেন। কন্যা-দানের অধিকার, যে সকল নিকট-আত্মীয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা যে বিশুদ্ধ যুক্তি-সঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য। কন্যার ভাবী শুভা-শুভ যাঁহারা সতত কামনা করিয়া থাকেন; কন্যা অপাত্রে প্রদত্ত হইলে, যাঁহাদের কুলে কলঙ্ক ঘটিয়া

---

* এখানে বন্ধু বলিতে—মাতুল-পুত্র, পিতৃষস্থ-পুত্র ও মাতৃষস্থ-পুত্র।

থাকে; কন্যার সুখ-সম্পদে যাঁহাদের আনন্দ উদ্ভব হইয়া থাকে; এমন আত্মীয়-গণের উপর, ঋষি-গণ কন্যা-দানের অধিকার দিয়াছেন।

অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী কহিয়া থাকে। শাস্ত্রে গৌরী-দান, মহা-পুণ্যের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ-কাল, গৌরী-দান-প্রথা প্রায় রহিত হইয়া আসিতেছে। এখন এগার, বার কিংবা ততোধিক বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

হিন্দু-জাতির মধ্যে, কন্যা-দান-প্রথাটি যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি, তাহাতে কোন-ও সন্দেহ নাই। এ-সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ মনে করেন যে, মনুষ্য-সমাজের আদিম বর্ব্বর-দশায়, স্ত্রীলোকেরা কুল-পতির দাসী-রূপে গণ্য হইত। অর্থাৎ কন্যারা পিতার দাসী বা সম্পত্তি ছিল। এই-জন্য বিবাহ-কালে পিতা কর্ত্তৃক কন্যার দান হওয়া আবশ্যক

হইয়াছিল, এবং সেই-জন্য সকল দেশে-ই কন্যা-দান, বিবাহের একটি অঙ্গ হইয়া আছে।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে, এ বিচারটি ঠিক নয়, তাহা একটি কথাতে-ই প্রমাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রাচীন সংহিতার একটি বচনার্থ এই যে, যদি পিতা অথবা অপর কোন অভিভাবক বয়স্থা কন্যার দান বিষয়ে অবহেলা করেন, তবে কন্যা স্বেচ্ছাতঃ আপনাকে দান করিতে পারে। কন্যা যদি কাহার-ও দাসী-রূপ সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে, ব্যবস্থা-শাস্ত্রে তাহার প্রতি ও-রূপ স্বেচ্ছাচারের আদেশ থাকিতে পারিত না। প্রাচীন রোমীয়দিগের মতে কন্যা-সন্তানের প্রকৃত দাসী-ভাব-ই ছিল। এই-জন্য তাহারা কোন-ক্রমে-ই স্বয়ংবরা হইতে পারিত না। নব্য ইয়ুরোপীয় গ্রন্থাদিতে, ঐ রোমীয় প্রণালীকে-ই জাগতিক সাধারণ প্রণালী অনুমান করা হইয়াছে। আমাদের নব্যেরা-ও, তাহা-ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে দাস-দাসী রাখিবার রীতি খুব-ই প্রবল। কিন্তু উহাঁদের

মধ্যে কন্যা-দানের প্রথা প্রচলিত নহে। অতএব, ইয়ুরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের বিচার-প্রণালীতে অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি, উভয় দোষ-ই আছে। বস্তুতঃ, যখন পিতা, পুত্র-কন্যাদির প্রতি অযথাচরণ করিলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হই-বার ব্যবস্থা আছে, তখন ভারতবর্ষে কন্যাদির প্রতি দাসী-ভাবের আরোপ নিতান্ত ভ্রম-প্রসূত।

কন্যা-দান-প্রথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য, স্ত্রীলোক-দিগের পূর্ব্ব-কালের দাসী-ভাবের স্মারক নয়, উহা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার এবং তজ্জন্য অস্বতন্ত্রতার অভিব্যঞ্জক এবং সেই জন্য-ই উহা প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমন কি, স্বৈরাচারের মূর্ত্তিমান অবতার-স্বরূপ প্রাচীন জর্ম্মণদিগের মধ্যে-ও, বিবাহ-ব্যাপারের একটি অঙ্গ হইয়া আছে। মানুষ কোন অবস্থাতে-ই ঠিক পশুবৎ হয় না। এই জন্য মানব-সমাজ-মাত্রে-ই স্ত্রীলোক, আপনি আপনাকে পুরুষ-সংসৃষ্ট করিতে লজ্জা বোধ করে। তাই অন্যে, তাহার হইয়া, তাহাকে পুরুষে সম্প্রদান করিয়া

থাকে। ভারতবর্ষে যে, সবর্ণা স্ত্রীতে কখন-ই দাসী-ভাবের আরোপ হয় নাই, তাহা মহাভারতের সভা-পর্ব্বাধ্যায়ে দ্রৌপদীর দ্যূত-পণ-ব্যাপারে বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়া আছে। মনুসংহিতাতে-ও সবর্ণা-স্ত্রী-বিবাহে-ই "সংস্কারের" উল্লেখ দেখা যায়, এবং কন্যা-দান-ব্যাপারটি সংস্কার-কার্য্যের-ই অঙ্গীভূত; অতএব, কন্যা-দানের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া, কন্যার দাসী-ভাব বুঝিতে হয় না। নব্যদিগের প্রবোধের নিমিত্ত ইহা-ও বক্তব্য যে, ইয়ুরোপীয় বিবাহে-ও কন্যা-দানের একটি অভিনয় হইয়া থাকে।

কিন্তু ইয়ুরোপীয় কন্যা-দান, যেরূপ দানের অভিনয়-মাত্র, ব্রাহ্ম-বিবাহের দান সেরূপ অভিনয়-মাত্র নহে। এ-দানে সামান্য দ্রব্য-দানের যে যে লক্ষণ, সে সমুদায় লক্ষণ-ই পূর্ণ-মাত্রায় আছে। সামান্য দান-কার্য্যের লক্ষণ,—(১) দাতার শুচিত্ব, (২) দেয় দ্রব্যের অর্পণ, (৩) তাহার নামোল্লেখ, (৪) দেয় দ্রব্যের প্রতি উৎসর্গ-বোধক জল-ত্যাগ বা প্রোক্ষণ, (৫) গ্রহীতার উল্লেখ, (৬) গ্রহীতার

স্বীকার। এই সকল দানাঙ্গ-গুলি-ই কন্যা-দানে বিদ্যমান্ থাকে, এবং সর্ব্ব-শেষে গ্রহীতা কাম-স্তুতি পাঠ-পূর্ব্বক, যেমন অন্যান্য দান-গ্রহণ-ও স্বীকার করেন, তেমনি কন্যা-দানের গ্রহণ-ও স্বীকার করিয়া থাকেন। বিবাহ-কার্য্যে কাম-স্তুতি শব্দটি শুনিলে, উহা যেন কন্যার পত্নীত্ব-রূপে গ্রহণ বুঝায় বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। কাম-স্তুতি-রূপ মন্ত্রটির তাৎপর্য্য এই :—

"এইটি" প্রাপ্তটি কাহার? কে কাহাকে দিল? কাম ই কামকে দিয়াছে। কাম-ই দাতা। কাম-ই প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে (সৃষ্টির আদিম-সৃষ্ট পদার্থে) প্রবিষ্ট হইয়াছে। কামের সহায়ে-ই আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম! এইটি (প্রাপ্ত বস্তুটি) তোমার-ই।"

স্পষ্ট-ই অনুভূত হইতেছে যে, উল্লিখিত স্তুতি, স্ত্রী-ঘটিত সামান্য ভৌতিক কামের বস্তু নহে। ব্রহ্ম-হৃদয়োত্থ সিসৃক্ষা-রূপ যে কাম, আদিম-সৃষ্ট-বস্তু জল হইতে সমুদায় সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে,

এবং রজোগুণের উদ্রেক করাইয়া, ভেদ-বুদ্ধির মূল-স্বরূপে এককে অনেক করিয়াছে, সেই কাম-ই স্বয়ং দাতা এবং গ্রহীতা হইয়াছে ;—এ স্তুতিটি সেই "অনাদি বাসনার" বা আধ্যাত্মিক কামের।

বর-পাত্র কাম-স্তুতি পাঠ করিলে, কন্যার দান এবং গ্রহণ শেষ হইল। দানের লক্ষণ দাতার স্বত্বের ধ্বংস এবং গ্রহীতার স্বত্বের উৎপত্তি। কন্যাতে পিতার যেরূপ স্বত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইল। পিতার অধিকার কন্যার পালনে, তাহার শিক্ষা-সম্পাদনে এবং তাহার শ্রমের যথেচ্ছ বিনিয়োগে। কন্যার গ্রহীতার-ও ঐ সকল স্বত্ব জন্মিল। তিনি উহার পালন করিবেন, উহাকে শিখাইবেন এবং উহাকে নিজ গৃহ-কর্ম্মে খাটাইতে পারিবেন। কিন্তু, ঐ কন্যার সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করায়, ঐ দান কোন অধিকার প্রদান করিতে পারে না। তাহার জন্য অপর একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, এবং সেই অনুষ্ঠানটির নাম পাণি-গ্রহণ।"

স্ত্রী-আচার ও বাসর।

ধর্ম্মকামার্থকার্য্যাণি শুশ্রূষা কুলসন্ততিঃ।
দারেষধীনঃ স্বর্গশ্চ পিতৃণামাত্মনস্তথা॥—মনু।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, গুরু-সেবা ও সন্তান।
পত্নীর অধীন স্বর্গ, নাহি ইথে আন॥

স্ত্রী-আচার ও বাসর, বিবাহের অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু, শাস্ত্রে উহার কোন ব্যবস্থা নাই। দেশ এবং বংশ-পরম্পরাগত বিভিন্ন-প্রকার প্রথা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন সংস্কার-কার্য্যে, দেশাচার ও কুলাচারের বিশেষ-রূপ অনুষ্ঠান-ও দেখা গিয়া থাকে। ফলতঃ, আবহমান-কালের প্রচলিত অনুষ্ঠানকে দেশাচার বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-অন্তর্গত গণেশ-খণ্ডে লিখিত আছে ঃ—

"বলবান্ লৌকিকঃ শাস্ত্রাৎ লোকাচারঞ্চ ন ত্যজেৎ।"

অর্থাৎ শাস্ত্রাচার অপেক্ষা লোকাচার বলবৎ। অতএব, উহা পরিত্যাগ করিবে না। স্ত্রী-আচার ও বাসর-ব্যাপারে লোকাচারের-ই প্রাধান্য দেখা গিয়া থাকে। স্ত্রী-আচারে, বরকে বরণ করিবার অনুষ্ঠান দেখা যায়। তদ্ভিন্ন, আর-ও কয়েক-প্রকার মেয়েলী ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যে পুরোহিতের কোন প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয় না। সধবা মহিলারা-ই, সকল-প্রকার কার্য্য-ই সমাধা করিয়া থাকেন।

বাসর-ব্যাপারে বর ও বধূকে লইয়া, নানা-প্রকার আমোদ-জনক অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। পাত্রীর সম-বয়স্কা, ভগ্নী, পিতামহী এবং মাতামহী প্রভৃতি, পরিহাস-কারিণী-সম্পর্কীয়া নবীনা-ও প্রবীণা রমণীরা-ই উপস্থিত থাকিয়া, আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিয়া থাকেন। সমাজ-মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ-প্রথার প্রচলন অবশ্য দূষণীয় নহে; কিন্তু, উহার আতিশয্য হইলে-ই, নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে, বাসর-ব্যাপার যার-পর-নাই ঘৃণিত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের, স্ব স্ব সম্ভ্রম ও লজ্জা-শীলতার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। নম্রতা ও লজ্জা-ই স্ত্রীলোক-দিগের প্রধান ভূষণ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা গুরুতর কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব-বঙ্গের অনেক স্থলে-ই, বাসর-জাগরণের প্রথা প্রচলিত নাই। বাসর-জাগরণ-ব্যাপারে, যে সকল স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকেন, বর-পক্ষ হইতে তাঁহারা সম্মান-স্বরূপ কিছু অর্থ প্রাপ্ত হন। ইহাকে "শয্যা তুলানি" কহে। যাঁহারা বাসরে উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা তাহা বণ্টন করিয়া লন। শয্যা-তুলানি বাবদ যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণের বিশেষ কোন-রূপ স্থিরতা নাই, অবস্থানু-সারে দেওয়া হইয়া থাকে।

শয্যা-তুলানির ন্যায় দ্বার-আটকান, গ্রাম-ভাটি এবং বারয়ারি প্রভৃতি কয়েকটি বাব আছে। বর-পক্ষের অবস্থানুসারে ঐ সকল দেওয়ার ব্যবস্থা।

পাণি-গ্রহণ ও কুশণ্ডিকা।

স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি যথোভয়োর্ভবেৎ বৃতিঃ।
তত্র ধর্ম্মার্থকামাঃ স্যুস্তদধীনা যতস্ত্বমী॥

বৃহৎ পরাশর।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের হইলে মিলন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম সিদ্ধ হইবে তখন॥

বিবাহ-রাত্রে কেবল-মাত্র কন্যার দান-কার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু, পর-দিন প্রকৃত বিবাহ-ব্যাপার অর্থাৎ পাণি-গ্রহণ, কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী-গমন দ্বারা সম্পন্ন হয়। হিন্দুর বিবাহ-কার্য্য, প্রধানতঃ এই কয় ভাগে বিভক্ত; যথা—বাগ্‌দান, কন্যা-সম্প্রদান, পাণি-গ্রহণ, কুশণ্ডিকা বা হোম-কার্য্য এবং সপ্তপদী গমন ইত্যাদি। শাস্ত্রকার-দিগের ব্যবস্থা এই যে, সপ্তপদী-গমন হইলে-ই, বিবাহ

শাস্ত্র ও আইন-সঙ্গত হইল। অতএব, এই সকল অনুষ্ঠানের পর, স্ত্রীর উপর স্বামীর যে স্বত্ব স্থাপিত হইল, ঐ স্বত্ব আর কিছুতে-ই ভঙ্গ বা ধ্বংস হইবে না। কুল্লুক ভট্ট, মনুর অভিমত-স্থলে টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যৎ পুনঃ প্রথমসম্প্রদানং বাগ্দানাত্মকং তদেব ভর্ত্তুঃ স্বাম্যজনকং।" ইহার ভাবার্থ এই যে, সম্প্রদান হইলে-ই স্বামীর স্বামিত্ব জন্মিয়া থাকে। মেধাতিথি-ও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"প্রদানাদেব অসত্যপি বিবাহে স্বাম্যং উৎপদ্যতে"—কেবল-মাত্র বাগ্দান দ্বারা-ই পতির পতিত্ব জন্মে। কিন্তু, রঘুনন্দন বলেন,—"স্বামিকারণন্তু প্রদানং ন তু বাগ্দানং।" অর্থাৎ সম্প্রদানে-ই স্বামিত্ব জন্মে, বাগ্দানে নহে। এ-সম্বন্ধে যমের অভিমত এই যে:—

নোদকেন ন বাচা বা কন্যায়াঃ পতিরিষ্যতে।
পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে॥

অর্থাৎ বাগ্দান বা সম্প্রদান করিলে, কন্যার পতি-লাভ হয় না; পাণি-গ্রহণ-পূর্ব্বক সপ্তপদী-গমন

সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার জন্মে। ফল-কথা, সমগ্র শাস্ত্রের শেষ মীমাংসা এই যে, সপ্তপদী-গমন শেষ হইলে, হিন্দুর বিবাহ আর কিছুতে-ই বিচ্ছিন্ন হয় না। সম্প্রতি কলিকাতা ও বোম্বাই হাইকোর্টে যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে-ও হিন্দুর বিবাহ-সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা বিচারিত হইয়াছে। হাইকোর্টের ভূত-পূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয়ের মন্তব্য এই যে,—"সপ্তপদী নামক অনুষ্ঠানে বিবাহের পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়। ইহা বাগ্‌দানের অঙ্গীভূত নহে। বাগ্‌দান প্রকৃত বিবাহ নহে। ইহা অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা-মাত্র। এ-অঙ্গী-কার পালন না করা-ও যাইতে পারে। কিন্তু, বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে, অঙ্গীকার প্রত্যাহার করা অনুচিত বটে। বাগ্‌দানে কাহাকে-ও আইন অনু-সারে বাধ্য করা যায় না।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন;—অর্থাৎ "পাণি-গ্রহণে লাজ-হোম (খইএর আহুতি), সপ্তপদী-গমন ও অরুন্ধতী-

দর্শন করিতে হয়। প্রথমে যথাযোগ্য স্থানে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অগ্নি-স্থাপন-পূর্ব্বক, এক-জন এক-কলস জল লইয়া, এবং অপর এক-জন একটি প্রতোদ (পাঁচন-বাড়ি) লইয়া থাকিবে। এক-খানি সূর্পতে (কুলায়) চারি অঞ্জলি খই এবং শমী-পত্র মিশ্রিত থাকিবে, এবং এক-খানি শিলা ও শিলা-পুত্র (নোড়া) রক্ষিত হইবে। অনন্তর, কন্যাকে কোন সধবা ভাগ্যবতী স্ত্রীর দ্বারা উত্তম রূপে সম্মার্জ্জিতা এবং স্নাতা করিয়া, বর তাহাকে আহত অর্থাৎ নূতন ধৌত শুভ্র সদশ (ছিলার সহিত) সূক্ষ্ম বস্ত্র দুই-খানি (শাটী এবং উত্তরীয়) পরিধান করাইবেন। তাহার তাৎপর্য্য এই :—

(১) এই বসন-প্রস্তুত-কারিণী দেবীরা,* জরাবস্থা পর্য্যন্ত সানন্দ-চিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরিধাপন করান। হে আয়ুষ্মতি! তুমি বস্ত্র পরিধান কর।

---

* অধিষ্ঠাতার কল্পনা করা মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তির প্রকৃতি এবং শাস্ত্রের সু-স্পষ্ট রীতি।

(২) হে বস্ত্র-পরিধাপয়িত্রী দেবীগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদ দ্বারা এই কন্যার পরমায়ু বৃদ্ধি কর। হে আর্য্যে! তুমি তেজস্বিনী হইয়া, শত-বর্ষ জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ কর।

এইরূপে কন্যার প্রতি স্নেহ, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক, বর-পাত্র মনে মনে যে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

(৩) চন্দ্র, এই কন্যাটিকে গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি আমাকে দিলেন, ধন এবং পুত্র-ও ইঁহা হইতে পাইব। *

---

* ইদানীং এই গৃহ্য-সূত্রোক্ত মন্ত্রটির তাৎপর্য্য-গ্রহ সম্বন্ধে কিছু মত-ভেদ হইয়াছে বলিয়া, যে একটি পৌরাণিক শ্লোকে ইহার অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কাশীখণ্ড হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

কন্যাং ভুঙ্‌ক্তে রজঃকালেঽগ্নিঃ শশী চ লোমদর্শনে।
স্তনোদ্ভেদে তু গন্ধর্ব্বস্তৎ প্রাগেব প্রদীয়তে॥

রজঃ-কালে অগ্নি (অভিলাষ-রূপে), লোম-দর্শন-কালে চন্দ্র (সৌন্দর্য্য-রূপে), স্তনোদ্ভেদ-কালে গন্ধর্ব্ব (সু-স্বর এবং গতি-

এ-স্থলে, স্নেহবান্ বরের হৃদয়ে যেন কন্যাটির রূপের উদয় হইয়া উঠিতেছে, এবং সাংসারিক ধর্ম্ম-পালনের অবশ্যম্ভাবী শুভ ফল-সমূহের অনুভূতি জন্মিতেছে। ঐ সময়ে, কন্যা বেণার পাতে প্রস্তুত কট (চেটাই) খানিকে পদ দ্বারা ঘর্ষণ করত টানিয়া আনিবে। তাহার পঠিত, অথবা তাহার হইয়া বরের পঠিত মন্ত্রার্থ এই :—

বৈচিত্র্য-রূপে) কন্যাকে ভোগ করেন। এই জন্য, এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে-ই কন্যা-দান করিবে।

বৈবাহিক বিধিটি কেমন পরিষ্কার কবিত্বের উপরে-ই সংস্থাপিত হইয়াছে! সর্ব্বোত্তম আর্য্য-শাস্ত্র-ই যেমন এক-পক্ষে দার্শনিক মত-বাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সু-সঙ্গত ধ্যান, পূজা, নীতি এবং অনুষ্ঠান-প্রণালীর স্থাপনা করেন, তেমনি পক্ষান্তরে, কবি-হৃদয়োত্থ সুকুমার ভাবুকতাকে-ও সাংসারিক কার্য্য-কলাপের ভিত্তি করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কবিত্বের মূলে "অনৃত' এই ভাব আর্য্য-সম্মানিত নহে, অর্থাৎ কবিত্বের মূলেও মিথ্যা-ভাব নাই,: সত্য-ভাব বর্ত্তমান আছে, ইহা আর্য্যগণ স্বীকার করেন।

(৪) আমার পতি আমার জন্য সেই পথ প্রস্তুত করুন, যে কল্যাণময় বিঘ্ন-শূন্য পথ দ্বারা আমি পতি-লোক (অর্থাৎ ইহ-পর-লোকে পতির স্থান) প্রাপ্ত হই।

তাহার পর, কন্যা-বর উভয়ে, এক-ই কটে উপবিষ্ট হইবেন, এবং বর-কন্যা দক্ষিণ-স্কন্ধে হাত দিয়া থাকি-বেন, এবং বর অগ্নিতে ছয়টি আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন, অর্থাৎ উভয়ে-ই যেন আহুতি প্রদান-রূপ এক-ই ধর্ম্ম-কার্য্য করিবেন। সুতরাং, স্ত্রী-পুরুষকে যে সম্মিলিত হইয়া, ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তাহা প্রাজাপত্য-বিবাহে উপদেশ-মাত্র ছিল, ব্রাহ্ম-বিবাহে তাহা কার্য্যে-ও নির্ব্বাহিত হইল। অতএব, অন্যান্য-রূপ বিবাহের ন্যায়, প্রাজাপত্য-প্রণালী-ও ব্রাহ্ম-বিবা-হের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

আজ্যাহুতির মন্ত্র-গুলির অর্থ এই :—

(১) দেব-শ্রেষ্ঠ অগ্নি আগমন করুন। তিনি এই কন্যার ভাবী সন্ততিদিগকে মৃত্যু-ভয় হইতে মুক্ত রাখুন এবং রক্ষা করুন। (আবরণ দেবতা অর্থাৎ

অগ্নি-সহচর) এমত অনুমতি করুন যে, এই স্ত্রী যেন পুত্র-সম্বন্ধীয় ব্যসনাক্রষ্ট না হয়।

(২) ইঁহাকে গার্হপত্যাগ্নি রক্ষা করিতে থাকুন, ইঁহার পুত্রেরা যেন জরা-কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; ইনি যেন জীবৎ-পুত্রা থাকিয়া, পতির সহিত বাস করেন, এবং যেন সৎ-পুত্র-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন।

(৩) হে কন্যে! দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা-করুন, বায়ু এবং অশ্বিনীকুমার তোমার উরু-দ্বয় রক্ষা করুন, তোমার স্তন্য-পায়ী পুত্রদিগকে সবিতা রক্ষা করুন, তোমার বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর-ভাগ বৃহস্পতি রক্ষা করুন, এবং তোমার পদাগ্র প্রভৃতি শরীর-ভাগ বিশ্বদেব দেব-গণেরা রক্ষা করুন।

(৪) হে কন্যে! রাত্রি-কালে তোমার গৃহে যেন, ক্রন্দনের শব্দ না উঠে। তোমার শত্রু-গৃহে-ই তাহাদের স্ত্রী-গণেরা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করে। রোদন দ্বারা তোমাকে যেন অন্তঃপুর-বাসী-দিগকে পীড়িত করিতে না হয়। তুমি সধবা থাকিয়া,

হৃষ্ট-চিত্তে পুত্রাদি লইয়া, পতি-গৃহে সুখে বাস কর।

(৫) বন্ধ্যাত্ব এবং মৃত-বৎসাত্ব প্রভৃতি মৃত্যু-পাশ-রূপ দোষ-সকল, তোমার মস্তক হইতে মালা উন্মোচনের ন্যায় উন্মুক্ত করিয়া, শত্রু বর্গের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম।

(৬) মৃত্যু পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করুন। অমর-ভাব নিকট-গামী হউন। হে মৃত্যো! তুমি প্রেত-লোকের পথ লক্ষ্য করিয়া পরাঙ্মুখ হও। উৎকৃষ্ট দৃষ্টি-শক্তি এবং শ্রুতি-শক্তি-বিশিষ্ট (সন্তান) তোমার নিকট প্রার্থনা করি। (যে সদ্যোজাত শিশুর দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রুতি-শক্তি সবল, তাহার মস্তিষ্ক-ও যে সতেজ হইবে, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ।) আমার পুত্রদিগকে হিংসা করিও না।

উল্লিখিত ছয়টি আহুতি-প্রদান শেষ হইলে, কন্যা শিলা-খণ্ডের উপর একটি পদার্পণ করিয়া, লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন এবং বর তাহাকে বলিবেন—

(১) এই শিলা-খণ্ডে আরোহণ কর। তুমি এই শিলার ন্যায় দৃঢ় এবং অচল-ভাবে অবস্থিতি কর। শত্রুর পীড়ন কর, এবং কখন শত্রু-কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হই-ও না।

(২) এই নারী অগ্নিতে খই দিয়া বলিতেছেন,--আমার পতি দীর্ঘ-জীবী হউন, শত-বর্ষ বাঁচিয়া থাকুন, এবং আমার জ্ঞাতি-গণ বর্দ্ধিত হউন।

(৩) এই কন্যা অর্য্যমা এবং পূষা-নামক অগ্নি-দেবতাকে নিশ্চয় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অগ্নি-দেবতারা ইঁহাকে পিতৃ-কুল হইতে পৃথক্ করিয়া, আমাকে স্থির-রূপে সমর্পণ করিয়াছেন।

(৪) এই কন্যা পিতা-মাতাদিগকে ত্যাগ করিয়া, পতি-গৃহে আগমন-পূর্ব্বক, পতির উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। হে কন্যে! আমরা সকলে একত্র হইয়া, জল-ধারা-সমূহের ন্যায় বলবান্, বেগ-বান্ এবং পরস্পর অভিন্ন-ভাবে থাকিয়া, শত্রুদিগকে উদ্বিগ্ন করিব।

লাজাহুতি শেষ হইলে, সপ্ত-পদী-গমন করিতে

হয়। পতি এক একটি বাক্য বলিবেন এবং কন্যা এক-এক-বার পদ নিক্ষেপ করিবে। বাক্য-গুলি এই—

(১) হে কন্যে! বিষ্ণু জন্ম-লাভের জন্য এক-পদ অতিক্রম করাইলেন। (২) বল-লাভের জন্য দ্বিতীয়; (৩) পঞ্চ-মহাযজ্ঞাদি নিত্য-কার্য্যের জন্য তৃতীয়; (৪) সৌখ্যের জন্য চতুর্থ; (৫) পশু-লাভের জন্য পঞ্চম; (৬) ধন-রক্ষার জন্য ষষ্ঠ; (৭) ঋত্বিক্ লাভের জন্য সপ্তম।

স্বামী-সহ সপ্ত-পদ-গমন-কারিণী স্ত্রী, বিষ্ণুদেব কর্তৃক যাবজ্জীবন স্বামীর সমস্ত কর্ত্তব্য-কার্য্যের সহায়া হইলেন। তাঁহা হইতে পুত্র জন্মিবে, এই প্রার্থনা-ও হইয়া গিয়াছে। অতএব, উভয়ের পতি-পত্নী-ভাব দৃঢ়-বদ্ধ হইল। *

---

* (১) একাসনে বসিয়া এক-পাত্র হইতে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে ভোজন করিলে-ই, ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধেরা তাহাদের পতি-পত্নী-ভাব স্বীকার করে। একটি লেবু কিংবা অন্য কোন ফল কাটিয়া, তাহার অর্দ্ধ পতি, পত্নীর মুখে এবং অপরার্দ্ধ পত্নী, পতির

কিন্তু, পতি-পত্নী-ভাব-সম্বন্ধ করিয়া দিয়া-ই, আর্য্য-শাস্ত্র নিশ্চিন্ত হইলেন না। ঐ ভাব হইতে পরস্প-

---

মুখে ধরিয়া খাওয়াইলে-ই, চিনীয় এবং জাপানীয় বৌদ্ধেরা উহাদিগের বিবাহ হইয়াছে স্বীকার করে।

(২) মুসলমানদিগের মধ্যে-ও, একাসনস্থ হইয়া, এক-পাত্র হইতে স্ত্রী-পুরুষ, পরস্পরের মুখে খাদ্য-সামগ্রী তুলিয়া দিলে, বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু কন্যার স্বীকৃতি-ই মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের মূল-মন্ত্র।

(৩) খৃষ্টানদিগের মধ্যে-ও, স্বীকৃতি এবং পুরোহিতের মন্ত্র-পাঠ এবং পরস্পর মুখ-চুম্বন দ্বারা বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রকাশ হয়।

অতএব, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর উচ্ছিষ্ট-ভোজন-রূপ একটি অতি তরল ব্যাপার বৌদ্ধ, মুসলমান এবং খৃষ্টান বিবাহের অঙ্গীভূত।

(৪) ব্রাহ্ম-বিবাহে মন্ত্রাদি-পাঠ এবং কন্যা-দান ব্যতিরিক্ত, একাসনে বসিয়া, উভয়ে এক ধর্ম্ম-কার্য্যের সাধন, ও এক-যোগে সন্তান-কামনা এবং যাবজ্জীবন সহায়তা করিবার অনুরূপ ক্রিয়াভিনয়—এই সকল-গুলির দ্বারা বৈবাহিক সম্বন্ধের অবধারণ হয়। সুতরাং, ব্রাহ্ম-বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের যে একীকরণ, তাহা এক-ধর্ম্ম-সাধন, এক-লক্ষ্যতা-স্থাপন, এবং এক-প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রের প্রতি, যে সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য বিষয় উপস্থিত হয়, স্থূলতঃ তাহার নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১) হে সপ্ত-পদ-গমন-কারিণী কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম। আমাদিগের সু-দৃঢ়-সংস্থাপিত এই সখ্য, যেন বিচ্ছেদ-কারিণীদিগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়; প্রত্যুত, হিতৈষিণীদিগের সদুপদেশ দ্বারা যেন ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

(২) হে দ্রষ্টৃবর্গ! তোমরা সকলে এই অগ্নি-সমীপে আইস, এবং এই বধূকে কল্যাণ-কারিণী-রূপে দর্শন করিয়া, আশীর্ব্বচন দ্বারা সৌভাগ্যবতী করিয়া গমন কর।

এক্ষণে, বিবাহের সামাজিক কার্য্য-টি সম্যক্-প্রকারে নির্ব্বাহিত হইয়া গেল; কিন্তু, পতির কর্ত্তব্য, স্ত্রীর সহিত একীভূত হইয়া, তাহার সু-শিক্ষা-সাধন এবং সমস্ত দোষের অপনয়ন করেন। সেই কার্য্যের সূচনায় পতি বলিতেছেন :—

(১) বিশ্বদেব নামক দেব-গণ এবং জল-দেবতা

আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বায়ু-দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বিধাতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, সদুপদেশ-দান-শীলা ভদ্র-মহিলা-গণ আমাদের উভয়ের হৃদয়ে ঐক্য সম্পাদন করুন।

(২) হে কন্যে! অর্য্যমা, ভগ, সবিতা প্রভৃতি পুর-রক্ষক, এই সূর্য্য-দেবতা সাক্ষী-রূপে থাকিয়া, তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিবে। আমি, যাবৎ জীবিত-কাল তোমার পালন এবং সুখার্থী থাকিয়া, তোমার হস্ত গ্রহণ করিব।

(৩) হে কন্যে! তুমি অশুভ-দৃষ্টি এবং পতি-ঘাতিনী না হইয়া, পশ্বাদির পালন করিবে। তুমি সহৃদয়া, তেজস্বিনী, জীবৎপুত্র-প্রসূতি, পঞ্চ-যজ্ঞানুকূলা এবং শুভ-করী হইবে। * * *

(৬) হে কন্যে! তুমি শ্বশুরে, শ্বশ্রূতে, ননান্দাতে ও দেবরে সাম্রাজ্ঞী অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে রঞ্জন-কারিণী হও।

(৭) হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর। তুমি এক-মনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর। বৃহস্পতি (বৃহন্নদেব) তোমাকে আমার প্রসন্নতা-সাধনার্থ নিযুক্ত করুন।

(৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩) হে কন্যে! তোমার শরীর-স্থ রোম-সন্ধির মূর্দ্ধ-প্রদেশে, পক্ষ্মে, নাভি-রন্ধ্রে, কেশে, দর্শনে, রোদনে, স্বভাবে, ভাষণে, হসনে, দন্ত-মধ্যে, হস্ত-দ্বয়ে, উরু-দ্বয়ে, জননেন্দ্রিয়ে, জঙ্ঘা-দ্বয়ে, অন্যান্য প্রদেশে, এবং সমস্ত শরীরে, যে কোন দোষ থাকে, তাহা আমি পূর্ণাহুতি এবং আজ্যাহুতি দ্বারা উপশমিত করিলাম। [অর্থাৎ স্ত্রীর যে কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে, তাহা স্বামীর ক্রিয়ার দোষে-ই থাকিয়া যায়। এই তথ্যের ভাব স্থাপিত হইল।]

(১৪) যে প্রকারে দ্যুলোক, ভূলোক, দৃশ্যমান্ চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ এবং পর্ব্বত, ইহারা ধ্রুব (স্থির), সেই-রূপ এই স্ত্রী-ও পতি-কুলে স্থিরা হইবেন।

(১৫) অন্ন-রূপ পাশ ও মণি-তুল্য প্রাণ-সূত্রের দ্বারা এবং সত্য-রূপ গ্রন্থি দ্বারা, হে বধূ! তোমার মন ও হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি।

(১৬) হে বধূ! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।

তাহার পর রথারোহণ-পূর্ব্বক, দম্পতী স্ব-গৃহে গমন করিবেন, এবং যাইবার পূর্ব্বে, এই কয়েক-টি প্রার্থনা করিবেন।—

(১) পথি-মধ্যে দস্যু-গণ যেন, তাঁহাদের গমন জানিতে না পারে।

(২) বর-বধূ-যুক্ত গৃহে গো, অশ্ব ও পুত্র প্রসূত হউক, এবং সহস্র-দক্ষিণক যজ্ঞ যে দেবতার প্রসাদে সম্পাদন হয়, সেই আদিত্য-দেব প্রসন্ন হউন।

(৩) হে বধূ! এই গৃহে তোমার ধৈর্য্য হউক, আত্মীয়দিগের সহিত মিলন হউক, এই গৃহে রতি হউক, এবং বিশেষতঃ আমাতে ধৃতি, মিলন, ও রতি হউক।” *

---

* “আচার-প্রবন্ধ” দেখ।

ফলতঃ, এক হিন্দু-বিবাহ ভিন্ন, আর কোন জাতির বিবাহে, এরূপ গভীর গবেষণা, এরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং এরূপ ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন কুত্রাপি পরি-দৃষ্ট হয় না।

কুলাচার-অনুসারে কোন কোন পরিবারে বিবাহ-রাত্রে কুশণ্ডিকা হইতে দেখা যায়। কিন্তু, অধি-কাংশ স্থলে-ই, বিবাহের পর-দিন অথবা তৎপরে যে কোন-ও শুভ দিনে কুশণ্ডিকা হইয়া থাকে। শূদ্রের-ও কুশণ্ডিকা করিবার বিধি, শাস্ত্রে আছে; কিন্তু, হোম-কার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই বলিয়া, পুরোহিতের দ্বারা উহা করাইতে হয়। স্থান-বিশেষে কায়স্থাদি জাতির মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান দেখা-ও যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, বিবাহ-রাত্রে-ই, সম্প্রদানের পর, কেবল লাজাহুতি (খই পোড়ান) দ্বারা এ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ফুল-শয্যা।

ফুলের আলিশ, ফুলের বালিশ, ফুলের পাঁচীল দেবো।
ফুলে ফুলে সাজিয়ে বৌ, ফুলেশ্বরী ক'রবো॥

যে রাত্রে শুভ-বিবাহ হইয়া থাকে, তাহার পর-দিনের রাত্রিকে কাল-রাত্রি কহে; সুতরাং, সে রাত্রে বর ও কন্যার, পরস্পর সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ। তৎপর মধু-যামিনীতে, বর ও বধূর শুভ-মিলন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে একটি আমোদ-জনক উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। পুষ্প ও গন্ধ-দ্রব্য, এই উৎসবের প্রধান উপকরণ। বর ও বধূ, বিলাসোপযোগী বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া থাকেন।

পুষ্প ও গন্ধ-দ্রব্য-সমূহ, চিত্তের অত্যন্ত উল্লাস-

কর। কোকিলের কাকলী, ভ্রমরের গুঞ্জন, বীণার ঝঙ্কার এবং সু-কণ্ঠ স্বর-লহরী যেমন কর্ণ-কুহরে অমৃত-বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরিমল-গর্ভ বিকসিত কুসুম-দামের মন-প্রাণ-বিভোর-কারী গন্ধামোদে, মানব-চিত্ত স্বতঃ-ই প্রফুল্ল এবং বিমুগ্ধ হইয়া উঠে। গন্ধ-দ্রব্যের সহিত মানব-হৃদয়ের এই যে সম্বন্ধ, ইহা অতি-পবিত্র, অতি-সুখদ ও অতি-প্রলোভনীয়। পরিমল-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অলি-কুল ব্যাকুল-ভাবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু-সংগ্রহ করিয়া থাকে। নব বসন্তের সমাগমে, যখন আম্র-মুকুল দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া, স্বীয় সৌরভ বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন সে সৌরভে কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয় ?

গন্ধ-দ্রব্য, বিলাস-সাধনের একটি প্রধান উপকরণ। এ-জন্য, প্রেমিক ও প্রেমিকাদিগের নিকট উহা অতি প্রিয় বস্তু। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লিখিত আছে, গন্ধ-দ্রব্য শরীরে লেপন করিলে, বীর্য্য, বল, বর্ণ, সৌভাগ্য ও প্রীতির বৃদ্ধি হয়। এই কারণে-ই বোধ

হয়, ফুল-শয্যায় পুষ্প ও চন্দনাদি নানা-বিধ গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই উৎসব একটি মাঙ্গলিক ও বিলাসোপযোগী অনুষ্ঠান-বিশেষ। সধবা মহিলারা-ই ইহাতে যোগ-দান করিয়া, সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দিবস, বধূর গৃহ হইতে ফুল-শয্যার তত্ত্বাদি, বরের ভবনে আসিয়া থাকে। তত্ত্ব আসিবা-মাত্র, বরের গৃহে শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা আনন্দ ও শুভ ঘোষণা করা হয়।

গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্বের ন্যায়, ফুল-শয্যার তত্ত্ব-ও, নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। ইহার অনুষ্ঠানে-ও দিন দিন ব্যয়-বাহুল্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফুল-শয্যার তত্ত্বের সহিত, প্রণামীর বস্ত্রাদি-ও প্রেরিত হইয়া থাকে। বরের নিকট-সম্পর্কীয় গুরুতর আত্মীয় স্ত্রী-বর্গকে প্রণামীর বস্ত্র দিতে হয়। অবস্থানুসারে চেলি, গরদ এবং সূত্র-বস্ত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে সকল বাহক তত্ত্ব আনয়ন করে, তাহাদিগকে আহা-রাদি করাইয়া, উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিতে হয়।

পাক-স্পর্শ।

"স্নাতা বিশুদ্ধ-বসনা নবধূপিতাঙ্গী

কর্পূর-সৌরভমুখী নয়নাভিরামা।

বিম্বাধরা শিরসি বদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা।

মন্দস্মিতা...পরিবেশিকা স্যাৎ ॥

স্নান করি সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি।

সু-চারু নূতন ধূপ-গন্ধে অঙ্গ ভরি ॥

কর্পূর-সৌরভ মুখে, অনঙ্গ-বিভোল।

বলে ছলে মৃদু পদে নয়ন-হিল্লোল ॥

ওষ্ঠ দুটি পরিপাটি বিম্ব-ফল জিনি।

সু-কোমল মুখে মৃদু মধুর হাসিনী ॥

সু-গন্ধ পুষ্পের গুচ্ছে কবরী বন্ধন।

নব পরিবেশিকার এমত লক্ষণ ॥"

পাক-স্পর্শ ব্যাপারটি, শাস্ত্র-সম্মত, বিবাহের অঙ্গীভূত পদ্ধতি। নব-বধূ স্নান করিয়া, পবিত্র বস্ত্র পরি-

ধান-পূর্ব্বক, স্বামী-সমীপে উপস্থিত হইলে, পতি নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাঁহার হস্তে অন্ন প্রদান করিবেন।

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্য-গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে॥

অয়ি বধূ! মণি-স্বরূপ ও প্রাণের সূত্র-স্বরূপ ভোজনোপযোগী অন্ন দ্বারা, তোমার মন এবং হৃদয় বদ্ধ করিতেছি।

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক, এবং আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হউক।

ওঁ অন্নং প্রাণস্থ পংক্তিশঃ তেন বধ্নামি ত্বাসৌ।

অয়ি বধূ! অন্ন, প্রাণ-বন্ধনের রজ্জু-স্বরূপ; আমি তাহা দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিতেছি।

পাক-স্পর্শ সমাধা হইলে, বৌ-ভাতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমাজকে বিশুদ্ধ রাখা-ই, বৌ-ভাতে সূচিত হইতে দেখা যায়। হিন্দু-শাস্ত্রে অন্ন-দোষ

মহা-পাপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ, অন্ন-দোষ হইতে নানা-বিধ দোষ সংক্রামিত হইতে পারে। এ-জন্য হিন্দু, অজানিত বংশ বা গোত্রের লোকের হাতে আহার করে না। যে বংশ হইতে কন্যা বধূ-রূপে গৃহীত হইল, সেই বংশের অন্ন গ্রহণীয় কি-না, বৌ-ভাতে তাহা-ই সূচিত হইয়া থাকে। উহাতে কোন প্রকার গোলযোগ না ঘটিলে, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, মনে করিতে হইবে।

পাক-স্পর্শ উপলক্ষে জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। এই সকল সমাগত ব্যক্তি-বর্গ আহার করিতে বসিলে, নব-বধূ তাঁহাদিগকে অন্ন পরিবেষণ করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে, পরিবেষণ করিতে অশক্ত হইলে, বধূ খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেন। এই প্রথা দ্বারা ইহা-ই স-প্রমাণ হইয়া থাকে, যে কুল হইতে বধূকে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই কুলের সহিত আহার-ব্যবহারে কোন-প্রকার আপত্তি থাকিল না।

পাক-স্পর্শ ব্যাপারটি এক-প্রকার সামাজিক

শাসন-মাত্র। স্ব-সমাজকে পবিত্র রাখা-ই উহার প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই শাসন-বিধি প্রবর্ত্তিত থাকাতে, যে-সে কুলের কন্যা, বধূ-রূপে কোন সমাজে প্রবেশ-লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

মাতৃ বা পিতৃ-কুলের কোন-প্রকার বংশ-গত বা সামাজিক দোষ থাকিলে, সেই বংশের কন্যা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া, দূষিত বংশের কন্যা গ্রহণ করেন, তবে পাক-স্পর্শের সময়, তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব-গণের মধ্যে, কেহ-ই সেই কন্যার সংস্পৃষ্ট অন্নাদি স্পর্শ-ও করে না। এই শাসন-ব্যবস্থা-টি যে, সমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণ-কর, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, দূষিত বা পতিত বংশের কন্যা গ্রহণ করিলে, সেই কন্যার গর্ভ-জাত সন্তানাদির-ও সেই দোষ বর্ত্তিতে পারে; এ-জন্য, পাক-স্পর্শে এত বাঁধা-বাঁধি।

নব-বধূ, অন্নাদি পরিবেষণ করিবার পূর্ব্বে, স্নাত ও নব বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সু-শোভিত হইয়া, পরিবেষণ করিয়া থাকেন। যাহার হস্ত-স্পর্শিত

খাদ্য-দ্রব্য আহার করিতে হয়, তাহাকে যে, পবিত্র-ভাবে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা-ই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সকল বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা করা আর্য্য-শাস্ত্রের একটি অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। গৃহীর পক্ষে, নিত্য পঞ্চ-যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। 'পঞ্চ-যজ্ঞান্ন হাপয়েৎ' (পঞ্চ-যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না)। এই পঞ্চ-যজ্ঞ যথা :—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥

অধ্যাপনা ব্রহ্ম-যজ্ঞ, তর্পণ পিতৃ-যজ্ঞ, হোম দেব-যজ্ঞ, বলি ভূত-যজ্ঞ এবং অতিথি-পূজা নর-যজ্ঞ। এই পঞ্চ-যজ্ঞের মধ্যে অতিথি-সেবা-ই প্রধান যজ্ঞ। অতিথি, অভ্যাগত কিংবা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে, রন্ধন করিয়া, ভোজন করানকে নর-যজ্ঞ কহিয়া থাকে। কুল-স্ত্রী-গণের প্রতি এই যজ্ঞের ভার অর্পিত আছে। এখন-ও পর্য্যন্ত দেখা যায়, যে ভবনে নিমন্ত্রণের আয়োজন হয়, তাহাকে "যজ্ঞ"-বাড়ী কহিয়া থাকে। নব-বধূ শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়া-ই, প্রথমে এই পবিত্র

নর-যজ্ঞের কার্য্যে বৃতা হন। এই ব্রত গ্রহণের ফলে, তাঁহাকে আ-জীবন শ্বশুর-কুলে অতিথি-অভ্যাগতের সেবার ভার গ্রহণ করিতে হয়। এই সেবা-অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রমে ক্রমে অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি ভক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। জীবে দয়া ও জীবের সেবা, মনুষ্য-জন্মে সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম-রূপ মহা-ব্রত-সাধনের প্রথম দীক্ষা পাক-স্পর্শে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; অতএব, পাক-স্পর্শ ব্যাপার যে, গৃহ-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্ন-দান হিন্দুর চিরন্তন-প্রথা। পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে, এরূপ পবিত্র প্রথা প্রায়-ই দেখা যায় না। তা-ই অন্নপূর্ণা-রূপিণী কুল-বধূ, সংসারাশ্রমে প্রথমে প্রবেশ করিয়া-ই, অন্ন-দান-রূপ পরম-পূত নৃ-যজ্ঞে দীক্ষিতা হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় বিবাহ।

ইষ্টা হ্যেকৈকপ্রাপ্যার্থাঃ পরং প্রীতিকরাঃ স্মৃতাঃ।
কিং পুনঃ স্ত্রীশরীরে যে সঙ্ঘাতেন ব্যবস্থিতাঃ॥
সঙ্ঘাতোহীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়োহীন্দ্রিয়ার্থানাং যঃ স প্রীতিজননোহধিকঃ॥

চরক-সংহিতা।

ইন্দ্রিয়ের সুখ-কর একৈক বিষয়।
ভিন্ন ভিন্ন থাকিলে-ও প্রীতি-কর হয়॥
স ব-গুলি একাধারে অবস্থিত হ'লে।
সে প্রীতি কি জানাইতে পারা যায় ব'লে?
সকল ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধন-সম্ভার।
স্ত্রী-শরীর ব্যতিরেকে কোথা রহে আর॥
সেই-হেতু নারী-মূর্ত্তি প্রীতিময়ী ভবে।
সহজে-ই স্ত্রীর বশ হয়ে থাকে সবে॥

আদ্য-ঋতু দর্শন, নারী-জীবনের কৈশোর ও যৌবনাবস্থার মধ্য-স্থিত সীমা-নির্দ্দেশক রেখা-স্বরূপ, বলিতে কি, ইহা-ই স্ত্রী-জীবনের প্রবেশ-দ্বার। এই

সময় বালিকাদিগের শরীরে নব-বসন্ত-সমাগমোদ্ভিন্ন নব-মল্লিকার ন্যায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়; অবয়ব সকল আনন্দ-ব্যঞ্জক-ভাবে পূর্ণ হয়; এবং মানসিক ধারণা-শক্তি-ও, সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ও উন্নত হয়। মুখ-মণ্ডলে নবীন সৌন্দর্য্য, এক অপূর্ব্ব-ভাবে বিকসিত হয়; চোকের পাতা যেন স্ফুটোন্মুখ কুসুম-কোরকের ন্যায় ফুলো ফুলো হইয়া, এক অপার্থিব আনন্দের জ্যোতি প্রকাশ করিতে থাকে। লজ্জা-বিজড়িত স-নম্র দৃষ্টির মধুরতায় ভাবের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হয়; নিশ্বাস প্রবল হয়; স্তন-দ্বয় উন্নত হয়; বুক চিতান হয়; আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন, যৌবনের ফুৎকারে ফুলিয়া উঠে; বাল্যের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়; এবং মন-প্রাণ-মাতানো সৌন্দর্য্যের এক অভিনব ক্রীড়া হইতে থাকে। ফলতঃ, এই সময় স্ত্রীকে স্বর্গীয় প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর এই স্বর্গের আনন্দ-প্রতিমা স্বামীকে প্রদান করিয়া, সংসারকে প্রীতি-ময়, উৎসাহ-ময় এবং মধু-ময় করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক, পুরুষের পক্ষে স্ত্রী মন্ত্রী,—রত্ন

এরং মূল্যবান হীরকের আকর-স্বরূপ; প্রণয়িনীর কণ্ঠ-স্বর, বীণা-বিনিন্দিত মধুর; তাহার হাস্য ও চুম্বন, স্বামীর পক্ষে স্নিগ্ধ আলোক; সহ-ধর্ম্মিণীর হস্ত স্বামীর অবলম্বন-স্বরূপ; স্ত্রীর পরিশ্রম, পতির যাবতীয় সুখ-ভাণ্ডার-স্বরূপ; স্ত্রীর পরিমিত ব্যয়, স্বামীর লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন-স্বরূপ; পতিব্রতা স্ত্রীর ওষ্ঠ, বিশ্বাস-জনক মন্ত্রণা-স্বরূপ; তাহার সু-স্নিগ্ধ মনোরম বক্ষঃস্থল, চিন্তা-নিবারণের ঔষধ-স্বরূপ; এবং সহ-ধর্ম্মিণীর ভক্তি-মন্দাকিনী-পূত সেবা-শুশ্রূষা, পতির পক্ষে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ; স্ত্রী, পুরুষের জীবনের উপর আধিপত্য করে, তাহার সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, আর দুশ্চিন্তা দূর করিয়া থাকে। বিধাতা রমণী-কুসুম সৃজন করিয়া, সংসারকে আনন্দ-কানন করিয়াছেন। সৃষ্টি-কর্ত্তা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, স্ত্রী-লোকেরা সন্তান প্রসব করিয়া, সংসারে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" বিবাহের ইহা-ই মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বীয় কুলের বৃদ্ধির জন্য, লোকে বিবাহ

করিয়া থাকে। "ইহ সর্ব্বস্বফলিনঃ কুল-পুত্র-মহাদ্রুমাঃ।" সংসারে কুল ও পুত্র একটি মহা-বৃক্ষ-বিশেষ। সেই কুল ও পুত্র-রূপ মহা-বৃক্ষ হইতে সংসারের সমস্ত ফল ফলিয়া থাকে।

সন্তান-বিহীন ব্যক্তি এক-শাখা-বিশিষ্ট; অতএব, ছায়া-হীন নিষ্ফল, পূতি-গন্ধ পাদপের ন্যায় অকিঞ্চিৎ-কর। পরন্তু, অপত্য-হীন ব্যক্তি চিত্রার্পিত প্রদীপের ন্যায়, জল-শূন্য সরোবরের ন্যায়, ধাতুবৎ দেদীপ্যমান্ অধাতব পদার্থ-সদৃশ; এমন কি, তৃণ-পুত্তলিকার ন্যায় নিঃসন্তান পুরুষ সম্মান-বিহীন, উলঙ্গ, শূন্য, নিষ্ক্রিয় ও এক-মাত্র ইন্দ্রিয়-বিশিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হয়!"*

* অচ্ছায়শ্চৈকশাখশ্চ ফলহীনো যথা দ্রুমঃ।
অনিষ্টগন্ধশ্চৈকশ্চ নিরপত্যস্তথা নরঃ॥
চিত্রদীপঃ সরঃ শুষ্কমধাতুর্ধাতুসন্নিভঃ।
নিষ্প্রজস্তৃণপূলীতি জ্ঞাতব্যঃ পুরুষাকৃতিঃ॥
অপ্রতিষ্ঠশ্চ নগ্নশ্চ শূন্যশ্চৈকেন্দ্রিয়শ্চ না।
মন্তব্যো নিষ্ক্রিয়শ্চৈকো যস্যাপত্যং ন বিদ্যতে॥
চরক-সংহিতা।

যে স্ত্রী দ্বারা সন্তান লাভ করিয়া লোক সংসারী হয়, যে স্ত্রীর অভাবে সংসার ঘোরতর অরণ্য-সদৃশ প্রতীয়মান্ হয়, যে স্ত্রীর অভাবে অ-পুত্রতা-জনিত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের জল-পিণ্ড বিলোপ হয়, সেই স্ত্রী-সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—"যে পরমা স্ত্রী ভাগ্য বা কর্ম্ম-বশতঃ বয়স, রূপ, বাক্য ও হাব-ভাব দ্বারা, যে পুরুষের হৃদয়ে আশু প্রবেশ করে, ও যে স্ত্রী যাহার হৃদয়ের উৎসব-স্বরূপ, মনের মত মন বলিয়া, যে স্ত্রী যাহার মনোরমা, যে স্ত্রীর সত্ত্ব যাহার সত্ত্বের অনুরূপ, যে স্ত্রী যাহার বশ্যা, যে স্ত্রী প্রিয় গুণ-সমূহ-যোগে যাহার প্রীতি উৎপাদন করে, যে স্ত্রী উৎকৃষ্ট গুণ-সমূহের দ্বারা, যাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপা, যে স্ত্রীর বিয়োগে, যে পুরুষ অধীর হইয়া, সমস্ত জগৎকে স্ত্রী-শূন্য মনে করে, যে স্ত্রীর বিরহে যে পুরুষ আপনার শরীরকে ইন্দ্রিয়-শূন্য মনে করিয়া, আর ধারণ করিতে চায় না, যাহাকে দেখিলে, যে পুরুষের হৃদয়ে শোক, উদ্বেগ, অনবস্থিততা ও ভয় আর অধিকার পায় না, যাহাকে দেখিলে, যে পুরুষের

হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে, যাহাকে দেখিবামাত্র, যে পুরুষ হর্ষিত হইয়া উঠে, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে, যে পুরুষ হর্ষাতি-বেগে সর্ব্বদা-ই অপূর্ব্ব বলিয়া মনে করে, সেই স্ত্রী-ই পুরুষের উৎকৃষ্ট ভোগ্যা। *

---

* নানা ভক্ত্যা তু লোকস্থ দৈবযোগাচ্চ যোষিতাং।
তং তং প্রাপ্য বিবর্দ্ধন্তে নরং রূপাদয়ো গুণাঃ॥
বয়োরূপবচোহাবৈর্যা তস্য পরমাঙ্গনা।
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্বা কর্ম্মণোঽপিবা॥
হৃদয়োৎসবরূপা যা যা সমানমনোরমা।
সমানসত্ত্বা যা বশ্যা যা যস্য প্রীয়তে প্রিয়ৈঃ॥
যা পাশভূতা সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং পরৈগু ণৈঃ।
যয়া বিযুক্তো নিস্ত্রীকমরতির্মন্যতে জগৎ॥
যস্যা ঋতে শরীরং ন ধত্তে শূন্যমিবেন্দ্রিয়ৈঃ।
শোকোদ্বেগারতিভয়ৈর্যেষাং দৃষ্টা নাভিভূয়তে॥
যাতি যাং প্রাপ্য বিস্রম্ভং দৃষ্টা হৃষ্যত্যতীব যাং।
অপূর্ব্বমিব যাং যাতি নিত্যং হর্ষাতিবেগতঃ॥
গত্বা গত্বাপি বহুশো যাং তৃপ্তিং নৈব গচ্ছতি।
সা স্ত্রী বৃষ্যতমা তস্য নানাভাবা হি মানবাঃ॥
চরক-সংহিতা।

বাস্তবিক, স্ত্রীর ন্যায় সুখের ও তৃপ্তির আধার, এ-সংসারে আর কে আছে? চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য, পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চক্ষের তৃপ্তি-কর, তদ্দ্বারা কখন কর্ণ কিংবা নাসিকার সুখোৎপাদন হইতে পারে না। সেইরূপ, যাহা নাসিকা অথবা কর্ণের সুখ-কর, তাহাতে কখন-ই নয়নের তৃপ্তি জন্মে না; কিন্তু, এক-মাত্র স্ত্রী-ই সকল ইন্দ্রিয়ের সুখ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ফলতঃ, এ পৃথিবীতে সহ-ধর্ম্মিণীর ন্যায়, প্রাণের শান্তি-দায়িনী আর কেহ-ই নাই। কিন্তু, যে স্ত্রী গর্ভ-ধারণে অক্ষম, যাহা দ্বারা বংশ বিলোপ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব-পুরুষদিগের জল-গণ্ডূষ পর্য্যন্ত যাহা দ্বারা রোধ হয়, সেই স্ত্রী, সংসার-কাননে নিষ্ফলা লতার ন্যায় অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

বালিকা-গণ পুষ্পবতী হইলে-ই বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের গর্ভ-ধারণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি-ও এই সময়, যৌবনের লক্ষণ উপস্থিত হয় বটে,

কিন্তু তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যৌবনের প্রথমা-বস্থায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্ত্রী-লক্ষণাদি সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে, আর-ও দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। সম্পূর্ণ-রূপ যৌবন-বিকাশের পূর্ব্বে গর্ভ-ধারণ করিলে, অঙ্গ-সমূহ দুর্ব্বল এবং শরীর পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। আর, এই অবস্থায় গর্ভবতী হইলে, প্রসব-কালে নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। কারণ, এই সময় যাহাতে শিশুর মস্তক সহজে নির্গত হইতে পারে, তল-পেটে সেরূপ অস্থি, তখন পর্য্যন্ত-ও গঠিত বা পরিণত হইতে পারে না। এই জন্য-ই, প্রায় দেখা যায়, অল্প-বয়স্কা গর্ভিণী-গণ, প্রসব-কালে, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন ; এবং, কেহ কেহ মৃত্যু-মুখে-ও পতিতা হন। কেবল-মাত্র প্রসূতির-ই যে, ঐ-রূপ দুর্গতি হয়, তাহা নহে ; গর্ভ-স্থ শিশুটি-ও, হয় কাল প্রাপ্ত হয়, নতুবা ক্ষুদ্র-কায় কিংবা অসুস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। অতএব; অভিভাবক-গণের কর্ত্তব্য, তাঁহারা যেন স্ব স্ব কন্যাদিগকে উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে, পতি-সহবাস করিতে না দেন। অসময়ে কোন

দ্রব্য-ই যে পক্কতা প্রাপ্ত হয় না, তাহা কন্যা-দিগের হৃদয়ে, দৃঢ়-রূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল বালিকার তলপেট ও অস্থি-সমূহ পূর্ণতা ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত না হয়, তাহারা সহবাস করিলে, তাহা-দিগের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ এবং সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র-কায় হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র-কায় সন্তানদিগের বংশাবলী ক্রমে হীন-দশা প্রাপ্ত হয়। এজন্য, স্ত্রী-পুরুষের উপযুক্ত বয়সে গর্ভাধান করা-ই, শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা। বালিকা-বয়সে অর্থাৎ পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বে, স্বামী-সহ-বাস যার-পর-নাই অনিষ্ট-জনক। রজোদর্শনের পর, অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে (যৌবন সম্পূর্ণ বিকসিত হইলে) গর্ভাধান-সংস্কার-পূর্ব্বক, স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইবে, ইহা-ই শাস্ত্রের অভিমত। মেধাতিথি স্পষ্ট-ই বলিয়াছেন, "অনৃতৌ প্রতিষেধার্থং" অর্থাৎ অঋতু-কালে কখন-ই স্ত্রীতে উপগত হইবে না; এরূপ অবস্থায় সহবাস করিলে মহা-পাপ জন্মে। ডাক্তার ক্রম্বি বলিয়াছেন, "ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে দ্বারোদ্গম করিলে, সেই স্ত্রী

প্রায়-ই পিওরপ্যারেল ফিভার, লিউকোরিয়া প্রভৃতি রোগে পীড়িতা হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ শাসন-বাক্য-ও দেখা যায় যে, আদ্য-ঋতুর পর দ্বাদশ-মাস পর্য্যন্ত সহবাস নিষিদ্ধ। কেহ কেহ এরূপ-ও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, বালিকাদিগের ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, গর্ভাধান করিলে, নানা-বিধ বিপদ বা রোগ হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। স্ত্রী-পুরুষের উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে, গর্ভাধান করায়, সমাজে যে কি বিষ-ময় ফল ফলিতেছে, তাহা কে-না দেখিতেছেন? বালিকা প্রসূতিদিগের মধ্যে, প্রসব-কালে অনেকে-ই যে গুরুতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে, পাষাণ-ও গলিয়া যায়!

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"রজসা শুধ্যতে নারী" অর্থাৎ রজোদর্শন দ্বারা রমণী পবিত্রা হইয়া থাকে। অতএব, যে পাষণ্ড রজোদর্শনের পূর্ব্বে, অর্থাৎ অশুচি অবস্থায়, বালিকাতে উপগত হয়, তাহার ন্যায় মহাপাপী আর কে আছে? সমধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, সমাজ-দ্রোহী এই-সকল কুলাঙ্গারদিগের

দমনের জন্য, রাজ-পুরুষেরা সহবাস আইন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-ভাব যে পরিমাণে শিথিল হইতেছে, সেই পরিমাণে মনের বল ও সংযম-শক্তি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। ইহা যে, সমাজের অধঃ-পতনের পূর্ব্ব-লক্ষণ, তাহা বলা বাহুল্য।

গর্ভাধান।

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ॥

মনু।

গর্ভ-ধারণের জন্য নারীর সৃজন।
পুরুষের সৃষ্টি গর্ভ-আধান কারণ॥

গর্ভাধান-কার্য্যে সূর্য্যের পূজা করিয়া, গর্ভের সংস্কার বিধান-পূর্ব্বক, ঋতু-কালের মধ্যে প্রশস্ত দিনে স্ত্রীতে উপগত হইতে হয়। গর্ভাধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, গর্ভের সংস্কার-সাধন করা। মাতা-পিতার দেহ নির্দ্দোষ না হইলে, অর্থাৎ দোষ-যুক্ত থাকিলে, সেই

দোষ যে, সন্তানে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দোষ পরিহারের জন্য, আর্য্য-শাস্ত্রে, সন্তানোৎপাদনের পূর্ব্বে, গর্ভ-সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ঃ—

"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ-সমুদ্ভবং।"—সংস্কার দ্বারা-ই শোণিতাদি-দোষ বা পাপ (অর্থাৎ যাহা গর্ভ-স্থ জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়) বিশোধিত হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ঃ—

গার্ভৈ-র্হোমৈর্জাতকর্ম্ম-চৌড়মঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥

গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা পিতৃ-মাতৃ শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধীয় পাপ প্রক্ষালিত হইয়া থাকে, কেবল-মাত্র পশু-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন হয় না। স্বীয় বংশের গৌরব, সন্তান দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তরসুখপ্রদং।
সুখপ্রদোঽপি সৎপুত্রঃ প্রাণেভ্যোঽপি সুনিশ্চিতং॥
পুত্রাদপি পরো বন্ধুর্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

বাস্তবিক, সু-সন্তান লাভ বহু-পুণ্যের ফল-স্বরূপ। এই পুণ্য-ফল লাভের জন্য-ই, ঋষি-গণ গর্ভ-সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"প্রথমে দেখা উচিত, সংস্কারকে সংস্কার বলে কেন? আকর-স্থিত মণি যেরূপ মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি-লেপে কলুষিত থাকে, তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া, ধাত্বন্তর-চূর্ণাদি-সংযোগে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ শুক্র-শোণিত-সম্ভব সন্তানের গর্ভ-বাস অব-অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মা অ-বিশুদ্ধ থাকে, দশ-বিধ সংস্কার দ্বারা সেই সকল দোষ সংস্কৃত হয় বলিয়া, উহাদের নাম সংস্কার। যেমন মণি উত্তোলনের পূর্ব্বে, খনির উপর দুগ্ধাদি সেচন না করিলে, উত্তোলিত মণি, পশ্চাৎ শত প্রতিক্রিয়াতে-ও পরিস্কৃত হয় না, সেইরূপ, গর্ভাধানাদি সংস্কার ভিন্ন, জাত-সন্তানের দেহ, মন ও আত্মা, পশ্চাৎ সৎ-শিক্ষাদি দ্বারা-ও বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে পারে না। মণির সংস্কার দ্বারা তাহার কেবল বাহ্য-দীপ্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু, গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা সন্তানের দেহ, মন

ও আত্মা, এমন কি, আন্তরিক বৃত্তি-গুলি-ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

মহা-কবি কালিদাস, তদীয় সু-মধুর কাব্য রঘু-বংশে লিখিয়াছেন :—

"দিলীপসূনুর্ম্মণিরাকরোদ্ভবঃ,
প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥"

দিলীপ-কুমার রঘু, কৃত-সংস্কার মণির ন্যায় অধিক-তর শোভা ধারণ করিলেন।

দশ-বিধ সংস্কার দ্বারা যে, মানবের দেহ, মন ও আত্মা বিশুদ্ধ হয়, তাহা যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করা যাই-তেছে। দশ-বিধ সংস্কারের মধ্যে আদিম সংস্কার গর্ভাধান। ইহা পিতৃ-কর্ত্তব্য হইলে-ও, ইহা দ্বারা পুত্রের দেহাদি বিশুদ্ধ হয়, এজন্য উহা পুত্রের সংস্কার বলিয়া-ই গণ্য।

এক্ষণে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গর্ভ+আ+ধা+অন, অর্থাৎ গর্ভ (গর্ভস্থ-জীব) আহিত হয় যে কার্য্য দ্বারা, তাহাকে গর্ভাধান কহে। এরূপ অবস্থায়, ভার্য্যা-গমন-মাত্রকে-ই গর্ভাধান বলিতে হয়।

তবে তাহাতে আবার উপবাস ও দেব-পূজার আবশ্যকতা কি? ইহার কারণ এই যে, ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা-ই, জাত-সন্তানের দেহ, মন ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়; এই-জন্য ঐ সকল কার্য্য, গর্ভাধান-সংস্কারের অঙ্গীভূত।

সু-সন্তান উৎপাদন করিতে হইলে যে, উপবাসাদির আবশ্যক, তাহার যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

উপবাস।—বেদান্ত-দর্শনে লিখিত আছে, "কারণ-গুণাঃ কার্য্য-গুণমারভন্তে।" অর্থাৎ কারণের গুণ, কার্য্যে সংক্রান্ত হয় *। ইহা সত্য হইলে, শুক্র-শোণিত-সম্ভব পুত্র-ও যে, শুক্র-শোণিতের গুণ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিবে, তাহা-ও অবিসংবাদী সত্য। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন:—

---

* কারণ দ্বিবিধ;—সমবায়ি-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। কুণ্ডলের (স্বর্ণালঙ্কার-বিশেষের) কারণ দুইটি;—১ম স্বর্ণ, ২য় স্বর্ণকার ও সন্দংশাদি যন্ত্র-বিশেষ। স্বর্ণ, সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ প্রধান উপাদান। স্বর্ণকারাদি, নিমিত্ত-কারণ অর্থাৎ গৌণ-উপাদান। পদার্থ, সমবায়ি-কারণের গুণ-ই সম্পূর্ণ-রূপে প্রাপ্ত

বীজাত্মকর্ম্মাশয়কালদোষৈর্ম্মাতুস্তথাহারবিহারদোষৈঃ।
কুর্ব্বন্তি দোষা বিবিধাঃ প্রদুষ্টাঃ সংস্থানবর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি॥
বর্ষাসু কাষ্ঠাশ্মঘনাম্বুবেগাস্তরোঃ সরিৎস্রোতসি সংস্থিতস্য।
যথৈব কুর্য্যুর্বিকৃতিং তথৈব গর্ভস্য কুক্ষৌ নিয়তস্য দোষাঃ॥
শারীর স্থান, ২য় অধ্যায়।

মাতা-পিতার বীজ-দোষ, জীবের অদৃষ্ট-দোষ ও মাতার আহার-বিহার-দোষ, এই সমুদয় কারণে প্রাণি-গণের অবয়ব, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি জন্মে। যেমন বর্ষা-কালে, স্রোতো-বেগে আনীত কাষ্ঠ, প্রস্তর, মেঘ ও জলের বেগ, এই সমুদয় দ্বারা নদীর স্রোত-স্থিত বৃক্ষের বিকৃতি জন্মায়, সেইরূপ বীজ প্রভৃতি

হয়। নিমিত্ত-কারণের গুণ, আংশিক-ভাবে গ্রহণ করে। কুণ্ডল, স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, উত্তমত্ব ও উপকারিত্ব সম্পূর্ণ-রূপে-ই পায়। স্বর্ণকারের নির্ম্মাণ-কৌশল ও যন্ত্রাদির চিহ্ন-ও পাইয়া থাকে। জাত-সন্তান, শুক্র-শোণিতের গুণ সম্পূর্ণ-রূপে-ই লাভ করে। তত্রত্য জল-বায়ুর গুণ-ও কিয়দংশে গ্রহণ করিয়া থাকে। শুক্র-শোণিত, প্রাণীর সমবায়ি-কারণ। সুতরাং-সমবায়ি-কারণটিকে বিশুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

দ্বারা-ও, গর্ভ-স্থিত শিশুর বিকৃতি জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়, বীজের অর্থাৎ শুক্র-শোণিতের পরি-শুদ্ধি সর্ব্বতো-ভাবে আবশ্যক। স্ত্রী-পুরুষের শরীর যেরূপ-ভাবাপন্ন থাকে, শুক্র-শোণিতের-ও সেইরূপ ভাব অবশ্যম্ভাবী।

আয়ুর্ব্বেদে পিত্তকে সত্ত্ব, বায়ুকে রজঃ ও শ্লেষ্মাকে তমঃ বলা হইয়াছে। মানব, পিত্ত-প্রধান অর্থাৎ সত্ত্ব-ভাবাপন্ন হইলে, দীর্ঘায়ু, দেব-দ্বিজে ভক্ত, সৎ-স্বভাব ও করুণ-হৃদয় হইয়া থাকে। বায়ু-প্রধান অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন হইলে চঞ্চল, অস্থির-মতি ও মধ্যায়ু হয়। শ্লেষ্ম-প্রধান হইলে অল্পায়ু, নির্ব্বোধ, স্থূল-কায়, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ও লম্পট হইয়া থাকে। সুতরাং, সকলের-ই বায়ু-প্রধান বা পিত্ত-প্রধান অথবা বায়ু-পিত্ত-প্রধান সন্তান লাভ-ই প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি-দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শুক্র-শোণিত যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে, সন্তান-ও সেই-রূপ ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং, শুক্র-শোণিতের শ্লেষ্মা-ভাগকে বিদূরিত করিয়া, তাহাকে বায়ু-পিত্ত-প্রধান

করিয়া লওয়া, প্রত্যেক সু-সন্তনাকাঙ্ক্ষীর অবশ্য-কর্ত্তব্য।

যখন সহজে. বুঝা যাইতেছে যে, শ্লেষ্ম-প্রধান (তমোভাবাপন্ন) শুক্র-শোণিতে জাত-সন্তান, অল্পায়ু, ক্ষুদ্র-চেতা, নিষ্ঠুর, লম্পট, পাপ-কর্ম্ম-শালী ও আসুর-প্রকৃতি হয়, তখন সৎ-পুত্র-কামী কোন্ পিতা-মাতা নিজ শরীরকে শ্লেষ্ম-প্রধান রাখিয়া, গর্ভাধানে প্রবৃত্ত হইবেন? তা-ই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

যথোক্তেন বিধিনোপসংস্কৃতশরীরয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ মিশ্রীভাবমাপন্নয়োঃ শুক্রশোণিতেন সহ সংযোগং
সমেত্যাব্যাপন্নেন
যোনাবনুপহতায়াম প্রদুষ্টে গর্ভাশয়ে গর্ভমভিনির্ব-
র্ত্তয়ত্যেকান্তেন ॥

অর্থাৎ যথোক্ত বিধানানুসারে সংস্কৃত-শরীর, কৃত-মৈথুন স্ত্রী-পুরুষের বিশুদ্ধ শুক্র, বিশুদ্ধ শোণিতের সহিত সংযুক্ত হইয়া, অদুষ্ট যোনি-পথে, অদুষ্ট গর্ভাশয়ে উপস্থিত হইয়া, বিশুদ্ধ গর্ভ (গর্ভস্থ প্রাণী) উৎ-পাদন করে।

শুক্র-শোণিত-বিশুদ্ধির বহু-বিধ উপায় থাকি-

লে-ও, সে-গুলি সহজ-সাধ্য নহে, এই বিবেচনায় স্মৃতি-শাস্ত্র-কার-গণ কর্ত্তৃক এক-মাত্র উপবাস-ই বিহিত হইয়াছে। উপবাস দ্বারা শরীর শুষ্ক করিলে, শুক্র-শোণিতের শ্লেষ্ম-প্রধান দোষ নিরাকৃত হইয়া, পিত্ত-প্রধান (সত্ত্ব-ভাবাপন্ন) হইয়া থাকে। তাদৃশ শুক্র-শোণিতোৎপন্ন সন্তানকে অবশ্য-ই দীর্ঘ-জীবী, বুদ্ধিমান্ ও দেব-দ্বিজে ভক্তি-শালী হইতে হইবে, এই বিবেচনায় গর্ভাধান-সংস্কারে উপবাস-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর এক কথা; গর্ভাধান-সংস্কারে সূর্য্যাদি দেব-পূজার ব্যবস্থা আছে। একাগ্রতা বা তন্ময়ত্ব না হইলে, দেব-পূজায় বিশেষ কোন ফল হয় না। উপবাস করিলে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমুদয়, অন্যান্য বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া, এক-মাত্র আরব্ধ বিষয়ে-ই সংযত থাকে। সুতরাং, দেব-পূজায় একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য-ও উপবাস আবশ্যক। ভাবপ্রকাশে, গর্ভাবতার-ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে :—

আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
দম্পতী সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্ত্রোঽপি তাদৃশঃ॥

স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ আহার, আচার ও চেষ্টার সহিত সঙ্গত হয়, তাহাদের পুত্র-ও সেই-রূপ আহার, আচার ও চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।*

---

* গর্ভাধানে যে-রূপ সদাচারের আবশ্যক, সেই-রূপ সদাহারের-ও (অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহারের) প্রয়োজন। এ-জন্য, পায়স-ভোজন আবশ্যক। পায়সের গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া, ভাব-প্রকাশে লিখিত হইয়াছে :—

পায়সং পরমান্নং স্যাৎ ক্ষীরিকাপি তদুচ্যতে।
শুদ্ধেঽর্দ্ধপাকে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ॥
তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা।
ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্ত-রক্তপিত্তাগ্নি-মারুতান্॥

পায়সকে পরমান্ন ও ক্ষীরিকা বলা যায়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ, অর্দ্ধপক্ব করত, তাহাতে ঘৃত-প্রক্ষিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া, পাক করিবে। পরে, তণ্ডুল উত্তম-রূপে সিদ্ধ হইলে, উহাতে ঘৃত ও চিনি সংযোগ করিয়া, নামাইলে, যে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইবে, তাহাকে ক্ষীরিকা কহে। ক্ষীরিকা,—দুষ্পাচ্য, শরীরের উপচয়-কারক, বল-বর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত, অগ্নি ও বায়ু-নাশক।

সদাচারী পুত্র লাভ করিতে হইলে, গর্ভাধান-কালে সদাচারী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমরা, অনেক সময় অনাচারী ও অশুচি থাকি। কিন্তু, দেব-পূজার সময়, মন সংযত, আত্মা শুদ্ধ ও দেহ সদাচারী করিয়া থাকি। সুতরাং, দেব-পূজা, আমাদিগকে শুচি ও সদাচারী করিবার উপায়-বিশেষ বলিয়া, তাহা বিহিত হইয়াছে।

সুশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে :—

গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃপ্রবৃত্তিঃ স্ত্রীপুংসয়োর্যাদৃশ-
ভাবমেতি।
তাদৃঙ্‌মনোভাবযুতশ্চ পুত্রো জায়েত তস্মাৎ সুকৃতং
স্মরেতাং॥

অর্থাৎ গর্ভ-কালে স্ত্রী-পুরুষের মনোবৃত্তি যেরূপ

উপবাস দ্বারা শরীরের যে অংশ ক্ষয় হয়, তাহার উপচয়, পায়স-ভোজনের অপর উদ্দেশ্য। এবং উপবাস দ্বারা বায়ু ও পিত্তের সমধিক প্রকোপ জন্মে। পায়স ভোজন দ্বারা ঐ বায়ু-পিত্তের উগ্রতা নিবারণ করিয়া, উহাকে স্বভাবে আনয়ন করা-ও পায়স-ভোজনের অন্যতর কারণ হইতে পারে।

ভাবাপন্ন থাকে, সন্তান-ও সেই-রূপ মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সেই-হেতু, তৎ-কালে দম্পতীর পুণ্য-স্মরণ করা উচিত। সুশ্রুত পুণ্য-স্মরণ করিতে লিখিলেন, কিন্তু তদীয় টীকা-কার ডল্বণমিশ্র লিখিয়াছেন,—'সুকৃতং লক্ষণয়া পুণ্যবন্তং, অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে স্মরণ করিবে।' উদ্দেশ্য বা পরিণাম এক-ই। উভয়তঃ-ই পুণ্যবান্ বা সৎ-কর্ম্ম-শীল সন্তান উৎপাদন-ই উদ্দেশ্য।

অ-কামা স্ত্রী-গমন মহা-পাপ, ইহা-ই স্মৃতি-শাস্ত্রের অভিমত। আহ্নিকাচার-তত্ত্বে লিখিত আছে :—

ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যা-মনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি।
তুল্যমাহুস্তয়ো-র্দোষমযোনৌ যশ্চ গচ্ছতি।

ইতি বৌধায়নীয়-মনৃতৌ দোষাভিধানমকামাবিষয়ং। (অর্থাৎ ঋতু-কালে ভার্য্যাতে অনভিগমন ও অকামা স্ত্রী-গমন সমান-পাপ-জনক।

ভাব-প্রকাশে, গর্ভাধানে অনুপযুক্ত স্ত্রী-কথন-প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে :—

রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষাদ্ যোনি-রোগিণী।
বয়োঽধিকা চ নিষ্কামা মলিনা গর্ভিণী তথা।
এতাসাং সঙ্গমাদ্ গর্ভ-বৈগুণ্যানি ভবন্তি হি।

গর্ভাবতরণক্রমাধ্যায়।

(রজস্বলা, রুগ্না, বিশেষতঃ যোনি-রোগাক্রান্তা, বয়োজ্যেষ্ঠা, কামোদ্রেক-বিহীনা, মলিন-দেহ-বিশিষ্টা এবং গর্ভবতী স্ত্রী-রমণে গর্ভ-দোষ হইয়া থাকে।

চরক-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

মন্দাল্পবীজাববলাবহর্ষৌ ক্লীবৌ চ হেতূ বিকৃতিদ্বয়স্য।
মাতুর্ব্যবায়প্রতিঘেন বক্রী স্যাদ্বীজদৌর্ব্বল্যতয়া পিতুশ্চ॥

শারীরস্থান, ২য় অধ্যায়।

(অর্থাৎ যদি পিতা-মাতা মন্দ-বীজ, বা অল্প-বীজ-বিশিষ্ট, দুর্ব্বল বা অ-হর্ষ (মৈথুনে যাহাদের হর্ষ নাই) হয়, তবে তাহাদের পুত্র নর-ষণ্ড ও কন্যা নারী-ষণ্ড হয়। মাতার মৈথুনে অনিচ্ছায় অথবা পিতার বীর্য্যের দৌর্ব্বল্য বশতঃ, বক্রী (বিকলাঙ্গ) সন্তান জন্মিয়া থাকে।

দু-নৌকায় পা দিলে, আরোহীর দুর্দ্দশা অবশ্য-ম্ভাবী। তবে যদি উভয় নৌকার মাঝি এক-যোগে, এক-মনে ও সম-বেগে স্ব স্ব নৌকা চালনা করে, তাহা হইলে, তাহার কোন বিপদ না হইবার কথা। সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়ের প্রকৃতির মধ্য-বর্ত্তী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। যদি উহাদিগের প্রকৃতি, মানসিক ভাব ও শারীরিক অবস্থা, এক-বিধ না হইয়া, বিভিন্ন-প্রকার হয়, তাহা হইলে, সন্তানের অবস্থা, উক্ত-প্রকার আরোহীর ন্যায় হয় না-কি? গাধা ও ঘোড়ার সঙ্গমে খচ্চর উৎপন্ন হয়। যখন বিভিন্নাকৃতি উভয় জন্তুর সঙ্গমে, এক-প্রকার নূতনা-কৃতি জন্তু জন্মে, তখন বিভিন্ন-প্রকৃতি মানব-মানবীর সঙ্গমে, এক নূতন-প্রকৃতি মানবের উৎপত্তি অবশ্য অ-সম্ভব নয় *।"

ফলতঃ, স্ত্রীর গর্ভ-গ্রহণ-যোগ্যতা এবং তদুপ-যোগী লক্ষণাদি বিবেচনা-পূর্ব্বক, গর্ভাধানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। *"নিতান্ত বালিকাতে গর্ভাধান করা*

* "জন্মভূমি"।

বৈধ নহে। "কুমারীং নাভিরমেৎ" ইহা-ই শাস্ত্রের বিধি। কুমারী-গমনে মহা-পাপ-গ্রস্ত হইতে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ-কাল, বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা-প্রাপ্ত যুবকেরা, এ-কথা গ্রাহ্য করেন না; তজ্জন্য, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে, হিন্দু-সন্তানদিগের শারীরিক ও মানসিক অধঃ-পতন সাধিত হইতেছে। কুমারী-কালে পুরুষ-সংসর্গ ঘটিলে, স্ত্রী-দেহে বিষম অনিষ্ট-পাতের সূত্র-পাত হয়, এবং পুরুষকে-ও অতি-পাতক এবং নানা-বিধ রোগ-গ্রস্ত হইতে হয়।

"যে সকল কুমারীকে পুরুষ-সংসর্গে বাধ্য হইতে হয়, তাহাদের মানসিক উদ্বেগের সীমা থাকে না। হৃদয় ভয়ে দুর্ দুর্ করিতে থাকে। তথা-বিধ উদ্বেগ-গ্রস্তা কুমারীর, শারীরিক ও মানসিক শক্তি, কোন-কালে-ই সম্যক্ স্ফূর্ত্তি-লাভ করিতে পারে না; এবং শরীর-ও রোগ-প্রবণ হইয়া উঠে। রজো-দর্শনের পর, রজঃ-কৃচ্ছ্রতা, রক্ত বা শ্বেত-প্রদর, অতি কষ্ট-কর বাধক-বেদনা, এবং অপত্য-স্তম্ভন প্রভৃতি গুরুতর রোগ-সমূহ শরীরে আশ্রয় করে।"

পুরুষ-সংসর্গ-ভয়ে কুমারী-গণকে কিরূপ উদ্বেগ-গ্রস্তা থাকিতে হয়, তাহা মহাকবি সর্ব্বার্থ-দর্শী ভগবান্ ব্যাসদেব একটি শ্লোকে-ই বুঝাইয়াছেন

জয়দ্রথবধে রাজন্! দুর্য্যোধনযুধিষ্ঠিরৌ।
সবিতারং নিরীক্ষেত প্রৌঢ়-বাল-বধূরিব॥

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পুত্র-হন্তা জয়দ্রথকে বধ করিব। যদি না পারি, তাহা হইলে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক, পুত্র-শোকানল নির্ব্বাণ করিব। প্রতিজ্ঞার কথা রাষ্ট্র হইলে, কুরু ও পাণ্ডব-পক্ষ মহান্ উদ্বেগ-গ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের সীমা রহিল না। এ-দিকে, সূর্য্য অস্ত-গমনোন্মুখ, দুর্য্যোধনের মন ক্রমশঃ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, যুধিষ্ঠিরের মন আকুল হইয়া পড়িল। উভয়ে-ই প্রৌঢ়া ও বালা বধূর ন্যায় উৎফুল্ল ও ব্যাকুল-নেত্রে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, রজনী-সমাগম-কালে, পুরুষ-সংসর্গ-বিভীবিকা-গ্রস্তা কুমারী, যেরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তাহা

স্মরণ করিয়া-ও, এই মহা পাপ-কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত হওয়া উচিত।” *

গর্ভাধান-সম্বন্ধে চিকিৎসক-কুল-তিলক সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

ঊনষোড়শবর্ষায়াং অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভঃ কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের অপেক্ষা অল্প-বয়স্ক পুরুষ, যদি ষোড়শ বৎসরের ন্যূন-বয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করে, তবে সেই গর্ভ মাতৃ-উদরে-ই বিপন্ন হয়; অথবা যদি ভূমিষ্ঠ হয়, তবে দীর্ঘ-জীবী হয় না; অথবা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সন্তান হয়। অতএব, অতি-বালা স্ত্রীতে গর্ভাধান করা, কোন-মতে-ই কর্ত্তব্য নহে।

বাগ্‌ভট বলিয়াছেন :—

পূর্ণষোড়শবর্ষা তু পূর্ণত্রিংশেন সঙ্গতা।
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততো ন্যূনা দ্বয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥

---

* চিকিৎসা-সম্মিলনী।

অর্থাৎ স্বামী পূর্ণ ত্রিশ বৎসর বয়সে, পূর্ণ ষোল বৎসরের স্ত্রীতে গর্ভাধান করিলে, বীর্য্যবান্ সন্তান জন্মে। কিন্তু, যদি স্ত্রী বা স্বামীর বয়স যথাক্রমে ত্রিশ কিংবা ষোল বৎসরের কম হয়, তবে উহাদের সহবাসে, হয় গর্ভ হইবে না, নতুবা সেই গর্ভে রোগ-গ্রস্ত, অল্পায়ু, ও কদাকার সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিবে।

মেধাতিথি বলিয়াছেন ঃ—

সংবৎসরস্যান্তরাপতিতে ঋতৌ গমনং নাস্তি।
এবং অস্মাৎ কালাদূর্দ্ধং অসতি ঋতৌ গমনং নাস্তি।
ত্রিরাত্রাদীনান্তু বিকল্পঃ অত্যন্তরাগপীড়িতয়ো-
র্গমনং, ধৈর্য্যবতোস্তু ব্রহ্মচর্য্যং।

ইহার ভাবার্থ এই যে, আদ্য-ঋতু হইতে এক বৎসরের মধ্যে, যে কয়েক-বার ঋতু-কাল পড়িবে, তাহাতে স্ত্রী-সহবাস করিবে না। এক বৎসর অতীত হইলে-ও, ঋতু-কাল ভিন্ন, অপর সময়ে স্ত্রী-সঙ্গ করিবে না। ত্রি-রাত্র, দ্বাদশ-রাত্র এবং বৎসরাবধি এরূপ বিকল্প করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি স্বামী ও স্ত্রী অত্যধিক কামাতুরা হন, তবে তাঁহারা তিন রাত্রির

পর সম্মিলিত হইবেন; যাঁহারা শান্ত-চিত্ত, তাঁহারা আত্ম-সংযম করিবেন।

গর্ভাধান-সম্বন্ধে শাস্ত্রে আর-ও বিস্তর যুক্তি-পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। সে-গুলির প্রতি বিশেষ-রূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্ত্রী পূর্ণ-যৌবনা হইলে, ঋতু-কালে যে সকল বিধি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, সে-গুলি নিম্নে লিখিত হইল।

"—স্বদারেষু্ ঋতুমৎসু বুধঃ ব্রজেৎ।

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি, স্বীয় স্ত্রীতে ঋতু-কালে সংসর্গ করিবে।

ষোড়শর্ত্তুর্নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।

(মাসিক-রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ-ধারণের যোগ্য কাল। ইহার মধ্যে যুগ্ম অর্থাৎ যোড়া রাত্রিতে স্ত্রী-গমন করিবার ব্যবস্থা। মনু বলিয়াছেন:—

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
তাসাং আদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ॥

নিন্দ্যাস্বষ্টসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

স্ত্রী-লোকদিগের ঋতু-কাল ষোল দিন পর্য্যন্ত। এই ষোল দিনের মধ্যে প্রথম চারি দিন, এগার দিনের দিন ও তের দিনের দিন নিন্দনীয় (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য), অবশিষ্ট দশ দিন প্রশস্ত। এই দশ দিনের মধ্যে আবার পর্ব্ব-দিন, যথা—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং সংক্রান্তির দিন, সহবাস ত্যাগ করিবে। আবার, এই দশ দিনের মধ্যে-ও, যে কোন আট দিন ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট দুই দিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে।

বিষ্ণু বলিয়াছেন ঃ—

ন অষ্টমী-চতুর্দ্দশী-পঞ্চদশীষু স্ত্রিয়ং উপেয়াৎ।
অর্থাৎ এই কয়টি পর্ব্ব-দিনে সহবাস করিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ঃ—

ষোড়শর্ত্তুর্নিশা স্ত্রীণাং তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণি আদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।

সুস্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্॥

ঋতু-কাল ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত। এই কয়-দিনের মধ্যে, কেবল যোড়া দিনে স্ত্রী-সঙ্গ করিবে। ব্রহ্ম-চারীর ন্যায় আত্ম-সংযম শিক্ষা করিতে হইলে, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন ও পর্ব্ব দিন ত্যাগ করিবে। মঘা আর মূলায় সহবাস করিবে না। চন্দ্র ও নক্ষত্র শুদ্ধ হইলে, এক-দিন-মাত্র স্ত্রী-সহবাস করিবে। এই নিয়ম পালন করিলে, সু-লক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র জন্মে।

বৃহৎপরাশরে লিখিত আছে :—

ন শ্রাদ্ধদিবসে চৈব নোপবাসদিনে তথা।
নাশুচির্মলিনো বাপি নচৈব মলিনাং তথা॥

ন ক্রুদ্ধাং ন চ ক্রুদ্ধঃ সন্ ন রোগী ন চ রোগিণীং।

(স্ত্রী-সহবাসে নিষিদ্ধ দিন,—অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-দিনে, উপবাস-দিনে, অশুচি অবস্থায়, মলিন অবস্থায়, এবং রাগের সময়, রোগের সময় বা স্ত্রী ক্রোধান্বিতা অথবা পীড়িতা হইলে, স্ত্রী-সঙ্গ অবিধি।)

ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশীং।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মম প্রিয়াঃ॥

ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী ও রবি-সংক্রান্তি, এই সকল তিথি প্রভৃতিতে গর্ভাধান নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন, কয়েকটি নক্ষত্র ও বারের-ও নিষেধ-বিধি আছে।

চতুর্থীপ্রভৃত্যুত্তরোত্তরা প্রজানিশ্রেয়সার্থং।

রজোদর্শনের চতুর্থ দিন হইতে, যত পর-দিনে গর্ভাধান হইবে, সন্তান তত-ই সু-লক্ষণ-সম্পন্ন হইবে।

রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা।

পুষ্পবতী স্ত্রী, স্রাব-রহিত হইলে, স্নান করিয়া, গর্ভ-ধারণ-যোগ্যা হয়। অর্থাৎ রজঃ-স্রাব নিবৃত্ত না হইলে, স্নান এবং স্বামি-সহবাস করা বিহিত হয়।

উল্লিখিত বিধি-উল্লঙ্ঘন জন্য, এক্ষণে অপকৃষ্ট এবং স্বল্পায়ু সন্তানের সংখ্যা বড়-ই বাড়িতেছে। য়িহুদী জাতির মধ্যে, তাহাদিগের শাস্ত্রাদেশ যে, নবম দিনের পর স্ত্রী-সংসর্গ করিতে হয়; ইহা অতি সু-পালিত হওয়াতে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, উহাদের সন্তানেরা সবল ও পুষ্ট-দেহ এবং আয়ুষ্মান্ দেখা যায়।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে।

যতদিন পুত্র-জন্ম না হয়, তাবৎ কাল-ই, ঋতু-কালে স্ত্রী-গমনের কর্ত্তব্যতা বুঝিবে। তাহার পরে, যদি-ও স্ত্রীর কামনা-তুষ্টির জন্য, স্বামী অপর সময়ে-ও সহবাস করিতে পারেন; কিন্তু স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক স্ত্রী-সহবাস অ-প্রশস্ত।

আর্য্য-শাস্ত্র, গৃহস্থের উৎকৃষ্ট সন্তান-জনন-পক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া-ও, কাহার-ও সন্তান-সংখ্যা অধিক হউক, এরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন না।

যস্মিন্ ঋণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥

যাহার জন্ম হইলে (পিতৃ) ঋণের শোধ হয় এবং আনন্ত্য-প্রাপ্তি (বংশ রক্ষা) হয়, সেই (জ্যেষ্ঠ) পুত্র-ই ধর্ম্ম-জ পুত্র, অপর সকলে কাম-জ পুত্র।

শাস্ত্র-কারদিগের মত, মূলতঃ এইরূপ হইলে-ও, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, মানুষের যত-গুলি সন্তান হয়, প্রায় তাহার অর্দ্ধেক-ই শৈশবে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্য, মহাভারতের সময়ে-ই উক্ত হইয়াছে:—

একপুত্রোহপুত্রো মে মতঃ কৌরবনন্দন।

ইহাতে-ই একাধিক পুত্র-জননের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বহু-পুত্র-জনন-সম্বন্ধীয় যে অপর ব্যবস্থা, পুরাণাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বহু-পুত্র-প্রজননের প্রশংসার জন্য নহে, অন্যান্য বিষয়ের অর্থবাদ-মাত্র।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

এ-স্থলে, স্পষ্ট-ই দেখা যায় যে, ৺ গয়াধামের মাহাত্ম্য খ্যাপন করা-ই বচনটির উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যথা-যোগ্য ঋতুর লক্ষণ বুঝিয়া, গর্ভাধানের ব্যবস্থা সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষিত হইলে, এবং প্রাজাপত্যাদি বৈদিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, পিতৃ-মাতৃ-শরীরের ও মনের ভাব এরূপ পরিশুদ্ধ হয় যে, অন্যান্য দোষ জন্য সন্তানের অকাল-মৃত্যু খুব-ই কম হয়। সুতরাং, বংশ-রক্ষার নিমিত্ত সমধিক-সন্তান-জননের প্রয়োজন হয় না।

রজো-গুণাবলম্বী ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে বলিয়াছেন যে, লোকের ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি হইলে,

তাহারা আর বিবাহ করিতে চাহে না; কারণ, বিবাহ হইলে-ই, বংশ-বৃদ্ধি হইয়া গৃহ-স্বামীর ব্যয়-বাহুল্য হয়, এবং তিনি অনেক ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। এই-জন্য, বিলাসিতা-বৃদ্ধিতে সমাজের লোক-সংখ্যার অতি বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখে। কিন্তু, আর্য্য-শাস্ত্র, লোক-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশে, বিলাসিতা-বৃদ্ধি-রূপ অতি অনিষ্ট-কর উপায় অবলম্বন করেন নাই:—বিবাহ দ্বারা বংশ-রক্ষার উপায় বিধান করিয়া, অযথা-রূপে বংশ-বৃদ্ধির নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্ব-স্থলে-ই আর্য্য-শাস্ত্রের দৃষ্টি যেমন সু-দূরা-গত, তদনুষ্ঠিত প্রণালী-ও তেমনি অতীব পরিশুদ্ধ।" *

গর্ভাধান-সংস্কার, প্রত্যেক গর্ভ-গ্রহণ-কালে করিতে হয় না; কেবল প্রথম গর্ভ-গ্রহণে-ই কর্ত্তব্য।

এই সম্বন্ধে গৃহ্যাসংগ্রহ-কার গোভিল-পুত্র, হোম-প্রকরণে লিখিয়াছেন:—

* "আচার-প্রবন্ধ."

যথা সীমন্তিনী নারী পূর্ব্বগর্ভেণ সংস্কৃতা ।
এবমাজ্যস্য সংস্কারঃ সংস্কারবিধিচোদিতঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হোম-কার্য্যে, মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক আজ্য (ঘৃত) ও আজ্য-পাত্রের সংস্কার করিবার বিধি আছে। কিন্তু হোম শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি পাত্র-স্থ ঘৃত নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রে পুনর্ব্বার অপর ঘৃত ঢালিয়া লইবে, তাহার আর সংস্কার করিতে হইবে না। যেমন স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভ সংস্কৃত হইলে, তাহাতে যত গর্ভ উৎপন্ন হইবে, সমস্ত-ই গর্ভ-গুণে সংস্কৃত হয়, সেইরূপ প্রথম-বারে সংস্কৃত আজ্য-পাত্রে যত-বার আজ্য স্থাপন করিবে, সে সমস্ত আজ্য-ই পাত্র-গুণে সংস্কৃত হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট।

নিমন্ত্রণ।

নিত্যং সর্ব্বরসাস্বাদ্যং স্বস্বাধিক্যমৃতাবৃতৌ।
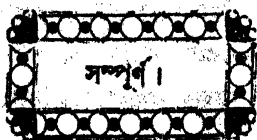
বিভিন্ন ঋতুতে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে।

ভিন্ন ভিন্ন রসাস্বাদ করিবে আহারে॥

এখন নিমন্ত্রণাদিতে, ছাপার পত্রের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিবাহাদিতে যে পত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার শিরোদেশে "ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ" এই পাঠ লিখিত হয়। কেহ কেহ আবার এই পাঠের নিম্নে, একটি প্রজা-পতির ছবি দিয়া-ও থাকেন; কিন্তু প্রজাপতি-স্বরূপ পতঙ্গ যে, বিবাহ-কার্য্যে কেন আসন লাভ করিল,

তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহ-কার্য্যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা-ই ত এক-মাত্র দেবতা। ব্রহ্মার কার্য্য প্রজা-প্রজনন। বিবাহের উদ্দেশ্য, পুত্রোৎপাদন করিয়া, পিতৃ-ঋণ পরিশোধ এবং জীব-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সুতরাং, প্রজাপতির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মার মূর্ত্তি স্থাপিত করা-ই, যুক্তি ও শাস্ত্র-সঙ্গত ব্যবস্থা।

বিবাহের পত্র-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে, আর একটি প্রথা-ও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে, ভোজনাদি ব্যাপার যার-পর-নাই নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলে-ই অবগত আছেন। দেশ-মধ্যে "পাক-প্রণালী" নামক পুস্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়াতে, কত-প্রকার যে, রসনা-তৃপ্তি-কর উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। অনেক স্থলে, পাকা-দেখার আহারে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ্যে অনেকে-ই আবার ঐ সকল খাদ্যাদির নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন। এ-জন্য-ভোজনের সময়, প্রত্যেক ভোক্তাকে এক-এক-খানি মুদ্রাঙ্কিত

(মেনু) খাদ্য-দ্রব্যের নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অন্ন-প্রাশন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যোপলক্ষে, যে সকল পত্র লিখিত হইয়া থাকে, ঐ সকল পত্রের পাঠে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদি এবং সম্পর্কের প্রায় কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না। এ-জন্য, বিবাহাদি শুভ-কার্য্যে "সবিনয় নিবেদন," "যথা-বিহিত সম্মান-পুরঃ-সর নিবেদনমেতৎ," "বহুবিধ সম্মান-সহ নিবেদন," "সবিনয় নিবেদন," ইত্যাদি পাঠ লিখিত হইয়া থাকে। আবার নাম স্বাক্ষরের উপর "বিনীত" "বিনয়াবনত" প্রভৃতি শিষ্টাচার-সঙ্গত পাঠের উল্লেখ দেখা যায়। পত্রে যত সংক্ষেপে ভাবার্থ প্রকাশ হয়, তাহা-ই উত্তম। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত, নিম্নে কয়েক-খানি পত্রের আদর্শ লিখিত হইল।

ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

সবিনয় নিবেদনমেতৎ—

আগামী ২৫শে ফাল্গুন রবিবার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্——বাবাজীবনের শুভ-পরিণয়-কার্য্য ——নিবাসী শ্রীযুক্ত ——মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ——দেবীর সহিত সম্পন্ন হইবে। এবং তদুপলক্ষে ২৯শে ফাল্গুন পাকস্পর্শ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। অতএব, মহাশয় উক্ত দিবস-দ্বয় মদীয় ১৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে স-বান্ধবে উপস্থিত হইয়া, শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া, অনুগৃহীত করিবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—

বিবাহ—২৫শে ফাল্গুন, রবিবার।

বরানুগমন, সময়—বেলা ৪ চারি ঘটিকা।

২৫শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—পাকস্পর্শ উপলক্ষে সান্ধ্য-জল-পান।

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা
২২শে ফাল্গুন, ১৩১৪ সাল।

বিনয়াবনত,
শ্রী—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

জয়তি।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আগামী ১৬ই বৈশাখ সোমবার আমার পরম পূজ্য-পাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺—মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্—বাবাজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্—ভাইজীবনের সহিত—নিবাসী (অধুনা ৪৭নং—ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু—মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী—দাসীর শুভ পরিণয় হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয় সবান্ধবে মদীয় ৮নং—ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শুভাগমন করত শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তাং ৮ই বৈশাখ, সন ১৩১৫ সাল।

১৪ই বৈশাখ শনিবার—অব্যূঢ়ান্ন।
১৬ই বৈশাখ সোমবার বিবাহ।
(রাত্রি ৭টার সময়—বরানুগমন)।

বিনয়াবনত

শ্রী—বসু দাসস্য।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার নিয়মানুসারে উপঢৌকনাদি লইতে অক্ষম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

বহু-বিধ-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ২৪শে ফাল্গুন বুধবার আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ ———ঘোষ বাবাজীউর——নিবাসী স্বর্গীয় ———বসু মহাশয়ের পঞ্চমী কন্যার সহিত শুভ-বিবাহ ও তদুপলক্ষে ২১শে ফাল্গুন রবিবার অব্যূঢ়ান্ন ও ২২শে ফাল্গুন সোমবার নাচ হইবেক। মহাশয়, উক্ত দিবস-ত্রয় স-বান্ধবে মদীয় ভবনে, অনু-গ্রহ-পূর্ব্বক, শুভাগমন করিয়া, শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন।

বিনয়াবনত

শ্রী——ঘোষ দাসস্য।

৭৫ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১২ ফাল্গুন ১৩১১।

২১শে ফাল্গুন রবিবার অব্যূঢ়ান্ন উপলক্ষে জল-পান।
২২শে ,, সোমবার রাত্রি ৯ টার সময় নাচ।
২৪শে ,, বুধবার সন্ধ্যা ৮ টার সময় বরানুগমন।

☞ অব্যূঢ়ান্নের লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ, তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

প্রজাপতয়ে নমঃ।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার— জেলার অন্তর্গত——নিবাসী শ্রীযুক্ত ——— বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্——মুখোপাধ্যায় বাবাজীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী——দেবীর শুভ বিবাহ হইবে। মহাশয়েরা স-বান্ধবে নরেন্দ্রপুর-স্থ ভবনে আগমন করিয়া, শুভ-কার্য্য সম্পাদন করাইবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ইতি। ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ সাল।

নরেন্দ্রপুর,
জেলা হাওড়া,

বিনীত
শ্রী—মুখোপাধ্যায়।

ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

নিমন্ত্রণপত্রং।

সৌরে ঘস্রে শ্রুতিশশিমিতে মেষরাশিস্থসূর্য্যে
কন্যায়া মে শুভপরিণয়ো ধাতৃনির্ব্বন্ধতঃ স্যাৎ।
সদ্ভির্বিপ্রৈশ্চরণরজসা পূর্য্যতাং প্রার্থনেয়ং
সাধোস্ত্বামিব বিতরিতুং সম্পদং প্রেৎসুকস্য॥

থাকিলে গচ্ছিত ধন, সুজনের আকিঞ্চন,
হয় সদা তাহা শুধিবারে।
সেই-মত আকিঞ্চন, করিছে চপল মন,
সমর্পিতে মম দুহিতারে॥
অতএব রবিবারে, আসিয়া মদীয়াগারে,
বৈশাখের চতুর্দ্দশ দিনে।
শুভ-কার্য্য সম্পাদন, করা'বেন বন্ধু-গণ,
কৃপা বিতরিয়া এ অধীনে॥

মহেশপুর, জিলা যশোহর,
শকাব্দ—১৮১৯
৫ই বৈশাখ।

নিবেদয়তীতি
শ্রী—দেবশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ৩০শে বৈশাখ সোমবার শ্রীযুক্ত—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্—বাবাজীউর শুভ-বিবাহ হইবে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক, সবান্ধবে নিম্ন-লিখিত দিবস-দ্বয় ২৪ নং—লেনস্থ মদীয় ভবনে আগমন করিয়া, শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করাইলে বাধিত হইব। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩১৪।

বিনীত

শ্রী—মুখোপাধ্যায়।

৩০শে বৈশাখ, সোমবার—৬||০ ঘটিকায় বরানুগমন।
৫ঠা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—পাকস্পর্শ উপলক্ষে সায়াহ্নে ভোজন।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আগামী ৩০শে বৈশাখ সোমবার ১৭ নং— রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু—দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী—দাসীর সহিত আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্— বসু বাবাজীউর শুভ-পরিণয় হইবেক; অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে ১৮ নং শ্যামবাজার,——লেনস্থ ভবনে শুভাগমন-পূর্ব্বক, বরানুগমন করিয়া বাধিত করিবেন। পত্র-দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি—

কলিকাতা; বিনীত

২৩শে বৈশাখ, ১৩১৪। শ্রী——বসু।

সোমবার অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় বরানুগমন।

গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্ব *।

হরিদ্রা (তৈল-হরিদ্রা, কাঁসার কিংবা রূপার বাটী-সহ), সাবান, গন্ধ-তৈল, গন্ধ-দ্রব্য, তরল আল্তা, পাউডার, রেসমী ফিতা, জরির ফিতা, সিঁতে-কাটা ছোট চিরুণী, বড় কাঁকুই, বড় আয়না, বডি, সেমিজ, দেশী শাটী, রেশমী শাটী, টুয়ালে, রঙ্গীন গামছা, খেল্না-পুতুল ইত্যাদি এক দফা, সুরুচি-পূর্ণ পুস্তক এক দফা, বাক্স ১, চৌকি, আসন, মাদুর, একপ্রস্ত পিতল কাঁসার বাসন, মৎস্য, দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, ময়দা, ঘৃত, আলু প্রভৃতি সময়োপযোগী তরকারি এক দফা, তৈল, রন্ধন ও পাণের মসলা ১ দফা, পাণ ইত্যাদি।

---

* অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা-ই প্রশস্ত। অবস্থা ভাল হইলে, এই সঙ্গে পাঁচটি এয়োর ব্যবহার্য্য বস্ত্র, সিঁদুর-চুবড়ী (স-সাজ) প্রভৃতি দিলে ভাল হয়।

ফুল-শয্যার তত্ত্ব।

বিবাহের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে, এখন অনেক প্রকার নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য-রূপ তত্ত্বে, কুটুম্বদিগের মধ্যে পরস্পর আমোদ-আহ্লাদ করিতে দেখা যাইত, এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। তত্ত্বের ত্রুটি হইলে, নব-বধূকে অশেষ-প্রকার গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়, বৈবাহিক ও বৈবাহিকীদিগের মধ্যে, ইতর-জনোচিত ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে গৌরী-দানের ব্যবস্থা ছিল, অতি-শৈশবা-বস্থায় বিবাহ-নিবন্ধন, বালিকা-বধূরা বিবাহের পর, প্রায়-ই পিতৃ-গৃহে অবস্থিতি করিত। :পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বামি-গৃহে যাইত। সেই সময় কন্যার অভি-ভাবক-গণ, তাহার গৃহ-ব্যবহারোপযোগী গৃহ-স্থালীর দ্রব্যাদি কন্যার সহিত প্রদান করিতেন। কিন্তু, আজ-কাল অধিক বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা হওয়াতে, এক্ষণে 'ধূলা-পায়ে-লগ্নের' নিয়ম হইয়াছে। সুতরাং, এখন

অনেক স্থলে ফুল-শয্যার তত্ত্বের সহিত "কন্যার ঘর-কন্নার" তত্ত্ব-ও প্রেরিত হইয়া থাকে। যে কোন-প্রকার তত্ত্ব স্ব-স্ব অবস্থানুসারে হওয়া-ই বিধি-সঙ্গত।

ফুল-শয্যার তত্ত্ব, গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্বের পাল্টা বলিলে-ও চলে; কারণ, গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্ব যেরূপ আয়োজন-সহকারে আসিয়া থাকে, এই তত্ত্বে-ও সেই-রূপ পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রেরণ না করিলে, নিন্দা হইবার কথা। সুতরাং, ফুল-শয্যার তত্ত্বের সর্ব্ববাদি-সম্মত নিয়ম অবধারণ করা কঠিন। তবে মোটা-মুটি একটি ফর্দ্দ প্রদর্শিত হইতেছে।

বাটি-সহ (রূপা কিংবা কাঁসার) শ্বেত-চন্দন, বর ও বধূর নব-বস্ত্র (বরের উড়ানী-সহ), নীৎবরের ধুতি চাদর, ফুলের মালা ও পুষ্প, গন্ধ-দ্রব্য, প্রণামী বস্ত্র-সমূহ, ময়দা, ঘৃত, তৈল, সময়োপযোগী তরকারি, রন্ধন-মসলা, পাণের মসলা, পাণ ও সুপারি, চিঁড়ে, মুড়কি, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, সন্দেশের খেল্‌না আদি, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি, সময়োপযোগী ফল-সমূহ, পিতল-কাঁসার বাসন এক দফা, শয্যা এক দফা।

সামবেদীয় বিবাহের ফর্দ্দ।

ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়াদি-পূজা।—সিন্দূর, তিল, যব, শ্বেত-সর্ষপ, হরীতকী, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্গুল, বটের ডাল ১টা, ঘট ১টা, পল্লব ১ দফা, ফল ১ দফা, তৈল, হরিদ্রা, তাম্বূল, সুপারি, কদলী, শ্রী৺ষষ্ঠীর শাটী ১খানা, ৺মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১ জোড়া, আসনাঙ্গুরীয়ক ২ প্রস্ত, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ২টা, দধি, মধু, গব্য-ঘৃত, চিনি, পুষ্প, চন্দন, দূর্ব্বা, বিল্ব-পত্র, তুলসী প্রভৃতি ১ দফা, ৺স-গণাধিপ গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকার ধুতি ১খানা ও শাটী ১৬ খানা, আসনাঙ্গুরীয়ক ১৭ প্রস্ত, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১৭টা, (অশক্ত-পক্ষে দশোপচারে পূজা), নৈবেদ্য ১৭ খানা, তাম্বূল ১৭টা, ফল-মূলাদি, মিষ্ট-দ্রব্য, শ্রীশ্রীষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়ের নৈবেদ্য ২ খানা, ঐ কুচ ১ খানা।

বসুধারা।—গব্য-ঘৃত আধ পোয়া, সিন্দূর, কজ্জল, তৈল, হরিদ্রা, চন্দনাদি, চেদিরাজ-বসুর ষোড়শো-

পচারে পূজার ধুতি ১ জোড়, আসনাঙ্গুরীয়ক ১ প্রস্ত, মধুপর্কের বাটী ১টা, দধি, মধু, ঘৃতাদি, নৈবেদ্য ১ খানা, (অশক্ত-পক্ষে) দশোপচারে পূজা।

অধিবাস (বরণ-ডালা)।—তৈল, হরিদ্রা, মহী (মৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (নুড়ী), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল (একছড়া অখণ্ড কদলী), দধি, গব্য-ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলীর নির্ম্মিত), সিন্দুর, শঙ্খ, দেশীয় সূত্র, কজ্জল, রোচনা (হরিদ্রা), সিদ্ধার্থ (শ্বেত-সর্ষপ), কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, দীপ (প্রদীপ), দর্পণ (আর্শি), ব্যজন (চামর)।

নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ।—৺যজ্ঞেশ্বরের ধুতি ১, জোড়, দৈব-পক্ষের প্রশস্ত পক্ষে ধুতি ২ জোড়, মধ্যবিৎ ১ জোড়, ৺পিতৃ-পক্ষের ধুতি প্রশস্ত ২ ও মধ্যবিৎ ১ ঐ, ৺মাতামহ-পক্ষের ঐ ২ জোড়, মধ্যবিৎ ১ ঐ, (অতি অশক্ত-পক্ষে) গামছা ৯ খানা, আতপ-তণ্ডুল ।০ দশ সের, কুশ কিংবা কেশে নির্ম্মিত ব্রাহ্মণ ৬টা, ঐ নির্ম্মিত ত্রিপত্র ২২ দফা, কুশাঙ্গুরীয়ক ২ জোড়, সাগ্র কুশ (পবিত্রার্থ) ১৬ গাছা, আস্তরণার্থ কুশ

ভোজ্য ৫টা, তাহাতে গামচা ঐ মত, অন্ন-পাত্র, দেব-পক্ষে অন্ন-পাত্র ২ দফা, পিতৃ-পক্ষে ঐ ২ দফা, মাতা-মহ-পক্ষে ঐ ২, গব্য-ঘৃত /০ এক ছটাক, মধু অর্দ্ধ পোয়া, দধি, কদলী, ফল-মূলাদি, মিষ্ট-দ্রব্য, কলার খোলা (অভাবে ঐ পত্র), পিণ্ড ৭টা, পাণ, সুপারি, ধূপ, দীপ, গঙ্গা-মৃত্তিকা, যব, জল, শুক্ল-পুষ্পাদি, তুলসী, শুক্ল-চন্দনাদি, পিণ্ডার্থ উপকরণ, ফল-মূলাদি, বিল্ব, বদরী, আর্দ্রকাদি, পিণ্ডার্থ সূত্র ৬ দফা; দৈব, পৈত্র ও মাতামহ-পক্ষের দক্ষিণা ৩ দফা, যজ্ঞোপবীতার্থ সূত্র ১০টা।

সম্প্রদান।—(বর-পক্ষের) বরের পট্ট-বস্ত্র ১ জোড়, টোপোর ১টা, বরাঙ্গুরীয়ক ১দফা, ফুলের মালা, যাঁতি ১ জোড়া, জুতা ১ জোড়, বরাভরণ ১ দফা। (কন্যা-পক্ষের) পূর্ব্ব-জামাতা-বরণ-বস্ত্রাদি, পুষ্প-মাল্যাদি, বরের পট্ট-বস্ত্র ১ জোড়, সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক ১ দফা, পীড়ে আলপনা দেওয়া ২ দফা, টোপোর ১টা, যথাশক্তি দানীয় দ্রব্য ১ দফা, জুতা, ছত্র, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১খানা, আচ্ছাদনার্থ বস্ত্র ১ দফা, কোশা-কুশি ১ প্রস্থ,

কাজল-লতা ১ খানা, ফুলের মালা বড় ২ ছড়া, দফে ঐ মালা ৪ ছড়া, পাঁচ-ফল (অর্থাৎ বয়ড়া, হরীতকী, সুপারি, জায়ফল, আমলকী), ঐ পঞ্চ-ফলের বন্ধনার্থ হরিদ্রা-বর্ণের গামচা ১ খানা, কুশ-নির্ম্মিত বিষ্টর ২ দফা, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১টা (দধি, মধু, চিনি), পাদ্য-অর্ঘ্যাদির পুষ্পাদি ১ দফা, বর-দক্ষিণা ১ দফা, ও পুরোহিত-দক্ষিণা ১ দফা।

স্ত্রী-আচার।—সকল বেদীর বিবাহে সম্প্রদাতা কর্ত্তৃক বরের বরণের পর স্ত্রী-আচার করিয়া থাকে ; তাহার দ্রব্যাদি ঃ—মালা ২ ছড়া, ছাউনি-নাড়ার পুষ্পাদি, হাই-আমলা, মোনামুনি, ধুস্তূর-ফল, বরণ-ডালা, চণ্ডী-পুঁথি, আচ্ছাদনার্থ বস্ত্র, মাকু, দেশীয়-সূত্র, শঙ্খ-ধ্বনি, উলু-ধ্বনি প্রভৃতি।

কুশণ্ডিকা।—বটের শাখা ১, স-পল্লব ঘট ১, ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়-পূজা—ষোড়শোপচারে, নৈবেদ্য ২ খানা, ক্ষুদ্র নৈবেদ্য ১ ঐ, গব্য-ঘৃত আধ সের, অগ্নি আনিবার কাংস্য-পাত্র (অভাবে মৃন্ময়-পাত্র), আজ্য-স্থালী (ঘৃত রাখিবার) তাম্র-পাত্র (অভাবে মৃন্ময়-পাত্র) ১, বালি,

কাষ্ঠ, গোময়, দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত যজ্ঞডুম্বর সমিধ্ ২৮, হস্ত-পরিমিত খদির, পলাশ কিংবা যজ্ঞডুম্বরের বিংশতিকাষ্ঠিকা ২০, কুশময় ব্রাহ্মণ ১, দ্বাদশাঙ্গুল কুশ ১, একবিংশত্যঙ্গুল কুশ ১, সপ্তাঙ্গুল কুশ ৩, সাগ্র-কুশপত্র-দ্বয় ১, বিতস্তি-পরিমিত (১ বিঘত) ঐ ৩, দফে আস্তরণাদির জন্য কুশ ১ দফা, শিল-নোড়া ১ দফা, লাজ (খই), শমী-পত্র (শাঁই-পাতা), বীরণ-পত্র (বেণার পাতা), সিন্দূর, ঐ প্রদানার্থ বেত্র-নির্ম্মিত পাত্র ১, বর-কন্যার বস্ত্র (ধুতি উড়ানি ১ দফা, ও শাটী ১ খানা), আম্র-পল্লব ১ দফা, জল-পূর্ণ কুম্ভ ১টা, কুলা ১ খানা, ব্রহ্ম-দক্ষিণা পূর্ণপাত্র, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা, স্রুক্ স্রুবাদি (যজ্ঞ-কাষ্ঠ), পূর্ণ-হোমের কদলী-দ্বয় ও তাম্বূল, পুষ্প-দূর্ব্বাদি, দধি, বিচিত্র পীঠ (আল্‌পোনা দেওয়া পিঁড়ে) ২ খানা।

গর্ভাধান—ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়-পূজা, বট-শাখা ১, স-ফল-পল্লব ঘট ১, সিন্দুর। পঞ্চ-শস্য—(ধান্য, মুগ, তিল, যব, মাষ- কলাই)। পঞ্চ-গব্য—(দধি, দুগ্ধ, গব্য-ঘৃত, গোময়, গো-মূত্র)।

সূর্য্যার্ঘ্য—রক্ত-পুষ্প, ঐ চন্দনাদি, ধূপ, দীপ, কুচা নৈবেদ্য ১, পিঠলির পুত্তলিকা ২১, নৈবেদ্য ২ থানা, বর-কন্যার বস্ত্র (শাটী ও ধুতি উড়ানি), অঙ্গুরীয়ক ১ দফা, কদলী, মিষ্ট-দ্রব্যাদি, দক্ষিণা।

যজুর্ব্বেদীয় বিবাহের ফর্দ্দ।

ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাদি—ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়-পূজার ষোড়শোপচার দ্রব্য (সামবেদীর ন্যায়), ঘট, ফল, পল্লব, সিন্দুর, পঞ্চ-শস্য, অধিবাসের দ্রব্য (সামবেদীর ন্যায়)। স-গণেশ গোর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা (সামবেদীর ন্যায়), বসুধারা (সামবেদীর ন্যায়)।

বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ—কুশময় ব্রাহ্মণ ৮টী, ২২ দফা সাগ্র-কুশ, কুশ-নির্ম্মিত ত্রিপত্র ২৫টী, আস্তরণার্থ কুশ কতক-গুলি, খোলা অভাবে কদলী-পত্র, গঙ্গা-মৃত্তিকা, তিল, যব, হরীতকী, শ্বেত-সর্ষপ, দধি, মধু, চিনি, বস্ত্রের জায়—যজ্ঞেশ্বরের ধুতি ১ জোড়, দৈবে ঐ ১

জোড়, মাতৃ-পক্ষে ঐ ১ ঐ, পিতৃ-পক্ষে ঐ ১ ঐ, মাতামহ-পক্ষে ঐ১ ঐ (অশক্ত-পক্ষে গামছা ১০খানা, আতপ-তণ্ডুল পোনোর সের, পাণ, সুপারি, ফল-মূলাদি উপকরণ, কদলী, মিষ্ট-দ্রব্যাদি, ভোজ্য ৫টা, অন্ন-পাত্র ৮টা, পিণ্ড ১০টা, ব্রাহ্মণ-পক্ষে পৈতা ১৫টা, শুক্ল-পুষ্প ও ঐ চন্দন এবং তুলসী প্রভৃতি, দক্ষিণা।

বিবাহের দ্রব্যাদি—সামবেদীর ন্যায়।

কুশণ্ডিকা—ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজা পূর্ব্ববৎ। ঘট ১, বটের ডাল ১, গব্য-ঘৃত অর্দ্ধসের, আজ্য-স্থালী (তাম্র-পাত্র, অভাবে মৃন্ময়-পাত্র) ১, ফুলের মালা ১ ছড়া, উপযমন কুশ ৬ দফা, সম্মার্জ্জন কুশ ১৩, পবিত্রার্থ সাগ্র-কুশ ১ দফা, আস্তরণ-কুশ, যজ্ঞীয়োড়ুম্বর সমিধ ৩টা, স্রুক্-স্রুবাদি থৈ, শাঁই-পাতা, বেণার পাতা, কুলা. সিন্দুর ১ বাণ্ডিল, সিন্দুর-দানার্থ পাত্র ১, হোমের কাষ্ঠ, বালি, গোময়, কুশময় ব্রাহ্মণ ১, পূর্ণপাত্র ১ দফা, দক্ষিণা, দধি প্রভৃতি।

গর্ভাধান—ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজা এবং নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ (যজুর্ব্বেদীয় বিবাহবৎ), সূর্য্যার্ঘ্যাদি—সামবেদীর ন্যায়।

ঋগ্বেদীয় বিবাহের ফর্দ্দ।

ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজা—সামবেদীর ন্যায়, অধি-বাস-দ্রব্য—সামবেদীর ন্যায়, গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা সামবেদীর ন্যায়, বসুধারা ঐ মত, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-দ্রব্য যজুর্ব্বেদীয় নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধবৎ, বিবাহে সম্প্রদান—যজু-র্ব্বেদীর ন্যায়।

কুশণ্ডিকা-দ্রব্য—বালি, হোমের কাষ্ঠ, গোময় যজ্ঞ-কাষ্ঠ, কুশ, অগ্নি আনিবার কাংস্য-পাত্র (অভাবে মৃন্ময়পাত্র), পঞ্চদশ-সংখ্যক অরত্নিপ্রমাণ যজ্ঞীয়োড়ুম্বর সমিধ ১৫ দফা, ঐ সমিধ বন্ধনার্থ সপ্ত-গ্রন্থি-যুক্ত কুশময় রজ্জু ১ ঐ, আজ্যস্থালী (তাম্র-কুণ্ড অভাবে মৃন্ময় শরা), চরুস্থালী (পিত্তলের বগুনা, অভাবে মালসা) ১, কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণসার-মৃগ-চর্ম্ম), যব, তিল, দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত যজ্ঞীয়োড়ুম্বর সমিধ ১০ খানা, গব্য-ঘৃত তিন পোয়া, কুলা, ধুচনি, দুগ্ধ, চরুর আতপ-তণ্ডুল, চিনি, ব্রহ্ম-দক্ষিণা পূর্ণপাত্র, তাম্বূল, কদলী, দধি, উষ্ণীষ বাঁধিবার গামচা ১ খানা, লাজ (খৈ), সিন্দুর, সিন্দুর-

দানার্থ বেত্র-নির্ম্মিত পাত্র, শমী-পত্র (শাঁই-পাতা), কুলা।

বিবাহের দ্রব্যাদি—সামবেদীর ন্যায়।

গর্ভাধান—কুশণ্ডিকা-দ্রব্য, চরু-পাকের দ্রব্য, ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়ের ষোড়শোপচারে পূজার দ্রব্য, বট-শাখা, সিন্দূর, স-ফল-পল্লব ঘট, তৈল, হরিদ্রা, গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকা-পূজার দ্রব্য—ষোড়শোপচারে (অশক্ত হইলে দশোপচারে), অপরাহ্ণে সূর্য্যার্ঘ্য—রক্ত-পুষ্প ও রক্ত-চন্দনাদি, পিষ্টক-পুত্তলিকা ২১, খই, তাম্বূল, মিষ্ট-দ্রব্যাদি, পঞ্চ-গব্য ১ দফা, ফল, শরা স-শীষ নারিকেল, রক্ত-সূত্র, অলক্তক ও হরিদ্রা-বর্ণ গামচা ১ দফা, পত্নীর ঘ্রাণার্থ যব-চূর্ণ ও সীমের রস ১। *

---

* বিবাহের ফর্দ্দ স্থান-ভেদে বিভিন্ন-প্রকার-ও হইয়া থাকে। অতএব স্ব স্ব পুরোহিতের দ্বারা ফর্দ্দ করাইয়া লওয়া-ই উচিত।

প্রীতি-উপহার।

বিবাহ-রাত্রে বর ও কন্যার পক্ষ হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। বন্ধু-বান্ধব-গণ, প্রীতি-প্রদর্শন-চিহ্ন-স্বরূপ যেরূপ প্রীতি-উপহার বিতরণ করেন, সেইরূপ, কন্যার ভগিনী, মাসী, পিসী প্রভৃতি আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ সূচক কবিতাবলীতে স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। উভয়-পক্ষের পত্র-ই কবিতাতে মুদ্রিত হইতে দেখা যায়। এই সকল পত্র, বিবাহ-সভাতে সমাগত ব্যক্তি-বর্গকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই অভিনব প্রথাটি যে, সমাজ-মধ্যে নূতন প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা কে-না অবগত আছেন? যে প্রণালীতে এই পত্র রচনা করিতে হয়, তাহার আদর্শ প্রদর্শিত হইতেছে:—

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর বিবাহ উপলক্ষে

প্রীতি-উপহার।

(১)

স্নেহের পুতলী মাত্র, তুমি মা আমার।
কেবা তুমি নাহি জানি,
ভাবান্তর নাহি মানি ;
শুভ-ক্ষণে 'অন্নপূর্ণা' নাম, মা তোমার ;
ছলে যেন, অন্নপূর্ণা বালিকা আবার।

(২)

ধর্ম্ম-মণি বিদ্যা-ফণী শির-শোভা যার,
মৃত্যুঞ্জয়-খ্যাতি যশে ;
রিপু-বিষ যে বিনাশে,
বৈভব-বিভূতি অঙ্গে ভূষিত যাহার,
সে 'মণীন্দ্র' পতি পেলে, মহেশ-আকার।

(৩)

সুনির্ম্মল জলে, মাগো! ফুল্ল সরোজিনী,
দিনকর-কর-জালে
যথা স্বীয় চিত্র তোলে,
স্নেহের সুবর্ণে এঁকেছ যে ছবি খানি,
এ হৃদয়ে, মুছে তারে, কে আছে অবনী?

(৪)

ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী
আলোক-সাগরে ধীরে,
বিকাশে নলিনী, নীরে;
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ, সুখে, সিন্ধু-পদে, ধনী;

(৫)

এইরূপে, পতি-দেবে পূজি ইহলোকে,
জানি শাস্ত্রে এ-কাহিনী—
উজলিয়া এ-ধরণী,
নিরন্তর সুখরূপ পরম আলোকে,
ধরমের বলে, নারী, পায় পরলোকে।

(৬)

"সংসার-সাগর মাঝে পতি-পদ-তরী,
ক্ষণেকের তরে তারে,
ভুল না যেন অন্তরে,
লোভে, বাতময় জলে ডুব না, পাসরি
দু'দিন বাঁচিতে চাহি, চির দিন মরি।

(৭)

জননী জাহ্নবী মত, যেন, অবিরত,
স্নেহ প্রীতি, সর্ব্ব জীবে
বহে, তব, সমভাবে;
গুরু-জনে ভক্তিমতী, থেক সেবা-রত,
আপন জনারে দেখ আপনার মত।

(৮)

দাস দাসী ভৃত্য-গণে—যে-খানে যা ঘটে,
স-ভক্তি, তব মুরতি
হৃদয়ে করে আরতি;
যখন যেখানে থাকে—আবাসে বা মাঠে,
প্রতিষ্ঠা করয়ে যেন, স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে।

(৯)

সুন্দর ললাটে তব, সিন্দুরের বিন্দু,
জীবন-যামিনী যেন
চিরোজ্জ্বল রাখে হেন ;
এই আশীর্ব্বাদ মাগো ! স্নেহ-নীর সিন্ধু ;
সারা নিশা জলে যথা, পূর্ণিমার ইন্দু।

(১০)

গঙ্গা-হ্রদে মুক্তি যথা, সু-রতনে জ্যোতি,
সুগন্ধ পঙ্কজ-দামে,
বাসে মুক্তা শুক্তি-ধামে,
সু-তারা আকাশে হাসে, ভাসে রূপ অতি,
মানসে বিকাশে যথা, কোকনদ-ভাতি,
এ-নব-দম্পতী যেন
এরূপে যাপে জীবন ;
হে বিধি, করুণানিধি ! এ মম মিনতি।

তোমার কাকি-মা।

শ্রীমতী নলিনী দাসীর বিবাহ উপলক্ষে

স্নেহাশীষ।

(১)

কেন আজি হাসি-রাশি অবনী-ভিতরে ?
কেন আজি বাজে বাঁশী সুললিত স্বরে ?
কেন গাছে পিক-কুল,
কেন হাসে বন-ফুল,
কেন নাচে তারা-দল স্বরগ-উপরে ?
চারি-দিকে হাসি আজি এ ধরা-মাঝারে।

(২)

বুঝেছি বুঝেছি এবে জেনেছি অন্তরে,
পরিণয়-সূত্রে আজি কর বাঁধিবারে।
হইতেছে অগ্রসর
ধরিয়া পতির কর
যেতেছে আপন ঘর "জহরের" সনে।
তাই আজি হাসি-রাশি সবার আননে॥

(৩)

হেন শুভ-দিনে কেন বিদরে হৃদয় ?
সে কথা জাগিলে মনে বুক ফেটে যায়।
বউ দিদি আজি কোথা ?
তোমার "নলিনী" হেথা
"জহরের" বামে বসি সেজেছে কেমন !
একবার এসে ভাই কর দরশন।

(৪)

দেখ আজি একবার "নলিনী" নয়ন,
ঝরিতেছে অশ্রু-জল তোমার কারণ।
স্বর্গ হ'তে কৃপা ক'রে,
হের বউ এ দোঁহারে,
বরিষ আশীষ দিদি এই দুটী কায়।
চির-জীবী হয়ে যেন থাকে দুজনায়॥

(৫)

বেশী কি নলিনী তোরে বলিব গো আর।
জেনো বাছা স্ত্রীলোকের পতি পদ সার।

ধূলা খেলা সাঙ্গ ক'রে
যাও মা পতির ঘরে,
স-যতনে পূজ সদা পতি-দেবতায়।
স্বাধীনতা প্রিয় ধন দিও পতি-পায়॥

তোমার পিসী-মা।

নমঃ প্রজাপতয়ে।

শ্রীযুক্ত......র শুভ পরিণয়োপলক্ষে

প্রীতি-উপহার।

সংসার-আগারে যাহা প্রধান আশ্রয়,
গৃহ-লক্ষ্মী বলে যারে আর্য্য হিন্দু নয়,
বিধির বিধানে তাহা সম্মিলিত হয়,
হইলে-ও দূর-স্থিত পর পরস্পর;
শুভ-দিনে শুভ-ক্ষণে বিবাহ-বন্ধনে,
ঈশ্বর-ইচ্ছায় আজি মিলিবে দু'জনে॥ ১

হৃদি-খানি আজি মম আনন্দে পূরিত,
হাস মা প্রকৃতি সতী পরাণ ভরিয়া ;
গাও-রে বিহগ-কুল মঙ্গল-সঙ্গীত,
নাচ-রে শিখিনী সুখে পেখম খুলিয়া ;
বেড়ি নব জায়া-পতি কুলনারী-গণ
উল্লাসের হুলু-ধ্বনি কর বরিষণ ॥২

পূত-প্রবাহিনি ! এই নিদাঘ-সময়ে
মৃদু গাও কুলু কুলু প্রেম-আলাপনে ;
বহিয়া অনিল স্নিগ্ধ পরিমল লয়ে
দেখাও দৃঢ়তা কত প্রেমের বাঁধনে ;
চাতক চাতকী চাও ফটি-স্টক জল,
দেখুক তন্ময় প্রেম জগতে সকল ॥ ৩

প্রিয়………সুহৃদ্ আমার,
বিবাহ-বন্ধন-মন্ত্র রাখিও স্মরণ ;
যে মন্ত্রে ধরিলে কর নব-বালিকার,
পালিতে সতত তাহা করিবে যতন ;
আদরের গৃহ-লক্ষ্মী হৃদয়ে রাখিবে,
সাধু ব্যবহারে নিতি সক্কল্প সাধিবে ॥ ৪

পবিত্র মিলন আহা খচিত মধুরে,
এসেছি হেরিতে আজি ক্ষুদ্র উপহারে,
নিঃস্বার্থ বান্ধব-প্রীতি, বিপদে সহানুভূতি,
অশেষ প্রকারে করি কল্যাণ-কামনা,
পূর্ণ হোক্ সখে তব নিষ্কাম সাধনা ॥ ৫ ॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সাল	অভিন্ন-হৃদয়
মেদিনীপুর।	নগেন্দ্র।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

পুস্তক-সমূহের মূল্য-তালিকা।

ছবির নমুনা। ছবির নমুনা।

১। বেদম-হাসি। মূল্য ।৴০ পাঁচ আনা।

২। খোকার মার গান। মূল্য ।৶০ আনা।

খোকাবাবু ও খুকুমণিদের হাসির ফোয়ারা, সোহাগের বৃষ্টি, আমোদের চূড়ান্ত! এবার নূতন আকারে, নূতন সাজে, নূতন ঢংএ, নূতন রংঙে, ছাপা হইয়াছে। এই বই-দুখানির এম্‌নি চটক যে, দেখ্‌লে চোক জুড়াবে, ছেলে ভুলাবে, আব্‌দার ছাড়াবে, ঘরে ঘরে হাসির ফুল ফুটাবে, আমোদের ঢেউ ছুটাবে;—এমন কি ছেলেরা খাবার ফেলে, বই খুলে প'ড়্‌তে ব'স্‌বে। তাই বলি—খেলার জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে, ছেলেদের হাতে এই বই-দুখানি দিয়ে, চোক সফল করুন! বঙ্গবাসী বলেন:—"বিপ্রদাস বাবু সাহিত্যের নিকুঞ্জে কতকগুলি দেশীয় স্থলজ কুসুম সাজাইয়া রাখিলেন, সন্দেহ নাই।" হিতবাদী বলেন:—"অনেক খোকার বাপ ও খোকার মা, এই পুস্তক কিনিবেন।" সকল কেতাবের দোকানে বিক্রী হয়।

ছবির নমুনা।

৩। মেয়েলি-ব্রতের ছড়া।—মূল্য ।/০ আনা। দেশচলিত বার-মেসে যত প্রকার ব্রত আছে, ইহাতে সে সমুদয় ব্রত করিবার নিয়ম, উদ্যাপন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন। এই পুস্তক সম্বন্ধে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-সমূহ কি বলেন, একবার পড়ুন :—

ছবির নমুনা।

মেয়েলি-ব্রতের ছড়া।—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত। ইহাতে পুণ্যপুকুর প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রত-সংক্রান্ত ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। বিপ্রদাস বাবু একটী নূতন ব্রতের ছড়া তৈয়ারী করিয়া, সোণায় সোহাগা দিয়াছেন। এই ব্রতের নাম "স্বদেশ-ব্রত"। বিপ্রদাস বাবুর লেখনী ধন্য হউক। এই ব্রত যদি মেয়েলি-ব্রতে স্থান পায়, তাহা হইলে, বিপ্রদাস বাবুর নাম সার্থক হইবে। হিতবাদী। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল।

পাক-প্রণালীর পাক-রাজ্যেশ্বর প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মেয়েলি-ব্রতের ছড়া" নামক একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তকে ৪৩টী মেয়েলি-ব্রতের ছড়া সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল ব্রতের ছড়া নহে, কেমন করিয়া, কোন্ সময়ে এই সকল ব্রতের আরম্ভ এবং উদ্যাপন করিতে হয়, সে সকল কথাও এই পুস্তকে নির্দ্দেশিত আছে। হিন্দু-গৃহস্থ সংসারের কুল-লক্ষ্মীগণ শৈশব হইতেই কি সুন্দর উপায়ে সংসার-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, অর্থ-নীতি প্রভৃতি শিক্ষা পাইয়া থাকে, ইহাতে তাহার অবিকল প্রতিবিম্ব বিম্বিত হইয়াছে। একবার এই মেয়েলি-ব্রতের ছড়া পড়িয়া দেখ দেখি! কি শিক্ষা, কি দীক্ষা, কি নীতি, কি রীতি,—গৃহস্থালীর শিক্ষার কি পরম পবিত্র প্রণালী! এ ব্রত গাঁথায় বিশ্বপ্রেমের উদার ভাব, কেমন সূত্রে সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে! কুমারী কেবল আপনাকে সুখী করিয়া সন্তুষ্ট নহে,—সে চাহে, আত্মীয় স্বজন সকলকেই তুল্য সুখে সুখী করিতে। এমন কুমারী শিক্ষা-রীতি আর কোথাও পাইবে কি? এই সব ব্রত শিক্ষার ফলেই সোণার সংসারে সোণার কমল ফুটিত,—হীরার গাছে মুক্তার ফল ফলিত। যদি দেশের উন্নতি চাহিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুর ঘরে ঘরে আবার এই সব মেয়েলি-ব্রতের অবাধ প্রচলন করিতে হইবে। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বাবু ইহারই সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া, এই স্বদেশী আন্দোলনকালে এই স্বদেশী অমূল্য রত্ন মেয়েলি-ব্রতের ছড়া ছাপাইয়াছেন। তাই বুঝি, তিনি এ পুস্তকে একটী নূতন ব্রতও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেটী "স্বদেশ-ব্রত"। এ ব্রতের গাঁথা বিপ্রদাস বাবুরই রচনা। এ পুস্তকের যেমন

চক্‌চকে চিকন কাগজ, তেমনি রাঙ্গা কালীর চক্‌চকে ছাপা; তারপর চমৎকার ছবি। বাঙ্গালী সংসারের ক্ষুটস্ত ইতিহাস,—বাঙ্গালা ভাষার শোভন অলঙ্কার হিসাবেও এ গ্রন্থ সর্ব্বথা আদরের সামগ্রী। বঙ্গবাসী ৯ই আষাঢ়, ১৩১৩ সাল।

এই নূতন ধরণের চমৎকার পুস্তকখানি পাইয়া, আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। হিন্দুগণ জীবনব্যাপী ব্রতের দাস; পুরুষেরা বহুদিন হইতে, শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে, অনেক ব্রত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মময়ী হিন্দুকুলললনা এখনও বহু প্রকার ব্রত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। নারীজাতির অনুষ্ঠিত কতকগুলি ব্রতের পদ্ধতি ও ছড়া এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্রতগুলির বিবরণ পুস্তকাকারে সঙ্কলিত করিয়া, আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুস্তক মধ্যে কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র আছে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। এই পুস্তক কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতিকে উপহার স্বরূপে প্রদান করা সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য। প্রবাহ,—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল।

নিজ নামে প্রথিত শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সুন্দর গ্রন্থের প্রণেতা। বঙ্গভূমি নানা কারণেই অধঃপতিতা। সেই অধঃপতনের পরিণাম স্বদেশীয় ধর্ম্মকর্ম্মের বিলোপ সাধন। সুতরাং এমন সময়ে বিলুপ্তপ্রায় এই মেয়েলি-ব্রতের সচিত্র ছড়া-পুস্তকের প্রচার দ্বারা, আমাদের যে মহোপকার সংসাধিত করিয়াছেন,—তাহা অবর্ণনীয়। পুস্তকের মুদ্রণ, কাগজ, ছবি ইত্যাদি সমস্তই—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

জন্মভূমি,—১৪শ বর্ষ,—১০ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৩ সাল।

আস্থন—লউন—ঘরে ঘরে পোলাও রাধুন !

৪। পাক-প্রণালী।—১ম হইতে ৫ম খণ্ড, একসঙ্গে উত্তম বিলাতি বাঁধা ; মূল্য ২॥০ টাকা, ইহাতে পৃথিবীর নানা জাতির রন্ধনের নিয়ম লিখিত আছে। সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটী কর্ত্তৃক লাইব্রেরি ও বালিকা-বিদ্যাল-সমূহে পারিতোষিক জন্য অনুমোদিত। ষষ্ঠ খণ্ড।—মূল্য ১৲ টাকা। অনেক রকম নূতন নূতন খাবার প্রস্তুত শিক্ষা। বিশেষ সুবিধা এক সঙ্গে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত খরিদ করিলে, অর্থাৎ পূর্ণ সেট সাড়ে তিন টাকার স্থলে, ৩৲ তিন টাকায় পাইবেন।

৫। মিষ্টান্ন-পাক।—১ম ও ২য় ভাগ এক সঙ্গে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা। ইহাতে পায়স, পিষ্টক, মোরব্বা, আচার, সরবত, ক্ষীর, সর, এবং যাবতীয় সন্দেশ ও মিঠাই প্রভৃতি মিষ্ট-দ্রব্য-সমূহ প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত আছে।

৬। সৌখিন-খাদ্য-পাক।—ইহাতে নানা প্রকার পোলাও, খিচুড়ী, কালিয়া প্রভৃতি পাকের সহজ নিয়ম লিখিত আছে। মূল্য ॥৵০ আনা। আপাততঃ পুস্তক ছাপা নাই।

৭। যুবক-যুবতী।—১ম ও ২য় ভাগ এক সঙ্গে বাঁধা ; মূল্য ১৲ এক টাকা। বন্ধ্যা, কাক-বন্ধ্যা, মৃত-বৎসা ও বাধক-রোগ-গ্রস্তা রমণীগণ এবং সন্তানোৎপাদক-শুক্র-দূষিত পুত্রমুখ-দর্শনে অক্ষম হতভাগ্য নর-নারীগণ! আশ্বাসিত—হও,—অগ্রসর হও, এই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ কর, অবশ্য নীরোগ হইয়া, পুত্র-মুখ দেখিতে পাইবে।

৮। অপঘাত-মৃত্যু-নিবারণ।—মূল্য।০ আনা। এই পুস্তকে জলে-ডোবা, আগুনে-পোড়া, উচ্চ হইতে পতন, হাড় সরা, ভাঙ্গা,

কাটা, রক্তস্রাব, আফিম ও বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়া, ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুর প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুর দংশন-জনিত বিপদ নিবারণের উপায় আছে।

৯। রন্ধন-শিক্ষা।—মূল্য ।/০ আনা। নিত্য ব্যবহার্য্য কুটনা বাটনা হইতে শাক, সুক্ত, পায়স, পিষ্টক পর্য্যন্ত সমুদায় প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক বালিকা-বিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

১০। কলম-প্রণালী।—মূল্য ।০ আনা। আম, নিচু, প্রভৃতি ফল-বৃক্ষের কলম বাঁধিবার নিয়ম শিক্ষা।

১১। সব্জী-শিক্ষা।—মূল্য ৵০ আনা। কপি, শালগম, গাজর এবং দেশী চাষের নিয়ম শিক্ষা।

১২। আত্মহারা-প্রেমিক।—মূল্য ১৲ এক টাকা। কিছু দিনের জন্য ৷৷৵০ আনা। বিলাতী প্রেমের লীলাখেলা।

১৩। দেদার-মজা।

মূল্য ৷৷৵০ আনা।—ইহাতে ১২৬টী গল্প আছে। পড়িতে বসিলে, ছেলে, বুড়, মেয়ে, পুরুষ হাসিতে হাসিতে অস্থির হবেন। তাই বঙ্গবাসী বলেন,—"(১৩ই শ্রাবণ ১৩১২ সাল) "দেদার মজা" —বিখ্যাত বিপ্রদাস বাবুর নূতন বহি। বস্তুতই শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুগুণে আজ বহু বিশ্রুত। বিপ্রদাস বাবু রসুই ঘরে পাকরাজেশ্বর, ফলবাগানের পাকা মালী,—'কলম-প্রণালী' 'সবজী-শিক্ষায়' তাহার পরিচয়। বিপ্রদাস বাবু বহুরূপে বহু গ্রন্থই লিখিয়াছেন; এ 'দেদার-মজা' তাঁহারই। 'দেদার-মজায়'—মজা দেদারই বটে,—পরন্তু দেলবাহার—সাহিত্যের

সর্ব্বরসপূর্ণ সাড়েবত্রিশ ভাজা, বিলাতী নবেলিয়ানার দিনে, এমন খাঁটী বাঙ্গলা পুরাতন রসিকতার রঙ্গদার জিনিষের ব্যবহার ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতেছে। 'দেদার-মজায়' এমন মজা উপভোগের বাঞ্ছা পাঠকের মনে বাড়িতে পারিবে। সাহিত্য-ভাণ্ডারেও এ সব রত্ন চুর-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। রসিকতা অনেক সময় অঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গে ফুটে; 'দেদার-মজার' রসিকতা বিপ্রদাস বাবুর ভাষার গুণে ফুটিয়াছে; ভাষায় যেন অঙ্গ-ভঙ্গ-রঙ্গ-রস মিশিয়া রহিয়াছে।"

"বহুকালাবধি 'পাকপ্রণালী' রচনা করিয়া, যিনি বাঙ্গালীকে খাদ্য-বিষয়ে মনোযোগী হইতে শিখাইতেছেন, সেই শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 'বেদম-হাসি', খোকার মার গান' প্রভৃতি চিত্রাবলী সংযুক্ত পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে (দেদার-মজাতে) কৌতুকাবহ বিস্তর প্রসঙ্গ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি পরিপাটী। এই শ্রেণীর গল্প দেশ হইতে এককালে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। বিপ্রদাস বাবু অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া, পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করায় ভালই হইয়াছে।" প্রবাহ।—(১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১২ সাল)

দেদার-মজা।—"বিপ্রদাস বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার 'পাক-প্রণালী' রন্ধন-শালায় যুগপ্রলয় ঘটাইয়াছে। আমাদের নব্য সভ্যেরা ইংরেজি মজা লুটিতে গিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু হিন্দুর হিন্দুত্ব ষোল আনা বজায় থাকে, অথচ বিজাতীয় আহার-প্রথা পরিচারিকারূপে গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা বিপ্রদাস বাবুর দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। কৃষিবিজ্ঞানেও

বিপ্রদাস বাবুর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁহার 'দেদার-মজা' বাস্তবিকই মজাদার। বাঙ্গালির মত রসিক জাতি পৃথিবীতে অল্পই আছে। কিন্তু সেই রসিকতা ইংরেজিয়ানার কাঠখোট্টামিতে সব শুকাইয়া যাইতেছে। বিপ্রদাস বাবু সেই পুরাতন সরসতা বাঙ্গালীর প্রাণে আবার জাগাইয়া দিতেছেন। পুস্তকখানি রসেভরা। ভেতো বাঙ্গালীর যে কত রস তাহা 'দেদার-মজা' পড়িলে বুঝা যায়। পুস্তকখানির বাঁধাই, ছাপাই অতি পরিষ্কার। বিপ্রদাস বাবুর ভিতরে বাহিরে ভেদ নাই। সন্ধ্যা, ২০শে শ্রাবণ, ১৩১২ সাল।"

স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক।

১৪।	প্রবন্ধ-রত্ন ১ম ভাগ	...	...	৵১০
১৫।	প্রবন্ধ-রত্ন ২য় ভাগ	...	...	।৴০
১৬।	প্রবন্ধ-রত্ন ৩য় ভাগ	...	...	॥০
১৭।	মনুষ্যত্ব ২য় ভাগ	...	...	।৶০
১৮।	মনুষ্যত্ব ৩য় ভাগ	...	...	॥৵০
১৯।	শিশু-সখা	...	...	৶০
২০।	বালিকা-হিত-পাঠ	...	...	।৴০
২১।	ফাষ্ট-রিডিং বুক্	...	...	৻১০
২২।	পাশের সহজ উপায়	...	...	।৴০

২৩। প্রাচীন লণ্ডন-রহস্য।—রেণল্ডসের মূল ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ, বিলাতী বাঁধা, মূল্য ৩৷০ আনা। প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আপাততঃ পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে। ছাপা না হইলে, পাওয়া যাইবে না।

২৪। **যুবতী-জীবন।** মূল্য এক টাকা।

২৫। **জননী-জীবন।** মূল্য দশ আনা।

তুমি নভেল, নাটক ও আখ্যায়িকা বা উপন্যাস পাঠ করিয়া, যে সুখ উপভোগ করিবে, এই পুস্তকদ্বয় পাঠেও সেইরূপ নির্ম্মল রসের তরঙ্গে ভাসিতে থাকিবে; এরূপ আমোদ-জনক অথচ প্রয়োজনীয় পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। পাঠক, তুমি যদি তোমার সহধর্ম্মিণীর রূপ, যৌবন ও পরমায়ু অধিক দিন রাখিতে বাসনা কর; তুমি যদি স্ত্রীকে পতি-ভক্তি শিখাইয়া, সংসারে দেবী করিতে ইচ্ছা কর; তুমি যদি প্রণয়িনীকে পাকা-গিন্নীরূপে গৃহলক্ষ্মী করিতে ইচ্ছা কর; তুমি যদি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিণীকে সুরসিকা এবং সংসারের সার-রত্ন করিতে অভিলাষ কর, তবে এই দুইখানি পুস্তক অগ্রে পাঠ করিয়া, তাঁহাকে পড়িতে দাও—আশা পূর্ণ হইবে; সংসার সুখের হইবে; এবং অকাল জরা, রোগ, শোক সহজে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তাই বলি, যদি স্ত্রীলোকদিগকে কোন পুস্তক পাঠ করিতে দিতে হয়, তবে এই পুস্তক দুইখানি অগ্রে দেওয়া উচিত।

প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-সমূহের মন্তব্য।

বেদম-হাসি।—বিপ্রদাস বাবু যে সুখপাঠ্য সরল ভাষায় গল্পগুলি গ্রন্থন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী বটেই; পরন্তু বয়স্ক বালকদিগেরও চিত্তাকর্ষণে সক্ষম। "বেদম-হাসি" সুন্দর ছাপান, সুন্দর বাঁধান; কাগজ সুন্দর, ছবি অনেক আছে। বঙ্গবাসী ২রা শ্রাবণ, ১৩১০ সন।

খোকার মার গান।—বিপ্রদাস বাবু ইতিপূর্ব্বে বেদম-হাসিতে

বালক-সমাজে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছেন, এখন "খোকার মার গানে" ছেলে মাত'ইয়াছেন। যেমন ছাপা সুন্দর, ছবিগুলিও তেমনি সুন্দর হইয়াছে। বিপ্রদাস বাবু সাহিত্যের নিকুঞ্জে কতকগুলি দেশীয় স্থলজ কুসুম সাজাইয়া রাখিলেন, সন্দেহ নাই। বঙ্গবাসী ১৮ই বৈশাখ, ১৩১১।

বেদম-হাসি।—বিপ্রদাস বাবু আমাদের বালক-বালিকাগণকে হাসাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। গল্পের শিরোনামগুলি দর্শন করিলেই হাসি পায়। পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে। জন্মভূমি। ৬ষ্ঠ সংখ্যা; ১৩১০ সাল।

খোকার মার গান।—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এইরূপ একখানা ছবির বই পাইলে, খেলনার মত যত্ন করিয়া লয়। বিপ্রদাস বাবু দূরদর্শী ব্যক্তি, এমন হুজুগের সময় ছাড়িবেন কেন? তিনি পাক-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহার মিষ্টান্ন-পাকের পাকা হাতে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা সমাদৃত হইবারই কথা। এই 'খোকার মার গান' তিনিই করিয়াছেন। গ্রন্থের আর একটি গুণ ছবিগুলি দেশী, বিলাতী ছাঁচে ঢালা নহে। অনেক খোকার বাপ ও খোকার মা, এই পুস্তক কিনিবেন, সন্দেহ নাই। হিতবাদী। ৩১শে চৈত্র, ১৩১১ সাল।

খোকার মার গান।—লেখক মহাশয়ের পাক-প্রণালীর নাম অনেক খোকার মারই পরিচিত। তিনি পাক-প্রণালীর প্রণয়ন করিয়া, অনেক জননীরই পরম উপকার করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি শিশু-মুগ্ধ-কর হইয়াছে। 'খোকার মার গান',—ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও ছবিগুলি যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, ছড়াগুলিও সেইরূপ সুনীতিসম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি,

সকল পুর-মহিলাই, এই পুস্তক আদর করিয়া পাঠ করিবেন। বসুমতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।

জননী-জীবন।—জননী-জীবনে বহু সন্দর্ভ সন্নিবেশিত। ইহা স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে নাটকীয় সরল সর্ব্বজন-বোধ্য ভাষায় লিখিত। সরল সন্দর্ভ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। পড়িলে সকলেরই কর্ত্তব্য-প্রবৃত্তি উথলিয়া উঠিবে। এ গ্রন্থখানি পড়িয়া সকলে তৃপ্তি পাইবেন। বঙ্গবাসী।

জননী-জীবন।—ইহা নাটক নভেল নহে, কিন্তু নাটক নভেল অপেক্ষা ইহা বহুমূল্য পুস্তক। যেরূপ শিক্ষাদ্বারা সুজননী হইতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারের পুস্তক যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। আমরা আশা করি, প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই পুস্তকের এক একখণ্ড মেয়ে-দের হাতে দিবেন। তাহাতে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে, দেশের কল্যাণ হইবে। বসুমতী।

পাক-প্রণালী।—পাক-প্রণালীর ভিতর এত রন্ধন-রত্ন আছে তা কে জানিত? পাক-প্রণালীর যেই খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখনই মনে করি, এইবার বুঝি রত্ন ফুরাইল। এখন মনে হই-তেছে, এ রত্নাকর অগাধ অতল। ইহাতে অনেক নূতন রকমের রন্ধন-প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।